বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 658. | June, 1918.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৫৮ সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫। জুন, ১৯১৮। | ১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।

উষা-সঙ্গীত।

মিশ্র টোড়ি—একতালা।

জাগ জাগ সবে জাগ রে!
মধুর আহ্বান তাঁর এসেছে যে, বারেক শুনো ঐ শুনো রে।
মাতিয়া প্রাণে পবিত্র মনে, সানন্দে ধরা ভাসাও রে।
ঘুম-ঘোরে না রহিয়ে অচেতন, ফেল ভেঙ্গে মোহের স্বপন রে!
অনুরাগে ভরে আপন হৃদয়ে ব্যস্তভাবে তাঁরে ডাক রে!
প্রেম-মকরন্দের প্রেম আনন্দে হয়ে মত্ত সদা মজ রে।
সবে এস এস ও পদারবিন্দে, হও মগন প্রেম-ভরে রে।

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

১´ ২ ০ ৩।।
II সা -দা দপা। পা মজ্ঞা মা। পণদা -া -া। পা -া -া I
জা গ জা০ গ স০ বে জা০০ ০ গ রে ০ ০

১´ ২ ০ ৩
I সা সা সা। দা দা পা। মা পজ্ঞা জ্ঞা। জ্ঞঋা ঋা -সা I
ম ধু র আ হ্বা ন তাঁ র০ এ সে০ ছে যে

১´ ২ ০ ৩
I সা সা মা। মা মা মপা। জ্ঞমা -জ্ঞা -পমা। পা -া -া I
বা রে ক শু নো ঐ০ শু০ ০ ০নো রে ০ ০

১´ ২ ০ ৩
I র্পা দা দা। র্সা -া ঋর্সা। ণা র্সণা ণদা। দণদা -াপ পা I
মা তি য়া প্রা ০ ণে ০ প বি ০ ত্র ০ ম ০ ০ ০ নে

১´ ২ ০ ৩
I পা ণদা দপা। পা মজ্ঞা মা। পণদা -া -া। সা -া -া II
সা ন ০ ন্দে ০ ধ রা ০ ভা ০ সা ০ ০ ০ ও রে ০ ০

১´ ২ ০ ৩
II সা সা I { সা সা দা। দা দা পা। মা পজ্ঞা জ্ঞা। জ্ঞঋা ঋসা সা I
ঘু ম ঘো রে না র হি য়ে অ চে ০ ত ন ০ ফে ০ ল

১´ ২ ০ ৩
I সা সা সমা। মা মা মপা। জ্ঞমা -জ্ঞা -পমা। পা -া -া I
ভে ঙ্গে মো হে র স্ব ০ প ০ ০ ০ ন রে ০ ০

১´ ২ ০ ৩
I পা দা র্সা। র্সা র্সা ঋর্সা। ণা র্সণা ণদা। দণদা দপা পা I
অ নু রা গে ভ রে ০ আ প ০ ন ০ হৃ ০ ০ দ ০ য়ে

১´ ২ ০ ৩ ৩
I পা পণদা দপা। পা মজ্ঞা মা। পণদা -া -া। (পা সা সা) } I পা -া -া I
ব্য স্ত ০ ০ ভা ০ বে তাঁ ০ রে ডা ০ ০ ০ ক রে "ঘু ম" রে ০ ০

১´ ২ ০ ৩
I { দা দা দা। র্সা র্সা -া। র্সা র্সা র্সা। র্সা র্সা -া I
প্রে ম ম ক র ন্ দের প্রে ম আ ন ন্দে

১´ ২ ০ ৩
I দা দা না। র্সা র্জ্ঞা র্জ্ঞা। র্জ্ঞা -র্ঋা র্সা। র্ঋা -া র্সা } I
হ য়ে ম ত্ত স দা ম ০ জ রে ০ ০

১´ ২ ০ ৩
I পা ণা দা। দা পা মজ্ঞা। মা ণদা দা। র্সনা র্সা র্সা I
স বে এ স এ স ও প ০ দা র ০ বি ন্দে

১´ ২ ০ ৩
I পা পণদা দপা। পা মজ্ঞা মা। পণদা -া -া। সা -া -া II II
হৃ ও ০ ০ ম ০ গ ন প্রে ম ভ ০ ০ ০ রে রে ০ ০

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২৪)

কার্ত্তিক-প্রভাতের শৈত্য-জড়তানাশী খররৌদ্র তখন বেশ জোরে জ্বলিয়া মধ্যাহ্নের আধিপত্য ঘোষণা করিতেছিল। দ্বিপ্রহরের পথে বহু লোক ব্যস্তভাবে যাতায়াত করিতেছিল। নমিতা ও সুরসুন্দর পথ হাঁটিয়া নীরবে চলিতে চলিতে নমিতাদের বাড়ীর কাছে আসিয়া পৌছিল।

সুরসুন্দর একটু পশ্চাতে থাকিয়া, খুব ধীরে ধীরে আসিতেছিল; পশ্চাদ্বদ্ধ হস্তে মাথাটি সাম্‌নে ঝুকাইয়া, গভীর চিন্তাকুল বদনে সে চলিতেছিল। বারেণ্ডার সিঁড়িতে উঠিতে উদ্যতা নমিতা বিদায়-সম্ভাষণের জন্য দাঁড়াইল। অন্যমনস্ক সুরসুন্দর তাহা লক্ষ্য করিল না; নিঃশব্দে যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিতে লাগিল। বিপন্ন হইয়া নমিতা একটু কাশিয়া বলিল, "তা হ'লে, আজই আপ্‌নি বাড়ী চল্লেন? কত দিনে ফির্‌বেন?"

সুরসুন্দর থম্‌কিয়া দাঁড়াইল! ইহার মধ্যে কখন্ যে এতটা পথ আসিয়া পড়িয়াছে, সেটা সে আদৌ অনুভব করিতে পারে নাই! অপ্রতিভ হইয়া সে একটু হাসিল ও নমিতার নিকটস্থ হইয়া বলিল, "হ্যাঁ, আজই যাব। কত দিনে ফির্‌ব, ঠিক্ নাই। ভাইটির অবস্থা দেখে সে ব্যবস্থা স্থির হবে।—মিস্ মিত্র!" সুরসুন্দর আরও একটু নিকটে আসিল; সম্ভ্রম-নত দৃষ্টিতে ভূমির পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "মিস্ মিত্র, আপনাকে আজ একটি কথা বল্‌তে চাই, অনুমতি দিন্—।"

সুরসুন্দরের মুখে "আজ একটি কথা"— নমিতার কানে আজ হঠাৎ অত্যন্ত অদ্ভুত, নূতন ও বিশেষত্বপূর্ণ ঠেকিল! মনটা কেমন শঙ্কিত হইয়া উঠিল! সন্দিগ্ধভাবে একটু ইতস্ততঃ করিয়া, সুরসুন্দরের শান্ত ম্লান মাধুরী-বিকশিত নম্র মুখখানির পানে সে একবার মর্ম্মভেদী তীক্ষ্ণ কটাক্ষে চাহিল;— তখনই তাহার দৃষ্টি বিশ্বস্ত আশ্বাসে করুণা-কোমল হইয়া আসিল; ধীরভাবে বলিল, "বল্‌বার মত কথা হয়, অবশ্য বল্‌তে পারেন্; বৈঠকখানায় আসুন্।"

"না, আমি এইখানে থেকেই কথা শেষ করে যাই।—" এই বলিয়া সুরসুন্দর দৃষ্টি তুলিয়া নমিতার পানে চাহিল এবং ব্যথিত ভাবে একটু হাসি হাসিয়া বলিল, "চারিদিকে ক্রমাগত বীভৎস অবিশ্বাসের চেহারা দেখে, এক এক সময় নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি—নিজেকেও ভয় কর্‌তে বাধ্য হই!— আজ আপনার কাছে তাই ক্ষমা চাইছি, আমার সে অপরাধ ভুলে যাবেন। সে-দিন ঝোঁকের মাথায় অনেকগুলো শক্ত কথা বলে ফেলেছি; আপনার মনে নিশ্চয় আঘাত লেগেছে। নিজের রূঢ়তায় আমি অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়েছি।—মিস্ মিত্র, তারপর আমি আর ক্ষমা চাইবার সুযোগ পাই নি; সেজন্যে ভারী দুঃখিত ছিলুম্।—আজ বল্‌ছি, আমায় ক্ষমা কর্‌বেন্।"

নমিতার মনে হইল এমন আন্তরিকতা-পূর্ণ সুগভীর বেদনার স্বর সে বহু—বহুদিন শুনিতে পায় নাই; আজ শুনিল! বিস্ময়ান্

পুলকের সহিত, একটা বেদনার আঘাত দিয়া তাহার অন্তঃকরণকে স্পর্শ করিল! নমিতার ইচ্ছা হইল, সে স্পষ্ট প্রতিবাদের সুরে বলিয়া উঠে,—'না, ইহা সৌজন্যের নামে অন্যায় অসৌজন্য হইতেছে। সুরসুন্দরের মত হিতাকাঙ্ক্ষীর ত্রুটি ক্ষমা করিবার ক্ষমতা তাহার নাই......... !'

সোজা হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সুরসুন্দরের মুখের উপর অসঙ্কোচ স্থিরদৃষ্টি স্থাপন করিয়া নমিতা বলিল, "মানুষের মুখের কথায় ভয় পেয়ে, আমিও অনেক সময় মনের জোর হারিয়ে ফেলি, সাহসের অভাবে অনেক অপরাধজনক আচরণ করি; অনেককে মিথ্যা অবিশ্বাস করে, মনস্তাপ পাই! আমার মহাদুর্ব্বলতা আছে, জানেন্। যে যা বুঝিয়ে দেয়, সরল বিশ্বাসে সব সত্য বলে অকপটে মেনে নিই; কিন্তু নির্ব্বোধ হ'লেও আমার মন বক্র-কুটিল নয়, এটা নিশ্চয় জান্‌বেন। মিথ্যার ভুল খুব শীঘ্রই বুঝ্‌তে পারি!—আপনি ক্ষমা'র কথা বলবেন্ না, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।—আপনার মন যে কত উঁচু, তা আমি খুব—খুব ভাল রকমেই জেনেছি। আর কথা বাড়ান নিষ্প্রয়োজন!"

সনিঃশ্বাসে ম্লান হাসি হাসিয়া সুরসুন্দর নমস্কার করিয়া বলিল, "তবে বিদায় হই। সত্যই, কিছু মনে কর্‌বেন না যেন।"

প্রশান্ত স্নেহের হাসিতে নমিতার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। স্নিগ্ধ কোমল কণ্ঠে সে বলিল, "মনে কর্‌তে বারণ করেন, কর্‌ব না;—কিন্তু, না না, কিছু মনে কর্‌ব কি! আপনার অমায়িকতা, উদারতা, সহোদরের মত স্নেহানুগ্রহ, সে সব কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ রাখ্‌ব; ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, বাড়ী গিয়ে সব ভাল দেখে, আবার শীঘ্র ফিরে আসুন্।"

"আসি তবে—।" প্রস্থানোন্মুখ সুরসুন্দর দুই পদ অগ্রসর হইয়া, সহসা আবার ত্রস্তভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইল। শুষ্ক মুখে একটু উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল ভাবে, কি যেন কিছু বলিবার জন্য ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। নমিতা সস্মিত মুখে বলিল, "কোন দরকার আছে?"

"হাঁ,—দেখুন, হাঁসপাতালের নার্শ, কম্পাউণ্ডার বিশেষণ ছাড়া আমাদের আরো কিছু স্বতন্ত্র বিশেষ্য আছে,—তারই অধিকারে —।" সহসা কথাটা সাম্‌লাইয়া লইয়া, সুরসুন্দর মুহূর্ত্তের জন্য নীরবে কি ভাবিল; তারপর ধীরে ধীরে বলিল, "অনধিকার চর্চ্চার স্পর্দ্ধা ক্ষমা কর্‌বেন। আর একটি কথা বলে যাই, করমগঞ্জ থেকে আপনি বদ্‌লী হ'বার দরখাস্ত করুন্; আর এখানে থাক্‌বেন্ না।"

নমিতা বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল! ক্ষণ-পরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আপনিও তাই বলেন্? ধন্যবাদ!—স্মিথ্‌কে বল্‌বেন্ না, আমি আগেই সে চেষ্টার আরম্ভ করেছি। করমগঞ্জের জল-হাওয়া আর আমার সইছে না!—"

"এ সইবার নয়" বলিয়া মুখ ফিরাইয়া সুরসুন্দর অগ্রসর হইল। যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল, ততক্ষণ নমিতা চাহিয়া রহিল; তারপর নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঈষৎ হাসিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "আমাদের দৌরাত্ম্যও বড় সহজ নয়! কাল রাতে কি ভয়ানক গোয়েন্দা-

গিরিই করা হোল ! ছিঃ !—কিন্তু ভগবান্‌কে ধন্যবাদ, আমি বেঁচে গেছি ! ডাক্তার মিত্রের সাধুতা হত্যাকারীর উৎকোচ-মূল্যে বিক্রীত হয়, আমি জান্‌তুম না !—এই জান্‌লুম। এবার ওঁর চরিত্রকে শ্রদ্ধা করার দায় থেকে আজ একেবারে নিষ্কৃতি পেয়েছি। আঃ ! কি মুক্তি রে !—"

হর্ষোৎফুল্ল মুখে মা'র ঘরে আসিয়া মেজের উপর ধূলার মাঝেই হাত-পা ছড়াইয়া, শুইয়া পড়িয়া নমিতা শ্রান্তি অপনোদনের আছিলায় রোগীর বাড়ীর গল্প আরম্ভ করিল। কিন্তু সেখানে সমি-সুশীল ছিল না ; সুতরাং, গল্প তেমন জমাইতে পারা গেল না। বেলা হইয়াছে বলিয়া মাতাও স্নানাহারের তাড়া দিলেন। অগত্যা নমিতা উঠিল ; টাকাগুলি গণিয়া মাতার কাছে রাখিয়া সে বলিল, "মা, খুচ্‌রো খরচের জন্য এক এক সময় আমার বড় মুস্কিল হয়। এবার থেকে, বেশী নয়—দু'টি করে টাকা আমায় দেবেন্।"

মা একটু হাসিয়া বলিলেন, "তা'র জন্যে অত মিনতি কেন ? সত্যি, আমার হাতে সব সময় পয়সা-কড়ি থাকে না ; আমি বুঝ্‌তে পারি, তোর কষ্ট হয়। দু'টাকা নয়, তুই পাঁচ টাকা করে নিয়ে রাখ্, যা খরচ হয়—।"

নমিতা বাধা দিয়া বলিল, "না, মা, আমার হাত ভয়ানক পিছল্. যা দেবেন্, সব খরচ করে নিশ্চিন্ত হব !—আমার অভ্যাস ত জানেন্। দু'টাকাই ভাল।—লছ্‌মীর মার কাছে রেখে দেবেন্, সময়ে সময়ে খুচ্‌রা দরকারে ওর কাছে চাইলেই পাওয়া যায়।"

মা একটু হাসিয়া বলিলেন, "যেমন কাল রাত্রে পাওয়া গেল ! ছিঃ, তুই দিনে দিনে কি হচ্ছিস্ রে নমি ? দুধের জন্যে লছ্‌মীর মার কাছে পয়সা ধার কর্‌লি ! আমার কাছে চাইলে, বুঝি, পেতিস্ না ?"

নমিতা চৌকাঠের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। অপ্রস্তুত হাস্যে বলিল, "আমার সাহস হোল না, মা !......আপনি ত শেষে দুধও আন্‌তে দিতেন না ?"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া মাতা বলিলেন, "তা দিতে পার্‌তুম্ না বাছা ! যে কষ্টের পয়সা ! —এই অনিদ্রায় অনাহারে !—"

বাধা দিয়া নমিতা সজোরে বলিল, "ঐঃ ! না খাট্‌লে কি পয়সা পাওয়া যায় মা ? স্মিথ্ এই বুড়ো বয়েসে যে খাটুনী খাটেন্, দেখ্‌লে অবাক্ হ'তে হয় ! আমাদের এ ত সুখের দশা !" এই বলিয়া কৈফিয়ৎ শেষ করিয়া নমিতা স্নান করিতে গেল।

আহারান্তে খুব এক চোট্ নিদ্রা দিয়া, বৈকালে সাড়ে তিন্‌টা বাজিতেই, নমিতা বিছানা ছাড়িয়া উঠিল। কাল হইতে হাঁস্‌পাতাল যাইতে হইবে। নমিতা ময়লা জামা-কাপড় বদলাইয়া ফর্‌সা কাপড়-চোপড় ঠিক্ করিয়া রাখিল। তারপর সে জুতা ব্রুস্ করিতে বসিল। সময় থাকিলে, নমিতা নিজ-হাতেই এ-সব কাজ করিত। শুধু নিজের নয়, ভাই-বোন্ সকলেরই জুতা সে পরিষ্কার করিত,—তাহাদের দ্বিধা আপত্তি গ্রাহ্য করিত না।

আজ বিমল এখনও বিদ্যালয় হইতে আসে নাই, সুশলীও জুতা পায়ে দিয়া কোথায় বেড়াইতে বাহির হইয়াছে, তাই তাহাদের জুতা পাওয়া গেল না। সমিতা সেইমাত্র স্কুল হইতে আসিয়া ঘরে ঘরে বিছানা করিয়া

ও ঝাঁট দিয়া বেড়াইতেছিল ; নমিতা নিঃশব্দে তাহার জুতা সংগ্রহ করিয়া আনিল।

অল্পক্ষণ পরে সুশীল আসিয়া সেখানে পৌছিল। নমিতার সম্মুখে জুতা-মণ্ডিত চরণ-যুগল ছড়াইয়া বসিয়া, বিনা দ্বিধায় মন্তব্য প্রকাশ করিল, "আমার জুতোয় ধূলো লেগেছে —।"

নমিতা হাসিয়া বলিল, "অর্থাৎ, বুঝেছি। —খুলে দাও—।"

সুশীল বলিল, "কাল মেজ-দা ক্রস্ করে দিয়েছে ;—আজ আবার!— তা তুমি দেবে দাও।"

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া নমিতা কপট ব্যঙ্গে বিনয়ের স্বরে বলিল, "আপত্তি কর্‌বার কিছুই নাই! আহা! কি চমৎকার করুণা-বর্ষণ!—বাস্তবিক, সুশীল, তোর ঐ খাতির-নদারৎ চাল-টা রীতি বিগর্হিত অশিষ্টতা হ'লেও, আমার কিন্তু ভারী ভাল লাগে, ভাই! কিন্তু তাই বলে, এটা যেন সব জায়গায় অমন অম্লান-বদনে চালাস্ নে!—"

সুশীলের সপ্রতিভ-গাম্ভীর্য্যটা একটু ম্লান হইয়া গেল। আবার গ্রহের ফের—ঘরের শত্রু 'ছোড়্দি'ও সেইসময় সেখানে আসিয়া পড়িল। সুশীল একটু বিশেষ রকম ভাবিত হইল। সুশীলের ব্যবহার ছোড়্দির কর্ণগোচর হইলেই, সে এখনই নিম্মম পরিহাসে তাহাকে অপদস্থ করিবে!—বিপন্ন সুশীল ব্যস্তসমস্ত হইয়া, তাড়াতাড়ি কোন একটা কথা ফেলিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে চাপা দিবার জন্য স্মৃতির ভাণ্ডার হাত্ড়াইয়া একটা নূতন খবর টানিয়া আনিল ; পরম আশ্চর্য্যভাবে বলিল, "দ্যাখো ভাই দিদি,—আজ দুপুরবেলা কিশোরের বাবা বাইরে এসে, শঙ্করকে ডেকে কি সব জিজ্ঞাসা করছিলেন, আর বোধ হয়, বক্‌ছিলেন না কি জানি নে, এম্নি করে বাঁ-হাতের ওপর ডান-হাত ঠুকে ঠুকে ধমক্ দিয়ে বল্‌ছিলেন, "মকস্ কর, মকস্ কর, সাচ বোলো—।"

নমিতা হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, "মকস্ কি রে?"

উত্তেজিত হইয়া সুশীল, নিজের হাতে সজোরে চপেটাঘাত করিতে করিতে বলিল, "হ্যাঁ গো, ঠিক্ এম্নি করে বল্‌ছিলেন, মকস্ কর—"

সমিতা কাছে আসিয়া বলিল, "কি হয়েছে?"

সুশীল তৎক্ষণাৎ তাহাকেই সাক্ষী মানিয়া বসিল ; মাথা নাড়িয়া আগ্রহে বলিল, "না ভাই, ছোড়্দি? তুমি যখন স্কুল থেকে আস, তখন কিশোরের বাবা, ঐ ডাক্তার মিত্তির গেল—তিনি ওধারের বারেণ্ডায় দাঁড়িয়ে শঙ্করকে কি সব বল্‌ছিলেন? আর এম্নি করে চাপ্‌ড়ে বল্‌ছিলেন্ না?—মকস কর—?"

"মকস!"—সমিতার ওষ্ঠপ্রান্তে স্বচ্ছ বিদ্রূপের নৃত্য-লীলা অসংবরণীয় উল্লাসে চঞ্চল হইয়া উঠিল। অতিকষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া সে পরমগম্ভীর মুখে পুনশ্চ প্রশ্ন করিল, "কি বল্‌ছিলেন? মকস্ কর?"

ছোড়্দির মুখে গাম্ভীর্য্যের মাত্রাটা অত্যধিক দেখিয়া সুশীলের একটু শঙ্কা হইল ; কণ্ঠস্বর খাটো করিয়া বলিল, "মকস্ নয়?"

সমিতার ইচ্ছা হইল, সেইখানে গড়াগড়ি

দিয়া, খুব উচ্চ উচ্ছ্বাসে হাসিয়া লয়! কিন্তু নমিতার সাম্‌নে ততদূর ধৃষ্টতা-প্রকাশ নিরাপদ্ নহে বলিয়া, যথাসাধ্য সংক্ষেপে সে পর্ব্বটা সমাধা করিয়া ক্ষান্ত হইল; তারপর বলিল, "ওরে মুখ্‌খু, তিনি মকস্ বলেন নি; বলছিলেন, "কসম্ খা-কে সাচ্ বোলো।—"

স্থ। "কসম্! হ্যাঁ হ্যাঁ,—কসমই বটে!—"

আবার এক প্রস্থ হাসির অভিনয় হইল। নমিতা বকিয়া ঝকিয়া দুইজনকে ঠাণ্ডা করিয়া বলিল, "আসল কথাটা কি বল্? কিসের জন্যে কসম খাওয়া? কি বল্‌ছিলেন তিনি?"

"আমার কাছে শোনো,—" এই বলিয়া সমিতা জাঁকাইয়া বসিয়া গল্প সুরু করিল। "আমি শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করেছি। শঙ্কর বল্‌লে, 'ডাক্তারবাবু সেই ঠাকুরের কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে এসেছিলেন্। অনেক রকম করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, অনেক কথা তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন।' কিন্তু শঙ্কর তারে-বাড়া শয়তান; ও কিচ্ছু স্বীকার করে নি; সাফ জবাব দিয়েছে, 'না হুজুর, আমি কাউকে চিনি না। কে একটা গরীব লোক অসুখ নিয়ে এসেছিল, সে আপনিই আবার চলে গেছে...।' তারপর ডাক্তারবাবু আরো অনেক কথা বলেছেন, 'কে তা'কে দেখ্‌তে আস্‌ত? স্মিথ্ আস্‌তেন কি না? সুরসুন্দর কখন্ কখন্ আস্‌ত? রাত্রে কত রাত অবধি থাক্‌ত? এখানে ঘুমাত, না, গল্প কর্‌ত?' এই সব! বাপ্, যেন পাহারাওলার ধমক্! দেখ্‌তে যদি দিদি!—আবার আমি স্কুল থেকে আস্‌ছি,—তিনি অমনি ধূম্রলোচনের মত কটমটে চোখ বার করে এমন চাইছিলেন, আমার ত দেখে প্রাণ খাঁচা-ছাড়া হয়ে গেছ্‌ল!"

"হুঁ—" বলিয়া নমিতা জুতায় ব্রাস্কো মাখাইয়া সজোরে ক্রস্ ঘসিতে লাগিল। গভীর অন্যমনস্কতায় তাহার মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গেল!

সমিতা শ্রোতা, সুশীলকে লক্ষ্য করিয়া নিরঙ্কুশ সমালোচনা শুনাইয়া যাইতে লাগিল,—"যাই বল বাপু, উনি অত লেখাপড়া শিখেছেন, কিন্তু ভারী অসভ্য লোক!—ও কি! পরের চর্চ্চা নিয়ে অত থাকেন্ কেন? ওঁর লজ্জা করে না? সুরসুন্দর কম্পাউণ্ডার আমাদের বাড়ীতে রোগী দেখ্‌তেই আসুক্, আর গল্প কর্‌তেই আসুক্, আর ঘুমাতেই আসুক্, ওঁর তাতে অত হিংসে কেন? কি বল্‌তে ইচ্ছে হয়, বল দেখি, দিদি!"

দিদি সে-সম্বন্ধে কোন সদ্‌যুক্তি-নির্দ্ধারণের চেষ্টামাত্র না করিয়া ঘৃণা ও অবজ্ঞাপূর্ণ স্বরে বলিল, "বল্‌তে দে, বল্‌তে দে;—ওঁকে চিনে নিয়েছি। ওঁর চোখ্-রাঙানিতে ভয় খাই নে আর!—প্রত্যেক ঘটনায় ওঁর মনের আসল চেহারাটা যতই দেখ্‌তে পাচ্ছি, ততই ওঁর ওপর হতশ্রদ্ধ হচ্ছি। উনি যে কি পদার্থ—!"

বাকী কথা অসমাপ্ত রাখিয়া নমিতা ঘ্যাস-ঘ্যাস্-শব্দে সজোরে ক্রস ঘসিতে লাগিল। রাগে তাহার মুখখানা লাল টক্‌টকে হইয়া উঠিল!

গতিক ভাল নয় দেখিয়া সমিতা উঠিয়া পড়িল। সুশীল জুতার জন্য যাইতে পারিল না; চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেও তাহার কষ্ট হইতে লাগিল। একটু উস্‌খুস করিয়া ধীরে ধীরে সে বলিল, "দিদি আর একটা কথা শুনেছ? কিশোরের মা'র ভারী অসুখ—।"

নমিতা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "কিশোরের মা?—ডাক্তারবাবুর স্ত্রী?—সেই তিনি? কি হয়েছে তাঁর?"

দুঃখিতভাবে সুশীল বলিল, "কিশোর বল্‌ছিল, ভারী অসুখ তাঁর; দু'তিন দিনের মধ্যেই, বোধ হয়, মারা যাবেন।"

"দূৎ, তাই কি হয়!—বাইরে—অন্ততঃ স্মিথের কাছেও নিশ্চয় শুন্‌তে পেতুম।" কথাটা বলিতে বলিতে নমিতা থামিল; একটু ভাবিয়া বলিল, "তাও হ'তে পারে; স্মিথ্‌ হয় ত জানেন না! কিন্তু কাল সন্ধ্যার সময় ডাক্তার মিত্র এলেন্‌, কই, তিনিও ত,— ।" নমিতা আবার থামিল; ক্ষণেক নীরব থাকিয়া জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিল। দন্তে অধর-দংশন করিয়া আপন-মনেই সেষের স্বরে নমিতা বলিয়া উঠিল, "হবে! আশ্চর্য্য নাই। মহাপুরুষ হয়ত বাড়ীর এ সব বাজে খবরে কানই দেন না! হ্যাঁ রে সুশীল, কি অসুখটা জানিস?"

সুশীল বলিল, "কি জানি? কিশোর বল্লে, মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠ্‌ছে, আরও কি সব! এখন বিছানা থেকে উঠ্‌তে পার্‌ছেন না।"

নমিতার ক্রস-মার্জ্জনা আর চলিল না; সে জুতা-জোড়াটা সুশীলের সাম্‌নে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "এই নে, যা হোল, আর পারি নে।" তারপর ব্রস্কো, ক্রস প্রভৃতি তুলিয়া রাখিয়া হাত-মুখ ধুইতে সে তাড়াতাড়ি কুয়াতলায় চলিয়া গেল।

আধ-ঘণ্টার মধ্যে চুল পরিষ্কার করিয়া, জামা-কাপড় পরিয়া নমিতা বাড়ী হইতে বাহির হইল। সমিতাকে বলিল, "আমি সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যেই ফির্‌বো। সেই সময় চা করিস্‌।" (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

গান।

(ইমন কল্যাণ—ঝম্পক)

আঘাত করে' বাঁচাও আমায়,
দাও আমারে প্রাণ,
পলে পলে সইবো কত
মৃত্যু অবমান!
এম্‌নি করে দিনে দিনে,
মৃত্যু আমায় লয় যে চিনে,
এই মরণ হ'তে বাঁচাও আমায়,
দাও বেদনা-দান!

অম্‌নি তুমি দহন জ্বেলে
বিদ্ধ কর বজ্র-শেলে,
মেরে মেরে বাঁচাও আমায়,
আর রেখো না মান!
জাগাও আমায় তোমার কাজে,
সাজাও আমায় বীরের সাজে,
তোমার পায়ে রাখিতে দাও
হৃদয়-হিয়া প্রাণ॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

পরলোকগতা স্বর্ণপ্রভা বসু।

দিদি পরলোকগতা স্বর্ণপ্রভা বসু আমাদের পিতামাতার দ্বিতীয় সন্তান। আমাদের অগ্রজ এক ভ্রাতা সূতিকা-গৃহেই বিনষ্ট হ'ন্। সেই কারণে পিতৃদেব দিদির লালন-পালন ও পরিচর্য্যার দিকে সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। তাহা সত্ত্বেও মাতা-মহালয়ে অবস্থানকালে তিন বৎসর বয়সে দিদি বসন্ত-রোগে আক্রান্তা হন্। পিতৃদেব ৺ ভগবান্ চন্দ্র বসু অষ্টাদশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব সহকারে তৎকাল-প্রচলিত সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই বৎসর ১৮৫১ খৃঃ অব্দে কৃতী ছাত্রদিগকে পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে ঢাকা-নগরীতে যে সভা আহূত হয়, বঙ্গের আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার জন্মদাতা প্রাতঃস্মরণীয় বেথুন তাহাতে উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার মাওরেট পিতৃদেবকে পরিচিত করিয়া দিলে, বেথুন প্রাণপূর্ণ আনন্দে করমর্দ্দন করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করেন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া পিতা বাসায় অনেকবার কহিয়াছেন, "মহৎ লোকের জীবনের কি অদ্ভুত শক্তি! বেথুনের আনন্দ-দীপ্ত মুখের দিকে যখন চাহিলাম, তাহার কণ্ঠে যখন উৎসাহ-বাক্য শুনিলাম, সাদর করমর্দ্দনে তিনি যখন আমার সম্বর্দ্ধনা করিলেন, তখন জানি না কেন, বিদ্যুতের মত এই সঙ্কল্প আমার মনে সহসা স্ফুরিত হইল,—"আমি আমার কন্যাদিগকে উচ্চ শিক্ষা দান করিব।" তখন নারীর উচ্চশিক্ষা দূরে থাকুক, স্ত্রীলোক পুস্তক হস্তে লইলে বৈধব্য-গ্রস্ত হয়, এই সংস্কার দেশবাসী সকলের মনে প্রবল ছিল। যাহা হউক্, বেথুনের করস্পর্শ করিয়া পিতৃদেব কিশোর বয়সে যে উদ্দীপনা লাভ করিয়াছিলেন, কন্যার জনক হইয়া তাহা ভুলিয়া যান নাই। বিদ্যাশিক্ষার উপযোগী বয়স হইলে তিনি দিদির শিক্ষারম্ভ করিলেন। তখন কন্যাদিগের বিদ্যালয় ছিল না এবং গৃহে পাঠ করাইবার উপযোগী শিক্ষকও বালিকাদিগের পক্ষে সুলভ ছিল না। এই জন্য তাঁহাকেই দিদির শিক্ষাকার্য্যের ভার অনেক পরিমাণে বহন করিতে হইত। যে শ্রমসাধ্য রাজকার্য্যে পিতা নিযুক্ত ছিলেন, তাহাতে তাঁহার অবসর অতিশয় অল্পই ছিল; কিন্তু তিনি সে অবসরও আনন্দে কন্যার শিক্ষাকার্য্যে নিয়োজিত করিতেন;—এমন কি রন্ধন-কার্য্যও তিনি স্বয়ং কন্যাকে শিক্ষা দিতেন। এইরূপ যত্ন ও আদরে বর্দ্ধিতা ও শিক্ষিতা হইয়া দিদি অল্প বয়সেই শিক্ষা-সম্বন্ধে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। পিতৃদেব তাঁহাকে যে পুস্তকালয় দান করিয়া-ছিলেন, তাহাতে বঙ্গদেশের সমুদয় খ্যাতনামা উচ্চশ্রেণীর লেখকদিগের গ্রন্থ এবং বিবিধার্থ-সংগ্রহ, সোমপ্রকাশ, এডুকেশন গেজেট, অবলাবান্ধব, বামাবোধিনী প্রভৃতি উচ্চ-শ্রেণীর সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা ছিল। দিদি সে-সকল পুস্তক বহুবার পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে পাঠ করিয়া বঙ্গভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও প্রশংসনীয় লিপিপটুতা অর্জ্জন করিয়া-ছিলেন। একবার পিতৃদেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দিদির পাঠের জন্য কতিপয়

পুস্তকের নাম করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি কহিলেন, "তোমার কন্যা কি কি পুস্তক পড়িয়াছে, তাহা লিখিয়া দিতে বল।" পঠিত পুস্তকের নাম শুনিয়া তিনি কহিয়াছিলেন, "তোমার কন্যার ত পাঠোপযোগী বাঙ্গালা পুস্তক আর নাই দেখিতেছি। এখন উহার সংস্কৃত বা ইংরাজী পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া দাও।" তিনি দিদির রচনা পড়িয়া প্রীতমনে তাঁহাকে স্বীয় সমগ্র পুস্তকাবলী পুরস্কার দিয়াছিলেন।

দিদির বিবাহের সময়ে আমাদের দেশে যে প্রবল সামাজিক আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, পূর্ব্ববঙ্গের লোক এখনও তাহা ভুলিয়া যান্ নাই। আমার পিতৃবংশ কায়স্থ-কুলের সম্ভ্রান্ত কুলীন। আমার পিতামাতা তাঁহাদের জ্যেষ্ঠা কন্যার জন্য যে জামাতা মনোনীত করিয়াছিলেন, দেশপ্রচলিত জাতি-বিচারের সুদৃঢ় ও অকাট্য নিয়মানুসারে সে-শ্রেণীর পাত্রে আমার পিতার কন্যা-সম্প্রদানের কথা মনে স্থান দেওয়াও উন্মাদ-কল্পনামাত্র। পিতৃদেবকে এই বিবাহ উপলক্ষে বিষম প্রতিকূলতা, তীব্র প্রতিবাদ ও অপরিসীম সামাজিক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছিল; কিন্তু তিনি কন্যার ভবিষ্যৎ কল্যাণের দিকে চাহিয়া সে সমুদয় কষ্ট অকুণ্ঠ সাহস ও অপরাজিত চিত্তে বহন করিয়াছিলেন। পিতা আমাদের কহিতেন, "তিন গ্রামের লোক যখন এই বিবাহ উপলক্ষে আমার বিরুদ্ধে উত্থান করিল, তখন সকলের তীব্র প্রতিকূলতার মধ্যে এই বিবাহ সম্পন্ন করিলাম বটে, কিন্তু বিবাহ-শেষে ইহা সুস্পষ্ট অনুভব করিলাম যে, প্রাচীন সমাজে আমার আর স্থান নাই; তথা হইতে আমি চিরজন্মের মত বহিষ্কৃত হইয়াছি।" এই আন্দোলন যে কতদূর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, তাহা একটী ঘটনায় সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার শিলং নগরে গিয়াছিলাম। কোন সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবারে সাক্ষাৎকার করিতে গেলে, গৃহকর্ত্রী আমাকে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি কি বলিতে পারেন, কেন আপনার পিতার মত সম্ভ্রান্ত কুলীন এমন স্থানে জ্যেষ্ঠা কন্যা সম্প্রদান করিলেন?" মহিলার বচন-ভঙ্গীতে আমি অতিশয় ক্ষুণ্ণ ও বিস্মিত হইয়াছিলাম। বিবাহের প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত স্থানে এই প্রশ্নে আমি বুঝিলাম, ঘটনাটী সেই সময়ে কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল। বিবাহের অল্প কয়েক বৎসর পরে আনন্দমোহন বসু মহাশয় শিক্ষা-সমাপ্তির উদ্দেশে ইংলণ্ড গমন করেন। পিতৃদেব তখন গৃহে দিদির ইংরাজী শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তাহার পর কুমারী এক্রয়েড ও পরে মিসেস্ বিভারিজ বয়স্থ নারীগণের জন্য কলিকাতায় হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করিলে, দিদি তথায় শিক্ষার্থে প্রেরিত হন্।

বিগত পঞ্চাশ বৎসরে বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা অনেক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। এখন বৎসর বৎসর বহু রমণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ করিতেছেন। দিদি সে-শ্রেণীর উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হন্ নাই। কিন্তু যাহাকে প্রকৃত শিক্ষা বলে, তিনি তাহা লাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যের ত কথাই নাই, ইংরাজী ভাষায়ও তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। সভ্যজগতের সকল উন্নতির সঙ্গে

তিনি সুপরিচিত ছিলেন। বস্তুতঃ বিধাতা যে অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষের সহিত তাঁহাকে মিলিত করিয়াছিলেন, তিনি সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী হইয়াছিলেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে আনন্দমোহন বসু মহাশয় ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। আসিয়াই তিনি দেশহিতকর বহু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন্। দিদি তদবধি পতির সহযোগিনী-রূপে তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইলেন। তাঁহাদের গৃহ দেশের সকল বিভাগের উন্নতিশীল নেতৃগণের মিলনক্ষেত্র হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিশীল দলের ত কথাই নাই; তদ্ভিন্ন পরলোকগত শিশির-চন্দ্র ঘোষ, মনোমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বঙ্গের খ্যাতনামা নেতৃগণ, বোম্বের ডাক্তার আত্মা-রাম পাণ্ডুরাম, সিংহলের রামনাথম ও অরুণা-চলম্ ভ্রাতৃদ্বয় প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বহু বিখ্যাত ব্যক্তি সর্ব্বদা তাঁহাদের গৃহে আসিতেন এবং তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অকৃত্রিম প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিতেন। বাস্তবিক, দিদির ভাল-বাসা আকর্ষণের আশ্চর্য্য শক্তি ছিল। তাঁহাদের সময়ে তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন। দিদি ও পরলোকগত দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের প্রথমা পত্নী ব্রাহ্মসমাজে যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, উত্তরকালে আর কোন রমণী সেই প্রকার শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন কি না, সন্দেহ। ব্রাহ্মসমাজের সকল কার্য্যে তিনি অগ্রণী ছিলেন। কোনও ব্যক্তি কোনও সৎকার্য্যে সঙ্কল্প করিলে, তাঁহার নিকট তিনি অকৃত্রিম উৎসাহ ও সহায়তা পাইতেন। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজ ও বঙ্গদেশে মহিলাগণ যে জনহিতকর কার্য্যে অল্লাধিক পরিমাণে অগ্রসর হইতেছেন, স্বর্ণপ্রভা বসু তাহার একজন পথপ্রদর্শক। তিনি যে প্রকার সাহস ও উৎসাহ সহকারে দেশের সেবায় অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেরূপ দৃষ্টান্ত এখনও বিরল। স্বামীর অনুষ্ঠিত সকল কার্য্যে সহায়তা ব্যতীত তিনি দেশের স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার উন্নতির জন্য বিশেষ ভাবে মনোযোগী হইয়াছিলেন। হিন্দু-মহিলা বিদ্যালয় উঠিয়া গেলে উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ যখন বঙ্গ-মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন তিনি তাহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। নারীদিগের মধ্যে ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য, গৃহকার্য্য প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার জন্য তিনি বঙ্গ-মহিলা সমাজ নামে একটী সমিতি স্থাপন করেন। এই সমাজ ব্রাহ্মসমাজের রমণীদিগের বহু কল্যাণ সাধন করিয়াছিল। দিদি বহুদিন সম্পাদিকা থাকিয়া তাহার কার্য্যই পরিচালনা করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে স্ত্রীলোক-দিগের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারের উদ্দেশে পরলোক-গত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় যে বামাবোধিনী পত্রিকা প্রবর্ত্তন করেন, দিদি তাহার একজন লেখিকা ছিলেন। তিনি অতিসুন্দর বাঙ্গলা লিখিতে পারিতেন। তাঁহার স্বচ্ছ, সরল, আড়ম্বরহীন, চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ-সকল পাঠক-গণের হৃদয় সুমিষ্টভাবে পূর্ণ করিত।

নারীজাতির হিতৈষিণী কুমারী কার্পেণ্টার কলিকাতায় আগমন করিলে, দিদি স্বগৃহে সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করেন। তাহার পর কুমারী কার্পেণ্টারের

মৃত্যু হইলে পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণোদ্দেশে স্মৃতিসভা আহ্বান করিয়া তিনি যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, চিন্তাশীলতা, ভাবের গৌরব ও সুমার্জ্জিত ভাষাগুণে তাহা সেই সময়ের প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রে উদ্ধৃত হইয়াছিল।

নারীর কল্যাণের জন্য তিনি আর একটী কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। যদিও তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, কিন্তু তাহা তাঁহার সহৃদয়তা এবং উৎসাহের পরিচয় প্রদান করে। কলিকাতার হতভাগিনী পতিতা রমণীদিগের দুঃখে কাতর হইয়া তিনি স্বামীর সঙ্গে তাহাদিগকে সৎপথে আনয়ন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তাঁহারা দুইজনে, গলিতে গলিতে ইহাদের বাড়ী গিয়া সদুপদেশ দিয়া উহাদিগকে সৎপথে আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধির আর একটি চিহ্ন চিরস্মরণীয় থাকিবার যোগ্য। আমাদের অগ্রজ * বিজ্ঞানের যে তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন, তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন যে, দিদিই সেদিকে প্রথম তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাল্যকালে দিদি ও দাদা পরস্পরের নিত্যসঙ্গী ছিলেন। পরিণত বয়সে দাদা প্রতিশনিবার দিদিদের দমদমার বাটীতে যাইতেন। সেই বাটীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণের ঘাসের মধ্যে একপ্রকার অদ্ভুত উদ্ভিদের প্রতি দিদি দাদার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উদ্ভিদের পত্রগুলি সূর্য্যালোকে কাঁপিতেছিল। দাদা তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তদবধি এ-সম্বন্ধে তত্ত্বান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া জড় ও জীবের একজাতীয়তা-বিষয়ক বর্ত্তমান সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

তাঁহার কার্য্য করিবার শক্তিও যথেষ্ট ছিল। যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহা সুসম্পন্ন না করিয়া, তাহা ত্যাগ করিতেন না। পরলোকগত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুর পর ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া তিনি বৎসরাধিককাল কি অধ্যবসায়ের সহিত তাঁহার স্মৃতিভাণ্ডার স্থাপনের জন্য অর্থসংগ্রহ করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র তাঁহার অধ্যবসায় গুণেই এই পবিত্র কার্য্যটী সম্পন্ন হইয়াছিল। মেরী কার্পেণ্টার ফণ্ডও প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছিল। সেই ভাণ্ডার হইতে দরিদ্র বালিকাদিগের শিক্ষার সাহায্য হইতেছে।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে দিদি স্বামীর সহিত একত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই ঘটনা তাঁহার জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সমভাবে বিদ্যমান ছিল। প্রাণের সমগ্র প্রীতি ও ঐকান্তিক অনুরাগ সহকারে তিনি এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং ইহা আমরণ তাঁহার সমগ্র জীবন অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। ঈশ্বরের উপাসনায় তাঁহার প্রাণের অনুরাগ ছিল; যতদিন শরীর সুস্থ ছিল, স্বামী ও সন্তানদিগের সহিত নিয়মিত সাপ্তাহিক উপাসনায় গমন করিতেন। বক্তৃতা ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গ শ্রবণে তিনি চিরদিন প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। সন্তানদিগের প্রাণে যাহাতে অল্প বয়সেই নীতির মূল সূত্রগুলি প্রতিষ্ঠা লাভ করে, ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ যাহাতে তাহাদের কোমল প্রাণে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হয়, তৎপ্রতি চিরদিন তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ ও সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত

* স্যর জগদীশচন্দ্র বসু।

শিবনাথ শাস্ত্রী, পরলোকগত উমেশচন্দ্র দত্ত, ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়দিগকে ধর্ম্মবন্ধুরূপে পাইয়া তিনি আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহে ইঁহাদের পূর্ণ আধিপত্য ছিল। ইঁহাদের পরামর্শ ব্যতীত তিনি কোনও গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ও সেবকগণ তাঁহার অতিপ্রিয় ছিলেন; তাঁহারা তাঁহার গৃহে আত্মীয়ের ন্যায় গৃহীত হইতেন এবং আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভ করিতেন। বাস্তবিক, ব্রাহ্মসমাজের সকলে তাঁহার অতিপ্রিয় ছিলেন। তিনি তাঁহাদের সুখে সুখী ও দুঃখে ব্যথা অনুভব করিতেন। শেষজীবনে যখন বাটীর বাহির হইতে পারিতেন না, তখনও গৃহে বসিয়া সকলের সুখ-দুঃখের সংবাদ লইতেন, এবং আশ্চর্য্য স্মৃতিশক্তি-বলে সকল কথাই স্মরণ রাখিতেন।

তাঁহার জীবনে পার্থিব সুখ-সৌভাগ্যের পরিমাণ প্রচুর বিদ্যমান থাকিলেও, জীবনে তাঁহাকে রোগশোকের দুর্ব্বহ ভার যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং তিনি তাহা ঈশ্বরবিশ্বাসীর ন্যায় অটল ধৈর্য্য ও অপরাজিত সহিষ্ণুতা সহকারে বহন করিয়াছেন। যে ধর্ম্মের আশ্রয়ে তিনি আপনাকে সম্পূর্ণ অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে চিরদিন বিপদে বল ও শোকে সান্ত্বনা দান করিয়াছে। যেদিন বৈধব্যের দারুণ বজ্রপাত তাঁহার শিরে আসিয়া পতিত হইল, উপস্থিত আমরা সকলে শোকে মুহ্যমান ও বিবশ হইয়া পড়িলাম, কিন্তু তিনি সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তে জ্যেষ্ঠপুত্র এবং আমাদের বার বার বলিতে লাগিলেন, "ইঁহার কর্ণে ব্রহ্মনাম কর, তাহাই পরলোকযাত্রী বিশ্বাসী আত্মার একমাত্র পাথেয়।"

জীবনের শেষ কয়েক বৎসর উপর্য্যুপরি শোকের দুর্ব্বিসহ আঘাতে তাঁহার চিত্ত সংসার হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় তিনি কেবল পুস্তক-পাঠে সময় যাপন করিতেন। তিনি যেন উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে দাঁড়াইয়া অনন্ত লোকের দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কবে মৃত্যুর দূত আসিয়া তাঁহাকে প্রিয়জনের নিকটে লইয়া যাইবে!

শ্রীলাবণ্যপ্রভা সরকার।

অশ্রু-জীবন।

(অপ্রকাশিত "বৈশাখী" হইতে)

১

হেরিয়া নয়ন-ধারা
কেন তোরা হ'স্ রে ব্যাকুল?
গৌরবেও অশ্রু ঝরে,
তা যে শুধু বুঝে না বাতুল।

২

চরণে দলিত তৃণ
শোভে যবে পূজারির করে,
ভক্তি প্রেমে পূত হয়ে
অর্ঘ্যরূপে দেব-পদ 'পরে,

৩

তখনি গৌরবে তার
নয়নেতে অশ্রু-ধারা বয়,
দিব্য-আঁখি-হীন ব'লে
মোরা তাহা হেরি না নিশ্চয়।

৪

নির্গুণ শিমুল-ফুল
পদাঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন প্রায়,
সহসা পথিক ওই
সযতনে তুলিল আমায়!

৫

মুছায়ে ভবের কালী
হৃদয়েতে করিল ধারণ,
ঢেলে দিল ভালবাসা
সুগভীর সাগর মতন।

৬

ধরায় কণ্টক মোর
পদে বিঁধে, এই ভাবনায়,
সতত শঙ্কিত হয়ে
অহরহঃ রহে ছায়াপ্রায়।

৭

মায়ের মতন স্নেহ
বালকের সোহাগ আদর,
সুহৃদের প্রীতিরাশি
করে দান সে যে নিরন্তর।

৮

একা যে হাজার হয়ে
আজি বিশ্বে পূর্ণ অবতার,
কভু দেব, কভু প্রভু,
কভু সখা, জীবন আমার।

৯

যে ভাবে যখন ভাবি
ভেবে তার পাই নাক ওর,
অসীম অনন্ত সে যে,
অতিতুচ্ছ ক্ষুদ্র হৃদি মোর!

১০

ও-চরণ ধ্যান করে
হই যবে তা'রি মাঝে লয়,
অজ্ঞাতে অতুল হর্ষ
নয়নেতে অশ্রুরূপে বয়।

১১

বদনে সরে না বাণী
হৃদয় যে ভাষা নাহি পায়,
অশ্রুতে বিকাশ হয়,
যে বিভব লভিয়াছি তায়।

১২

এ যোগে শোকাশ্রু নয়,
কেন তোরা ভাবিস্ অমন?
এ অশ্রু মুছায়ে দিলে
নাহি আর রহিবে জীবন।

৺হেমন্তবালা দত্ত।

জীবন।

মানব-জীবন, হায় সমাধি-সমষ্টি,
মরণ করয়ে নিত্য জীবনের পুষ্টি!
শৈশব শ্মশান 'পরে কৈশোরের ভিত্তি,
বার্দ্ধক্য বহন করে যৌবনের স্মৃতি!

শ্রীঅমল দত্ত।

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

বিহার-প্রদেশ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গয়া (পিতৃগয়া)

গয়া বিহার-প্রদেশান্তর্গত গয়া-জেলার প্রধান নগর। ইহা ফল্গুনদী-তীরে অবস্থিত। সহরটী দুইভাগে বিভক্ত; যথা গয়া এবং সাহেবগঞ্জ। পূর্ব্বোক্তটী পুরাতন এবং শেষোক্তটী নূতন সহর। বিখ্যাত বিষ্ণুপদ ও অন্যান্য তীর্থ পুরাতন সহরেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা গয়াওয়াল-ব্রাহ্মণ-দ্বারা একপ্রকার অধিবাসিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নূতন সহরটীতে (সাহেবগঞ্জ) জেলা অফিস, পুলিশ অফিস, স্কুল, হাসপাতাল, ডাক-বাঙ্গলা, লাইব্রেরি, ঘোড়দৌড়ের স্থান ইত্যাদি অবস্থিত। ইংরাজেরা এইখানেই বাস করে। নূতন সহরের মধ্যে পূর্ব্বে জেলখানা ছিল, কিন্তু তাহা এখন দূরে অপসৃত করা হইয়াছে। জেলখানায় ৫৪২ জন কয়েদী থাকিবার স্থান আছে। কয়েদীরা রাস্তা-প্রস্তুতি, তৈল-প্রস্তুতি, দড়ি, নেওয়ার, বাঁশের টুকুরি নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকে। পুরাতন সহরটীর রাস্তাগুলি অপ্রশস্ত, কিন্তু নূতন সহরটীর সে দোষ নাই। সহরটীতে অনেকগুলি ইষ্টক-নির্ম্মিত বাটী আছে। তাহারা প্রায় তিন তালা উচ্চ। ১৮৯১ খৃঃ, লোকসংখ্যা ৮০৩৮৩ জন ছিল, কিন্তু প্লেগের আগমনে জনসংখ্যা কমিয়া গিয়া ৭৪২৭৮তে দাঁড়ায়। এতন্মধ্যে হিন্দু ৫৫,২২৩, মুসলমান ১৬,৭৭৮, খ্রীষ্টান ১৫৬ এবং জৈন ১২১ জন।

গয়া অতিপুরাতন সহর। মহাভারতের বনপর্ব্বের ৯৫ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, গয়া-নামে জনৈক রাজর্ষি গয়ায় বাস করিতেন। এখানে গয়শির নামে এক পর্ব্বত বিদ্যমান আছে এবং বেতস-পংক্তিশালিনী পুলিন-শোভিতা অতিপবিত্রা মহানদী-নাম্নী একটী স্রোতস্বতী প্রবাহিতা হইতেছে। তথায় মহর্ষি-স্বার্গসেবিত পবিত্রশিখর পুণ্য ধরণীধর ব্রহ্মসর-নামক তীর্থ আছে। যে স্থানে ভগবান্ অগস্ত্য যোগবলে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যে স্থানে চিরস্থায়ী ধনরাজ স্বয়ং বাস করিয়াছিলেন, যে স্থানে নদী-সকল সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং যে স্থানে পিনাকপাণি ভগবান্ শঙ্কর নিরন্তর সন্নিহিত আছেন, তথায় মহাবীর পাণ্ডবেরা চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-সাধনপূর্ব্বক ঋষিযজ্ঞ সমাধান করিয়াছিলেন। যে স্থানে অক্ষয়বট ও অক্ষয় দেবযজন-ভূমি বিরাজমান আছে, পাণ্ডবেরা তথায় উপবাস করিয়া অক্ষয়ফল লাভ করিয়াছিলেন। বাল্মীকির রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ১০৭ সর্গে গয়ার উল্লেখ আছে। ভাগবত-পুরাণের মতে গয়-নামক জনৈক রাজা ত্রেতাযুগে গয়ায় বাস করিতেন। কিন্তু বায়ুপুরাণের আখ্যায়িকাই জনসমাজের নিকট সমাদৃত। ইহার মতে গয়া-নামক জনৈক অসুর তপস্যা-দ্বারা এরূপ পূত হয় যে, যে তাহাকে স্পর্শ করিত সেই স্বর্গে গমন করিত। যম

দেখিলেন যে, তাঁহার নরক এক প্রকার খালি হইয়া আসিল। তখন তিনি দেবতাদিগের নিকট এ বিষয়ে অভিযোগ করেন। দেবতারা পরামর্শ করিয়া গয়াক্ষেত্রে গমন করতঃ গয়াসুরের শরীরের উপর যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা প্রকটিত করেন। গয়াসুর সম্মত হইয়া শয়ন করিলে, তাহার মস্তক পুরাতন সহরে যাইয়া পতিত হইল। যম গয়াসুরের মস্তকে ধর্ম্মশীলা-নামক একটি পর্ব্বত রক্ষা করিলেন। কিন্তু তথাপি তাহাকে শান্ত করিতে পারিলেন না। তখন বিষ্ণু গয়াসুরকে বলিলেন যে, "বাপু, তুমি আর নড়িও চড়িও না; তোমার মস্তকস্থিত পর্ব্বতটী পৃথিবীর মধ্যে অতিপূত স্থান বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং দেবগণ এইখানেই বাস করিবেন। স্থানটী গয়াক্ষেত্র নামে পরিচিত হইবে এবং এখানে যাহারা পিণ্ড দিবে তাহারা পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিবে।" বিষ্ণুর কথায় গয়াসুর আশ্বস্ত হইল।

গয়ার বিপুল মাহাত্ম্য বলিয়া ভারতের সকল স্থান হইতেই লোকে এখানে তীর্থ করিতে আসে। গয়াক্ষেত্র বৌদ্ধদিগের মহাশ্মশান এবং হিন্দুধর্ম্মে বিজয়নিশান। আমার মতে গয়াসুরের বৃত্তান্ত রূপকমাত্র। বৌদ্ধগণ মোক্ষকে অত্যন্ত সহজলভ্য করিয়াছিল। সুতরাং হিন্দুর চক্ষে ইহা অসুরের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল। গয়ার যতটুকু স্থান লইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ছিল, ততটুকু স্থান লইয়াই গয়াসুরের শরীর পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

ফল্গুতটে ব্রহ্মাণী, গায়ত্রী, সোমর, জিহ্বালোল প্রভৃতি ঘাট আছে। পশ্চিম ফটকের বহির্ভাগে রামসাগর-নামে একটী পুষ্করিণী আছে। ইহার দক্ষিণদিকে চাঁদচৌরা বাজার। গয়ার চতুর্দ্দিকে যে সকল টীলা আছে, তাহাদিগের নাম—(১) পূর্ব্বে নাগকূট, (২) দক্ষিণ-পশ্চিমে ভস্মকূট, (৩) ব্রহ্মযোনী, (৪) সাহেবগঞ্জের পরে রামশিলা এবং উত্তর-পশ্চিমে প্রেতশিলা। প্রথমে প্রেতশিলার নাম প্রেতপর্ব্বত ছিল। রামচন্দ্র আসিবার পর প্রেতশিলা রামশিলায় পরিণত হয়। ইহার পর হইতে প্রেতপর্ব্বতকে লোকে প্রেতশিলা কহিতে লাগিল। রামশিলার অনুমান এক শত গজ দূরে একটি বটবৃক্ষ আছে। এখানকার একটি বেদীর উপর কেবল তিনটী মাত্র পিণ্ড দিতে হয়; যথা কাকবলি, যমবলি এবং শ্বানবলি। এখানকার প্রেতব্রাহ্মণগণ এক টাকা লইয়া থাকে।

গয়ায় আসিতে হইলে পুনঃপুনঃ নদীতটে ক্ষৌরকর্ম্ম করিয়া গয়াধামে আগমনপূর্ব্বক গয়াওয়ালের পদপূজা করিতে হয়। পরে শ্রাদ্ধকর্ম্ম আরব্ধ হয়। তীর্থকামী ব্যক্তি যদি সমৃদ্ধ হন, তবে প্রেতশিলা হইতে বুদ্ধগয়ার মধ্য পর্য্যন্ত যে ৪৫টী বেদী আছে, তাহার সকলটীতেই পিণ্ড দিতে হয়। নতুবা তিনটী স্থানে পিণ্ড দিলেই যথেষ্ট হইয়া থাকে। সেই তিনটী স্থান—ফল্গুনদী, বিষ্ণুপদ ও অক্ষয়বট। ফল্গুনদী বিষ্ণুর অংশ। সীতাদেবীও এখানে ভাতের পিণ্ডাভাবে বালির পিণ্ড দশরথকে দান করিয়াছিলেন। এখানে সঙ্কল্প পাঠ করিয়া বেদী-প্রদক্ষিণ আরব্ধ হয়। ইহার পর তর্পণ হইয়া থাকে। তর্পণের উপকরণ—জল, কুশ ও তিল। তদনন্তর শ্রাদ্ধ করিতে হয়। পুরাতন গয়ার মধ্যবর্ত্তিস্থলে বিষ্ণুপদমন্দির অবস্থিত। ভারতের মধ্যে ইহাই বৈষ্ণব

দিগের অতীব পবিত্র স্থান। শাস্ত্রের আজ্ঞা এই যে, সকলেরই অন্ততঃ একবার গয়ায় গিয়া পিণ্ড দেওয়া উচিত। বিষ্ণুপদটী রৌপ্য থালের উপর রক্ষিত। লোকে থালের চতুষ্পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া জল ও চাউল তদুপরি নিঃক্ষেপ করে। তৃতীয় বেদীটী অক্ষয়বট-নামে খ্যাত। এখানে আসিয়া পিণ্ডদানপূর্ব্বক গয়াওয়ালের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণতিপূর্ব্বক সুফল-যাচ্ঞা করিতে হয়। দক্ষিণা পাইয়া গয়াওয়াল সুফল দেন। এই সময়ে গয়াওয়াল তীর্থকামীকে মিষ্ট, মাল্য ও কপালে তিলক দান করে। তাহারা সুফল না দিলে তীর্থযাত্রীর কার্য্যসিদ্ধ হয় না। গরীব যাত্রীদিগের নিকট হইতে গয়াওয়াল পাঁচ টাকার কম লয় না। রাজ-মহারাজরা সুফলের জন্য লক্ষটাকা ব্যয় করেন।

গয়া-মাহাত্ম্য-মতে গয়ার শ্রাদ্ধ বৎসরের সকল সময়েই করিতে পারা যায়। কিন্তু আশ্বিন, পৌষ এবং চৈত্র মাসে তথায় বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। বঙ্গদেশ ও পূর্ব্বাঞ্চল হইতে যাত্রিগণ চৈত্রমাসে এবং যুক্তপ্রদেশ ও পশ্চিমাঞ্চল হইতে আশ্বিন মাসে এস্থানে আসিয়া থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্রে আশ্বিন-মাসই গয়ায় পিণ্ড দিবার প্রশস্ত সময় বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। এই সময় পঞ্জাব, বোম্বাই, গোয়ালিয়র এবং দক্ষিণ হইতে লোকেরা গয়ায় সমাগত হয়। এইকালে এস্থানে লোকসংখ্যা প্রায় লক্ষাধিক হইয়া থাকে। বঙ্গদেশ এবং যুক্ত-প্রদেশ হইতে এই সময় লোক আসিতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, এই সময়ে ধান কাটা হয় এবং যুক্তপ্রদেশে রবিশস্য প্রস্তুত হয়। এতদ্ব্যতীত কালাশুদ্ধ হইলে লোক আসে না।

গয়াওয়ালের নিকট যাত্রী আসিলে ব্রাহ্মণ আচার্য্যগণ তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন বেদীতে স্বয়ং লইয়া যাইয়া কৃত্যাদি করায়। ব্রাহ্মণ-গণের মধ্যে কতকগুলি গয়াওয়ালের ভৃত্য এবং কতকগুলি যাত্রীদিগের দেয় অর্থের ভাগী। খুব সমৃদ্ধ না হইলে গয়াওয়াল অক্ষয়বট ব্যতীত অন্যস্থানে কৃত্যাদি করায় না। স্বীয়-পদপূজা করান, দক্ষিণা-গ্রহণ ও সুফল দান ব্যতীত গয়াওয়ালের অন্য কোন কার্য্য নাই। পদপূজা না করিলে ও সুফল না দিলে গয়ার শ্রাদ্ধই সম্পূর্ণ নহে। এতদ্ব্যতীত ধামিন নামে একপ্রকার ব্রাহ্মণ আছে, যাহারা পাঁচটী বেদীতে কৃত্যাদি করায়; যথা প্রেতশিলা, রামশিলা, রামকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড এবং কাকবলি। অবশিষ্ট বেদীগুলিতে গয়াওয়ালের অধিকার। রামশিলা ও প্রেতশিলার মধ্যে উক্ত পাঁচটী বেদী দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেগুলি যমরাজ ও প্রেতগণের সহিত সম্বন্ধীভূত। রামশিলা ও প্রেতশিলায় ধামীনগণ যাত্রীদিগের নিকট হইতে অর্থের কড়ার করাইয়া লয় এবং অঙ্গীকৃত অর্থ আদায় করিয়া অক্ষয়বটে গয়াওয়ালকে দিয়া থাকে। যাত্রী যে অর্থ তাহাকে দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিল, তাহা কাটিয়া লইয়া গয়াওয়াল ধামিনের হস্তে প্রদান করে। যদি যাত্রী গয়া-পর্ব্বতে টাকা দিবে কহে, তবে গয়াওয়ালের কারিন্দা ধামিনকে নিজের নিকট হইতে সেই স্থানে তিন ভাগ দেয়।

পুরাতন গয়ার প্রসিদ্ধি কেবলমাত্র বিষ্ণুপদ-মন্দির লইয়া। মন্দিরের অভ্যন্তরটী কৃষ্ণ-প্রস্তর-দ্বারা নির্ম্মিত। মন্দিরের উপর কলস ও ধ্বজা আছে। ধ্বজ-স্তম্ভটী সোনালি পাতের

দ্বারা মণ্ডিত। গর্ভমন্দিরের দ্বারে রৌপ্যপাত চড়ান আছে। মন্দিরের মধ্যভাগে একটী শিলার উপর বিষ্ণুর চরণ অঙ্কিত দেখা যায়। শিলার চতুর্দ্দিকে রূপার পাত লাগান। খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে মন্দিরটী মহারাষ্ট্রীয়া রাণী অহল্যাবাইর দ্বারা নির্ম্মিত হয়। মন্দিরের সম্মুখে একটী ঘণ্টা দোদুল্যমান। ঘণ্টাটী নেপালাধীশের মন্ত্রী রণজিৎ পাণ্ডে দান করিয়াছিলেন। মন্দিরে প্রবেশ করিতেই যে ঘণ্টাটী দেখা যায়, তাহা কলেক্টর Francis Gillanders সাহেবের প্রদত্ত। মন্দিরাঙ্গন-মধ্যে ষোলবেদী দালানটী দেখিতে অতি-সুন্দর। ইহা ১৬টী স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান। সন্নিকটবর্ত্তী অন্য একটী অঙ্গনে বিষ্ণুর মন্দির আছে। এখানে বিষ্ণু গদাধর-নামে খ্যাত। ইহার উত্তর-পশ্চিম দিকে যে স্তম্ভ আছে, তাহাতে একটি গজের মূর্ত্তি ক্ষোদিত দেখা যায়। এখান হইতে পাঁচ ক্রোশ পর্য্যন্ত পরিক্রমার স্থান। দ্বারের সন্নিকটে ইন্দ্রের একটি সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি আছে। ইহার সিংহাসনটী দুইটী গজ-দ্বারা বাহিত হইতেছে এবং ইন্দ্র সেই সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট আছেন। উত্তর-পশ্চিম দিকে গয়াসুরী দেবীর মন্দির অবস্থিত। ইহাতে অষ্টভুজা দুর্গা-মূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। ইনি মহিষা-সুরকে নিধন করিতেছেন। বিষ্ণুপদের সন্নিকটে অনেক মন্দিরই অবস্থিত। ঘাটে অনেকগুলি শিবলিঙ্গ ও দেবমূর্ত্তি আছে।

বিষ্ণুপদ-মন্দিরের ১০০ গজ দক্ষিণ পূর্ব্বে গয়াকূপ অবস্থিত। যাহারা অকাল মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগের বংশধরগণ এখানে স্বস্ব মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এক একটি নারিকেল কূপে নিঃক্ষেপ করে। এই নারিকেল দিবার দক্ষিণা এক টাকা। গয়া-কূপের সন্নিকটে পশ্চিমদিকে একটী উচ্চ ভূমির উপর মুণ্ডপৃষ্ঠা-দেবীর এক মূর্ত্তি আছে। ইনি দ্বাদশ-ভুজা। ইহার মন্দিরের অঙ্গনের চতুর্দ্দিকে লোকে পিণ্ড দেয়। মুণ্ডপৃষ্ঠার দক্ষিণপশ্চিমে আদি-গয়া অবস্থিত। এখানে শিলার উপর পিণ্ড-দান হইয়া থাকে। আদি-গয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে সার্দ্ধ তিন হস্ত লম্বা এবং এক হস্ত চওড়া একটি শ্বেত প্রস্তর দেখা যায়। ইহাই ধৌতপদ-নামে খ্যাত। এখানেও পিণ্ডদান হইয়া থাকে। বৈতরণীর উত্তর পশ্চিম কোণে ভীমগয়া। এখানে ভীমের অঙ্গুলের চিহ্ন আছে। নিকটস্থ একটি প্রকোষ্ঠে ভীমসেনের মূর্ত্তি দেখা যায়। মঙ্গলা-দেবীর মন্দিরের ২২ সিঁড়ির নিম্নে গোপ্রচার-নামক একটি স্থান আছে। এখানে ব্রহ্মা গোদান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত উত্তরমানস, উদীচী, জিহ্বালোল, মতঙ্গবাপী, ধর্ম্মারণ্য ও বোধগয়া আগন্তুকগণ দেখিয়া থাকেন। উত্তরমানস একটি সরোবরমাত্র। এখানকার মন্দিরে উত্তরার্ক-নামক সূর্য্যদেব এবং শীতলা দেবী প্রভৃতি কতকগুলি মূর্ত্তি আছে। উদীচীও একটি সরোবর। ইহার অপর একটি নাম সূর্য্যকুণ্ড। কুণ্ডের উত্তর ভাগ কনখল এবং দক্ষিণ ভাগ দক্ষিণ-মানস-নামে খ্যাত। এখানকার মন্দিরে যে সূর্য্যমূর্ত্তি দেখা যায়, তাহা চতুর্ভুজ। ইহার নাম দক্ষিণার্ক। জিহ্বালোল ফল্গুতটে অবস্থিত। এখানকার একটি অশ্বত্থবৃক্ষের তলে পিণ্ডদান হইয়া থাকে। মতঙ্গবাপীতে একটি শিবলিঙ্গ আছে। ইহা মতঙ্গেশ্বর নামে খ্যাত। এই

বাপীর তটে পিণ্ডদান হইয়া থাকে। ধর্ম্মারণ্যে একটী ক্ষুদ্র বারদ্বারী মন্দির আছে। এখানে যূপকূপ-নামে একটি কূপ দৃষ্ট হয়। বার-দ্বারীর নিকট একটি মন্দিরে যুধিষ্ঠিরের মূর্ত্তি আছে। ইনি ধর্ম্মরাজ-নামেও খ্যাত। এই মন্দিরের দক্ষিণে একটি কূপ আছে, যাহা রহটকূপ নামে খ্যাত। পুত্রকামার্থিগণ পুত্র-কামনায় এখানে পিণ্ডদান করে। কূপ-পূজার উপকরণ নারিকেল ও ফুল। কূপের দক্ষিণ দিকে একটি মন্দির আছে। এখানে লোমভীমের মূর্ত্তি আছে। ধর্ম্মারণ্য হইতে এক মাইল দূরে বোধগয়া-মন্দির। এখানকার একটী পুরাতন অশ্বত্থবৃক্ষের নিম্নে পিণ্ডদান করা হয়।

বিষ্ণু-পদের উত্তরে সূর্য্যের মন্দির অবস্থিত। মন্দিরটীতে সূর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি আছে। ইহার রথে সপ্তাশ্ব সংযোজিত ও অরুণ সারথিরূপে অবস্থিত। মন্দিরটী সূর্য্য-কুণ্ডের পশ্চিমে দৃষ্ট হইয়া থাকে। পবিত্রতায় কুণ্ডটী পুরীর শ্বেতগঙ্গার সমকক্ষ। বিষ্ণু-পদের সন্নিকটে ব্রাহ্মণীঘাটে সূর্য্যের অন্য একটি মন্দির আছে। বিষ্ণুপদের অর্দ্ধ মাইল দূরে ব্রহ্মযোনী-পর্ব্বতের নিম্নে অক্ষয়বট অবস্থিত। এই অক্ষয়বটের নিকটে যাত্রিগণ দেয় অর্থ গয়াওয়ালকে দিয়া থাকে। এইখানেই পরিক্রমার শেষ হয়। ইহার সন্নিকটে প্রপিতা মহেশ্বরের মন্দির ও পশ্চিমে রুক্মিণী-কুণ্ড অবস্থিত। এখানকার অন্য একটী মন্দিরের নাম কৃষ্ণ-দ্বারিকা। এখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়।

অক্ষয়বটের দক্ষিণে একটি পুষ্করিণী আছে, যাহা গদালোল নামে খ্যাত। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে গদার ন্যায় একটি গদা আছে। যাত্রিগণ এই পুষ্করিণীর তটে পিণ্ডদান করিয়া গদা দর্শন করে।

গয়ার সন্নিকটস্থ পাহাড়গুলিও পবিত্র বলিয়া মন্দির-দ্বারা পূর্ণ। সহরের দক্ষিণ দিকের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতটী ব্রহ্মযোনী-নামে খ্যাত। শৈলশীর্ষে পাহাড়ের গাত্রে একটি স্বাভাবিক ছিদ্র আছে। ইহা ব্রহ্মযোনী নামে খ্যাত। ইহার ভিতর দিয়া যদি কেহ হামাগুড়ি মারিয়া চলিয়া যাইতে পারে, তবে তাহাকে আর যোনী-ভ্রমণ করিতে হয় না ;—সে মুক্ত হইয়া যায়। পর্ব্বতের শীর্ষদেশে একটি ব্রহ্মার মন্দির আছে ; কিন্তু এখানে ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ নহেন, পঞ্চমুখ। মন্দিরের সম্মুখে সাবিত্রী-কুণ্ড নামে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে। ৩৬০ সিঁড়ির উপর রুদ্রযোনী, ৪০০ সিঁড়ির উপর বিষ্ণু-কুণ্ড।

সহরের উত্তরে রামশিলা পর্ব্বত অবস্থিত। ব্রহ্মযোনী-পর্ব্বতের ন্যায় এখানেও প্রস্তরের সিঁড়ি বাহিয়া পর্ব্বতারোহণ করিতে হয়। এখানে পাতালেশ্বর মহাদেবের লিঙ্গ ও হর-পার্ব্বতীর মূর্ত্তি আছে।

হেমন্তকুমারী দেবী।

সাধে বাদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৮

কলিকাতায় গিয়া প্রমোদ পিসীমাকে স্তোক দিল—"ডাক্তারে দেওঘরে গিয়ে হাওয়া খেয়ে আস্‌তে বল্‌চে। দিন-কতক কাজ-কর্ম্ম থেকে অবসর না নিলে, অসুখ বিগ্‌ড়ে দাঁড়াবে।"

পিসীমা বলিলেন, "তা হ'লে বৌমাকেও নিয়ে আয়। আমি তুই দু'জনেই চলে এলাম, সে কি একলা থাক্‌বে ?"

হতাশ দৃষ্টিতে প্রমোদ একবার আকাশের দিকে চাহিল। হায় ! প্রমোদের অনুপস্থিতিতে লাবণ্যর কি যায় আসে ! যে-স্বপ্নে বিভোর হইয়া প্রমোদ এতদিন মর্ত্ত্যে অমরাবতীর সৃষ্টি করিয়াছিল, নিষ্ঠুর সত্য আজ মর্ম্মভেদী যন্ত্রণার কষাঘাতে সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়াছে ! এ দারুণ যাতনার মধ্যে একটু সুখ লাবণ্যর জ্বালাময় সঙ্গ ত্যাগ করা। তাহার জন্য নিজের আজন্মের সুখ-স্মৃতিময় গৃহ পরিত্যাগ করিতে হয়, সেও ভাল ; কিন্তু এ হৃদয়দাহি-চিন্তানল অপরকে জানাইবার নহে। তা যদি হইত, যদি কাহারও গলা ধরিয়া একবার অশ্রুজলে এ বেদনা প্রকাশ করা যাইত, তবে বুঝি এ জ্বালা এমন করিয়া বুক খাক্ করিত না। কষ্টে প্রমোদ আপনাকে সংযত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "কনে-বৌ বাপের বাড়ী পাঠাবে না, পিসীমা ? আমার এই অসুখ শরীরে বিদেশে নিয়ে এসে, তাদের নিয়ে হৈ হৈ কর্‌লেই খুব হাওয়া খাওয়া হবে !"

পিসীমা। তা হ'লে একটা ব্যবস্থা কিছু করা চাই তো ?

প্রমোদ উত্তর করিল, "তুমি কিছুদিন থাক্‌লেই সব চেয়ে ভাল— ।"

পিসীমা। আমি ত এক মাসের বেশী থাক্‌তে পার্‌ব না— ?

প্রমোদ বলিল, "একমাস পরে আমিও যাব। ততদিন তুমি গিয়ে থাক্‌লেই বেশ্ হবে। তা হ'লে তোমায় নিয়ে যেতে একজন লোক পাঠাবার জন্যে গোমস্তাকে লিখে দিই।"

প্রমোদের পত্র পাইয়া বাড়ী হইতে লোক আসিল। তাহার মার্ফৎ প্রমোদ গোমস্তার এক পত্র পাইলেন। গোমস্তা লিখিয়াছে—"আজ দিন-দুই হইল, আপনার একটি বন্ধু এখানে আসিয়াছেন। তিনি আমার বিশেষ অপরিচিত ; তবে বধূমাতার দাসীর সহিত অনেক সময় পরিচিতের ন্যায় আলাপ করিতে দেখিয়াছি। আমার সাধ্যমত তাঁহার অভ্যর্থনার ত্রুটি করি নাই। আপনি কবে আসিবেন, তাহা বিশেষ করিয়া তিনি জানিতে চান্। তাঁহার নাম বলিয়াছেন—শরৎকুমার রায়— ।"

"শরৎকুমার রায় !" কৈ রায়-উপাধিধারী কোনও শরৎ ত প্রমোদের বন্ধু নাই ! প্রমোদ বাড়ী হইতে আসিতেই সে আসিয়া জুটিয়াছে ! তাহার উপর লাবণ্যের ঝির সঙ্গে এত মাখামাখি ! এ ব্যক্তি কে তাহা জানিতে কি প্রমোদের এখনও বাকি থাকে ? কিন্তু প্রমোদের স্ত্রী জমীদার-গৃহের কুলবধূ।

তাহার বাহ্যিক সম্মান যেমন করিয়া হোক্ অক্ষুণ্ণ রাখিতেই হইবে। প্রমোদের চির উজ্জ্বল পুণ্যময় বংশ গৌরব তাহার অবিমৃষ্য কারিতায় এরূপে কলঙ্কিত হইবে! হা ভগবন্! এ কি দুর্দ্দৈব!!

প্রমোদ পিসীমাকে বলিয়া দিল, "যে বন্ধুটি বাড়ীতে আসিয়াছেন, তাঁকে জানিও, আমার যাওয়ার কিছুই ঠিক নাই। তিনি যেন অনর্থক অপেক্ষা করে কষ্ট না পান্। আর তুমি বাড়ী যাওয়ার সময় লাবণ্যকেও সঙ্গে নিয়ে যেও। আমি হয় ত, হরিদ্বারে গুরু-দর্শনে যেতে পারি। কবে ফিরব কিছুই ঠিক্ নেই।"

লাবণ্যকে পিত্রালয়ে পাঠানই প্রমোদ উচিত বিবেচনা করিল। না হইলে, উপায় কি? প্রমোদ কি চিরদিনই গৃহ-বিতাড়িত শৃগাল-কুকুরের মতই বেড়াইবে!!

বাড়ী গিয়া পিসীমা যে পত্র লিখিলেন, তাহাতে প্রমোদের বন্ধু-সম্বন্ধে লিখিলেন, "আমি বাড়ী আসিয়া দেখিলাম, দুই দিন পূর্ব্বে কাহাকেও কিছু না বলিয়া রাত্রিতে তোমার বন্ধু চলিয়া গিয়াছেন।" প্রমোদের সন্দিগ্ধ অন্তরে লাবণ্যর প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ আরও দৃঢ় হইল।

৯

হতভাগিনী লাবণ্য সেই বিশাল পুরীতে আজ নির্ব্বান্ধবা। দাস-দাসী ছাড়া আর সকলেই চলিয়া গিয়াছে। যাঁহার বন্ধন-গৌরবে সে এ-গৃহে আগমন করিয়াছে, আসিয়া অবধি তাঁহার সহিত চোখের দেখাও তার ভাগ্যে জুটে নাই। তারপর তার সুখের উদ্যানে প্রথম পাদক্ষেপেই যে-সব কথা সে শুনিতেছে, তাহাতে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে যে কি আছে, সে কথা ভাবিতেও তাহার অন্তর শিহরিয়া ওঠে! তিনি যাই হউন্, যাই করুন্, লাবণ্যের প্রেম-মন্দাকিনী তাঁরই চরণ-দুইখানি ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইবে। তবে দিনান্তে দর্শনটুকুও যদি না মেলে, লাবণ্য কি লইয়া প্রাণ ধারণ করিবে!

গৃহের সকলেই নিদ্রিত হইয়াছে; কেবল লাবণ্য শয্যায় লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে-ছিল। গৃহে তখনও দীপ জ্বলিতেছিল। সম্মুখের ভিত্তিতে পুরুষের ছায়াপাত হইল। লাবণ্যর চক্ষু সেই ছায়ার উপর পড়িবামাত্র তাহার বক্ষের রক্ত দ্রুত সঞ্চালিত হইয়া উঠিল।—"তবে প্রমোদ বাড়ী ফিরিয়াছে! লাবণ্যকে চমকিত করিবার জন্য নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিয়াছে! কে বলে তবে তাহার আরাধ্য-দেবতা বিমুখ!—তাহার দয়ার পয়োধি নিষ্ঠুর! লাবণ্য যে করুণার অগাধ সিন্ধুতে অবগাহন করিয়াছে! ছার তৃষ্ণার বিভীষিকা তাহাকে কি ভয় দেখাইবে? আগন্তুক শয্যার উপর বসিল। লাবণ্য তখন লজ্জায় ও আনন্দে বিবশা লতার মত এলাইয়া পড়িল; মুখ তুলিয়া চাহিবার ক্ষমতাটুকুও নিষ্ঠুর লজ্জা হরণ করিয়া লইল। তখন সে-ব্যক্তি ধীরে লাবণ্যর হাত নিজ হস্তে উঠাইয়া ডাকিল, "লেবু!" সেই স্বরে লাবণ্যর দেহে সহস্র বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সজোরে শয্যা হইতে নামিয়া পড়িয়া সে বলিল, "কে?—বিপিন-দা—? তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা! জান, কোথায় তুমি এসেছ?"

ঈষৎ হাস্য-সহকারে বিপিন উত্তর করিল, "তা আর জানি না, লেবু! এক স্ব-গৃহত্যাগী গণিকালয়বাসী লম্পটের ঘরে এসেছি।"

লাবণ্য। সাবধান! মুখ সাম্‌লে কথা কয়ো। নরকের কীট! তোমার চেয়ে কেউ হীন আছে? যাও আমার ঘর থেকে—।

বি। তোমার ঘর! হা! হা! কোন্ অধিকারে এখানে তোমার দাবী সাব্যস্ত করেছ, লাবণ্য? যা'র সম্পর্কের দোহাই দেবে, সে তো একটা মুখের কথাও তোমার সঙ্গে কয় নি!"

দীপ্তা লাবণ্য উত্তর করিল, "কে বল্লে তোমায় এ কথা?"

বি। যেই বলুক, আমি সব খবর রাখি। কিন্তু, লেবু, আমি তো তোমার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া কর্‌তে আসি নি। দেখ্‌লে তো যাকে স্বামী পেলে, সে কি রত্ন! লেবু, এই হতাদর অপমান নিয়ে কুকুরেও অধম হয়ে চিরদুঃখে ডুবে থাক্‌বে? নারী চির আদরের চির আরাধনার বস্তু। লাবণ্য, আমার প্রাণভরা ভালবাসা আবার তোমার চরণে উৎসর্গ কর্‌তে এসেছি; গ্রহণ করে নিজেও সুখী হও, আমাকেও কৃতার্থ কর।

"বিপিন-দা, আর নয়; চুপ্ কর। আমি বেশ বুঝেছি, পুরুষজাতি সবই এক রকম। নারীকে তুচ্ছ ক্রীড়নক ভিন্ন কেউ ভাব্‌তে জান না তা যে। যে-ভাবে নিয়ে খেল্‌তে চায়। কিন্তু আজ তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি, সেটা তোমাদের ভ্রমমাত্র। নারী যথার্থই খেলার পুতুল নয়।" এই বলিয়া চক্ষের নিমিষে লাবণ্য দেরাজ খুলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে একটা পিস্তল বাহির করিয়া লইল ও বিপিনকে দেখাইয়া বলিল, "দেখ, স্বামীর ঘরের কোন অধিকার পেয়েছি কি না? তিনি তুচ্ছ চোরের ভয়ে সর্ব্বদা এটা প্রস্তুত ক'রে রাখ্‌তেন। আজ আমার সতীত্ব-রক্ষার জন্যে ব্যবহার করে, এর সার্থকতা সাধন কোর্ব্বো।"

সভয়ে বিপিন পশ্চাৎ হটিয়া গিয়া সান্ত্বনার স্বরে কহিল, "আঃ সর্ব্বনাশ! লাবণ্য, ক্ষেপেছ না কি! রাখ ওটা।"

লা। কখন না। যাও বলছি আমার ঘর থেকে; নইলে হয় তুমি, নয় আমি, আজ প্রাণ দিতে বাধ্য হব।

বিপিন। লাবণ্য! তোমায় এত ভালবাসি, আর সেই তুমি আমায় এমন ক'রে তাড়াচ্ছ? দেখ, এর পর অনুতাপ রাখ্‌তে স্থান পাবে না।

"না পাই না পাব, তুমি যাবে কি না বল?" বলিয়া লাবণ্য সেখান হইতে পিস্তলে লক্ষ্য করিতে লাগিল ও বলিতে লাগিল, "জান ত বিপিন-দা, আমি পাড়াগেঁয়ে মেয়ে। তীর দিয়ে বাঁটুল দিয়ে ছোট বেলা কত পাখী, কত ছোট ছোট জন্তু মেরেছি? আমার হাতের তাগ দেখে তুমিই পিস্তল-ছোড়া শিখেছিলে? আজ তোমারই উপর সে শিক্ষা ভাল ক'রে পরখ্ করব। ভাল চাও তো এখনও ঘর থেকে যাও।—"

রোষকষায়িত লোচনে দন্তে দন্ত পেষণ করিয়া বিপিন উত্তর দিল, "আচ্ছা, দেখে নেবো। এ তেজ চূর্ণ করে, তবে আমার কাজ।" এই বলিতে বলিতে বিপিন বাহির হইয়া গেল। লাবণ্য তখন গৃহের দ্বার অর্গল-বদ্ধ করিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিল— "কোথায় প্রভো! তোমার চরণাশ্রিতাকে কে রক্ষা করিবে?"

পিসীমা যখন বাড়ী আসিয়া দাঁড়াইলেন, লাবণ্য তাঁহাকে প্রণাম করিতে গিয়া আর মাথা তুলিতে পারিল না ; পায়ের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া পিসীমা লাবণ্যকে তুলিলেন ; আঁচলে মুখ মুছাইয়া বলিলেন, "পাগ্‌লি মা, কাঁদছিস্ রে ?"

না। তোমরা এমন ক'রে আমায় একলা ফেলে যেও না, পিসীমা! লাবণ্যর অভিমানাশ্রু আবার নামিয়া আসিল। সান্ত্বনা দিয়া পিসীমা বলিলেন, "না না, একলা, আর থাকবে কেন মা? এবার প্রমোদের হঠাৎ অসুখটার জন্যই না এমন হ'য়ে গেল! এবার প্রমোদ কোথাও গেলে, তুমিও সঙ্গে যেও।"

অরুণ যখন তাহার জেঠাইমাকে লইতে আসিল, তখন পিসীমা লাবণ্যকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন। এখানে এই নিরাশ্রয় পতিসঙ্গশূন্য অবস্থার কাছে তাহার সেই স্নেহভরা পিত্রালয়খানি কত মধুর! কিন্তু সেই মাতাপিতৃহীন গৃহে বিপিনের অত্যাচার —সেও কত ভীষণ! লাবণ্য সে কথা মনে করিতেই শিহরিয়া উঠিল। প্রমোদ যতই হীনচরিত্র হউন্ না, যাহাকে দুই দিন পূর্ব্বে কঠিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি তাহার রক্ষার ভারও কি লইবেন না! লাবণ্য পিসীমাকে বলিল, "এই অসুখ থেকে ফিরে আস্‌বেন, এ-সময় আমার এখানে না থাকা ভাল দেখাবে না, পিসীমা! আমি তো ছোটটি নই ; আমার ত্রুটি একটুতে অনেকখানি হ'তে পারে।"

পিসীমা এ-কথায় মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তা হ'লে প্রমোদের সঙ্গেই তুমি যেও, সেই ভাল।"

পিসীমা চলিয়া গেলেন ; যাইবার সময় প্রমোদকে বাড়ী আসিবার জন্য বিশেষ করিয়া লিখিয়া গেলেন।

১০

নিতান্ত অনিচ্ছা ও বিরক্তির সঙ্গেই প্রমোদ বাড়ী ফিরিল। হায়! একি নাগপাশ সে গলায় পরিয়াছে! যাহার বিষে তাহার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, তাহাকেই বক্ষে করিয়া প্রতিনিয়ত বহিতে হইবে! কোন্ পাপের এত শাস্তি!!

বাহির মহলেই প্রমোদ নিজের শয়ন, ভোজন, সকল রকমের বন্দোবস্ত করিয়া লইল। যাহাতে সামান্য প্রয়োজনেও অন্দর মহলে যাইতে না হয়, লাবণ্যর সহিত সাক্ষাৎকারের সুযোগ না হয়, সে বিষয়ে সে অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা করিয়া লইল। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত, চিকিৎসকের নিষেধ। সদর-অন্দরের মাঝামাঝি ঠাকুর-ঘর ছিল। তাহা এখন সদরের ভিতরে গণ্য হইল ; কেবল গভীর রাত্রে, যখন মন্দিরের দুয়ার বন্ধ হইয়া যাইত, তখনই লাবণ্য মন্দির-দুয়ারে গিয়া পড়িবার সুযোগ পাইত।

স্বামী বাড়ী আসিলেন। লাবণ্য কত সাধ লইয়া আগমন-পথ চাহিয়া বসিয়াছিল! তাঁহার অসুস্থ শরীর, মা নাই, ভগ্নি নাই ; লাবণ্য সেবা করিয়া তাহার নারীজন্ম সার্থক করিবে! কিন্তু একি সাধে বাদ! স্বামী তাহার সকল সংস্রব ত্যাগ করিয়া বাহিরে গিয়া আশ্রয় লইলেন! একবার চোখের

দেখা, তাও ত লাবণ্যর দেখিতে পাইবার পথ রহিল না! এ নির্দ্দয়তা পাষাণীরও যে সহ্যাতীত! লাবণ্যর কোন্ পাপে এ গুরু দণ্ড! তবে কি ঝি যা বলে, তাহাই সত্য? তাও যদি হয়, প্রমোদই ত একদিন স্বেচ্ছাতেই তাহাকে চরণে স্থান দিয়াছিলেন। তারপর মুহূর্ত্তও, বুঝি, গেল না; একি হইল! লাবণ্যর জগৎ আজ শূন্যে ঘুরিতে লাগিল; পৃথিবীর আলো আজ সব তাহার চক্ষে নিভিয়া গেল; কেবলমাত্র যে কোনদিন কাহাকেও ত্যাগ করিতে জানে না, সেই ধরিত্রীই শুধু আপন বক্ষে আজ তাহাকে স্থান দিলেন। সেই দিন হইতে চক্ষের জলে লাবণ্য মাটি ভিজাইতে লাগিল।

তার উপরে সেই নূতন ঝি। সে প্রত্যহ কলিকাতা হইতে আনীত অপরূপ রূপসীকে লইয়া প্রমোদ কি করিয়া বিভোর হইয়া আছে, তাহার নূতন নূতন কাহিনী লাবণ্যর নিকট আসিয়া শুনাইতে লাগিল। মদের স্রোতের ও বন্ধুবর্গের বীভৎসতার দৃশ্যের বর্ণনারও কিছু বাদ গেল না। হায়! নারী কি সত্যই পাষাণ! কি করিয়া এত সয়!!

আর প্রমোদ প্রভাত হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত সে জমীদারীর কাজ স্বয়ং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া, স্নান করিয়া ঠাকুরঘরে প্রবেশ করে; সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পূজা, অর্চ্চনা ও জপারতির পরে দেবতার প্রসাদ ভোজন করে; তাহার পর অর্দ্ধরাত্র পর্য্যন্ত গীতা বা শাস্ত্রপাঠে অতিবাহিত হয়। তাহার পরে অতি সামান্য শয্যায় ভগবানের নিকট শান্তি কামনা করিতে করিতে কোনও দিন সুনিদ্রায় কোনও দিন বা অনিদ্রায় অভাগার রাত্রি প্রভাত হইয়া যায়।

বৈকালে লাবণ্য তখন কুটনা কুটিতেছিল; ঝি আসিয়া খামে-মোড়া একখান্ চিঠি তাহাকে দিয়া গেল। পত্রের হস্তাক্ষর লাবণ্যর অপরিচিত। এ-জগতে এক দাদা ভিন্ন অভাগিনী লাবণ্যর খোঁজ লইতে আর কে আছে? শুষ্ক মরুময় সংসারে একবিন্দু স্নেহকণা আর কোথাও আশা করিবার স্থান নাই! শুধু দাদার হাতের একখানি স্নেহময় শান্তিময় পত্রই তাহার সকল সন্তাপের মহৌষধিস্বরূপ। আজ কে এই হতাদরা লাবণ্যকে স্মরণ করিয়াছে? লাবণ্য কৌতূহলপূর্ণ চিত্তে হাতের কাজ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি খাম ছিঁড়িয়া ফেলিল; পত্র পড়িয়া মাথায় হাত দিয়া সে সেখানে বসিয়া পড়িল! প্রমোদের পিসীমা লিখিয়াছেন, "কল্যাণীয়া, বৌমা! বহুদিন প্রমোদের কোন সংবাদ পাই নাই। সে ওখানে আছে কি না, নিশ্চিত না জানায়, তোমাকে এই পত্রে জানাইতেছি। সম্প্রতি আমাদের পার্শ্বের গ্রামের বাবুদের বাড়ীতে যে ডাকাতি ও খুন হইয়া গিয়াছে, পুলিশ সরোজকে সেই অপরাধে সংযুক্ত বলিয়া আজ গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতায় চালান দিয়াছে। আমাদের সাধ্যমত তাহার স্বপক্ষে চেষ্টা হইবে কিন্তু এ বিষয় বহু অর্থের প্রয়োজন; অতএব প্রমোদকে সবিশেষ জানাইয়া বিহিত চেষ্টা করিবে। আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে। ইতি।

আশীর্ব্বাদিকা—

তোমাদের পিসীমা।

একি বজ্রাঘাত! হতভাগিনী লাবণ্যের যে

ওইটুকুই জগতের সম্বল! আজ সে-সম্বলটুকুও হারাইলে, সে কি করিয়া এ জগতে থাকিবে! হা ভগবন্! লাবণ্যের জন্য এত শাস্তি তুমি সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছ! উপায়হীনা আশ্রয়-হীনা লাবণ্য মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

বহুক্ষণ—বহুক্ষণ পরে লাবণ্য উঠিয়া বসিল ও ভাবিল, এ বিপদে যদি প্রমোদ কিছু উপায় করেন্! হায়! লাবণ্যের আর যে কেহ নাই! সরোজ কত আশা করিয়া লাবণ্যকে প্রমোদের হাতে দিয়াছিল!—লাবণ্যের সম্পর্কে না হউক্, পূর্ব্বের বন্ধু-সম্পর্কেও কি প্রমোদ সরোজের উদ্ধারের উপায় দেখিবে না! আর কিসের লজ্জা! কিসের অভিমান! আজ লাবণ্য সকলের সাক্ষাতেই বাহিরে গিয়া প্রমোদের পায়ে পড়িয়া কাঁদিবে।

গৃহের দাস-দাসী সকলেই নিদ্রিত হইয়াছে। লাবণ্য কম্পিত পদে স্বামীর মহলে প্রবেশ করিল। কৈ কোথাও ত একটুও কোলাহল নাই! গান-বাজ্না কি হাসি-গল্পের কোনও শব্দই ত পাওয়া যাইতেছে না! আজ তাহা হইলে প্রমোদ একাই আছে। লাবণ্যর মনে অনেকটা সাহস আসিল। অপরের সম্মুখে দারুণ লজ্জার হাত হইতে ভগবান্ তাহাকে রক্ষা করিলেন। ধীরে ধীরে লাবণ্য গৃহে প্রবেশ করিল। কিন্তু কৈ প্রমোদ ত ঘরে নাই! লাবণ্য ব্যাকুল-দৃষ্টিতে কক্ষের চারিদিকে স্বামীর অন্বেষণে চাহিতে লাগিল। গৃহে প্রমোদও নাই, কিন্তু প্রমোদের উচ্ছৃঙ্খলতারও ত কোন চিহ্ন নাই!! লাবণ্য প্রতিনিয়তই শুনিয়া আসিতেছে, প্রমোদ এত অপদার্থ হইয়াছে যে, বিষয়-আশয় বা কাজ-কর্ম্ম চক্ষে দেখা দূরে থাক্, কানেও কোন কথা শোনে না! কিন্তু লাবণ্য প্রমোদের গৃহে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিল, তাহা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত! গৃহের সেল্ফ্ ও টেবিল খাতা, বই ও কাগজ-পত্রে পরিপূর্ণ। লাবণ্য সভয়ে দুই একখানি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল, সকলগুলিই জমীদারী-সংক্রান্ত। যে-ব্যক্তি বিলাস-বিভ্রমে নিজের সহধর্ম্মিণীকেও চক্ষে দেখে না, তাহার এ-সব দেখিবার এত সময় হয়? তবে লাবণ্য স্বামীর যে-মূর্ত্তির বর্ণনা শ্রবণ করে, তাহা কি সব সত্য নয়? যদি সত্যও না হয়, লাবণ্যের তাহাতে বিশেষ কি ক্ষতি-বৃদ্ধি? তাহার ভাগ্য যে অন্ধকার সেই অন্ধকারই থাকিবে! কিন্তু আজ যে প্রমোদের সঙ্গে একবার দেখা হওয়া চাইই।

সে-গৃহ ত্যাগ করিয়া লাবণ্য দ্বিতীয় গৃহে প্রবেশ করিল; অনুমানে বুঝিল, এখানিই প্রমোদের শয়নগৃহ। কারণ, গৃহের এক পার্শ্বে একটি সামান্য শয্যা পতিত রহিয়াছে; কিন্তু শয্যা শূন্য। লাবণ্য নিতান্ত হতাশ হইয়া পড়িল!—তবে কি প্রমোদের সহিত সাক্ষাৎকার তাহার ভাগ্যে নাই? গৃহের অপর দিকে চাহিয়া দেখিল, একখানি চৌকির উপর কয়েকখানি শাস্ত্রগ্রন্থ ও মেঝের একখানি পুরু গালিচার আসন পাতা; তাহার সম্মুখে একটি পিলসুজের উপর প্রদীপ জ্বলিতেছে। ভিত্তিগাত্রে একটী সন্ন্যাসীর আলোকচিত্র ঝুলিতেছে; তাহার নিম্নস্থানটী সর্ব্বদা ললাট-স্পর্শে চিক্কণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। লাবণ্য বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল!—এই তাহার স্বামীর উচ্ছৃঙ্খলতা! কি ভুল! কি ভুল! কি অন্ধকারে এতদিন সে

চক্ষু আচ্ছাদিত করিয়া ছিল ! সে যে সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষের রাতুল চরণের আশ্রয় লাভ করিয়াছে, ভ্রমেও তাহা বুঝিতে পারে নাই। সেই ঝি এতদিন তাহাকে একই মিথ্যা শুনাইয়া আসিতেছে ! আজ দয়াময় বিপদের বজ্রালোকে এক মহান্ অন্ধকার নাশ করিয়া দিলেন। লাবণ্যের ক্রমে চক্ষু খুলিতে লাগিল ; মনে আসিতে লাগিল, ঝি নিশ্চয়ই বিপিনের অর্থভোগী। তাহারই সাহায্যে বিপিন সে-দিন লাবণ্যের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল, বটে ! কিন্তু প্রমোদ কৈ ?

লাবণ্য সে গৃহ ত্যাগ করিয়া পার্শ্বের গৃহে প্রবেশ করিল। সে দেখিয়া বুঝিল, এটি প্রমোদের পূর্ব্বের সাজান বৈটকখানা। ছবি, ঝাড়, পাখা প্রভৃতি সরঞ্জাম পরিষ্কার ভাবে সাজান। কিন্তু মদ ত দূরের কথা, তামাক-চুরুটেরও কোথাও চিহ্নও সে দেখিতে পাইল না।

তখন লাবণ্য ঘর ছাড়িয়া বারান্দায় নামিল। সম্মুখে পুষ্পোদ্যান। জ্যোৎস্নায় পৃথিবী ভাসিয়া যাইতেছে। যাহার অন্তরে সুখ আছে, আজিকার এই শোভাময়ী রজনিই তাহার চক্ষে স্বর্গ। লাবণ্য দেখিল, অদূরে একটি প্রস্তর-বেদিকার উপর বসিয়া, প্রমোদ স্থির হইয়া কি ভাবিতেছে। সেই সুগঠিত নির্ম্মল আননে জ্যোৎস্না পড়িয়া রূপের প্রভা উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে ! কতদিন—কতদিন পরে এই স্বর্গতুল্য রজনীতে তাহার দেবতুল্য স্বামীকে চক্ষে দেখিয়া লাবণ্যের সকল অঙ্গ অবশ হইয়া আসিল ; মুহূর্ত্তে তাহার অন্তরের দারুন দুঃখ সে বিস্মৃত হইয়া গেল ; স্থান, কাল সব ভুলিয়া নির্নিমেষ চক্ষে লাবণ্য সেই অপরূপ-কান্তির প্রতি চাহিয়া রহিল ! সহসা প্রমোদের চক্ষু সেই দিকে পড়িল ; বিস্মিত প্রমোদ জিজ্ঞাসা করিল, "কে ?" সেই স্বরে লাবণ্যর চমক ভাঙ্গিল। ধীরে ধীরে উদ্যানে নামিতেই প্রমোদ চিনিল, এ তাহারই অনেক সাধের লাবণ্য। জানি না, এই ফুল্ল রজনীতে প্রমোদের মনে আজ কি ভাবের আধিপত্য চলিতেছিল। এই স্থান ও কালের ভিতর যখন অন্তরে প্রেম ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছিল, তখন লাবণ্যকে সম্মুখে দেখিয়া অতৃপ্ত তৃষিত অন্তর উচ্ছলিত হইয়া উঠিল, কিন্তু তখনই—তখনই প্রমোদ আত্মসংযম করিয়া লইল ;—হায় ! লাবণ্য আর তাহার কে ?

লাবণ্য ধীরপদে আসিয়া প্রমোদের সম্মুখে নতমুখে দাঁড়াইল। সে কি বলিবে ? আজ জীবনে প্রথম দিনে স্বামীর সহিত সে কি বলিয়া প্রথম সম্ভাষণ করিবে ? সে ভিখারিণী ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছে ;—তবু কি বলিয়া যাহার কাছে সকল প্রাপ্যের দাবী, তাহার কাছে দীন অঞ্জলি প্রসারিত করিবে ? লাবণ্যর দুই চক্ষে অশ্রু পূরিয়া আসিতে লাগিল। বলি বলি করিয়াও তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। প্রমোদই কথা কহিলেন, "এখানে তোমার কি প্রয়োজন ?" লাবণ্য তখন প্রমোদের চরণতলে পড়িয়া বলিল, "বড় বিপদে পড়িয়া আসিয়াছি, তুমি রক্ষা কর।"

ঔদাসীন্য-ভরে প্রমোদ বলিল, "চিরদিনই নিজে যা বুঝিয়াছ, তাহাই করিয়াছ—স্বামীতে ত তোমার কখনও প্রয়োজন হয় নাই ;

আমিও তোমার কোন কাজেই প্রতিবন্ধক হই নাই। আজও তোমার যাহা ইচ্ছা করিলেই পার। আমার কাছে কিসের সাহায্যের আশা করিতে পার ?”

লাবণ্যর ব্যথিত বক্ষে এই কথাগুলি বজ্র-তুল্য আঘাত করিল। সে কাঁদিয়া বলিল, “আমি বড় দুঃখিনী, আমায় একটু দয়া কর। তোমার চরণে জানি না কি অপরাধ করেছি যে, তুমি আমায় এমন করিয়া পায়ে ঠেলিয়াছ ? কিন্তু আজ আমি সে দাবী করিতে আসি নাই। আমার দাদার বড় বিপদ্। তুমি ভিন্ন কে তাঁহাকে রক্ষা করিবে ? তাই আজ তুমি স্থান না দিলেও তোমার পায়ের কাছে আসিয়াছি। আজ আর নিষ্ঠুর হইয়া দূর করিও না।”

প্র। ওঃ সরোজের বিপদ্। তাই আজ আমার প্রয়োজন হয়েছে ! কিন্তু আমার মত তুচ্ছব্যক্তি-দ্বারা কি উপকারের সম্ভাবনা ?”

তখন প্রমোদের দুই পদ বক্ষে ধরিয়া লাবণ্য কাঁদিতে লাগিল; বলিল, “আজ তুমিও যদি এমন নির্দ্দয় হও, তা' হলে আর কোন উপায়ই থাক্‌বে না। দাদা তো গিয়েছেই, আমিও আজ তোমারি পায়ের তলায় প্রাণ দেব।”

বুঝি, অন্তর্নিহিত গভীর প্রেম তাহার কালমেঘের আবরণ দুইহাতে ঠেলিয়া ধীরে ধীরে উঁকি দিতেছিল, তাই প্রমোদের অন্তর সকল সন্দেহ ও সকল যাতনাকে লাবণ্যর এক এক বিন্দু অশ্রুজলে ধৌত করিয়া পূর্ব্ব প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। এক নিমিষের জন্য প্রমোদের মনে হইল, এই যে মধ্যের সুদীর্ঘ যন্ত্রণার দিন, এ একটা দুঃস্বপ্নমাত্র ! এবং সেই অগাধ প্রণয়-জলধিকূলে সেই প্রমোদ আর সেই লাবণ্য ! প্রমোদের দগ্ধহৃদয় আজ গলিয়া গেল, সজল চক্ষে প্রমোদ লাবণ্যকে হৃদয়ে উঠাইবার জন্য দুই হাত প্রসারিত করিয়া দিল; কিন্তু তখনই তখনই প্রমোদ আপনার বিদ্রোহী বাহু-দুইটি সংযত করিয়া লইল এবং অশ্রুসজল চক্ষে বলিল, “আমার পা ছেড়ে ওঠ, লাবণ্য ! সরোজের কি হয়েছে ?”

তখন লাবণ্য উঠিয়া প্রমোদের সম্মুখে দাঁড়াইল। রোদনোৎফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া প্রমোদ ভাবিল, “যে চাঁদে এত সুধা, তাতেও এই কলঙ্ক !”

লাবণ্য বলিল, “দাদাকে খুন ও ডাকাতির অপরাধে সংশ্লিষ্ট বলিয়া পুলিশে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।”—বলিতে বলিতে লাবণ্যর চক্ষে আবার অশ্রুপ্রবাহ নামিয়া আসিল। দুই হাত জোড় করিয়া স্বামীর মুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সে বলিল, “তুমি ভিন্ন আর কে আছে ? একদিন দাদাকে অপার করুণা দেখিয়েছিলে; তাঁর দারিদ্র্যক্লিষ্ট সংসারে তাঁর অরক্ষণীয়া ভগ্নীকে বিবাহ ক'রে তাঁকে ভগ্নীদায় থেকে উদ্ধার করেছিলে; আজ আর একবার রক্ষা কর। আমার ভাগ্যে যাই থাক্, আমি জানি, তোমার করুণার অন্ত নেই।”

প্রমোদেরও পূর্ব্বকথা স্মরণে আসিতে-ছিল, চক্ষুও বুঝি একটু আর্দ্র হইয়াছিল ! হায় ! সে যে কত সাধ, কত আশার দিন ! সে কি ভুলিবার ? রুদ্ধ কণ্ঠে প্রমোদ উত্তর করিল, “লাবণ্য, শুধু দয়ার কথা কি বল্‌ছিলে ? যখন আমি তোমায় বিবাহ করি, সরোজকে দয়া ক'রে করি নি। তুমি জান না, লাবণ্য !

তোমায় কতখানি ভালবেসে, তোমায় পাবার জন্যে কিরূপ উন্মত্ত হ'য়েছিলাম! আমার নয়নে তখন আর অন্য দৃশ্য ছিল না; আমার অন্তরে অন্য ধ্যান-জ্ঞান ছিল না; আমার এই ঐশ্বর্য্য, সম্ভ্রম, মান, খ্যাতি, সব একদিন তোমারই, পূজার অর্ঘ্য ক'রে সাজিয়ে রেখেছিলাম। যেদিন তুমি আমার গৃহে পা দিলে, সে-দিন আমার সারা জগৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল; আমার কতদিনের মানস-পূজা সার্থক মনে হ'ল। লাবণ্য! তোমায় দেখেই আমি বিবাহ ক'রে দীর্ঘ দিন প্রবাসে কাটিয়ে এসেছিলাম কেন, জান? আমার নিজের প্রেম পরীক্ষা করতে; লাবণ্য! আমি তোমায় যে কপট প্রেম দিয়ে বঞ্চনা করব, সেটা আমার নিজের হৃদয়েই অসহ্য ছিল, তাই চোখের অদর্শনেও তোমায় কত ভালবাসি তাই পরীক্ষা কর্‌তে গিয়েছিলাম। তুমি যাই হও, কিন্তু আমার প্রেম আমায় বঞ্চনা করে নি; পুড়িয়ে খাঁটি করচে, তবু মাটি করে নি।" আকাশের পানে চাহিয়া প্রমোদ নীরব হইল; দুই চোখে দুটি অশ্রুবিন্দু চন্দ্রকিরণে ঝল্‌মল্‌ করিয়া উঠিল। আর লাবণ্য অবাক্ হইয়া সেই মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হায়! এই সুধা-হ্রদ তাহার চক্ষে মরীচিকামাত্র!!

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রমোদের যেন সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল; কিঞ্চিৎ কঠিন স্বরে সে বলিয়া উঠিল, "অনেক রাত হ'য়ে গেছে, আর এখানে থাকার আবশ্যক নেই; ভিতরে গেলেই ভাল হয়। দেখি, আমি যদি পারি, কাল কলিকাতায় যাবার চেষ্টা করব।"

যাইবার সময় লাবণ্য বলিল, "আর একটি কথা আছে। আমার দাসীর কোন প্রয়োজন নাই; তাকে জবাব দিয়ে যাও।"

প্রমোদ বিস্মিত হইয়া বলিল, "গৃহে তো অপর স্ত্রীলোক কেহ নাই! কি করিয়া থাকিবে?"

অবনত মুখে লাবণ্য উত্তর করিল, "ছোট থেকে মা নেই; সংসারেও আর কেউ ছিলেন না। আমার অমন থাকা অভ্যাস আছে। সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে কেউ ঘুর্‌লে আমার আরও অসুবিধা বোধ হয়।"

প্রমোদ কথাটা দূষ্যভাবে গ্রহণ করিয়া বলিল, "হুঁ। আচ্ছা, তাই হবে।"

লাবণ্য মনে মনে বলিল, "এবার চক্ষু খুলেছে, বুঝেছি। বিপিন-দা এর মূল; আর ঐ মাগী তার হাতের কল; আচ্ছা তোমরা যা করবার করেছ,—এখন ভগবান্ কি করেন্, দেখি!"

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া লাবণ্য শুনিল, প্রমোদ প্রত্যুষেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। স্বামীর এই করুণায় তাহার চিত্ত দ্রব হইয়া গেল; দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। আজ মন্দিরে প্রমোদ নাই। পুরোহিত নিত্য-পূজা করিয়া উঠিয়া গেলে, লাবণ্য গিয়া ঠাকুরের পদতলে পড়িল। সারাদিন লাবণ্য আর বাহির হইল না। রাত্রির শয়নারতির পরে সামান্য প্রসাদ মুখে দিয়া সে নিজের ঘরের ভূমি-শয্যায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। একে ত তাহার দাদার এই ঘোর বিপদ্; তাহার উপর স্বামীকে সে যে আজ কি বিপদের মুখে পাঠাইয়াছে, তাহা তাহার অজ্ঞাত-নাই। তবে প্রমোদের অগাধ সম্পত্তির ক্ত

ভরসাতেই জোর করিয়া ভ্রাতার সাহায্যের জন্য সে ধরিয়াছিল। আজ যদি দুকূলই ভাসিয়া যায়! হায় ঠাকুর! কোথায় তোমার অভয় চরণ-দুইটি! বিপন্না লাবণ্য আজ তাঁহারই আশ্রয় চাহিতেছে। দুঃখিনীকে বঞ্চিতা করিও না। (ক্রমশঃ)

শ্রীননীবালা দেবী।

তীক্ষা

বাতায়ন-ফাঁকে তরুণ অরুণ
তখন দেয়নি উঁকি,
তন্দ্রা-অলস নয়ন মেলিয়া
চাহে নাই সূর্য্যমুখী;
বিশ্ব-রাণীর তিমিরাবৃত
অবগুণ্ঠনখানি
রজনী তখন খুলে দিতেছিল
আলোর বারতা আনি';
ঊষা-তারাটীর লাজকম্পিত
স্নিগ্ধোজ্জ্বল ভাতি
কাল গগনের কালিমার আড়ে
কৌতুকে ছিল মাতি!
সারা প্রকৃতির মুখর কথাটী
ছিল মৌনতা ভরা,
তন্দ্রার হিম চুম্বনে ছিল
মন্ত্র-মুগ্ধ ধরা!
সারা নিশাখানি জেগে বসে আছি
তোমারি প্রতীক্ষায়,
বন্ধু, এ মোর মৌন ধেয়ান
ব্যর্থ কি হবে হায়!
যে আরতি-দীপ জ্বালায়ে রেখেছে
অন্তরে অহরহঃ,
আজ তুমি তারে তব মন্দিরে
সযতনে তুলে লহ!
পরাণের কোণে পুঞ্জিত ছিল
যে দারুণ অভিমান,
তীব্র দহনে নয়নের জলে
হয় নি'ক অবসান!
ব্যাকুল আশায় পথ চেয়ে আছে
ব্যথা ভরা এই চিত,
দীন পূজারীর পূজার অর্ঘ্য
রহিবে কি অনাদৃত!
লক্ষ যুগের মৌন ধেয়ান
সকাতর আহ্বান
টলাতে, বন্ধু, পেরেছে কি তব
পাষাণ অচল প্রাণ!
নিষ্কলঙ্ক অন্তরে মোর
রচিয়াছি এ সমাধি,
তোমার করুণ চরণ-রেণুর
পরশের পরসাদী।
চিরকাল রব ভিখারীর মত
তোমারি প্রতীক্ষায়,
নিষ্ফল হবে নয়নের বারি-
ঢালা দেবতার পায়!

শ্রীকিরণপ্রভা দে।

অষ্টাবক্র গীতা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বাদশ প্রকরণ।

শুরুণোদীরিতং জ্ঞানং ন কিঞ্চিদিব শাম্যতি।
তৎস্বস্মিন্নপ্যভিজ্ঞাতুং শিষ্যো বদতি সাম্প্রতম্ ॥১॥

জ্ঞানাষ্টকে গুরু বলিয়াছেন যে, সাধক শূন্যের ন্যায় শান্ত হ'ন্। শিষ্য নিজের তাদৃশী অবস্থা জানাইবার জন্য সম্প্রতি বলিতেছেন।১।

কায়কৃত্যাসহঃ পূর্ব্বং ততো বাগ্বিস্তরাসহঃ।
অথ চিন্তাসহস্তস্মাদেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥১॥

সাধক প্রথমতঃ শারীরিক কর্ম্ম বর্জন করেন্, অনন্তর বাগ্‌বাহুল্য ত্যাগ করেন, তারপর চিত্তের বৃত্তিও ত্যাগ করেন্; আমিও তজ্জন্য এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) আশ্রয় করিয়াছি।

প্রীত্যভাবেন শব্দাদেরদৃশ্যত্বেন চাত্মনঃ।
বিক্ষেপৈকাগ্রহৃদয় এবমেবাহমাস্থিতঃ ॥২॥

শব্দাদি বাহ্য বিষয়ে প্রীতি নাই, আত্মাও অদৃশ্য, অতএব সমস্তপ্রকার চিত্তবিক্ষেপের হেতু ত্যাগ করিয়া একাগ্রহৃদয় হইয়া এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) আশ্রয় করিয়াছি। (কর্ম বা জপাদি-দ্বারা অনিত্য ফল পাওয়া যায়। তাহার নাশে দুঃখ। এজন্য শব্দাদি-বিষয়ে প্রীতি নাই; আত্মা অবাঙ্মনসগোচর; অতএব তাহার ধ্যানাদি করিবার অবসরও নাই— এইরূপে সমস্তপ্রকার চিত্তবিক্ষেপের হেতু ত্যক্ত হইয়াছে)।২।

সমাধ্যাসাদিবিক্ষিপ্তৌ ব্যবহারঃ সমাধয়ে।
এবং বিলোক্য নিয়মমেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥৩॥

তথাপি সমাধিলাভ করিবার জন্য ব্যবহার আবশ্যক হয়—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন। যাহাদের চিত্ত কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্ব প্রভৃতি অনর্থের মূলীভূত ভ্রমজ্ঞানের দ্বারা বিক্ষিপ্ত, তাহাদের পক্ষেই সমাধির প্রয়োজন; আমি শুদ্ধ আত্মা, আমার সমাধিরও প্রয়োজন নাই;—এই নিয়ম অবলোকন করিয়া এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) আশ্রয় করিয়াছি।৩।

হেয়োপাদেয়বিরহাদেবং হর্ষবিষাদয়োঃ।
অভাবাদদ্য হে ব্রহ্মন্নেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥৪॥

আমি সর্ব্বপ্রকার অপূর্ণতাবর্জ্জিত আত্মা, সুতরাং আমার পক্ষে হেয় বা উপাদেয় কোন বস্তুই নাই; সুতরাং আবার আমার কোন প্রকার দুঃখও নাই সুখও নাই; অতএব হে ব্রহ্মন্ (গুরো) আমি এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) আশ্রয় করিয়াছি।৪।

আশ্রমানাশ্রমধ্যানং চিত্তস্বীকৃতবর্জ্জনম্।
বিকল্পং মম বীক্ষ্যৈতৈরেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥৫॥

বর্ণাশ্রমাদির ধ্যান ও তৎপ্রযুক্ত চিত্ত-স্বীকার ও চিত্তবর্জ্জন, এই সকলের দ্বারা সঙ্কল্প-বিকল্প সমুপস্থিত হয়; এজন্য আমি এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) আশ্রয় করিয়াছি।৫।

কর্ম্মানুষ্ঠানমজ্ঞানাদ্ যথৈবোপরমস্তথা।
বুদ্ধ্বা সম্যগিদং তত্ত্বমেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥৬॥

লোকে যেরূপ অজ্ঞানবশতঃই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেইরূপ অজ্ঞানবশতঃই কর্ম্ম-হীনতা আশ্রয় করে; এই তত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইয়া আমি এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) আশ্রয় করিয়াছি।৬।

অচিন্ত্যং চিন্ত্যমানোঽপি চিন্তারূপং ভজত্যসৌ।
ত্যক্‌ত্বা তদ্ভাবনং তস্মাদেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥৭॥

ব্রহ্ম অচিন্ত্য, এরূপ চিন্তা করিলেও আত্মা চিন্তার সদৃশ রূপ ধারণ করে ; অতএব 'ব্রহ্ম অচিন্ত্য' এরূপ ভাবনাও ত্যাগ করিয়া আমি এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) আশ্রয় করিয়াছি।৭।

এবমেব কৃতং যেন স কৃতার্থো ভবেদসৌ।
এবমেব স্বভাবো যঃ স কৃতার্থো ভবেদসৌ ॥৮॥

এইরূপ স্বরূপসাধন যিনি করিয়াছেন, তিনি কৃতার্থ হ'ন। এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) যাঁহার স্বভাব, তিনি যে কৃতার্থ হইবেন, তাহা বলা বাহুল্য-মাত্র।৮।

ইতি অষ্টাবক্রগীতার এবমেবাষ্টক-নামক দ্বাদশ প্রকরণ সমাপ্ত।

শ্রীধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী।

খাকি

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নীতি ও বিবাহ।

কেবল ভৌতিক নিয়ম পালন করিলেই যে স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘজীবন লাভ হয়, তাহা নয়। নীতিপালনের সঙ্গে স্বাস্থ্যের ঘনিষ্ঠ যোগ। মনুষ্য শরীর, মন ও প্রাণের সমবায়ে, তিনটির উৎকর্ষ-সাধনে, প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করে। প্রাণ, মন ও জড় জগতের রাজা ও নিয়ন্তা ঈশ্বর ; তাঁহারই নিয়মে এই সমস্ত চলে। সুতরাং সকল প্রকার নিয়ম অবগত হইয়া তদনুসারে চলিলে প্রাণ-মন অধিক স্বাস্থ্য ও সুখ প্রাপ্ত হয়। প্রাণের লক্ষ্য ধর্ম্ম। ধর্ম্ম কি ?—ঈশ্বরকে জানা এবং তাঁহার বাধ্য হইয়া চলা। নীতির লক্ষ্য মনের সঙ্গে সম্বন্ধ জানা এবং তাহা পালন করা। Intuition বা সহজজ্ঞান-দ্বারা ঈশ্বর- ও পরকাল-তত্ত্বের মৌলিক জ্ঞান হয়। Conscience (বিবেক) দ্বারা মানুষের প্রতি কর্ত্তব্যের জ্ঞান হয়, এবং কর্ত্তব্য-পালনে সুখ ও হেলনে দুঃখ হয়।

নীতি ও বিজ্ঞান অতিক্রম করিয়া চলিলে শারীরিক এবং সামাজিক বহুপ্রকার অনিষ্ট হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, ঘৃণা ইত্যাদির দ্বারা মনকে বিকৃত বা অসুস্থ ত করেই অধিকন্তু শরীরের অনিষ্ট করে। এই সমস্ত রিপু-দ্বারা উত্তেজিত হইলে, শারীরিক অনেক-গুলি অণু নষ্ট হয়। সে জন্য শরীরও দুর্ব্বল হয়। আমরা সকলেই জানি যে, বড় রাগ করিলে মাথা ধরে, চক্ষু জ্বালা করে, বুক ধড়্‌ফড়্ করে। যে সর্ব্বদা রাগ করে, তার ভাল হজম হয় না। সেজন্য রাগী মানুষ অজীর্ণ রোগী (Dyspeptic) হয়। অজীর্ণ রাগকে বাড়ায়, রাগ অজীর্ণকে বাড়ায় ; এই দুই মিলে মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে, এবং ক্রমে কঠিনতর পীড়া আনিয়া পরিণামে তাহার অকাল মৃত্যু ঘটায়। ঈশ্বরনিষ্ঠ শান্ত সাধুগণ প্রফুল্লচিত্ত, সুস্থ, সবল ও দীর্ঘজীবী। ধর্ম্ম- ও নীতি-সম্বন্ধে অনেক

তত্ত্ব আছে? সে সমস্ত আমার বলিবার বিষয় নয়।

এখন বিবাহতত্ত্ব-সম্বন্ধে কিছু বলি। বিবাহের ধর্ম্ম ও নীতির সঙ্গে বিশেষ যোগ। পরিণয় মানবসমাজের মহান্ কর্ত্তব্য এবং করুণাময় ঈশ্বরের উৎকৃষ্ট বিধান। বিধাতার নিয়তি (Necessity) ক্রমে পবিত্র প্রেমের দ্বারা চালিত হইয়া নরনারীকে বিবাহ-সূত্রে গ্রথিত করে এবং সন্তান উৎপাদিত করিয়া মানবজাতির প্রবাহ রক্ষা করে। দুইটি প্রাণ পবিত্র প্রেমে এক হইয়া প্রেমের তরঙ্গে আপনারা ভেসে যায় এবং জনসমাজকে ভাসাইয়া দেয়। তাহারা কৃপাপাত্র, যাহারা দাম্পত্য-প্রেমের লীলা, রসময়ের লীলা অনুভব করিতে পারে না। বিবাহ পাশব-লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য নয়। ইহা বিধাতার গৌরবার্থে পবিত্র প্রেমে ডুবিবার জন্য।

পবিত্র দাম্পত্য প্রেম অমৃত সমান।
পাপী উদ্ধারিতে পৃথিবীতে স্বর্গের সোপান।
সাধু-ভক্ত জন সেই রস করে পান।
সে প্রেম কোথা বা পাবে অধম মানুষে,
বিলাস-বিকার-মত্ত এই পঞ্চভূতময় দেশে?

বিবাহিত জীবনই মানব-সমাজে সুখ-শান্তির প্রস্রবণ। ঐ প্রস্রবণ যদি কলুষিত হয়, তবে দূষিত স্রোত প্রবাহিত হইয়া মানব-সমাজকে নরকের দিকে লইয়া যায়। এই জন্য পরিণয়-বিষয়ে কতকগুলি জ্ঞাতব্য তত্ত্ব বলিতেছি।

উচ্চ হিন্দুশাস্ত্রের কথা প্রথমে বলি।

কন্যা যতদিন পতিমর্য্যাদা না জানে এবং ধর্ম্মসাধন অজ্ঞাত থাকে, ততদিন পিতা তাহার বিবাহ দিবেন না।—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র। কন্যাকে এইরূপে পালন করিবেক এবং অতি-যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক ও ধন-রত্নের সহিত সুপণ্ডিত পাত্রে সম্প্রদান করিবেক।—
মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

বিজ্ঞান বলিতেছেন্ যে, শরীর পরিণতি লাভ করিবার পূর্ব্বের বিবাহের সন্তান সুস্থ এবং সবল হয় না। বাল্য-বিবাহের দ্বারা বিবাহিত বালিকাগণ অল্পবয়সেই সন্তানবতী হয় এবং তদ্দ্বারা তাহাদের স্বাস্থ্যের বিশেষ অনিষ্ট হয়।

প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার কোন এক প্রকাশ্য সভায় বলিয়াছিলেন, যে, তাহার ত্রিশ বৎসরের পরিদর্শন ও অভিজ্ঞান-দ্বারা তিনি বলিতে পারেন যে, শতকরা ২৫জন স্ত্রীলোক বাল্য-বিবাহের ফলে invalid (চিররুগ্ন) হইয়াছে; আর ৫০ জন অসহ্য ক্লেশ ভোগ করিতেছে।"

(The Inspector of schools, Bombay) বম্বের শিক্ষা-বিভাগের পরিদর্শক বলিয়াছেন যে, হিন্দু এবং পার্শিছাত্রীগণ ১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বেশ মেধাবী ও পরিশ্রমী থাকে, কিন্তু বিবাহের পরেই তাহার সে সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়।

(The Sanitary Commissioner of India) ভারতবর্ষের স্বাস্থ্যরক্ষা-বিভাগের কমিসনার তাহার ১৮৯৯ সালের রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, কলিকাতায় শতকরা ৮·৪ এবং বম্বাইতে ১৮·৭ মৃত সন্তান জন্মে।

সুবিজ্ঞা বিদুষী Annie Bessntর 'Awake India'-পুস্তকে বাল্যবিবাহের বিষময় ফল পড়িলে, কাহার না হৃৎকম্প উপস্থিত এবং অশ্রুবর্ষণ হয়?

আর অধিক কথা বলিব না। যাহারা জোর করিয়া বুঝিবে না, তাহাদের কে বুঝাইবে ?

"অবোধকে বুঝাব কত, বোধ নাহি মানে,
ঢেকিকে বুঝাব কত, নিত্য ধান ভানে!"

ব্রাহ্মদের বিবাহ-আইন হইবার সময় তাঁহারা নানা বিচক্ষণ চিকিৎসকগণের মত সংগ্রহ করিয়া ঠিক করিয়াছিলেন যে, অন্ততঃ ১৪ বৎসর পূর্ণ না হইলে, কন্যা বিবাহের উপযুক্ত হয় না। পরের অভিজ্ঞান-দ্বারা জানিয়া তাঁহারা এখন প্রায়ই অন্ততঃ ১৬ বৎসর পূর্ণ না হইলে কন্যার বিবাহ দেন না। কেবল বয়স ধরিলে হইবে না। কুমারীকাল উত্তীর্ণ হইলেই, অন্ততঃ এক বৎসর পরে যুবতীর বিবাহ হওয়া উচিত; এবং ২০-২২ বৎসর বয়সে যুবকের বিবাহের সময়।

বয়সের কথা ব্যতীত আর একটি বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। Improvident marriage—অসঙ্গত অবস্থায় বিবাহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। পরিবার প্রতি-পালনের সঙ্গতি না থাকিলে কিংবা উপার্জ্জন-ক্ষম না হইয়া বিবাহ করিবে না। এরূপ বিবাহের ফল নিজের এবং সমাজের দারিদ্র্য আনয়ন করে। এইরূপ বিবাহই ভারতে বর্ত্তমান দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। যখন দেশে খাদ্যদ্রব্য এত মাহার্ঘ ছিল না, এবং চালচলনও সাদাসিদে ছিল, আহার ও পরিচ্ছদের বিলাসিতা ছিল না, তখনকার কথা অন্যপ্রকার। এখন একদিকে অসচ্ছলতা ও বিলাসিতা, আর অন্যদিকে বিবাহের খরচ-বৃদ্ধি; এ-সময় কি অসঙ্গতি-বিবাহ চলে? সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এখনকার যুবকগণ ছাত্রজীবনে বিবাহ করিতে চায় না। ব্রাহ্মসমাজ এবং উন্নত শিক্ষিত হিন্দুসমাজে ভদ্রলোকদের মধ্যে এরূপ বিবাহ উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যা অতিশয় অল্প। ধনীদের কথা অন্যপ্রকার। দেশের কয়জনই বা উচ্চশিক্ষা পাইয়াছে? সুখের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি দুঃখের কথা উপস্থিত হইয়াছে। শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মধ্যে বিবাহের ব্যয় এতই বৃদ্ধি হইয়াছে যে, তাহাতে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা মারা যাইতেছে। কত কেরাণী এবং শিক্ষকের কন্যাদায়ে বাড়ি-ঘর বিক্রয় হইয়া যায়। পুরাতন কৌলিন্য-পণ অপেক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ কতই বেশী। বরের পিতা ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় কন্যাকর্ত্তার রক্ত শোষণ করেন। হায়, হায়, দুঃখিনী ভারতজননী কপাল-পোড়া! তাহা না হইলে, তাঁহার কৃতবিদ্য উন্নত সন্তানদের এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন?

বিবাহের সময় স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। Hereditary disease বা বংশ-পরম্পরা-প্রবাহী রোগ যদি থাকে, কিংবা শরীরের অবস্থা এমন হয় যে, বিবাহ করিলে স্বাস্থ্যনাশ হইবে, তবে এরূপ অবস্থায় বিবাহ করিলে কেবল অকাল-মৃত্যুকে আহ্বান করা হয়।

বিবাহের পর অনেক দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। সংযমী হইয়া সকল বিষয়ের আতিশয্য পরিহার করিতে হয়। ঘন ঘন সন্তান হওয়া পরিহার্য্য। ঘন ঘন সন্তান হইলে স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্যনাশ হয় এবং তাঁহারা নিজে রুগ্ন হইয়া রুগ্ন সন্তান প্রসব করিয়া

নিজেদের এবং জনসমাজের অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠেন্। বলিতে লজ্জা হয় যে, এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী-দিগের মধ্যেও অনেকে আছেন, যাঁহারা বিজ্ঞান-জ্ঞান সত্ত্বেও সেকেলের বিজ্ঞানানভিজ্ঞ-ব্যক্তিগণ অপেক্ষা এ-সম্বন্ধে অনেক নীচে পড়িয়া আছেন। ব্রাহ্মণেরা হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত বিধি-ব্যবস্থা নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেন। এখনকার অনেকের নিকট বিজ্ঞান এবং শাস্ত্র—উভয়েরই সম্মান নাই।

বেহাগ যৎ

গৃহধর্ম্ম নিত্য-কর্ম্ম পরম সাধন,
পবিত্র তীর্থ এই সংসার-তপোবন,
প্রেমের আধার গৃহ-পরিবার বন্ধন,
প্রেমময় ঈশ্বরের প্রিয় নিকেতন।
আসক্তি মোহ-জঞ্জাল বিষয়ের
তমোজাল যোগবলে করিবে ছেদন।
ভজ ব্রহ্মপাদপদ্ম, হইবে জীবনমুক্ত,
সশরীরে স্বর্গধামে করিবে গমন।
বিবেক-বৈরাগ্য-নীতি, সম-দম-ক্ষমা
শান্ত-সযতনে করিবে পালন,
সুখ-দুঃখে সমভাবে বিধাতার হস্ত
দেখিবে, দয়াময়-নাম মহামন্ত্র করিবে স্মরণ।

শ্রীরাজমোহন বসু।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

যদি দুগ্ধের ব্যবসায় করিতে ইচ্ছা হয়, তবে গাভীকে উত্তমরূপে দোহন করিতে হইবে। এরূপ না করিলে উত্তম গাভীও অপকর্ষতা প্রাপ্ত হয়। উত্তম দোহন দোহন-কারীর পারদর্শিতার উপর নির্ভর করে। ব্যবসায় করিলে, কতকগুলি ফালতু দোহনকারী রাখিয়া দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। লোকের রোগ, শোক অথবা ছুটিছাটায় দোহনকারীর অনুপস্থিতিতে ফালতু দোহনকারীর দ্বারা কার্য্য লইতে হইবে। প্রত্যহ দোহনকারীরা যদি ছুটিছাটা না পায়, তবে তাহারা উত্তমরূপে কার্য্য করে না। তজ্জন্য উত্তম গাভীও অপকর্ষ প্রাপ্ত হয়। গাভী খারাপ হইলেও উত্তম-দোহন-দ্বারা তাহার উৎকর্ষ সাধন করা যাইতে পারে, কিন্তু খারাপ দোহন-দ্বারা উত্তম গাভীও অধম হইয়া যায়।

দুগ্ধ-দোহনকারীদিগকে উত্তমরূপে কার্য্য করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে পুরস্কার-দ্বারা উৎসাহ দিবে। নতুবা তাহাদিগের বেতন প্রথমে অল্প রাখিয়া, উত্তমকার্য্য দেখিলে বৃদ্ধি করিয়া দিবে। বেতন-বৃদ্ধির আশা থাকিলে, তাহারা উত্তমরূপে কার্য্য করিবে।

দোহনকারীদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিবে, এবং দুই দলে যাহাতে প্রতিযোগিতা হয়, তাহা করিবে। এতদর্থে কোন্ দোহন-কারী কত দুগ্ধ বাহির করিল, তাহার হিসাব প্রত্যহ রাখিবে ও উত্তম দোহনকারীদিগকে কিছু বক্‌সিস্ বা তাহাদিগের বেতন-বৃদ্ধি করিয়া দিবে। তাহা হইলেই তাহাদিগের মধ্যে একটা ঘোরতর প্রতিযোগিতা হইবে এবং পুরস্কার বা বেতন-বৃদ্ধির লোভে তাহারা উত্তমরূপে কার্য্য করিবে। দোহন-

কারীরা যদি একস্থানের হয়, তবে তাহারা সড় করিয়া বেতন-বৃদ্ধি করাইবার চেষ্টা দেখে। এইজন্য ফালতু লোকের আবশ্যকতা। কিন্তু সময় পড়িলে তাহাদিগের নিকট হইতে এরূপভাবে কার্য্য লইবে, যেন তাহারা ইহা না বুঝিতে পারে যে, তাহাদিগের ভিন্ন তোমার অন্য গতি নাই। নতুবা, তাহারা তোমাকে পুনরায় উত্যক্ত করিবে। একটা গোয়ালার মাসিক বেতন ৫৲ টাকা হইতে ৭৲ টাকা যথেষ্ট। প্রত্যেক লোককে দশটী গাভী এবং দশটী মহিষ দোহন করিবার ভার দিবে।

দোহন করিতে হইলে, শীঘ্র শীঘ্র দোহন করাই শ্রেয়। মনে কর, পূর্ণদুগ্ধবতী একটি গাভী দিনে ১২ সের দুগ্ধ দেয়, অর্থাৎ সকালে ছয় সের এবং সন্ধ্যাকালেও ছয় সের। এরূপ গাভীকে দোহন করিতে চারি মিনিটের অধিক সময় লওয়া উচিত নহে। দোহনটী নিঃশব্দে, উত্তমরূপে এবং শীঘ্র হওয়া চাই। খারাপ দোহনের দ্বারা উত্তম গাভীও এক সপ্তাহের মধ্যেই শুষ্ক হইয়া যাইতে পারে। অপত্য-প্রসবকাল হইতে দুগ্ধ শুষ্ক হইবার সময় পর্য্যন্ত গাভীর দুগ্ধ দিবার কাল গড়ে ২৪০ দিন।

ছয় সপ্তাহ ধরিয়া গাভীগুলি শুষ্ক থাকে। স্বাস্থ্য উত্তম হইলে তাহারা সন্তান-প্রসবের দুইমাস পরেই চরম সীমায় দুগ্ধ দেয়। ক্রমে তাহাদিগের দুগ্ধ কমিয়া আসে। আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গাভী উত্তমরূপ দুগ্ধ দিয়া থাকে।

বলদের সহিত রমণ করিলে গাভীর দুগ্ধ মাত্রায় এবং গুণে কমিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত দুগ্ধের গুরুত্ব ও চর্ব্বির অংশের হ্রস্বতা হয় এবং উষ্ণ করিলে দুগ্ধ জমিয়া যায়। এরূপ অবস্থা অবশ্য অধিক দিন থাকে না।

পশুকে আহার দেওয়ার পরই দোহন করা উচিত। প্রত্যেক দোহনকারীকে একটা ঝাড়ন দিবে। তদ্দ্বারা তাহারা দোহনের পূর্ব্বে গাভীর বাঁট ও স্তন ঝাড়িয়া লইবে। অন্যথা বাঁটের ধূলা দোহন-কালে দুগ্ধে পড়িতে পারে। দোহনকারীদিগের নখ সর্ব্বদাই কর্ত্তিত থাকা চাই; নতুবা বাঁট ছিঁড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। দুগ্ধ-দোহনের পর ঝাড়নের দ্বারা গাভীর বাঁট পুনরায় মুছিয়া দিবে। এ-প্রথাটী বিশেষতঃ নবপ্রসূতা গাভীর পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। নবপ্রসূতা গাভীগুলিকে সর্ব্বশেষে দোহন করিবে। দোহনকালে এক পার্শ্বের দুইটী বাঁট ধরিয়া দোহন করিবে না। সম্মুখের ও পশ্চাতের বাঁট ধরিয়া দোহন করিলে, দুগ্ধ ঠিক্ ঠিক্ নির্গত হয়; নতুবা দুগ্ধের ধারা নিয়মিত বাহির হইবে না।

দুগ্ধ-দোহন করিবার পূর্ব্বে বৎসকে গাভীর স্তন কয়েক সেকেণ্ড ধরিয়া পান করিতে দিবে। পরে তাহাকে গাভীর সম্মুখে রাখিয়া দোহন করিতে থাকিবে। গাভী এই সময়ে বৎসের গাত্র চাটিতে থাকে। দুগ্ধ-দোহন হইয়া যাইলে, বৎসকে টানিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। নতুবা বড় বৎসগুলি মাতার নিকট দৌড়িয়া আসিয়া স্তন কামড়াইয়া বাঁটে ক্ষত করিয়া দিবে অথবা অন্য গাভীর নিকট যাইবে।— ফলে এই হইবে যে, অন্য গাভী অপরের বৎস দেখিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া যাইবে এবং দুগ্ধ দিবে না। মহিষেরা অপরের বৎস নিকটে আসিতে দেখিলে প্রায়ই দুগ্ধ দেয় না। মহিষের বৎস পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহারা দুগ্

দিতে চাহে না। এরূপস্থলে দুই এক ঘণ্টা সাধ্যসাধনার পর মহিষেরা দুগ্ধ দেয়।

বোগ্‌নো (বাঁটলোই) দোহন-পাত্রের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। টিন-পাত্র বা এনামেল পাত্র সুবিধার নহে। মৃন্ময় পাত্র সর্ব্বথা পরিত্যজ্য ; কারণ মাটির পাত্রে ছিদ্র থাকায় দুগ্ধ তন্মধ্যে প্রবেশ করে ও ছিদ্রমধ্যে সঞ্চিত হইয়া পচিয়া যায়। ধৌত করিলেও তাহা পরিষ্কার হয় না। যদি এরূপ পাত্রে দোহন করা যায়, তবে তাজা দুগ্ধ পচা দুগ্ধের সংস্পর্শে আসিয়া অপকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

সংবাদ।

১। ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারী মিঃ মণ্টেগু ও ভারত কাউন্সিলের সদস্য শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু নিরাপদে বিলাতে পৌছিয়াছেন।

২। পাবনা-জেলার দুলাইর সুপ্রসিদ্ধা ভূম্যধিকারিণী শ্রীযুক্তা শরিফন্নেসা খাতুন চৌধুরাণী মহোদয়া বর্ত্তমান সময়ের বস্ত্র-সংকটের দিনে ৫০০ শত অনাথ দীন-দরিদ্রকে বস্ত্রদান করিয়াছেন।

৩। ব্রহ্ম-রেঙ্গুনের সংবাদে প্রকাশ, স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাপান এবং আমেরিকা ভ্রমণকালে যে পিয়ারসর্ন সাহেব তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটরী ছিলেন, সেই পিয়াসর্ন সাহেব চীনের পিকিন-সহরে রাজনৈতিক অপরাধে ধৃত এবং সাঙ্গাইয়ে প্রেরিত হইয়াছেন।

৪। ভারতরক্ষার আইন অনুসারে গিনি বা টাকা গলাইয়া অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করা অপরাধ বলিয়া গণ্য। গবর্ণমেণ্ট এতদিন কঠোরতা-সহকারে ঐ বিধানের প্রয়োগ করেন নাই। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, গিনি ও টাকা গলাইলে দণ্ড হইবে।

৫। মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে বাঙ্গালী পল্টনের সুবেদার এ, কে, মিত্র আহত হইয়া মারা গিয়াছেন।

৬। বর্ত্তমান বৎসরে ভারতবর্ষের তিনজন ছাত্র "র‍্যাঙ্গলার"-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই তিন জন ছাত্রের মধ্যে একজন কলিকাতার মিঃ এ, সি, ব্যানার্জ্জি দ্বিতীয় জন পুনার মিঃ ডাইবি ; তৃতীয় জন বোম্বাইয়ের মিঃ গুঞ্জিকর।

৭। নিম্নলিখিত ব্রাহ্মমহিলাগণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন :—

প্রথম বিভাগ।

বীণা রায়চৌধুরী	...ডাওসেসন কলেজ
নলিনী দাসগুপ্তা	... বেথুন কলেজ
ললিতা রায়	... " "
সুবালা রায়	... " "
উষাবালা সেন	... " "

দ্বিতীয় বিভাগ।

সুষমা বন্দোপাধ্যায়	... বেথুন কলেজ
সুপ্রভা দাসগুপ্তা	... " "
সুহাসিনী রায়	... " "
ললিতা বসু	...ডাওসেসন কলেজ
আশা দত্ত	... " "
সুখময়ী লাহিড়ী	... " "
রাবেরা রায়	... প্রাইভেট্‌

তৃতীয় বিভাগ।

সুরবালা সিংহ	... বেথুন কলেজ

৮। বোম্বাইয়ের সুবোধ পত্রিকায় প্রকাশ,—ছয়টী ব্রাহ্ম মহিলা ইণ্টারমিডিএট ইন্‌ আর্টস পরিক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন :—

(১) মিসেস্ আর্, আর্, নাবর, (২) কুমারী লবঙ্গিকা দিবেতিয়া, (৩) কুমারী ভবানী নটরঞ্জন, (৪) কুমারী ভানুমতী বীরকর ; এবং (৫ ও ৬) কুমারী দেবও ভাণ্ডারকার।

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

শ্রাবণ, ১৩২৫—আগষ্ট ১৯১৮।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।৵০, অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৵০

প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ (চারি আনা) মাত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 660. August, 1918.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৬০ সংখ্যা। | শ্রাবণ, ১৩২৫। আগস্ট, ১৯১৮। | ১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।

বরষা।

বরষা নেমেছে প্রাণে,
আজিকে পরাণ গাহে কোন্ গান
পরাণ শুধু তা জানে!
গুরু গুরু মেঘ করে গরজন,
গগনে ফিরায় আঁখি পুরজন,
কাননে বদ্ধ কোকিল-কূজন
মধু-বন্ধুর ধ্যানে!
ঝিম্ ঝিম্ তালে, ঝর ঝর সুর
শীতল হৃদয় তৃষিত মরুর,
মাধবী অঙ্গে পরশ-প্রচুর,
লাজানত সাবধানে!

আজিকে পরাণ গাহে কোন্ গান
পরাণ শুধু তা জানে!
নিবিড়-নীলার কুন্তল-দল
পরাণে জাগায় নীল-উৎপল,
কোমল ছায়ায় ধরণীর তলে
অরূপ শান্তি আনে!
ফুটিছে স্বতঃই মল্লার তান
গুরু গম্ভীর মন্দর-গান,
বরষের আজি অমৃত-সিনান
অভিষেক-সম্মানে!
বাজিছে মৃদঙ্গ সাধে তানপুর,
ধরেছে সে সুর প্রাণে!

শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২৬)

পরদিন সকালে নির্দ্দিষ্ট সময়ে নমিতা হাঁসপাতালে গেল। 'ফিমেল ওয়ার্ডে'র বাহিরে চার্ম্মিয়ানের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার হইল। চার্ম্মিয়ান্ স্বভাবসিদ্ধ হাস্যপ্রফুল্ল মুখে 'সুপ্রভাত' অভিনন্দন করিয়া বলিল, "তুমি ক'দিন হাঁসপাতালে আস নি, হাঁসপাতাল্‌টা আমার ভালই লাগ্‌ত না!"

সকৌতুকে নমিতা বলিল, "বটে! আমার অদৃষ্ট ভাল—!"

দত্তজায়া ব্যস্তসমস্ত ভাবে কোথা হইতে ছুটিয়া আসিলেন;—হাসিতে হাসিতে পরিষ্কার বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, "কি গো নমিতা মিত্র যে! তুমি আবার হাঁস্‌পাতালে এলে কি রকম?"

নমিতা একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন? আজ যে আমার 'জয়েন্' কর্‌বার দিন!—কি হয়েছে?—"

দত্তজায়া বলিলেন, "আমি ভেবেছি, তুমি আর আস্‌বেই না!"

নমিতা আরও বিস্মিত হইল; বলিল, "এ রকম ভেবে নেওয়ার কারণ?"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া ব্যঙ্গ হাসি হাসিয়া দত্তজায়া বলিলেন, "কারণ ডাক্তারসাহেবের কাছে শোন গে; তিনি ডাক্‌ছেন্ তোমায়।—বলি, সুরসুন্দর তেওয়ারী যে 'মেডিসিন ষ্টকে'র 'চার্জ' বুঝিয়ে দিয়ে পিট্টান্ দিলে!—কি রকম চার্জ বুঝিয়ে দিয়েছে জান?"

হতভম্ব হইয়া নমিতা বলিল, "আমি কি করে জান্‌বো? আজ সাতদিন ত আমি—।"

পৈশাচিক উল্লাসে ক্রূর-হাসি হাসিয়া দত্তজায়া বলিলেন, "প্রায় হাজার টাকার ওষুধ, আর অস্ত্র চুরি করে নিয়ে গেছে! সে এখন বড়লোক!—ভাল, তোমার সঙ্গে এত বন্ধুত্ব, আর তোমায় বলে গেল না যে বড়!—"

নমিতা রুষ্ট হইয়া বলিল, "মিসেস্ দত্ত, আপনার এ কি রূঢ় পরিহাস!"

সঙ্গে সঙ্গে চার্ম্মিয়ানও তীব্রস্বরে বলিল, "যথার্থই, এ রকম কদর্য্য ব্যঙ্গ আমি মোটেই পছন্দ করি না।"

একটা বাদানুবাদ বাধিবার উপক্রম হইতেছে, এমন সময় দ্বারবান্ আসিয়া সেলাম করিয়া নমিতাকে বলিল, "ডাংদার সাব্ আপ্‌কো জরুর বোলাবেন্ হো; উপরমে চলিয়ে।—"

নমিতা চমকিল। সত্যই ডাক্তার-সাহেব তাহাকে ডাকিয়াছেন্! কেন?...চার্ম্মিয়ানের দিকে চাহিয়া সে বলিল, "স্মিথ্ কোথা?"

চার্ম্মিয়ান্ বলিল, "তিনি মফঃস্বল গেছেন, আজ এ বেলা আসবেন্ না; ও-বেলা আস্‌বেন্। বাস্তবিক, ডাক্তার-সাহেব তোমায় ডাক্‌লেন্ কেন? চল ত, ব্যাপার কি দেখে আসি।"

দ্বারবান্ সেলাম করিয়া বলিল, "জী, কোইকো যানে মানা। আপ্‌লোক ওয়াড্ পর

বাইয়ে ; আপনে কাম দেখিয়ে, সাহেব বোল্ দিয়া।"

শঙ্কিত দৃষ্টিতে নমিতা চার্মিয়ানের মুখপানে চাহিলে চার্মিয়ান্ বিস্ময়- ও বিরক্তি-পূর্ণ ভ্রুকুটি করিয়া বলিল, "বেশ ত, তুমি যাও না। শুনে এস ত কি বলেন।"

চলিয়া যাইতে যাইতে মিসেস্ দত্ত বলিলেন, "হাঁ হাঁ, খবরটা আমাদের দিয়ে যেও গো মিস্ মিত্র!" এই বলিয়া প্রচ্ছন্নশ্লেষে হাসি হাসিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন্। চার্মিয়ান্ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

নমিতা দ্বারবানের সহিত বরাবর ত্রিতলে সাহেবের 'অফিস'-ঘরে আসিল। ডাক্তার-সাহেব সেই তিনি,—মিঃ জ্যাকসন্। টেবিলের কাছে বসিয়া তিনি তামাকের পাইপ টানিতেছেন্। পার্শ্বে তাঁহার ক্লার্ক কতকগুলি কাগজ হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে ; অদূরে দুইখানি চেয়ারে দুই ডাক্তার—সত্যবাবু ও প্রমথবাবু—চুপ করিয়া বসিয়া আছেন্।

নমিতা আসিয়া অভিবাদন করিল। ডাক্তার-সাহেব চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া লইলেন ; তারপর গম্ভীরমুখে বলিলেন, "তুমিই তৃতীয় নার্শ—নমিতা মিত্র?"

নমিতা বলিল, "হাঁ স্যর!"

ডাক্তার মিত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তিনি নমিতাকে বলিলেন, "কাল তুমি সন্ধ্যাবেলা এঁর বাড়ী গেছলে? আমি তোমাকেই এঁর বাড়ী থেকে বেরুতে দেখেছি, কেমন?"

নমিতা পুনশ্চ বলিল, "হাঁ স্যর!"

ডাক্তার-সাহেব বলিলেন, "উত্তম! দাঁড়িয়ে কেন? ঐ টুলে বস।" দ্বারবানের দিকে ইঙ্গিত করিয়া তিনি বলিলেন, "উ লোককো বোলাও।"

দ্বারবান্ সরিয়া গেল ; ক্ষণপরে দুইজন নিম্নশ্রেণীর হিন্দুস্থানী পুরুষকে সঙ্গে লইয়া ঘরে ঢুকিল। ডাক্তার-সাহেব নমিতাকে বলিলেন, "দ্যাখ ত, এ লোক-দু'জনকে চেন?"

নমিতা চাহিয়া দেখিয়া বলিল, "না।"

ডাক্তার-সাহেব কেরাণীকে ইঙ্গিত করিলে সে পার্শ্বে টুলে বসিয়া লিখিতে লাগিল। নমিতার আশঙ্কা উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল।—এসব জবানবন্দী গৃহীত হইতেছে কিসের?

ডাক্তার-সাহেব আবার বলিলেন, "আচ্ছা, বল, এদের সঙ্গে তোমার কোনরূপ শত্রুতা আছে?"

ন। না মহাশয়।

ডা। ঠিক্ বল।

ন। না মহাশয়, আমি এদের আদৌ চিনি না ; শত্রুতা অসম্ভব।

"উত্তম"—এই বলিয়া ডাক্তার-সাহেব সেই লোক-দুইজনের পানে চাহিয়া হিন্দীতে যথাক্রমে তাহাদের নাম, ধাম ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "তোমরা এই স্ত্রীলোককে চেন?"

উভয়েই একবাক্যে স্বীকার করিল যে, তাহারা চিনে। বিস্তর প্রশ্নোত্তরের পর উভয়ে সাক্ষ্যদান করিল যে, নমিতার বাড়ীর নিকট যে 'হোটেলে' তাহারা পাচক ও ভৃত্যের কাজ করে, সেই হোটেলে হাঁসপাতালের হেড্ কম্পাউণ্ডার সুরসুন্দর তেওয়ারী

আহারাদি করিত ও থাকিত। ভৃত্য বলিল, সেই হোটেলের কাজ সারিয়া রাত্রি বারটার পর বাড়ী ফিরিবার সময় দুইদিন সে দেখিয়াছে যে, স্বরসুন্দর তেওয়ারী গভীর রাত্রিতে চোরের মত চুপি চুপি নমিতার বাড়ীতে ঢুকিতেছে। পাচক বলিল, সে হোটেলে উনান ধরাইবার জন্য খুব ভোরে বাড়ী হইতে আসে। সেও একদিন দুইদিন নহে, চার পাঁচ দিন দেখিয়াছে, স্বরসুন্দর শেষ-রাত্রে চুপি চুপি নিঃশব্দে নমিতার বাড়ী হইতে বাহির হইতেছে, ইত্যাদি।

ডাক্তার-সাহেব তাহাদের বিদায় দিয়া, নমিতার পানে চাহিয়া জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কেমন? ইহাদের কথা সত্য?"

নমিতা দেখিল মাথার উপর প্রলয়ের বজ্র গর্জ্জাইয়া আসিয়াছে। আজ এখানে দমিলেই সর্ব্বনাশ! স্ত্রী-স্বভাব-সুলভ-নমনীয় কোমলতা লইয়া ভীরুতা দেখাইবার স্থান ইহা নহে!—মাথা ঠিক্ করিয়া দৃঢ়-নির্ভীক স্বরে সে বলিল, "শুনুন্ স্যর, আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বল্‌ছি, স্বরসুন্দর তেওয়ারী কোনও অসদভিপ্রায়ে আমার বাড়ীতে যাওয়া-আসা করে নি।"

ডাক্তার-সাহেব দাঁতে পাইপ চাপিয়া অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "ভাল, সদভিপ্রায়টা কি শুনি!—"

নমিতা বলিতে লাগিল, "আমার বাড়ীতে একটি ভৃত্যের অত্যন্ত অসুখ হয়েছিল। আমার মা রুগ্ন, দুর্ব্বল; ভাই-বোন্‌রা সবাই ছেলেমানুষ। সে চাকরটির সেবাশুশ্রূষা—"

ডাক্তার মিত্র হঠাৎ চেয়ার সরাইয়া, ডাক্তার-সাহেবের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া মৃদুস্বরে কি বলিলে, সাহেব হাসিয়া মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন এবং নমিতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "অত সুদীর্ঘ বক্তৃতা শুনিবার অবসর আমার নাই। সংক্ষেপে শীঘ্র বল। ভাল, আমিই তোমায় সাহায্য কর্‌ছি। তোমার বাড়ীতে ভৃত্যের অসুখ করেছিল, সেবা-শুশ্রূষার সাহায্যের জন্য স্বরসুন্দর তেওয়ারীর প্রত্যেক দিন রাত্রিতে সেখানে যাওয়া অত্যাবশ্যক হয়েছিল। কেমন? তুমি এই ত বল্‌তে চাও?" —এই বলিয়া ডাক্তার-সাহেব হাসিলেন্। ডাক্তার মিত্রও মুখ বাঁকাইয়া গর্ব্বভরে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন্। সত্যবাবু গম্ভীর-করুণ-নয়নে নমিতার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন্।

অপমানে ক্ষোভে নমিতার আকর্ণ লাল হইয়া উঠিল। কষ্টে আত্মদমন করিয়া সে বলিল, "সব কথা শুনুন, স্যর! আপনি 'নার্শ'দের 'ডিউটি'র দৈনিক হিসাব আনিয়ে দেখুন্, কোন্ দিন রাত্রিতে কোন্ সময় পর্য্যন্ত আমাকে এই হাঁস্‌পাতালে কাজ কর্‌তে হয়েছে; আর কোন্ দিন কোন্ সময় স্বরসুন্দর তেওয়ারী আমার বাড়ীতে গিয়েছিল; তা সাক্ষীদের ডেকে জেনে নিন্; তা হ'লে বুঝ্‌তে পারবেন্ আমার অনুপস্থিতির সময়েই সে আমার বাড়ীতে ছিল।"

চুরুটের পাইপে লম্বা টান দিয়া ডাক্তার-সাহেব বলিলেন, "তুমি অল্পবয়স্কা হ'লেও খুব বুদ্ধিমতী, তা'র কোন সন্দেহ নাই। তুমি সকলদিক্ বাঁচিয়ে চল্‌তে চেষ্টা করেছ, বুঝেছি। কিন্তু তুমি জান না, বোধ হয়, আমি তোমার মত বহুৎ নার্শ দেখেছি;

আর তোমার অনুগ্রহ-পাত্র সেই সুরসুন্দর তেওয়ারীর মতও বহুৎ কম্পাউণ্ডার দেখেছি। এদের দুরুস্ত কর্‌বার ঔষধ আমার কাছে বিলক্ষণ আছে!—ক্লার্ক, অর্ডার লেখ ......"

টেবিলের উপর হইতে একতাড়া কাগজ তুলিয়া, নমিতার সম্মুখে তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ডাক্তার-সাহেব বলিলেন, "তোমাদের এই কুৎসিত কলঙ্ক-ব্যাপারের চাক্ষুষ সাক্ষীর মন্তব্য দেখ ;—একটা তুইটা নয়, উপর্য্যুপরি তিন তিনটা বেনামী দরখাস্ত পেয়েছি। সে লোক এবার প্রকাশ্য সংবাদপত্রে এইসব ব্যাপারের আলোচনা কর্‌বে ব'লে প্রতিশ্রুত হয়েছে। কাজেই, আমার নিশ্চিন্ত থাকা অসম্ভব। নার্শ, শুধু এই একটা হ'লে কথা ছিল। তোমার বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ আছে। তুমি মিছামিছি হাতে ক্ষত হওয়ার ছলনায় সাতদিন ছুটি নিলে, অথচ বাইরে তোমার 'ডাক্' জুটিয়ে দেবার লোকের অভাব হোল না, এবং সেখানে গিয়ে কাজ কর্‌তেও তোমার অসুবিধা হোল না, কেমন? যাক্, এও ক্ষমা কর্‌তে পারি, কিন্তু তোমার ভীষণ দুঃসাহস আমি কোন মতেই ক্ষমার্হ মনে করি না! এই ভদ্রলোক প্রমথবাবু, ইনি শিক্ষায়, সম্মানে—সর্ব্বতোভাবে তোমার ঊর্দ্ধ-স্থানীয় ; বয়সেও তোমার মত যুবতীর পিতৃস্থানীয় নন্, এটা, বোধ হয়, তুমি স্বীকার কর।—তুমি কি উদ্দেশ্যে বিনা প্রয়োজনে যখন্ তখন্ এঁর বাড়ীতে যাতায়াত কর? তা'র সম্বন্ধে কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ আমায় দিতে পার?—

ঘৃণায় উত্তেজনায় নমিতা অধীরভাবে টুল ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ভয়, সম্ভ্রম, সব সে ভুলিয়া গেল। ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল। তীব্রস্বরে সে বলিল, "স্যর, জীবনে দু'দিনের বেশী ওঁর বাড়ীর চৌকাঠ পার হই নাই। তাও ওঁর সঙ্গে কোন সম্পর্ক-সুবাদে যাই নি। ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমার কিছু আলাপ আছে। তিনিই প্রথমে পত্র লিখে আমায় সাক্ষাতের জন্য নিমন্ত্রণ করেন্। যদি বলেন, সে-পত্রও আমি এখনই—"

হাত তুলিয়া বাধা দিয়া ডাক্তার সাহেব বলিলেন, "থাক্, তোমার গল্প-রচনার ক্ষমতা যখন এমন চমৎকার, তখন ইচ্ছামাত্রে একটা জালপত্র আবিষ্কার করা তোমার পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব নয়,—তা আমি জানি।"

ঘৃণায় নমিতার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল। কষ্টজড়িত স্বরে সে বলিল, "স্যর, আপনি আমায় মিথ্যাবাদী মনে করেন্, ভাল ; আমার সঙ্গে বিশ্বস্ত লোক দেন্,—অথবা ডাক্তার-বাবুকেই পাঠান্, উনি ওঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে আসুন্।"

হা হা শব্দে হাসিয়া ডাক্তার-সাহেব বলিলেন, তোমার অদ্ভুত সাহস! তুমি আমাকেও বুদ্ধিকৌশলে পরাস্ত কর্‌তে চাও? কিন্তু তত আহাম্মখ আমায় মনে কোরো না।—আচ্ছা, ডাক্তারের পীড়িতা স্ত্রী অপেক্ষা সুস্থ-স্বচ্ছন্দ ডাক্তারই, বোধ হয়, সত্য সাক্ষ্য বেশী দিতে পারেন্,—কি বল? এটা আশা করা অন্যায় নয়?"

নমিতা দৃঢ়স্বরে বলিল, "হাঁ নিশ্চয়।—উনি উচ্চ-শিক্ষিত, সম্মানার্হ ভদ্রসন্তান। উনি কখনই মিথ্যা বল্‌বেন না—আমি আশা করি।"

উৎসাহিত ভাবে চেয়ারে সোজা হইয়া বসিয়া ডাক্তার-সাহেব নমিতাকে বলিলেন, "ভাল ভাল, তুমি এঁর শিক্ষা ও ভদ্রতা সম্মানের বিষয় মনে কর ত ? এঁর সাক্ষ্য সত্য ব'লে স্বীকার কর্‌তে তোমার আপত্তি নাই ?"

ডাক্তার-সাহেবের এই উৎসাহের মূলে কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে কি না, নমিতা ভাবিয়া দেখিবার সময় পাইল না; অসন্দিগ্ধ চিত্তে বলিল, "হাঁ, ওঁর সাক্ষ্য কখনই মিথ্যা হবে না।"

ডা-সা। ব্যস্, ডাক্তার মিত্র, বল। কি উদ্দেশ্যে এই নার্শ তোমার বাড়ী যাতায়াত করে, সুস্পষ্ট ভাষায় ওর মুখের ওপর প্রকাশ কর।

ডাক্তার-সাহেব চেয়ার ঘুরাইয়া লইয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, একখানা লেখা কাগজ দেখিতে লাগিলেন্।

ডাক্তার মিত্র পরম বিনয়ের ভঙ্গীতে একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া, ইতস্ততঃ করিয়া নম্রভাবে বলিলেন, "স্ত্রীলোক, বিশেষতঃ অল্পবয়স্কা। যুবতীর চপলতা-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করা, আমাদের পক্ষে উচিত নয়।—"

ডাক্তার-সাহেব কাগজের উপর হইতে দৃষ্টি তুলিয়া ডাক্তার মিত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি মনে রেখো ডাক্তার, ই, কি, জ্যাকসন্ কারুর ত্রুটির প্রশ্রয় দিয়ে চল্‌বার পাত্র নয়। নিজের সহোদরকেও আমি ক্ষমা করি নি। স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপারে সেও একদা এমনই একটা কলঙ্কজনক মূঢ়তা প্রকাশ করেছিল বলে, আমি তাকে জেলে দিতেও কুণ্ঠিত হই নি।—অধস্তন কর্ম্মচারীরা ত কোন্ ছার !—সুন্দরী স্ত্রীলোকদের আমি এতটুকুও বিশ্বাস করি না। ঠিক্ জানি, তাদের দ্বারা সকল রকম অঘটন ঘটনাই সংঘটিত হতে পারে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও সকল ঘটনার সত্য-মিথ্যা আমি, কেবল মাত্র ঐ নার্শের সুন্দর মুখ দেখে বুঝেছি। অন্য সাক্ষ্য নিষ্প্রয়োজন। তবে আইনের মান রেখে চল্‌ব। ন্যায়ানুমোদিত প্রমাণ চাই। বল, ডাক্তার, তুমি কি জান।"

ক্ষিপ্ত-উৎকণ্ঠায় নমিতার আপাদমস্তকে বিদ্যুৎ-ঝলক্ বহিয়া যাইতেছিল। রুদ্ধস্বরে সে বলিল, "বলুন্, ডাক্তারবাবু, ঈশ্বরের নামে শপথ করে সত্য বলুন্।"

ডাক্তার মিত্র কুণ্ঠিতভাবে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ডাক্তার সাহেব রূঢ়স্বরে বলিলেন, "বল, আমার কাছে ত স্বীকার করেছ ডাক্তার ! এই নির্লজ্জা দুশ্চরিত্রা নারী কি উদ্দেশ্যে তোমার কাছে সর্ব্বদা যাতায়াত করে, সত্য বল।"

ডাক্তার মিত্র চকিত কটাক্ষে একবার নমিতার পানে চাহিলেন; তারপর ডাক্তার সাহেবের দিকে চাহিয়া দ্রুতস্বরে বলিলেন, "আমায় করায়ত্ত করবার জন্য,—আমার চরিত্রধ্বংস করবার জন্য !—"

নমিতা দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া নিঃশব্দে বসিয়া পড়িল। তাহার দৃষ্টি স্তম্ভিত-স্থির, মুখ পাংশুবর্ণ, রসনা অসাড় নিশ্চল !—একটা যন্ত্রণার শব্দ উচ্চারণ করিয়া লঘু হইবার ক্ষমতাও তাহার লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।—নমিতার মনে হইল, মৃত্যুর নিস্তব্ধ ভীষণতার দৃঢ় আবেষ্টনে সে যেন সজ্ঞানে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল ! আর তাহার কোন চেষ্টা করিবার বা চিন্তা করিবার শক্তি নাই !

ডাক্তার-সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নমিতার পানে একবার চাহিলেন, তারপর কোন কথা

না বলিয়া, খচ্ খচ্ শব্দে হুকুম নামায় সহি করিয়া ফেলিয়া দিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন; টুপী লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ডাক্তার মিত্র ও সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া গেলেন।

ডাক্তার সাহেবের ক্লার্ক শরৎবাবু উদাসীন নিশ্চিন্ত ভাবে টেবিলের কাগজপত্র গুছাইতে লাগিলেন; দু একবার আড়-চোখে চাহিয়া নিশ্চল নিস্পন্দ নমিতার অবস্থাটা দেখিয়া লইলেন; কিন্তু কিছু বলিলেন না।

সত্যবাবু গালে হাত দিয়া হতবুদ্ধির মত কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন; তারপর মুখ তুলিয়া ক্ষোভ মিশ্রিত তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, "শরৎ, ছিঃ, মেয়েটার না-হ'ক্ লাঞ্ছনা করালে; তোমার হাতে এই সব কাগজ পত্র এসেছে,—আমায় কি কিছুই বল্‌তে নাই?—যদি পনের মিনিট্ আগে বল্‌তে, আমি তখনই গিয়ে ওকে সাবধান করে দিতুম।—ডাক্তার-সাহেব সস্‌পেণ্ড কর্‌বার আগেই ও রিজাইন দিয়ে সরে দাঁড়াতে পার্‌ত যে! ছিঃ!—"

নিতান্ত ভালমানুষীর সহিত শরৎ বাবু পরম গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "কি করব ম'শায়, একেবারে সাহেবের হাতে এসে ওসব দরখাস্ত পড়েছে। আমার ওতে কোনই হাত ছিল না;—না হলে কি আমি চেষ্টা করি না?"

সত্যবাবু বলিলেন, "ও সাক্ষী দু'টি যোগাড় কর্‌লে কে?—"

শরৎবাবু মেঝের উপর হইতে সেই দরখাস্তখানি তুলিয়া লইয়া পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিলেন, "দরখাস্তেই ওদের নাম লেখা ছিল। তারপর সাহেব কখন লোক পাঠিয়ে ওদের এনে হাজির করিয়েছেন, আমি কিছুই জানি না।"

ডাক্তার সত্যবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "যোগাড়ের জোরে দিনকে রাত করা যায়, দেখছি! হুঁ,—কলিকাল! দেবতারাও মরে রয়েছে রে!—"

নমিতার কাছে আসিয়া ডাক্তারবাবু তাহার দুইহাত ধরিয়া বলিলেন, "ওঠো মা, ওঠো! কি করবে বল, কপালের ভোগ!—মানুষের অত্যাচারের ওপর ভগবানের বিচার-ক্ষমতা আছে। প্রবল গায়ের জোরে দুর্ব্বলকে যতই নির্য্যাতন করুক্, কিন্তু চরম শাসন সেই ওপরওলার হাতে! যদি তাঁর চোখে নির্দ্দোষ থাক—"

নমিতা এতক্ষণে প্রাণের মধ্যে একটা আশ্বাসের সাড়া পাইয়া সচেতন হইল। নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইয়া যুক্ত করে নত হইয়া সত্যবাবুকে নমস্কার করিল।

নমিতার মুখের অস্বাভাবিক বিবর্ণ চেহারা দেখিয়া সত্যবাবু চোখের জল সামলাইতে পারিলেন না। তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া চশমা খুলিয়া, রুমালে চোখ পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। নমিতা ক্লার্ক শরৎবাবুকে তেমনি নিঃশব্দে নমস্কার করিয়া ডাক্তার সাহেবের লেখা হুকুম-নামাটি তুলিয়া লইয়া ধীর-পদে প্রস্থান করিল।

(২৭)

শূন্যতায় চারিদিক্ ভরিয়া গিয়াছে! —আজ আর কোথাও কিছু নাই! দুঃখ, ক্ষোভ, বেদনা দূরের কথা; সামান্য ঘৃণা অনুভবের শক্তি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে! এতদিন ধরিয়া কত শোক, দুঃখ, অপমান ব্যথার আঘাত সে অবিচল ধৈর্য্যে বহন করিয়া, অটুট তেজস্বী প্রাণ লইয়া, স্বচ্ছন্দে হাসি-

মুখে পৃথিবীতে নিজের কর্ত্তব্যপালন করিয়া আসিতেছে ;—দুঃসহ শ্রমক্লান্তির অবসাদে, সহস্র দুঃখতাপের গুরুভারে অভিভূত হইয়াও একদিন তাহার ধৈর্য্যভঙ্গ হয় নাই ;—চিরদিন আত্মচেতনাকে উর্দ্ধে, আনন্দলোকে একান্তভাবে লীন করিয়া দিয়া, নিভৃতে শান্তি পাইয়াছে ; প্রাণের অবসন্ন-মলিনতা ঝাড়িয়া আবার প্রফুল্ল-সজীবতা ফিরিয়া পাইয়াছে ; সুস্থ সবল হাস্যময় হৃদয় লইয়া, অক্লান্ত পরিশ্রমে শত কাজে খাটিয়াছে ; কোনও দিন এতটুকু শ্রান্তি-বিরক্তির অনুভব করে নাই !......কিন্তু আজ ! আজ এ কি হইল ভগবন্ ! হৃদয়ের সমস্ত অনুভূতিকে একেবারে ভীষণ আতঙ্কে শুম্ভিত করিয়া দিলে ? এ যে কল্পনাতীত অসহনীয় ব্যাপার !

হাঁসপাতাল হইতে বাহির হইয়া নমিতা বাড়ীর দিকে চলিল ; হাঁসপাতালে কাহারও সহিত দেখা করিল না ; চাম্মিয়ানের সহিতও না ! চরিত্র-কলঙ্কের জঘন্য-অপবাদলাঞ্ছিত, এই বিষাক্ত-বেদনাময়ী মূর্ত্তি লইয়া, আজ কাহারও সম্মুখে, কোন মানুষের সম্মুখে মুখ খুলিয়া দাঁড়াইবার অধিকার তাহার নাই ! নমিতা সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া, হাসপাতা-লের সীমা ছাড়াইল। ডাক্তার-সাহেব চারি দিক্ দেখিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। সে সময় সকলেই ব্যস্ত-শঙ্কিত ; নমিতার দিকে চাহিবার সুযোগ কেহই পাইল না।

বাড়ীর কাছে আসিয়া নমিতা দাঁড়াইল। ভিতর হইতে সুশীলের উচ্চচীৎকার আসিয়া কাণে পৌছিল। সে তাহার প্রিয়তম ছাগল-ছানাগুলিকে পরম আনন্দে ঘোড়দৌড়ের কৌশল শিখাইতেছে। বাড়ী ঢুকিতে আর নমিতার পা উঠিল না। মুহূর্ত্তে সুশীলের মুখ তাহার মনে পড়িল, বিমলের মুখ মনে পড়িল, সমিতার মুখ মনে পড়িল ; তারপর সব শেষে মা'র মুখ মনে পড়িল !

চোখের সাম্নে সমস্ত জগৎটা যেন আকুল বেদনা-স্পন্দনে সুস্পষ্টরূপে থর্থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল ! নমিতা মূঢ়-বিহ্বল-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বুকের মধ্যে ক্ষিপ্ত-যন্ত্রণার আর্ত্তনাদ গর্জ্জিয়া উঠিল,—ভুলাইয়া দাও ভগবন্,—সব মমতাভিমান ভুলাইয়া দাও ! পৃথিবীর বিষাক্ত-শল্যবিদ্ধ এই দৃষ্টিশক্তি আজ নিরুপায়ভাবে তোমরই দিকে ফিরাইবার শক্তি দাও ! পৃথিবী গায়ের জোরে, পার্থিবের যা কিছু 'ভাল', আজ সব কাড়িয়া লইয়াছে, কিন্তু প্রাণের ভক্তিটা কাড়িয়া লইতে পারে নাই। তোমার উপর এই যে একনিষ্ঠ অবিচল বিশ্বাস, ভগবন্, আজ ইহাই দীনাত্মার একমাত্র সম্বল ! ইহা বিধ্বস্ত হইতে দিও না !

যাক্, সব অভিমান দূর হউক্। এই লাঞ্ছনা-তাড়িত হীন জীবন লইয়া আবার শক্ত হইয়া দাঁড়াইতে হইবে, আবার সন্ধান করিয়া আশ্রয় খুঁজিয়া, অন্নদাসত্বের চরণে আত্মবিক্রয় করিতে হইবে। আবার সাধারণ মানুষের মত খাইয়া, ঘুমাইয়া, নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাইতে হইবে।—উঃ ভগবন্, বড় অসহ্য কল্পনা-স্মৃতি !—এ সম্ভাবনা কি আর সহিতে পারা যায় ! মস্তিষ্ক যে আজ ভীষণ আঘাতে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে !...... শিক্ষার উপর তাহার অগাধ নিষ্ঠা, অটল শ্রদ্ধা, অপর্য্যাপ্ত সম্ভ্রম বোধ ছিল। সে শিক্ষার

সার্থতা আজ কি দেখিল ? কি ভয়াবহ বিশ্বাস-ঘাতকতা! কঠোর ধিক্কারে বুক পিষিয়া যাইতেছে ;—বুঝি, আত্মনিষ্ঠার নির্ভরভিত্তিও আজ কৃতঘ্নতার আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়ে! আজ সব সাহস ফুরাইল!—হে সংসার, তোমার অসীম অত্যাচার-শক্তিকে প্রণাম! আজ বলিবার কিছু নাই!

খানিকটা হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া নমিতা স্মিথের কুঠির দিকে চলিল। ফটকের কাছে খানসামার সহিত তাহার সাক্ষাৎকার হইলে, সে সেলাম করিয়া জানাইল, স্মিথ্ নমিতার জন্য একখানা পত্র ও খবরের কাগজ খানসামার জিম্মায় রাখিয়া গিয়াছেন। নমিতা ফটকের পার্শ্বে খোলা জমীটার উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "নিয়ে এস এখানে।"

খানসামা চলিয়া গেল ও একটু পরে স্মিথের লেখা একখানি পত্র ও খবরের কাগজখানা আনিয়া দিল। উৎফুল্লমুখে, সম্ভ্রমের সহিত সে বলিল, "পত্র পড়িয়া দেখুন,—একটা মঙ্গল-সংবাদ আছে।"

নমিতা উদাসভাবে হাসিল। না না, আজ পৃথিবীর কাছে কোন মঙ্গল-সংবাদ শুনিবার আশা নাই। সে চেষ্টা আজ ভয়ানক পাপ। থাক্ পত্র! উহা পড়িবার প্রয়োজন কি ?

খানসামা নিজের কাজে চলিয়া গেল। নমিতা হাটুর ভিতর মাথা গুঁজিয়া, রৌদ্রে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বেলা দশটা বাজিল, এগারটা বাজিল, বারোটা—একটা বাজিল। বাবুর্চি ও খানসামারা কাজকর্ম্ম সারিয়া কুঠি হইতে বাহির হইল। তাহাদের বাহির হইতে দেখিয়া নমিতার সংজ্ঞা ফিরিল। সে নিঃশব্দে উঠিয়া বাড়ীর দিকে চলিল। কাগজ ও চিঠিখানা হাতে ছিল, হাতেই রহিল।

নমিতার মাথার মধ্যে অসহনীয় যন্ত্রণা বোধ হইতে লাগিল, কেমন যেন শীত করিতে লাগিল, পথে চলিতে চলিতে ভিতরে কেমন একটা কম্পের ঝোঁক্ আসিতে লাগিল। বাড়ী পৌছিয়া কোনও ক্রমে শয়নকক্ষের দিকে সে চলিল। পড়িবার ঘরে বিমলকে সে দেখিতে পাইল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার সুন্দর মুখ লাল হইয়া গিয়াছে, চক্ষুর পাতা ফুলিয়া উঠিয়াছে। সে তখনও বসিয়া মুখে কোঁচারকাপড় চাপা দিয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। নমিতা হতভম্বের মত খানিক-ক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল ; তারপর ধীরে অগ্রসর হইয়া নিঃশব্দে নিজের শয়ন-কক্ষে আসিল। সমিতা সেখানে ছিল। নমিতা তাহাকে বলিল, "ওরে, বড় শীত কচ্ছে, সেলুন! বিছানাটা ঝেড়ে দে ভাই, দাঁড়াতে পারছি নে।—"

সমিতা বিছানা ঝাড়িয়া দিল। নমিতার অত্যন্তই কম্প আসিতেছিল ; ঠোঁটগুলা শুদ্ধ ঘনবেগে কাঁপিতেছিল। চক্ষু চাহিয়া থাকাও তাহার অসহ্য বোধ হইতেছিল। আপাদমস্তক লেপচাপা দিয়া সে বিছানায় শুইয়া পড়িল। স্মিথের সেই পত্র ও কাগজ সে বিছানারই উপর ফেলিয়া রাখিল ; খুলিয়া দেখিল না।

সমিতা নমিতার শিয়রে বিষণ্ণভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে নমিতা ধীরকণ্ঠে সুধাইল, "সেলুন, তোমাদের খাওয়া হয়েছে ?"

স। হাঁ, আজ রবিবার, আমরা সকাল সকাল খেয়েছি।

নমি। মার খাওয়া হয়েছে ?—

সমি। হয়েছে—।

নমি। কি করছেন তিনি ?—

স। খানিকক্ষণ হোল সমুদ্র কম্পাউণ্ডার মেজদাকে বাইরে ডেকে কি-সব বলে গেল। মেজ-দা মার কাছে এসে চুপি চুপি সেই সব বল্লে।—মা সেই থেকে বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে আছেন্, আর ওঠেন্ নি।"

"থাকতে দাও" বলিয়া সহসা মর্ম্মভেদী আকুলতায় গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নমিতা বলিল, "ভাগ্যে আজ বাবা বেঁচে নেই। উঃ! সেলুন, কারুর সাম্নে বেরিও না। ওরা ভাইয়ের মহত্ব, ভাইয়ের দায়িত্ব নিয়ে বোনের সাম্নে দাঁড়াতে শেখে নি।—না না, ভগবন্, প্রতিহিংসার উত্তেজনা থেকে পরিত্রাণ দাও ; মানুষের মুখ ভুলে যেতে দাও আজ !"

খানিকক্ষণ পরে বিমল আসিয়া শান্তভাবে নমিতার কাছে বসিল, কিন্তু নমিতাকে ডাকিতে তাহার সাহস হইল না। খবরের কাগজখানি নিঃশব্দে নাড়িয়া চাড়িয়া সে দেখিতে লাগিল। * * মেডিকেল কলেজের ডাক্তারি পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। যে কয়জন দেশীয়া মহিলা এবার সে-পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন, স্মিথ্ তাহাদের প্রত্যেকের নামের নীচে লাল-কালীতে দাগ দিয়া রাখিয়াছেন। কাগজের মাথায় নীল পেন্সিলে মোটা মোটা হরফে তিনি লিখিয়া দিয়াছেন, "নমিতার জন্য।"

বিমল চিঠিখানা হাতে তুলিয়া দেখিল, খামের মুখ এখনও খোলা হয় নাই। একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে বলিল, "দিদি, স্মিথের চিঠিখানা পড়্বো কি ?-

"পড়—" বলিয়া নমিতা শান্তভাবে চোখ মুদিল। বিমল পত্র পড়িতে লাগিল। একটু পরে উত্তেজিত ভাবে সে বলিল, "দিদি, স্মিথ্ কি লিখ্ছেন জান ? সুরসুন্দর তেওয়ারী—সে লক্ষপতির সন্তান।—শোন চিঠি—দিদি—শোন।—"

নমিতা দৃষ্টি খুলিয়া চাহিল। তাহার দৃষ্টি নিস্তব্ধ, প্রশান্ত—অত্যন্ত-সুগভীর-ভাবময়। বিমলের উত্তেজনায় তাহার মুখে এতটুকুও চাঞ্চল্য দেখা গেল না। সে অচঞ্চল, স্থির ! বিমল পত্র পড়িতে লাগিল।—

"প্রিয় নমিতা,

রাত্রি সাড়ে এগারটা বাজিয়া গিয়াছে, আমি শয়নের জন্য আসিয়াছি ;—কিন্তু তোমাদের একটি সুসংবাদ না শুনাইয়া, ঘুমাইতে পারিব না, তাই পত্র লিখিয়া যাইতেছি। কাল ভোরে আমাকে কোন কাজের জন্য বাহিরে যাইতে হইবে।

"সুরসুন্দর আজ ধরা পড়িয়াছে ! সন্ধ্যার সময় আমার কুঠিতে সে আসিয়াছিল। ইতোমধ্যে তাহার এক টেলিগ্রাম এখানে আসিয়া পড়ে। সেই টেলিগ্রামেই সব রহস্য ধরিয়া ফেলিয়াছি। দুষ্ট বালকটি আজ অমার কাছে আত্মগোপন করিতে পারে নাই ; সব পরিচয় খুলিয়া বলিয়াছে।

"সুরসুন্দরের পিতা প্রসিদ্ধ ধনবান্ ছিলেন। লাহোর, রাওলপিণ্ডি, কানপুর হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত তাঁহার নানাবিধ ব্যবসায়ে প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা খাটিত। তারপর উপর্য্যুপরি কয় বৎসর ব্যবসায়ে ক্ষতি হওয়ায় তিনি অনেক টাকা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। সেই সময় হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। দেন-

দারের মৃত্যুতে, ঋণদাতৃগণ সুযোগ পাইয়া, নানা কৌশলে সমস্ত ব্যবসায়-সম্পত্তি আত্মসাৎ-করিয়া লয়।

"সুরসুন্দর তখন পনের বৎসরের বালক ; কলিকাতায় কোন স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িত। সেইখান হইতে পড়াশুনা ছাড়িয়া সে উপার্জ্জনের চেষ্টায় বাহির হয়। তারপর লাহোর মেডিকেল স্কুল হইতে কম্পাউণ্ডারী পরীক্ষায় পাশ করিয়া, সে চাকরী লইয়া নানা স্থানে ঘুরিতেছে।

"শিক্ষাই শক্তি-সামর্থ্যের জনক। সুরসুন্দরের মেজ ভাই দেবসুন্দর সম্প্রতি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছে। সে অত্যন্ত চতুর ও অধ্যবসায়ী ; নানা কৌশলে বিপক্ষপক্ষের হাত হইতে গোপনে কাগজ-পত্র উদ্ধার করিয়া, তাহাদের বে-আইনি জাল জুয়াচুরী সব ধরিয়া ফেলিয়াছে। বিপক্ষগণ সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া, সভয়ে ক্ষমা চাহিয়া, সমস্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণে স্বীকৃত হইয়াছে। কয় বৎসরের ব্যবসায়ের মুনাফায় ইহাদের পিতৃ-ঋণ পরিশোধ হইয়া গিয়াছে। এখন ইহারা আবার সেই পৈতৃক সম্পদের অধিকারী—লক্ষপতি—হইল।

"পুত্রের সম্মান-গৌরবে মাতার হৃদয়ে যে আনন্দের উদয় হয়, আজ আমার প্রাণ সেই আনন্দে পূর্ণ! ইহাকে আমি পুত্রের মত ভালবাসি, পুত্রের মত অসঙ্কোচে স্নেহ করিয়াছি, আদর করিয়াছি, ভুলের জন্য অবহেলায় তিরস্কার করিয়াছি।—আজ সে সমস্ত স্মৃতি গভীর মমতায় আমার মনকে আর্দ্র করিতেছে। নমিতা, তোমাকেই সকলের আগে এ-সংবাদ এত আবেগের সহিত জানাইতেছি। তুমি সকলকেই এই অপূর্ব্ব আনন্দ-সংবাদ জানাইও, আর জানাইও সুরসুন্দরের সেই অন্তরঙ্গ বন্ধু—ক্ষুদ্র সুশীল মিত্রকে।

"আর একটি কথা, অল্পক্ষণ পূর্ব্বে খবর পাইলাম্, এইখানকার কতকগুলি লোক সুরসুন্দরকে অপমানিত করিবার জন্য মিথ্যা ষড়যন্ত্রে লাগিয়াছে। সে লোকগুলির পরিচয় এখন তোমার শুনিয়া কাজ নাই ; পরে শুনাইব। তাহাদের জন্যই কাল আমাকে বাহির হইতে হইবে। সুরসুন্দরও আমারই সঙ্গে যাইবে। আজ তাহার বাড়ী যাওয়া হইল না। আগামী কাল ছুটি কাটাইয়া, কাজে ভর্ত্তি হইয়া, একেবারে ইস্তফা দিয়া, এখান হইতে সে যাইবে। এ সংবাদ আপাততঃ গোপন রাখিও। ইতি

তোমার বিশ্বস্তা, স্মিথ্।"

বিমল উত্তেজিত স্বরে বলিল, "দ্যাখো দিদি, এই সুরসুন্দর তেওয়ারী যে এত বড় লোকের ছেলে, তা আমরা কেউ জান্‌তুম না ; কিন্তু এর আচরণ যে কত মহৎ তা আমরা সবাই বুঝেছিলুম্। শুধু হাঁসপাতালের নয়, এখানকার সবাই এঁকে এত ভালবাস্‌ত, খাতির কর্‌ত। ব'লেই ঐ হিংস্র জানওয়ারটা ওর শত্রু হয়ে উঠেছে!... ...কিন্তু ভগবান্ আছেন্। এইবার......।"

নমিতা কোনও উত্তর দিল না ; অং দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

বিমল একটু সংযত হইয়া, বলিল, "হাঁস্‌পাতাল শুদ্ধ সবাই খেপে উঠেছে, চার্ম্মিয়ান্ রিজাইন দেবার জন্য ডাক্তার সাহে-

বের অনুমতি চেয়েছেন ; কম্পাউণ্ডাররা সব পরামর্শ ঠিক্ করে রেখেছে যে, স্মিথ্ এলেই তা'রা ধর্ম্মঘট কর্‌বে।—ওরা সবাই বুঝেছে, তোমাদের এ বদ্‌নাম সর্ব্বৈব মিথ্যা।”

বিমল আবার উত্তেজিত হইয়া উঠিল, সজোরে হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ করিয়া, দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া, মর্ম্মান্তিক ক্রোধে বলিয়া উঠিল, “জঘন্য-জানোয়ার! ওর মুখের উপর জুতো ছুঁড়ে মার্‌তেও ঘৃণা হয়। লেখাপড়া শিখে, আর কিছু কর্‌তে পার্‌লে না! কাপুরুষতার চরম দৃষ্টান্ত দেখিয়ে শেষে—” বিমলের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া বিমল সবেগে কক্ষ-মধ্যে পরিক্রমণ করিতে লাগিল। তাহার দুই চোখ্ হইতে টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। নমিতা হাঁ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।—বিমলের নিশ্চিন্ত-প্রসন্ন সদানন্দ মূর্ত্তির উপর আজ এ কি ভীষণতার বজ্রাগ্নিশিখা ঝলসিয়া উঠিয়াছে!—চাহিয়া চাহিয়া নমিতার যেন চোখ জ্বালা করিতে লাগিল, মুখে একটা ব্যাকুলতার আবেশ ঘনাইয়া উঠিল।—হাত তুলিয়া ইসারা করিয়া সে বিমলকে বলিল, “কাছে আয়, ভাই!”

বিমল কাছে আসিল ও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নমিতার পানে চাহিয়া বলিল, “সামাজিক সম্মান, আর পদমর্য্যাদার জোরে, ঐ মিথ্যা-বাদী কাপুরুষটা যা খুসী তাই কর্‌বে? ভগবানের বিধান যাই হোক্, কিন্তু তাঁর ওপর চাল মেরে, এই যে মানুষের হাতেগড়া বিধানগুলো, এ কিছুতেই সহ্য কর্‌ব না! অবস্থা-চক্রে দীন-দরিদ্র হয়েছি ব'লে, আমাদের সম্মানের মূল্য নাই?—আমরা কি মরে রয়েছি?......মাথার উপর জবরদস্ত অভিভাবক নেই বলে, ওই ইতর, ছোটলোক কুকুরের—”

অকস্মাৎ বিদ্যুতাহতের মত তীরবেগে উঠিয়া, সজোরে বিমলের হাত চাপিয়া ধরিয়া নমিতা উন্মাদ-বিকল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “সাবধান, নিজের মাতাপিতার সম্মান স্মরণ রেখে—।” নমিতার কথা শেষ হইল না। সে বিছানার উপর অজ্ঞান হইয়া ঢলিয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ পরে তাহার চেতনা ফিরিল। দৃষ্টি খুলিয়া ভগ্ন করুণ কণ্ঠে সে বলিল, “কুৎসিৎ গালি? মর্ম্মান্তিক অভিশাপ? বৃথা শক্তি-অপব্যয়! বিমল, আমরা ত নীচাত্মার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করি নি, কেন নীচতা প্রকাশ করিস্ ভাই? বাবার স্বর্গগত আত্মার অপমান করা হয় যে!—তাঁকে ব্যথা দিস্ নি; চুপ কর্! তিনি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন; তিনি সব দেখেছেন, সব জানেন।—তাঁর স্মৃতির গৌরব কতখানি জীবন্ত জ্বালাময় হয়ে আমার বুকের মাঝে জেগে আছে, সে তিনি জানেন্ রে, আর জানেন অন্তর্য্যামী! সেই ত আমার কুমারী-জীবনের পবিত্রতা-রক্ষার অক্ষয় কবচ! “পিতা রক্ষতি কৌমারে” তিনি বলে দিয়েছিলেন। সে ত আমি ভুলি নি; ওরে এক মুহূর্ত্তের জন্য ভুলি নি।—কেন ভাবিস ভাই? যে যা বলেছে বল্‌তে দে।—আমি বাবার কাছে অভয় পেয়েছি,—আর কোন নিন্দা অপমান গ্রাহ্য করি না। এবার নিঃশব্দ উপেক্ষায় সকলকে ক্ষমা করে যেতে দে; গ্লানির পীড়ন থেকে অন্তরাত্মা মুক্তি পেয়ে বাঁচুক্, আর হিংসা-বিদ্বেষ জাগাস্ নে।”

নমিতার বুকের মধ্যে রুদ্ধ উচ্ছ্বাসে কি

একটা গাঢ় আবেগ কাঁপিয়া উঠিল !—"আঃ বাবা—" বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইল ;—ধীর গভীর স্বরে বলিল, "পার্থিবের অন্যায় অপমানের আঘাত আজ অপার্থিব শান্তির দিক্ থেকে ন্যায্যপ্রাপ্য সম্মান বলে গ্রহণ করিবার শক্তি দাও, ভগবান্ !—সান্তের ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ অশান্তি থেকে ছিঁড়ে নিয়ে আজ চিন্তাশক্তিকে অনন্তের দিকে প্রসারিত হয়ে যেতে দাও,—আমার এবারের ঘুম সুনিদ্রার আরামে ভরিয়ে দাও, দয়াময় !"

লছ্‌মীর মা আসিয়া, সস্নেহে মাথায় হাত বুলাইয়া আদর করিয়া বলিল, "নমি-দিদি, এবার কিছু খা, ভাই !—সেই কোন্ সকালে এতটুকু খেয়ে গেছিস, তারপর আর তো— ।"

হাত নাড়িয়া নমিতা বলিল, "এখন নয়, এখন নয়, লছমীর মা !—বড় মাথায় যাতনা হচ্ছে, তোমরা চলে যাও।—মাকে দেখ গে। —আমি নিশ্চিন্ত হয়ে একটু ঘুমাই। মাথাটা সেরে যাক্, তারপর— ।

জানালার নীচে রাস্তায় একদল পথিক সমস্বরে উচ্চ রোলে হাঁকিল, "হরিবোল—বল হরি, হরিবোল !—"

চকিতে উৎকর্ণভাবে মাথা তুলিয়া নমিতা সে শব্দ শুনিতে গেল, কিন্তু পারিল না। অকস্মাৎ তাহার মনে হইল, কে যেন বিদ্যুতের চিম্‌টায় মস্তিষ্কের সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলা চিমটাইয়া পিছনে টানিয়া ধরিল।—যন্ত্রণাহতের অস্ফুট আর্ত্তনাদ তাহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল ; ধুপ করিয়া তাহার মাথাটা বালিশের উপর পড়িয়া গেল। কাতর স্বরে সে বলিল, "দেখ ত বিমল, কে যায়— ।"

জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া, বিমল সবিস্ময়ে বলিল, "এ কি ! আমাদের নির্ম্মলবাবু— !" পরক্ষণে ভুল সংশোধন করিয়া বলিল, "ডাক্তার মিত্রের ভাই নির্ম্মলবাবু, তিনিও যে খালি পায়ে কাঁধ দিয়ে চলেছেন্ !—দেখি ত কে— !"

বিমল উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল ; একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "ডাক্তার মিত্রের স্ত্রী মারা গেছেন্। ......মিনিট-কুড়িক আগে দেখলুম, নির্ম্মল-বাবু ছাতা আর ব্যাগ্ হাতে করে ছুটে আস্‌ছেন ষ্টেশন থেকে। বোধ হয়, ওঁর সঙ্গে দেখাও হয় নি ; আগেই মারা গেছেন।"

"গেছেন !" বলিয়াই নমিতা বিহ্বলভাবে বিস্ফারিত নয়নে জানালার দিকে চাহিয়া রহিল ! বিমল ভীত হইয়া ডাকিল, "দিদি !"

নমিতা দৃষ্টি ফিরাইল। একটা সুখময় নিরাশার হাসিতে তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সে বলিল, "চলে গেল ? অযোগ্যতার দুঃসহ মনস্তাপ নিয়েই সে চলে গেল ! পৃথিবীতে কি স্মৃতি সে রেখে গেল আজ ? শুধু অকর্ম্মণ্যতার ! শয়তানি ফরমাসের মাপে সে নিজেকে গড়ে তুল্‌তে পারে নি, নিজের অবস্থার যোগ্য কর্ত্তব্যপালন কর্‌তে পারে নি,—পৃথিবীর কাছে,— ! না—না, পৃথিবীর মানুষের কাছে সে চির-অপরাধী রয়ে গেল ! বুকটা তার ভেঙ্গে গিয়েছিল রে, কিন্তু সেই ভাঙ্গনের ঘা খেয়েই প্রাণটা তার ভক্তিতে ভরে গিয়েছিল, শক্তিতে গড়ে উঠেছিল ! তোমার সূক্ষ্ম বিচার, ভগবন্ ! তার আসক্তির জন্য সংসারে কিছু রাখ নি !—কোন পিছ্‌টান ছিল না তার।—সে উপেক্ষিত

—অনাদৃত হয়ে, বৈরাগ্যভরা হৃদয় নিয়েই পৃথিবী থেকে চলে গেল!—এ কি সৌভাগ্যের যাত্রা! তোমার করুণাময় নাম ধন্য হোক্ দয়াময়! এবার শান্তি দাও, শান্তি দাও—!"

অবসাদের আলস্যে নমিতার দুই চক্ষু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। শান্ত মুখে সে ঘুমাইয়া পড়িল। সকলে নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

বিরত।

হও রে সংযত, ওরে রসনা আমার!
ভেঙ্গে যাক্, দলে যাক্, কি ক্ষতি তোমার?
এ জীবন ভস্ম ছাই, আপন কিছুই নাই,
যা'লয়ে গৌরব করি ভেবে অধিকার।
খেলিতে এসেছ খেলা, খেল সুখে এই বেলা,
সময় চলিয়া গেলে আসিবে না আর।
হও রে সংযত, ওরে রসনা আমার!

ওই হের অমানিশা আবরি' জীবন;
এই অমা চিরকাল রবে না এমন।
আলো তমঃ পাশাপাশি, অশ্রু পরে রহে হাসি,
মরণের পরে রহে নবীন জীবন।
বাঁধিয়া হৃদয়-মন, কর কাজ সমাপন,
যেন সুখে যেতে পারি এলে আবাহন।
ওই হের অমানিশা আবরি' জীবন!

৺হেমন্তবালা দত্ত।

গান।

(রাগিণী বেহাগ)

হৃদয়-চাতক চায় ভালবাসা—
জীবন শুকাইল, কুসুম লুকাইল,
মরু হ'ল ধরণী সরসা!
কবে আসিবে ঘন ঘোরে বরষা,
হৃদয়-নিকুঞ্জ হইবে সরসা,
সব আশা-তৃষা মোর মিটিবে নিমেষে,
প্রেম-রসে হব হরষা!
মরণে নাহি ডরি ডুবিলে প্রেমে,
নীরবে যাইব রসাতলে নেমে,
ভুলিব দুখ-শোক, ভুলিব সুরলোক,
এ লোক হবে সুধা-পরশা!
মরিব যদি, ভালবেসে মরিব,
মত্ত-মধুপ-সম মধুপানে মরিব।
কুসুম ফুটায়ে, উৎস ছুটায়ে।
অমর করি যাব ভালবাসা॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

ছয়-ঋতু।

বৈশাখের প্রচণ্ড নিদাঘে পুড়ে বিশ্ব হয় ছারখার।
শ্রাবণেতে শান্ত করে তাহা শান্তিময়ী স্নিগ্ধ বারিধারা॥
শরতের সুবিমল আভা স্নেহময়ী মা'র আগমন।
হেমন্তের কুহেলিমালায় আবরিত নিখিল ভুবন॥
মাঘের প্রখর-হিম-মাঝে সারদার জয়জয়রব;
বসন্তের আনন্দহিল্লোল, চাঁদ, ফুল, মলয়া, উৎসব!

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বর্ষা-বরণ

এতদিন যারে নীরসশুষ্ক তৃষ্ণা-আকুল বুকে
খুঁজেছিনু—কই কই ?
জীবন-মরুতে সেই রসময় অমৃত ঢেলে আজি
হর্ষমুখর-বরষা এসেছে ওই !
জুড়ায়ে গিয়েছে হতাস-পরশ-বিরস তাপিত প্রাণ,
করিয়াছে সে যে দগ্ধ জ্বালায় চন্দন-লেপদান,
তাই তারে আজি জীবন ভরিয়া বন্দনা করি' মোর
দুখ্ জ্বালা সব হ'য়ে আসে উপশম।
নিখিল বিশ্ব মুখর করিয়া বরষা আসিল ওই
হৃদি কূলে কূলে করি' মধু-ছম্‌ছম্।

বহু দিবসের বেদন-ব্যাকুল বিফল প্রাণে সে মোর
কি আশা ঢালিল আজ,
প্রণয়ীর প্রাণ-যমুনার কূলে সাঁতারি উঠিছে কে
ঢলি, ঢলি' পড়ে সারা তনু-ভরা লাজ।
বর্ষণ-ছলে ধরণীর পরে ঝরে ও যে সুধাধার,
ভূলোকে দ্যুলোকে পুলক উছলি পড়ে যেন দেবতার,
নিখিল নিঙাড়ি' প্রেম লয়ে আজি' দাঁড়াইয়া তারে গো
বন্দিতে শত ছন্দে যে কবিকুল ;
হতাশ-ভরসা মোহন দরশা বরষা আসিল ওই
হৃদয়-বৃন্তে ফুটায়ে মিলন-ফুল।

বসি' সুখে আজ বাতায়ন-তলে মনে পড়ে কত বাণী,
স্মৃতি কত দিবসের ;
চঞ্চল মেঘ-গুরু-গরজনে দুরু দুরু হিয়া-তলে
জাগে কত ছবি প্রণয়-নন্দনের।

বন্ধ ঘরের দুয়ারে দুয়ারে নিঃশ্বাসি' শতবার,
প্রগল্‌ভ বায়ু ফিরিছে অধীর সন্ধান করি' কার,
নামে যবে ধারা প্রাণের জনের দর্শন লভি' ধীরে
মাতাল সে বায়ু তখন শান্ত প্রাণ ;
বক্ষে জাগায়ে সরস ভরসা বরষা আসিল ওই
বিরহীর বুকে জাগাতে মিলন-গান।

মৌন-বদনা কৃষক-ঝিয়ারি দাঁড়ায়ে কুটীর-দ্বারে
কি ভাবিছে আজি ওই,
সম্মুখে তার শূন্য ক্ষেতের দূর সীমানার শেষে
শুভ্র গাঙেতে জল করে থই থই।
ক'দিন হইতে স্বামী ঘরছাড়া তাই কি উদাস মন,
হেরিয়া আষাঢ় ঝর্ঝর ধার বন-তনু-শিহরণ,
নীরদ-অধরে চপলার হাসি চমকে অবলা-প্রাণ,
প্রাণপ্রিয় বঁধু কাছে নাই আজি তার ;
প্রেম-গৌরবে নিখিল-ভরসা বরষা আসিল ওই
মিলন জাগায়ে স্মৃতি-মাঝে বেদনার !

আপনা আপনি এ শোভায় ডুবি' তৃষা যে মিটে না হায় !
কে আছিস্ প্রিয়জন,
বিরহ-তাপিত কে আছিস্ আজি মোর সাথে সাথে আয়
বন্ধ ঘরের খুলে দে রে বাতায়ন।
ধন্য হইবি যদি আঁখি মেল্ বাহিরেতে একবার,
সসীমে অসীমে আজি কোলাকুলি হয়ে গেছে একাকার,
স্বরগের ধারে ধরণীর ধূলি তরল হয়েছে গলি,
গৃহ মাঠ ঘাট কি অমিয় দরশন ;

নবীন ছন্দে মিলনানন্দে বরষা আসিল ওই,
বুকে বুকে ছোটে নন্দন-হরষণ।

বিরহী যক্ষ, কবে কোন্‌দিন হইল মেঘের সাথে
কত যে বারতা তার,
কবির হিয়ায় নির্ঝর হ'য়ে গলি সে করুণ বাণী
ঝরিয়া পড়িল কবিতায় সুধাসার।

সেই মেঘদূত—মনে পড়ে আজ তারি বিরহের
গান,
সাধ যায় সেই যক্ষের সনে মিশাইতে মনপ্রাণ;
বন্দনা-অভিনন্দন ছলে দাদুরী ডাকিছে গো
বঁধুর বাসর রচি আয় মোরা আজ;
আসিল বরষা মঙ্গলময় দিকে দিকে গেল খুলি
প্রকৃতির অবগুণ্ঠন-ভরা লাজ।

প্রেমের চারণ বরষা হেথায় এসেছে নবীন
বেশে
রচি' আজ নব গান,
হৃদি-কূলে কূলে কি স্মৃতি উছলে শুনিয়া কণ্ঠ
তা'র,
মুখর হইয়া উঠেছে নিখিল-প্রাণ!
কে আছিস্ ওরে দেখে যা বাহিরে হৃদয়
করিয়া থির,
জগতের সনে আজি প্রেম-যাগ-উৎসব প্রকৃতির,
এ মহামিলন-মঙ্গলে প্রাণ ছন্দে উঠিছে নেচে,
সুন্দর মোর আয় রে বরষা আয়
আয় রে প্রণয়-বন্দনা গাহি নন্দিতে ধরাতল
বসে আছি তোর মিলন-প্রতীক্ষায়!

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

পাতিব্রত্য।

পুরুষ নারীর পাণিগ্রহণ করিল এবং বলিল—"ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি। মম চিত্তমনুচিত্তং তে অস্তু। মম বাচমেকমনা জুষস্ব। প্রজাপতিস্ত্বা নিযুনক্তু মহ্যম্। ওঁ গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং, ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ। ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ, সমাপো হৃদয়ানি নৌ। সম্মাতরিশ্বা সংধাতা সমু দেষ্ট্রী দধাতু নৌ।"—আজ হইতে আমি হৃদয় লইয়া কার্য্য করিব। আমার চিত্তানুরূপ তোমার চিত্ত হউক্। একমনা হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর। প্রজাপতি আমার জন্য তোমাকে নিয়োজিত করুন্। প্রজাপতি আমার জন্য তোমাকে নিয়োজিত করুন্। সৌভাগ্য উৎপাদনের জন্য আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিতেছি। আমার সহিত পত্নীরূপে তুমি যাবজ্জীবন বাস কর। বিশ্বদেবগণ ও জল-দেবতা তোমার হৃদয় আমার হৃদয়ে মিলিত করুন। অগ্নি, প্রজাপতি ও উপদেষ্ট্রী দেবতা আমাদের দুইটী হৃদয় একীভূত করুন্।"

নারীর প্রাণ তাহাই চাহিতেছিল। শত জন্মান্তর ব্যাপিয়া তাহার হৃদয় যে হৃদয়টীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত হইয়া গিয়াছে, এই জন্মেও গার্হস্থ্যজীবনের প্রথম জ্ঞানোন্মেষক্ষণে তাহার হৃদয় যে হৃদয়টীর সহিত মিলিত হইবার জন্য সমুৎসুকভাবে অবস্থান করিতেছিল, আজ মঙ্গলময় বিধাতার অসীম অনুগ্রহে সেই চির অভীপ্সিত ধন—আপনার সুখ-দুঃখময় জীবনের একমাত্র বন্ধুকে পাইয়া

সে স্বকীয় শূন্য হৃদয়ে পূর্ণতা অনুভব করিল, এবং আপনার দেহ, মন ও প্রাণ তাহার জন্য অবিরত নিয়োজিত করিতে পাইবে বলিয়া কৃতার্থ হইল।

নর-নারীর মধ্যে এই দাম্পত্য-সম্বন্ধ, যাহা সাধারণতঃ প্রণয়নামে অভিহিত, বড়ই মধুর এবং পবিত্র! সম্পদের স্রোতে এ সম্বন্ধ ভাসিয়া যায় না, বিপদের ঝটিকায় এ সম্বন্ধ ভগ্ন হয় না, অবস্থার বিপর্য্যয় এ সম্বন্ধকে বিকৃত করে না, শৈথিল্যকারিণী জরা এই সুদৃঢ় সম্বন্ধকে শিথিল করিতে পারে না, প্রলোভন এ সম্বন্ধের উপর আপন মায়াজাল বিস্তার করিতে পারে না, সঙ্কোচের আবরণ এ সম্বন্ধকে চাপিয়া রাখিতে পারে না। এ এক প্রাণস্পর্শী শান্তিপূর্ণ সম্বন্ধ। কবিগণ এ মধুর সম্বন্ধের সঙ্গীত তুলিয়া আত্মহারা হন, ধার্ম্মিকগণ এ পবিত্র সম্বন্ধের আলোচনা করিয়া কৃতার্থ হন্। তাই উত্তর-চরিতের ভাবুক কবি মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় বলিয়াছেন—

"অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্ব্বাস্ববস্থাসু যদ্‌-
বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্য্যো রসঃ।
কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎ
স্নেহসারে স্থিতং
ভদ্রং প্রেম সুমানুষস্য কথমপ্যেকং হি
তৎ প্রাপ্যতে॥

—সুখদুঃখে একরূপ, সকল অবস্থায় অনুকূল, যাহাতে হৃদয় বিশ্রাম লাভ করে, জরা যাহার রস কাড়িয়া লইতে পারে না, কালক্রমে সঙ্কোচের নাশ হইলে যাহা পরিপক্ক স্নেহরূপে পরিণত হয়, অকপট হৃদয়ের সেই মঙ্গলময় প্রেম অতীব বিরল।

বাস্তবিক, নর ও নারী সংযুক্ত হইয়া যেন মানবজীবনের পূর্ণতার সৃষ্টি করিয়াছে। এক-দিকে নারীর কোমলতার সহিত না মিশিলে নরের কঠোরতা স্বকীয় তীব্রতায় জগৎ নিপীড়িত করিয়া ফেলিত, অন্যদিকে পুরুষের কঠোরতাকে আশ্রয়রূপে না পাইলে কর্ম্মময় জগতের দুর্ব্বহভারে নারীর কোমলতা ছিন্ন-লতার মত নত হইয়া পড়িত। যেমন নরের সাহচর্য্য না পাইলে অবলা নারীর পক্ষে একল জীবন ধারণ দুষ্কর হইয়া পড়ে, তেমনি আবার নারীর সাহচর্য্য ব্যতীত ধর্ম্মকর্ম্ম-ময় পুরুষের জীবনও অপরিচাল্য হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত লোকসৃষ্টির জন্য স্ত্রীপুরুষের মিলন জগদীশ্বরের একান্ত অভিপ্রেত। সেই জন্য ভার্য্যাহীন জীবনের প্রসঙ্গ তুলিয়া শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—

"একচক্ররথো যদ্বদেকপক্ষো যথা খগঃ।
অভার্য্যোঽপি নরস্তদ্বদযোগ্যঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥"

যেমন রথের একটী চাকা থাকিলে তাহা চলিতে পারে না, এবং পক্ষীর একটী পক্ষ থাকিলে সে উড়িতে পারে না, সেইরূপ ভার্য্যাহীন নর সকল কর্ম্মের অযোগ্য।

"ভার্য্যাহীনে ক্রিয়া নাস্তি ভার্য্যাহীনে কুতঃ সুখম্।
ভার্য্যাহীনে গৃহং কস্য তস্মাদ্ ভার্য্যাং সমাশ্রয়েৎ॥

ভার্য্যাহীন ব্যক্তির ক্রিয়া নাই, ভার্য্যাহীন ব্যক্তির সুখই বা কোথায়? ভার্য্যা না থাকিলে গৃহই বা কাহার? সেই জন্য ভার্য্যা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

ন গৃহং গৃহমিত্যাহু গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
গৃহং তু গৃহিণীহীনং কান্তারাদতিরিচ্যতে॥

সংসারী ব্যক্তির কেবল গৃহই গৃহ নহে, গৃহিণীই তাহার গৃহ। গৃহিণী না থাকিলে এই গৃহ দুর্গম কাননকেও পরাজিত করে।

অদারস্য গতির্নাস্তি সর্ব্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ।
সুরার্চ্চনং মহাযজ্ঞং হীনভাগ্যো বিবর্জ্জয়েৎ ॥

পত্নীহীন ব্যক্তির গতি নাই। তাহার সকল ক্রিয়াই বিফল। দেবতাপূজাই বল, মহাযজ্ঞই বল, পত্নীহীন ব্যক্তির তাহা পরিত্যাগ করাই উচিত।

বাস্তবিক পক্ষে সংসার হইতে ভার্য্যাকে বাদ দিলে সে-সংসার সর্ব্বতোভাবে শ্রীহীন হইয়া পড়ে। জননীর স্নেহ বক্ষে ধারণ করিয়া কে সন্তানের প্রসব ও পালন-দ্বারা সংসারকে স্থায়িত্বপ্রদান করে?—ভার্য্যা। কায়মনোবাক্যে কে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করে?—ভার্য্যা। অতিদুষ্কর গৃহিণীব্রত অবলম্বন করিয়া কে সংসারকে সর্ব্বদা শ্রমদ্বারা সঞ্জীবিত রাখে?—ভার্য্যা। স্নেহ, দয়া, শান্তির উৎসরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া কে দুঃখক্লিষ্ট তপ্ত সংসারকে শীতল করিয়া দেয়?—ভার্য্যা। পবিত্রতা ও প্রসন্নতার আলোকে কে তমোময় সংসারস্থল সর্ব্বদা উদ্ভাসিত করিয়া রাখে?—ভার্য্যা।

মনুও বলিয়াছেন—

প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন ॥

সন্তান-প্রসবের জন্য মহাকল্যাণভাজন গৃহের শোভাস্বরূপ রমণীগণ পূজার যোগ্য। এ-কারণ গৃহমধ্যে শ্রী ও স্ত্রী, এতদুভয়ের কোন প্রভেদ নাই।

উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনম্।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনম্।
অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ ॥

অপত্যের উৎপাদন, জাত শিশুর পরিপালন, এই সমস্ত কার্য্যই সংসারে প্রত্যহ প্রত্যক্ষভাবে স্ত্রী রদ্বারাই হইয়া থাকে। পুত্র, ধর্ম্মকার্য্য, সেবা-শুশ্রূষাদি, পিতৃপুরুষদিগের এবং নিজের স্বর্গলাভ, সমস্তই দারাধীন।

নরের চিরকল্যাণকারিণী, সংসারের সম্পৎস্বরূপা যে নারীর উপর সংসারের সুখ, শান্তি, পবিত্রতা, সৌন্দর্য্য, স্বচ্ছলতা এবং সুযশঃ অধিকাংশরূপে নির্ভর করে, ধর্ম্মশাস্ত্র যাহার সম্মান-রক্ষার জন্য বারংবার উপদেশ দিয়াছেন, সেই নারীর স্নিগ্ধমধুর নির্ম্মল পবিত্র মূর্ত্তিই প্রশস্ত। এবং সেই মূর্ত্তির অধিকারিণী হইতে হইলে নারীকে বিশিষ্টগুণরাজিতে মণ্ডিত হইতে হইবে। নতুবা নির্গুণা নারী সংসারের কালিমস্বরূপা এবং জগতে চিরদিনই বিনিন্দিতা। আবার গুণের অধিকারিণী হইতে হইলে নারীগণকে সর্ব্বাগ্রে পতিব্রতা হইতে হইবে। কারণ, পাতিব্রত্যই নারীগণের অন্যান্য গুণসমূহের মেরুদণ্ডস্বরূপ। যেমন বিনয় পুরুষের অন্যান্য গুণসকলকে অলঙ্কৃত করে, এবং বিনয় না থাকিলে পুরুষের অন্য গুণসকল বিফলতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পাতিব্রত্য নারীদিগের আর যত গুণ আছে সকলকে বিভূষিত করে, এবং পাতিব্রত্যের অভাবে তাহাদের অন্য শত শত গুণ বিফল হইয়া থাকে। পুষ্পের যেমন সৌরভ, স্ত্রী-জাতির তেমনই পাতিব্রত্য। যেরূপ সৌরভ থাকিলে অতিকুরূপ বন্যপুষ্পও সমাদৃত হয়, আর সৌরভ না থাকিলে অতিসুরূপ পুষ্পও অনাদৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ পাতিব্রত্য থাকিলে কুরূপ স্ত্রীলোকও পতিব্রতা বলিয়া জগতে মান্য হইয়া থাকে, এবং পাতিব্রত্য না থাকিলে স্ত্রীলোকের আলোকসামান্য সৌন্দর্য্যও

লোকের নিকট আদৌ প্রশংসাভাজন হয় না। এইজন্য পণ্ডিতগণ বলেন,

"কোকিলানাং স্বরো রূপং নারীরূপং পতিব্রতম্।
বিদ্যারূপং কুরূপাণাং ক্ষমারূপং তপস্বিনাম্॥
কোকিলদিগের স্বরই রূপ, কুরূপদিগের বিদ্যাই রূপ, তপস্বীদিগের ক্ষমাই রূপ, এবং নারীদিগের পাতিব্রত্যই রূপ।

পাতিব্রত্য কি তাহা বুঝিতে গেলে বলিতে হয়, যে-নারী পতিসেবা জীবনের একমাত্র ব্রত মনে করেন্, তিনিই পতিব্রতা, এবং পতিব্রতার ধর্ম্ম পাতিব্রত্য। পাতিব্রত্যের অধিকারিণী হইতে গেলে পতিকে চেনা চাই, পতির সহিত নিজের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধটা বুঝা চাই। উপভোগ-সম্বন্ধের দোহাই দিয়া যদি স্বামী ও স্ত্রীর ঘনিষ্ঠতা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মপত্নী ও কামপত্নী বা কুলটায় কোন প্রভেদ থাকে না, এবং সেই চির-পবিত্র দাম্পত্য-সম্বন্ধকে চিরদিনের জন্য সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিয়া একটা অনিত্য স্বার্থনিষ্ঠ সম্বন্ধকেই অঙ্গীকার করিতে হয়। কিন্তু স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ কেবল উপভোক্তা উপভুক্তার সম্বন্ধ নয়, কেবল প্রভু ও ভৃত্যের সম্বন্ধ নয়, কেবল পালক ও পালিতার সম্বন্ধ নহে। ইহা এক অতি মহৎ, স্বর্গীয়, ওতপ্রোতভাবে ধর্ম্মদ্বারা সংশ্লিষ্ট, মৃত্যুর দ্বারাও অবিচ্ছিন্ন, অদ্বৈতভাবে অনুপ্রাণিত, সুনির্ম্মল প্রেমধারায় অভিষিক্ত, অতিসুদৃঢ় সম্বন্ধ। যে নারী পতিকে সামান্য মানুষ জ্ঞান না করিয়া ইহলোকের ও পরলোকের পরমগুরু বলিয়া বুঝিতে পারে, সেই শুধু এই পতিপত্নীর পবিত্র সম্বন্ধটুকু বুঝিতে সমর্থা হইয়া থাকে।

শাস্ত্রে উক্ত আছে,—

"গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।
পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ॥"
দ্বিজাতিগণের অগ্নিই গুরু, বর্ণ-সকলের মধ্যে ব্রাহ্মণই গুরু, স্ত্রীদিগের মধ্যে পতিই গুরু এবং অভ্যাগত ব্যক্তি সর্ব্বত্রই গুরুস্থানীয়।

যে নারী পতিকে পরমগুরুস্বরূপ মনে করিয়া আপনার দেহ, মন ও প্রাণ সমস্তই তাঁহার চরণে সমর্পণ করিয়া সুখী হন্, তিনিই পতিব্রতা।

মনু বলিয়াছেন,—

"পতিং যা নাভিচরতি মনোবাগ্‌দেহসংযতা।
সা ভর্ত্তৃলোকানাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতি চোচ্যতে॥
মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥
যে স্ত্রী মন, বাক্য ও দেহে সংযতা হইয়া কখনও পতিকে লঙ্ঘন করেন্ না, তিনি মৃত্যুর পর ভর্ত্তৃলোকে গমন করেন এবং সাধুগণ তাঁহাকে সাধ্বী বলিয়া থাকেন্। সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর মৃত্যু হইলে ব্রহ্মচর্য্য-পালনপূর্ব্বক অপুত্রা হইয়াও ব্রহ্মচারীদিগের মত স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন্।

হারীত বলেন,—

আর্ত্তার্ত্তে মুদিতে হৃষ্টা প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥

যে স্ত্রী পতি পীড়িত হইলে পীড়ানুভব করেন্, পতি আনন্দিত হইলে আনন্দিত হন্, পতি প্রবাসে থাকিলে মলিনা ও কৃশা হন্, এবং পতির মৃত্যু হইলে জীবনত্যাগ করেন্, * তিনিই পতিব্রতা বলিয়া জ্ঞেয়া।

* এক্ষণে সহমরণ ও অনুমরণ প্রথা প্রচলিত না থাকায় পতিপ্রাণ রমণীগণ স্বামীর মৃত্যুর পর আজীবন

ফল কথা, যে স্ত্রী স্বামীর জীবিতাবস্থায় সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সুখদুঃখের অংশভাগিনী হইয়া তদ্গতচিত্তে তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন, এবং স্বামীর মৃত্যুর পর তন্নিষ্ঠচিত্তা হইয়া সংযতভাবে জীবনাবশেষ যাপন করেন, তিনিই পতিব্রতারূপে গণ্যা।

"সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা

—একমাত্র পতিপ্রাণা ও পতিব্রতা ভার্য্যাই প্রকৃত ভার্য্যা-নামের যোগ্যা।

এই পতিব্রতাদিগের মহিমা বড় অল্প নহে। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে—

"তস্মাৎ সাধ্ব্যঃ স্ত্রিয়ঃ পূজ্যাঃ সততং দেববজ্জনৈঃ।
তাসাং রাজ্ঞা প্রসাদেন ধার্য্যতে চ জগত্রয়ম্॥"

—সেইজন্য সাধু স্ত্রীগণ সতত লোককর্ত্তৃক দেবতার মত পূজ্যা। এই সাধ্বীগণের অনুগ্রহেই রাজা ত্রিজগৎ পালন করিয়া থাকেন

এই পাতিব্রত্য নারীবিশেষের ধর্ম্ম নহে, ইহা সকল বিবাহিতা নারীরই ধর্ম্ম; এবং সকল কুলাঙ্গনারই কায়মনোবাক্যে এই ধর্ম্ম পালন করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক নারীরই কর্ত্তব্য মধুর বাক্যে ও মধুর ব্যবহারে স্বামীকে সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট রাখা। যে সকল নারী অহমিকার বশবর্ত্তিনী হইয়া স্বামীকে অসম্মান ও অবহেলা করে এবং তাঁহার উপর প্রভুত্বস্থাপনে যত্নবতী হয়, অথবা দরিদ্র স্বামী তাহার ক্ষুদ্রস্বার্থসাধনে অসমর্থ বলিয়া স্বামীকে অনাদর করে, তাহারা কোনকালেই সম্মানার্হা হইতে পারে না। শাস্ত্রে আছে—

"ন সা ভার্য্যেতি বক্তব্যা যস্যা ভর্ত্তা ন তুষ্যতি।
তুষ্টে ভর্ত্তরি নারীণাং সন্তুষ্টাঃ সর্ব্বদেবতাঃ॥

—যে নারীর স্বামী সন্তুষ্ট নন্, সে ভার্য্যা বলিয়াই গণ্যা হয় না। স্বামী যে নারীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, তাহার উপরই দেবতা পরিতুষ্ট হন।

স্বামী যদি সহস্র দোষে দূষিত হ'ন্, পতিব্রতার নিকট তিনি দেবতার স্বরূপ। স্বামীর গুণাগুণ বিচার করা নারীর পক্ষে একান্ত গর্হিত কর্ম্ম। মনু বলেন,—

"বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্ব্বা পরিবর্জ্জিতঃ।
উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ॥"

—স্বামী দুশ্চরিত্র হউন, কামাচারী হউন, অথবা নির্গুণ হউন, সাধ্বী স্ত্রী তাঁহাকে সর্ব্বদা দেবতার মত পূজা করিবে।

যে পতিদেবতার আশ্রয়ে থাকিয়া কোমলপ্রকৃতি নারী এই কণ্টকাকীর্ণ ভীতিসঙ্কুল সংসারকাননে সুখে জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হন, কি বাক্যে, কি মনে, কি কার্য্যে সেই পতিদেবতার কোনরূপ অপ্রিয় সাধন অথবা তাঁহাকে লঙ্ঘন করা নারীর পক্ষে অতীব নিন্দনীয় কার্য্য। মনু বলেন,—

"পাণিগ্রাহস্য সাধ্বী স্ত্রী জীবতো বা মৃতস্য বা।
পতিলোকমভীপ্সন্তী নাচরেৎ কিঞ্চিদপ্রিয়ম্॥"

পাণিগ্রাহী পুরুষের পতিব্রতা স্ত্রী, যিনি মৃত্যুর পর পতিলোক ইচ্ছা করেন, স্বামীর জীবিতাবস্থায় হউক্ অথবা মরণের পরই হউক, কদাচ তাঁহার অপ্রিয় সাধন করিবেন্ না।

ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া থাকেন। জাতি ও ধর্ম্মবিশেষে বিধবা-বিবাহের প্রচার থাকিলেও সর্ব্বত্রই একান্ত-পতিপরায়ণ নারীগণ পুনর্ব্বার বিবাহ অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্যপালনই যে শ্রেয়ঃ মনে করেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

"যস্মৈ দদ্যাৎ পিতা ত্বেনাং ভ্রাতা বানুমতেঃ
পিতুঃ।
তং শুশ্রূষেত জীবন্তং সংস্থিতঞ্চ ন লঙ্ঘয়েৎ ॥"

পিতা অথবা পিত্রাদেশে ভ্রাতা কন্যাকে যাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন, তিনি যতদিন বাঁচিয়া থাকিবেন,কন্যা তাঁহার সেবা করিবে, এবং মরিয়া গেলেও কন্যা তাঁহাকে লঙ্ঘন করিবে না। কারণ,

"ব্যভিচারাত্তু ভর্ত্তুঃ স্ত্রী লোকে প্রাপ্নোতি
নিন্দ্যতাম্।
শৃগাল-যোনিং প্রাপ্নোতি পাপরোগৈশ্চ
পীড্যতে ॥"

—ভর্ত্তার ব্যভিচারিণী হইলে নারী জগতে নিন্দনীয়া হয়, এবং পরজন্মে শৃগালযোনি প্রাপ্ত হয়, এবং পাপ ও রোগদ্বারা পীড়িত হইয়া থাকে।

পতির সহিত বনবাসগামিনী সীতাকে নারীকুলশিরোমণি অনুসূয়া যে মধুর পাতিব্রত্যধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত করা অসঙ্গত হইবে না। অনসূয়া বলিয়াছিলেন,—"জানকি! পতি নগরেই থাকুন বা বনেই বাস করুন, অনকূলই হউন অথবা প্রতিকূলই হউন, যাহাদিগের পতিই পরম প্রিয়তম, সেই সকল ললনাদিগের জন্যই মহোদয় লোক সকলের সৃষ্টি হইয়াছে। পতি দুঃশীল, স্বেচ্ছাচারী অথবা নির্ধন যেরূপই হউন, তিনিই সংস্বভাবা নারীদিগের পরমদেবতাস্বরূপ। বৈদেহি! আমি বহুকাল বিবেচনার পর পতি অপেক্ষা পরমহিতৈষী বন্ধু আর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, পতিই ইহকাল ও পরকালের জন্য অক্ষয় তপস্যার অনুষ্ঠান-স্বরূপ। কামাসক্তা অসতী কামিনীগণ, যাহারা কেবল ভরণপোষণার্থই ভর্ত্তাকে ভর্ত্তা বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে, তাহারা এইরূপ দোষগুণ না জানিয়াই স্বেচ্ছাচারিণী হয়। ঐ সমস্ত অসদ্‌গুণযুক্তা নারীরা অকার্য্যের বশীভূতা হইয়া ধর্ম্মভ্রষ্টা ও নিন্দিতা হইয়া থাকে। আর তোমার মত সদ্‌গুণসমূহে বিভূষিতা এবং উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট লোক-সকলের বিষয়ে জ্ঞানবতী রমণীরা পুণ্যশীল পুরুষের ন্যায় অনায়াসে স্বর্গলোকে বিচরণ করিয়া থাকেন। অতএব তুমি এইরূপে পতিব্রতাদিগের আচার অবলম্বন করিয়া, সতীত্বসমন্বিতা ও পতিরতা হইয়া তাঁহার সহধর্ম্মচারিণী হও এবং তাহা হইলে যশঃ ও ধর্ম্মলাভ করিবে (রামায়ণ-অযোধ্যাকাণ্ড, ১১৭ সর্গ)।

এক্ষণে ভার্য্যার কিরূপ স্বামিসেবা কর্ত্তব্য দেখা যাউক। কেবল স্বামীর আবশ্যক বস্ত্রসকল তাঁহার হাতে হাতে তুলিয়া দিলে অথবা স্বামীর অঙ্গ-সংবাহনাদি করিলে পত্নীর স্বামিসেবাকার্য্য সম্পাদিত হয় না। তাঁহার স্বামীর প্রতি আরও অনেক কর্ত্তব্য আছে। কার্য্যের জটিলতায় স্বামী যখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িবেন, পতিব্রতা রমণী মন্ত্রীর মত তাঁহাকে অবসরোচিত মন্ত্রণা-প্রদান করিবেন। দুঃখ অথবা নৈরাশ্যের জ্বালায় স্বামীর চিত্ত যখন দগ্ধ হইয়া যাইবে, পতিব্রতা রমণী সেই দুঃখ ও নৈরাশ্যের অংশভাগিনী হইয়া প্রিয়সম্ভাষণ-দ্বারা পতিহৃদয়ের সে দাবানল নিবাইয়া দিবেন। দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ স্বামী যদি কুসঙ্গের বিষময় ফলে অধঃপাতের পথে অগ্রসর হন, হিতাকাঙ্ক্ষিণী পত্নী সদুপদেশ দ্বারা তাঁহাকে সৎপথে আনয়ন

করিবেন। নিশ্চেষ্টতাবশতঃ স্বামী যদি কোনও কার্য্যে সফলতা লাভ না করিতে পারেন, পত্নী তাঁহাকে জ্বলন্ত ভাষায় উৎসাহ প্রদান করিয়া তাঁহার সেই জড়তা দূর করিবার চেষ্টা করিবেন্। স্বামী দুর্দ্দৈববশতঃ অরণ্যে অথবা কোনও দুর্গমস্থানে বাস করিতে বাধ্য হইলে, পত্নী প্রসন্নবদনে তাঁহার অনুগমন করিবেন্। এমন কি স্বামী যদি স্বকীয় বুদ্ধিতে কোন ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন্, সহধর্ম্মিণী পত্নীও নিজে তাহার ইষ্টানিষ্ট বিবেচনা না করিয়া সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন। সংসারের সকল দুঃখের জ্বালা তিনি ধরিত্রীর মত সহ্য করিয়া স্বামীকে তাহার প্রাবল্য আদৌ জানিতে দিবেন্ না; এবং সাংসারিক সকল কার্য্যেই তিনি সহকারিণীর মত স্বামীর সহায়তা করিবেন্। সেই জন্য পণ্ডিতেরা বলেন—

"কার্য্যেষু মন্ত্রী করণেষু দাসী
ভোজ্যেষু মাতা শয়নেষু রম্ভা।
ধর্ম্মানুকূলা ক্ষময়া ধরিত্রী
ভার্য্যা চ ষাড়্গুণ্যবতীহ দুর্ল্লভা॥"

(—স্বামীর সকল কার্য্যেই মন্ত্রী, কার্য্যসাধনে দাসী, ভোজ্য-সম্পাদনে জননীরূপিণী, শয়নে রম্ভাসদৃশী, ধর্ম্মের অনুকূলা এবং ক্ষমায় পৃথিবীতুল্যা,— এই ছয়গুণের অধিকারিণী ভার্য্যা জগতে দুর্ল্লভ।)

আর একটী কথা। পাতিব্রত্যের গণ্ডীর ভিতর কেবল নিজের পতিটীকে রাখিয়া পতির আত্মীয়স্বজনকে গৃহ হইতে তাড়াইবার ব্যবস্থা করিলেও পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম ঠিক্ পালন করা হয় না। কারণ, পতিকে আপনার বলিয়া বুঝিতে গেলে পতিসংশ্লিষ্ট সকলকেই আপনার বলিয়া বুঝিতে হইবে। যে জিনিসকে ভালবাসা যায়, সেই জিনিষের সংশ্লিষ্ট সকল বস্তুর উপরই একটা ভালবাসার টান পড়িয়া থাকে। ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া যে নারী পতিসংশ্লিষ্ট আত্মীয়বর্গকে বাদ দিয়া কেবল পতিটীকে আপনার করিয়া লইতে চায়, বুঝিতে হইবে সে নারীর পতির প্রতি ঠিক্ বিশুদ্ধ ভালবাসা হয় নাই,—তাহার ভালবাসা কটু স্বার্থগন্ধ-দ্বারা দূষিত হইয়াছে। সেই জন্য পতিব্রতা নারী পতির জনকজননী ও গুরুজনকে নিজের জনক-জননী ও গুরুজন ভাবিয়া ভক্তি করিবে; পতির ভক্তিভাজন অগ্রজ ও অগ্রজার প্রতি নিজের অগ্রজ ও অগ্রজার তুল্য সম্মান প্রদর্শন করিবে; পতির স্নেহাস্পদ ভ্রাতা ও ভগিনীকে নিজের ভ্রাতা ও ভগিনী ভাবিয়া স্নেহ অর্পণ করিবে; পতির ভক্তিভাজন অগ্রজজায়াকে নিজের অগ্রজা বলিয়া ভক্তি করিবে, পতির স্নেহাস্পদ অনুজজায়াকে নিজের অনুজা বলিয়া স্নেহ করিবে। স্বামীর পত্নী বলিয়া সপত্নীকে সখীজ্ঞান করিবে; পতির অন্যান্য স্বজনদিগকে নিজের স্বজন মনে করিয়া তদনুরূপ আচরণ করিবে। আরও পতির সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া পতির সংসারকেও নিজের সংসার মনে করিয়া সেই সংসারের সর্ব্বতোভাবে শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিবে এবং অতিথিসৎকারাদি-ধর্ম্মপালন-দ্বারা সংসারকে সর্ব্বদাই সুপবিত্র করিয়া রাখিবে। এই ত ঠিক পাতিব্রত্য-ধর্ম্মপালন। এই জন্য পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন—

"ভক্তিঃ প্রেয়সি সংশ্রিতেষু করুণা
শ্বশ্রূষু নম্রং শিরঃ
প্রীতির্যাতৃষু গৌরবং গুরুজনে ক্ষান্তিঃ
কৃতাগস্যপি।

অম্লানা কুলযোষিতাং ব্রতবিধিঃ
সোঽয়ং বিধেয়ঃ পুন-
র্যদ্ভর্ত্তুর্দয়িতা ইতি প্রিয়সখীবুদ্ধিঃ
সপত্নীষ্বপি ॥

—প্রিয়জনে ভক্তি, আশ্রিতের প্রতি করুণা, মাতৃগণের প্রতি প্রীতি, গুরুজনে সম্মান, অপরাধীর প্রতি ক্ষমা এবং ভর্ত্তার দয়িতা বলিয়া সপত্নীর প্রতি অবিচলিতা প্রিয় সখীবুদ্ধি—এইগুলি কুলাঙ্গনাদিগের অনুষ্ঠেয় ব্রত।

এইজন্য বিবাহকালে পতি পত্নীকে বলিয়া থাকেন্—

"ওঁ ভগোঽর্য্যমা সবিতা পুরন্ধির্মহ্যং
ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ। ওঁ অঘোরচক্ষুরপতি-
ঘ্ন্যেধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চ্চাঃ।
বীরসূর্জ্জীবসূর্দেবকামা স্যোনা শন্নো ভব
দ্বিপদে শং চতুষ্পদে। ওঁ সম্রাজ্ঞী
শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব। ননান্দরি
সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধি দেবৃষু ॥"

—ভগ, অর্য্যমা, সবিতা, পুরন্ধি,—এই সকল দেবতা গৃহস্থধর্ম্ম-পালনের জন্য আমাকে তোমায় দিয়াছেন। তুমি অক্রূরদৃষ্টি ও অপতিঘাতিনী হও; পশুদিগের সুখদায়িনী প্রসন্নচিত্তা ও তেজস্বিনী হও; তুমি বীর-সন্তান প্রসব কর; তোমার সন্তান জীবিত থাকুক্; তুমি দেবতার প্রতি ভক্তিপরায়ণা হও। তুমি আমার সুখকারিণী হও, এবং মনুষ্য ও পশুদিগের কল্যাণ সাধন কর। তুমি শ্বশুর ও শ্বশ্রূদিগের, ননদ ও দেবরদিগের প্রধান সেবিনী হও।"

এবং এই জন্যই মহর্ষি কণ্ব দুষ্মন্তগৃহে পাঠাইবার সময় শকুন্তলাকে উপদেশ দিয়াছিলেন—

শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো
বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ ॥"*

(ক্রমশঃ)

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

গানের স্বরলিপি

সিন্ধু—কাফি। ঢিমা তেতালা।

আনন্দ তাঁর জড়িয়ে আছে
প্রতি ফুলে ফুলে,
আনন্দ তাঁর ছড়িয়ে গেছে
তৃণে তরুর মূলে।
আনন্দ তাঁর উঠ্‌চে বেজে
নীল আকাশের নীরব গানে
বাতাসের ঐ করুণ তানে
তপন তারার দোলে!

* ইহার অনুবাদ 'কুলবধূ'-প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে। লেখক

আনন্দ তাঁর উঠ্‌চে ফুটে,
নিখিল বেদন-কাঁটা টুটে,
অশ্রু-মণির মালা হয়ে
ঝর্‌চে বুকের তলে !

আনন্দ তাঁর মূর্ত্তি ধরি
আস্‌চে আমার জীবন 'পরি
দুঃখ সুখের সাজে, দুয়ার
দিচ্চে খুলে খুলে ॥

কথা ও সুর - শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি, এ। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

আস্থায়ী।

০ ১ ২´
II সা সরজ্ঞা রা সা। সা রা রা জ্ঞজ্ঞা। সা রা -পা পা।
আ নন্দ তাঁ র জ ড়ি য়ে আছে প্র তি • ফু

৩ ০ ১
। পা পা -গমা -জ্ঞরসা I সা সরমা মা মা। মা পা পা মপা।
লে ফু •লে ••• আ নন্দ তাঁ র ছ ড়ি য়ে গেছে

২´ ৩ ॥
। র্সা র্সা ণা পপা। পপা পমা -জ্ঞা -রসা II
তৃ ণে ত রুর মূ• লে• • ••

II মা পপমা না না। র্সর্সা র্সা র্সা র্সা। না না র্সা র্রর্রা।
আ নন্দ তাঁ র উঠ্‌ চে বে জে নী ল আ কাশের

৩ ০ ১
। র্সা নর্সা র্রর্সণা -ধপা I মা পা পপা পা। ণা ণণা পা পা।
নী রব গা•নে •• বা তা সের ঐ ক রুণ তা নে

২´ ৩
। মপা র্সা ণণা পা। মপা মজ্ঞা -রা, -সা II
তপ ন তারা র দো• লে• • •

সঞ্চারী।

• ১ ২´
II সা সসসা না সা। ররা রা রা রা। মা পা পা পপপা।
আ নন্দ তাঁ র উঠ্‌ চে ফু টে নি খি ল বেদন

। মা পা মমজ্ঞা -মা I মা পা পপা পা । পা পা মা পা ।
কাঁ টা টু'টে ০ অ শ্রু মণি র মা লা হ য়ে

২´ ৩
। র্সর্সা র্সা ণণা পা । মা পা -মা -জ্ঞা I
ঝর চে বুকে র ত লে ০ ০

আভোগ ।

০ ১
I মা পপনা না না র্সর্সা র্সা র্সা র্সা । না ননা র্সা র্রর্রা
আ নন্দ তা র মূর্ ত্তি ধ রি আ সচে আ মা'র

৩ ০ ১
। র্সা নর্সা র্রর্সণা -ধপা I মা -পা পপা পা । ণা ণণা পা পপা ।
জী বন 'প'রি ০০ গন্ধ খে র সাজে, দু য়ার

। মপা র্সা ণা পা । মপা মজ্ঞা রা সা II
দিচ্ চে খু লে খু লে০ ০ ০

সাময়িক-প্রসঙ্গ।

সাম্রাজ্য-সমিতিতে, "ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যে ভারতবাসীর অবস্থা"র আলোচনা—ভারত-সচিব সম্প্রতি ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধিকে জানাইয়াছেন যে, জুলাই মাসের সাম্রাজ্য-সমিতিতে সর্ব্বপ্রথমেই আলোচিত হইয়াছে যে, ভারতীয়েরা সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই ব্রিটিশ-নাগরিকের অনুরূপ ব্যবহার পাইবে। এই বিষয়ে গত বৎসরের কন্‌ফারেন্সে যে প্রস্তাব-গুলি গৃহীত হইয়াছিল, সেইগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। গত বৎসরের গৃহীত প্রস্তাবগুলি এই :—(১) উপনিবেশ-সমূহ ও ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট স্ব স্ব দেশের অধিবাসীর মৌলিক প্রকৃতি বজায় রাখিবার জন্য অপর দেশ হইতে আগ-ন্তুক বাসিন্দাদিগের উপর আবশ্যক বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। (২) ভারতবর্ষ ও উপনিবেশের অধিবাসীরা ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিক্ষা ও দেশ-ভ্রমণ প্রভৃতির জন্য যে কোনও ব্রিটিশ-রাজ্যে গমন করিতে পারিবে।

(ক) কোনও উপনিবেশে ভারতীয় প্রজাদের উপর যেরূপ বিধি প্রবর্ত্তিত আছে, ভারতগবর্ণমেণ্ট সেই উপনিবেশের লোক-দিগের উপর ভারতবর্ষেও ঐরূপ আইন বিধিবদ্ধ করিতে পারিবেন্।

(খ) যে-সকল ভারতীয় অন্য দেশে ঔপনিবেশিক হইয়াছে, তাহারা প্রত্যেকে এক একজন বৈধ-পত্নী ও পুত্র আনিবার অনুমতি পাইবে। পত্নী ও পুত্র যে তাহার, ভারত-গবর্ণমেণ্টের সার্টিফিকেট-দ্বারা উহা প্রতিপন্ন করিতে হইবে।

ফিজিদ্বীপে ভারতীয় কুলী-রমণীদিগের প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার নারীদিগের সহানুভূতি—

ভারতবর্ষের অনেক স্ত্রীলোক ফিজিদ্বীপে কুলীর কার্য্য করে। ভারতবর্ষ হইতে ইহাদিগকে যেরূপভাবে জাহাজে ভরিয়া পাঠান হয়, যেরূপভাবে এখনও তাহারা ফিজিদ্বীপে বাস করিতেছে তাহাতে ঐ সকল কুলীনারীর মান, ইজ্জত, সতীত্ব প্রভৃতি কিছুতেই রক্ষা পাইতে পারে না।

সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার নারীরা ফিজিবাসিনী ভারতীয়া নারীদিগের এই দুর্গতি-মোচনের জন্য বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের পক্ষ হইতে কুমারী গ্রাহাম ফিজি-প্রবাসী ভারতীয় কুলীরমণীদিগের দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার প্রতীকারোপায় নির্দ্দেশ করিবেন্। তিনি এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কয়েক মাস ফিজিতে অবস্থান করিবেন। পরোপকারিণীদিগের এই সাধু চেষ্টা সফলতা-লাভ করুক্।

ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ।—শ্রীমতী আগলস হেইগ্-নাম্নী এক চিন্তাশীলা রমণী ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ অবগত হইয়া তাহার প্রতিবিধানের জন্য ইংলণ্ডের "ন্যাসান্যল রিভিউ"-নামক মাসিক পত্রে "ভারতের শিশুশিক্ষা"-সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত প্রবন্ধে আসল কথা তিনি এই লিখিয়াছেন যে, "বিদেশ হইতে আসিয়া ইংরাজ ভারতবর্ষের শান্তিরক্ষা করিতেছেন; সুতরাং ভারতবাসী জাতীয় বৃদ্ধি ও উন্নতির ইচ্ছা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। তিন বা ততোধিক পুরুষকাল ব্রিটিশের পক্ষাশ্রয়ে শান্তি-সম্ভোগ করাতে ভারতবাসী জাতীয় সুকুমার বিদ্যা অবগত হইয়াছে, শিক্ষা বিপথগামিনী হইয়াছে, জাতীয় উদ্যম স্বাভাবিক পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে; ভারতবাসীর চিন্তা অবসন্ন ও উন্নতি বন্ধ হইয়াছে। ব্রিটিশ-শাসনে শান্তি তাহারা ভোগ করিতেছে।"

টেলিগ্রাফ ও পত্রের মাশুল-বৃদ্ধি—ভারত-গবর্ণমেণ্ট প্রচার করিয়াছেন, টেলিগ্রাফে কার্য্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় এই বিভাগের উপকরণ ও কর্ম্মচারীর অল্পতা প্রভৃতি ঘটনায় আগামী ১লা সেপ্টেম্বর হইতে টেলিগ্রামের মাশুল বৃদ্ধি করা হইবে। বারটী কথার সাধারণ টেলিগ্রামের মাশুল আট আনার পরিবর্ত্তে বারো আনা করা হইবে; এবং অতিরিক্ত প্রত্যেক কথায় আধ আনার পরিবর্ত্তে এক আনা করিয়া দিতে হইবে। বারটী শব্দের জরুরী মাশুল এক্ষণে আছে এক টাকা মাত্র; উহা দেড় টাকা হইবে। তদতিরিক্ত প্রত্যেক কথার জন্য দুই আনা করিয়া দিতে হইবে। ভারত হইতে ইউনাইটেড কিংডম প্রভৃতি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীন রাজ্যসমূহে প্রেরিতব্য চিঠির মাশুলও বৃদ্ধি করা হইবে। আগামী ১লা সেপ্টেম্বর হইতে এক আউন্স চিঠির মাশুল এক আনার স্থলে দেড় আনা দিতে হইবে; তদতিরিক্ত প্রত্যেক আউন্সের জন্য এক আনা পড়িবে।

ভারত সম্রাটের সমবেদনা!—রুষিয়ার ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ নিকোলাসের মৃত্যুতে ভারতসম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন্। রুষ-সম্রাটের মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হইলে, তাঁহার আত্মার সদ্গতির জন্য ইংলণ্ডের গির্জ্জাসমূহে যে প্রার্থনা

করা হইয়াছিল, সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ ও মহারাণী মেরী সেই প্রার্থনায় যোগদান করিয়াছিলেন। সম্প্রতি সম্রাট্-মহোদয় আদেশ করিয়াছেন যে, রুষ-সম্রাটের মৃত্যু উপলক্ষে ইংলণ্ডের রাজপুরুষগণকে একমাস-কাল শোক-চিহ্ন-ধারণ করিতে হইবে। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের এই উদারতা ও সমবেদনা-প্রকাশ অতীব প্রশংসনীয়।

ব্রহ্মদেশে উচ্চ রাজকার্য্যে রমণী-নিয়োগ—ব্রহ্মদেশবাসিনী কুমারী হিল্‌ভা ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের অর্থ-বিভাগীয় কমিশনারের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী নিযুক্তা হইয়াছেন। এই নিয়োগ-দ্বারা রমণীদিগের উচ্চ রাজকার্য্যে প্রবেশের অধিকার জন্মিল।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহে মহিলাদিগের দাবী।—আহমেদাবাদ হোমরুল্-লীগের মহিলা-শাখায় সম্প্রতি এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড-বিরচিত শাসন-সংস্কার-মতে ভারতীয় পুরুষেরা ব্যবস্থাপক সভায় যেমন ভাবে নির্ব্বাচিত ও মনোনীত হইবেন, মহিলারাও ঐ সকল পদে নিযুক্ত হইবার দাবী জানাইতেছেন। মহিলা-সভা হইতে কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট এবং ভারতীয় কংগ্রেস কমিটিকে এই অনুরোধ করা হইয়াছে যে, তাহারা মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড শাসন-সংস্কার-প্রস্তাবকে ঐ ভাবে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য অনুরোধ করুন্।

ময়লা নোট।—গবর্ণমেণ্ট এই আদেশ দিয়াছেন যে, সমস্ত ট্রেজারি, ডাকঘর, ব্যাঙ্ক ও রেলওয়ে ষ্টেশনে ময়লা নোট গ্রহণ করিতে হইবে। ময়লা বলিয়া উহা গ্রহণ করিতে কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না।

অতিলোভে তাঁতি নষ্ট।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শয়নাগার।

রাত্রি দশটা বাজিয়াছে। গৃহকর্ম্ম শেষ হইয়াছে। কর্ত্তা ও গৃহিণী শয়নাগারে কথোপকথন করিতেছেন।

গৃহিণী—স্থরেনের বিয়ের কি কর্‌লে?

কর্ত্তা—(সট্‌কায় আলাপ করিতে করিতে) সম্বন্ধ ত অনেক আস্‌ছে!

গৃ—তা একটা যা হ'ক ঠিক্ করে ফেল না?

কর্ত্তা—দাঁড়াও, এম্, এর্ খবরটা বাহির হতে দাও।

গৃ—কবে খবর বাহির হবে?

কর্ত্তা—বোধ হয় আস্‌ছে মাসে বার হবে।

গৃ—আর দেরি যে সয় না। হর-গোবিন্দবাবুর মেয়ে এসে বলে যাচ্ছে, বোন্ এসে ব'লে যাচ্ছে, ঝিটা পর্য্যন্ত ছ্যার্ ছ্যার্ করে দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে যাচ্ছে!—আর কত সহ্য কর্‌বো?

কর্ত্তা—কেন?

গৃ—তুমি কি ন্যাকা হ'লে?—কেন? ধার করেছ—দিতে হবে, জান না?

কর্ত্তা—তিনি কি আমাকে ছেড়ে দেবেন্? টাকা ধার নিয়েছি, টাকা দেব, সুদ দেবো! তা'র অত কথা বলা-বলির ধার ধারি নি।

গৃ—খবরটা বেরোবার আগে কি বে দেওয়া যায় না?

কর্ত্তা—যাবে না কেন? তবে খবরটা বেরুলে একটু দরে বিক্রি হবে।

গৃ—তবে এই ফাল্গুন মাসে দাও না কেন? একটী ভাল মেয়ে পাওয়া যাচ্ছে। তারা দেবে থোবেও ভাল।

কর্ত্তা—কোথায়?

গৃ—ঠন্ঠনের মিত্তিরদের বাড়ীতে।

কর্ত্তা—তা'রা দেবে কি?

গৃ—নগদ ২০০০৲ দুহাজার টাকা, আর গা-সাজান গয়না।

কর্ত্তা—(একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) কি! নগদ দু'হাজার!!

গৃ—তবে তুমি চাও কি?

কর্ত্তা—আমি চাই আটটী হাজার।—শুন্‌লে?

গৃ- অত দেবে কেন?

কর্ত্তা—কি অত দেবে কেন! তুমি জান আজকাল ছেলের বাজার কি রকম? তাতে আবার আমার ছেলে, ছেলের সেরা ছেলে! হীরের টুক্‌রো বল্‌লেও হয়।

গৃ—তা ব'লে কি মেয়ের বাপ অত দেবে, না দিতে পার্‌বে?

কর্ত্তা—না দিলে চল্‌বে কেন?

গৃ—তোমার গরজ বলে?

কর্ত্তা—নিশ্চই। আমার টাকার কত দরকার জান? বাড়ী উদ্ধার কর্‌তে হবে—মেয়েটার বে দিতে হবে, মুদির দোকানের ধার শুধ্‌তে হবে।

গৃ—(হাসিতে হাসিতে) তবে তুমি ঠাউরেছ মন্দ নয়! এক ঢিলে তিন পাখী মার্‌বে?

কর্ত্তা—তা বই কি!—নিশ্চয় মার্‌বো। মার্‌বো না?

গৃ—কেন বল দেখি?

কর্ত্তা—ঐ ছেলেটার জন্যে কত খরচ করেছি, তা জান? আমার বড় মেয়েটার সময় তা'র শ্বশুর কি ছেড়ে কথা কয়েছিল?

গৃ—তা বলে কি তুমি তার শোধ নেবে এই রকম করে?

কর্ত্তা—নেবো না? আমার গায়ের রক্ত শুষে নেছে, আমার বুকের কল্‌চে খসে গেছে! আমি এখন সুযোগ পেয়েছি, ছাড়্‌বো কেন?

গৃ—তা হ'লে তুমি গরিবের মেয়ে আন্‌বে না?

কর্ত্তা—নিশ্চই না।

গৃ—গরীবের মেয়ে যদি সুন্দরী হয়? দেখ্‌তে শুন্‌তে ভাল হয়? ভাল কাজ-কর্ম্ম জানে?

কর্ত্তা—তা হলেও নয়। —(হাত নাড়িয়া) আমার টাকা চাই। —টাকা—টাকা—টাকা!

গৃ—খালি টাকা দেয়, আর মেয়ে যদি কাল হয়, তা'হলে ঘরে যে আগুন লাগ্‌বে?

কর্ত্তা—কেন?

গৃ—এখনকার ছেলে পিলে কি আর খালি টাকায় ভোলে? তারপর সুরেন্ আমার লেখা-পড়া শিখেছে! তা'র নজর ফর্‌সা হয়েছে,—সে দশজন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে বেড়ায়! তারাও বা ব'লবে কি? তারপর সে নিজে সুপুরুষ, কার্ত্তিক বল্‌লেও হয়। সে কি আর একটা কালপেঁচী নেবে?

কর্ত্তা—তা বলে কি আর কাল মেয়ে বাজারে বিক্রী হবে না?

গৃ—হবে না কেন? বাজারে কি আর কিছু পড়ে থাকে?

কর্ত্তা—তবে?

গৃ—সেইজন্য বুঝি তুমি কাল মেয়ে খুঁজ্‌চো, অনেক টাকা পাবে বলে ?

কর্ত্তা—কাল মেয়ে খুঁজ্‌বো কেন ?

গৃ—(একটু বিরক্ত হইয়া) না—না— অনেক টাকা পাবে কি না !

কর্ত্তা—(একটু সাম্‌লাইয়া) না—না—। আমি তোমার মন বুঝ্‌ছিলাম। আমি কি এত আহাম্মুখ যে, আপ্‌নার পায়ে আপ্‌নি কুড়ুল মার্‌বো ? আপনার ছেলের জন্যে একটা কাল মেয়ে আন্‌বো ?

গৃ—কাল মেয়ে আন্‌লে আমার ছেলেও নেবে না, আমিও নেবো না।

কর্ত্তা—তা আমি জানি। তুমি এখন দিন কতক সবুর কর ; দেখ্‌বে তখন আমি সুন্দরী মেয়েও আন্‌বো, টাকাও নেবো। (কর্ত্তা উঠিয়া) হুঁ-হুঁ বাজার কেমন ! বাজার যে আগুন ! একটু চেপে যাও। ওর এম্‌-এ, পাশের খবরটা বেরুক্‌, তখন বুঝে নেবো।

ঘরের ঘড়িতে টং-টং-টং করিয়া ১২টা বাজায় কর্ত্তা ও গৃহিণী শয়ন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ঘটক।

প্রাতঃকাল। একটী ব্রাহ্মণ শয্যা হইতে উঠিয়া ভাবিতেছেন্‌, 'আজ ত কিছুই নাই, —সংসার চলিবে কি-রূপে ? কোথায় যাইব ? কি করিব ?' এমন সময় ব্রাহ্মণী আসিয়া বলিলেন, "কৈ গো, তুমি এখনও ওঠ নি ! কখন্‌ বেরোবে ? ঘরে যে ছিটে-ফোটা জিনিস নেই ?—ছেলেরা এখনি যে খিদে খিদে কর্‌বে !"

ব্রাহ্মণ অগত্যা উঠিয়া মুখ হাত ধুইলেন। একখানি নামাবলি গায়ে দিয়া 'দুর্গা দুর্গা' বলিয়া বাটী হইতে বাহির হইলেন। কিয়দ্দূর যাইতে যাইতে ভাবিলেন, 'ঘোষেদের সুরেন্‌ ও বি-এ পাশ করেছে।' তা'র বিয়ের কথা সেদিন কে বল্‌ছিল। যাই একবার হরনাথবাবুর সঙ্গে দেখা করে যাই।

হরনাথবাবু বাহিরে বৈঠকখানায় ছিলেন ; ঘটককে দেখিয়া একেবারে সাতহাত লাফাইয়া উঠিলেনও বলিলেন, "এস এস ! কেমন ভাই, ভাল ত ?"

ঘ। আজ্ঞে হাঁ্যা, আপনার কল্যাণে এক রকম আছি।

হ। ও—রে—এ ! এক্‌ছিলিম তামাক দিয়ে যা।

একটা ছোক্‌রা চাকর একটা ডাবা হুঁকায় করিয়া তামাক দিয়া গেল। ঘটক একখানি গালিচায় বসিয়া ভড়্‌ ভড়্‌ করিয়া তামাক টানিতে লাগিল।

হ। কেমন হে, অনেক দিনের পর, কি মনে ক'রে বল দেখি ?

ঘটক—আজ্ঞে হাঁ্যা, সুরেনবাবুর বিয়ের জন্য একটী সম্বন্ধ এনেচি।

হরনাথবাবু—কোথায় হে ?

ঘটক—আজ্ঞে, বোসেদের বাড়ী।

হ—কোথাকার বোসেদের বাড়ী ?

ঘ—আজ্ঞে, বাগবাজারের বোসেদের বাড়ী।

হ—কার মেয়ে ?

ঘ—নন্দবাবুর মেয়ে।

হ—মেয়েটী কেমন ?

ঘ—মন্দ নয়।

হ—শুধু মন্দ নয় বল্‌লে হবে না,—দস্তুর

মত সুন্দরী চাই। আজ-কাল ছেলেদের গতিক জান ত?

ঘ—আর একটী মেয়েও হাতে আছে।

হ—সে কোথায়?

ঘ—বরাহনগরে।

হ—সে কাদের বাড়ী?

ঘ—মিত্তিরদের বাড়ী।

হ—মেয়েটী কেমন?

ঘ—খুব ভাল, পরমা সুন্দরী বল্‌লেও হয়।

হ—মেয়ের বাপের অবস্থা কেমন?

ঘ—মন্দ নয়;—খুব ভাল।—জমিদারি আছে ম'শাই! বাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসবাদি। বার মাসে তের পার্ব্বন হয়। ঝি, চাকর, দরোয়ান, লোক-লস্কর অনেক আছে। তা ছাড়া অতিথিশালা, স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি তাঁর অনেক আছে। বাবুও খুব ভাল লোক।

হ—(আনন্দের সহিত) বেশ—বেশ—বেশ। কি দেবে থোবে বল দেখি? জান ত আমার ছেলে এম্-এ?—কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারী! বড় ছোট কথা নয়!

ঘ। সুরেন্ বাবু কি এম্-এ পাশ করেছেন?

হ—সে পাশ করাই ধর।

ঘ—খবর বেরিয়েছে? গেজেট্ হয়েছে?

হ—সে পাশ ধরেই ন্যাও। ত'ার মত ছেলে কটা আছে? সে ফিবারে উচিয়ে পাশ করেছে। এণ্ট্রেন্স ফার্ষ্ট ডিবিশনে, এল-এ, ফার্ষ্ট ডিবিশনে, বি-এ অনার! ত'ার কথা ছেড়ে দাও। সে খুব ভাল ছেলে। সে এম্-এ, পাশ হয়েই আছে। তা'র এম্-এ পাশে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। এখন তুমি দেবা-থোবার একটা ঠিক্ কর দেখি?

ঘ। যে আজ্ঞে। এমন ছেলে কে না দেবে বলুন্?

"আমায় কিঞ্চিৎ" বলিয়া ঘটক হাত পাতিলে হরনাথবাবু একটী রৌপ্যমুদ্রা তাহার হস্তে অর্পণ করিলেন। ঘটক তাহা টেকে গুজিয়া প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পাশের খবর ও বিবাহের সম্বন্ধ।

কিছুদিন পরে সুরেনের পাশের খবর বাহির হইল। সুরেনের মাতাপিতার আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারা আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের নিকট এই শুভ-সংবাদ টেলিগ্রাফের মত প্রচার করিতে লাগিলেন। সুরেনের বড় ভগিনীপতি গেজেটে এই শুভ-সংবাদ পাইয়া বাটীতে আসিয়া গৃহিণীর নিকট উহা বলিলেন। ভগিনীর যাহার পর নাই আনন্দ হইল। তিনি স্বহস্তে ভ্রাতার এই শুভসংবাদ চিঠির দ্বারা জ্ঞাপন করিলেন।

গঙ্গার ঘাটে মেয়েদের মধ্যে এই কথার আন্দোলন হইতে লাগিল। কেহ বলিতে লাগিল, "বেশ হয়েছে। ছেলেটী ভাল।" কেহ বলিল, "বাপ্ এইবার দাঁও মার্‌বে।" কেহ বা বলিল, "মায়ের এবার ঠ্যাকারে মাটিতে পা পড়্‌বে না।"

কয়েকজন সমবয়স্ক জুটিয়া সুরেনের নিকট খাইবার জন্য ধরিয়া বসিল। তাহারা নছোড়বন্দা;—সুরেনের নিকট খাইবেই খাইবে। সুরেনের বাপ্ এই খবর পাইয়া তাহাদিগকে বাটী হইতে হাঁকাইয়া দিলেন। তাহাদিগের

মধ্যে কেহ ভাল কেহ মন্দ। দুই একজন সুরেনের বাপের কথায় চটিয়া গিয়া একটা দল বাঁধিয়া, কিসে সুরেনের বাপ্‌কে অপ্রতিভ করবে সেই চেষ্টায় ফিরিতে লাগিল।

সুরেনের বাপ্ স্বভাবতঃ লোভী। তিনি অনেক দিন ধরিয়া টাঁকিয়া বসিয়াছিলেন, ছেলে এম্-এ পাশ করিলেই নিলামে তাহাকে চড়াইয়া দিবেন্। কত ঘটক্ ঘট্‌কী আসিতে যাইতে লাগিল, কৃত সম্বন্ধ স্থির হয় হয় করিয়া ভাঙ্গিয়া যাইল! কেহই সুরেনের বাপের দাবীর নিকট অগ্রসর হইতে পারিল না।

একদিন রামদাস-নামক একটী ব্রাহ্মণ আসিয়া সুরেনের পিতাকে বলিলেন, "মহাশয় আপ্‌নার পুত্রটী এম্-এ, পাশ করিয়াছে শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম। আমি তাহার জন্য একটী উত্তমপাত্রী নির্ব্বাচন করিয়াছি। পাত্রীটী দেখিতে সুন্দরী, বয়স ১২ বৎসর। ঘর ভাল। বাপ্ মা আছে। বাপ বড় চাক্‌রী করে।—দেবে থোবে ভাল।"

হরনাথবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দিবে ?"

ব্রাহ্মণ। আপনি যা চাইবেন, দেবে।

হরনাথ—আমি ৮০০০৲ হাজার টাকা নগদ, আর মেয়েটী ভাল চাই।

ব্রাহ্মণ—তাই দেবে। মেয়ের বাপের অবস্থা ভাল। আপনার ছেলেও ভাল—এম্-এ পাশ করা।—কেন না দেবে ?

হরনাথবাবু। তবে কবে মেয়ে দেখ্‌তে যাব ?

ব্রাহ্মণ। যেদিন আপনার ইচ্ছা।

হ। বেশ, তবে আস্‌ছে রবিবার যাওয়া যাবে। "শুভস্য শীঘ্রম্ অশুভস্য কালহরণম্।" শুভকার্য্যে আর বিলম্বে কাজ কি ?

ব্রাহ্মণ। তা-ত বটেই! তবে তাই স্থির রইল। আমি রবিবার প্রাতে ৮টার সময় কৃষ্ণদাস পালের ষ্ট্যাচুয়ের কাছে অপেক্ষা কোর্‌বো।

পথে আসিতে আসিতে রামদাসের সহিত দুইজন যুবার সাক্ষাৎকার হইল। তাহারা আগ্রহ-সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, "কাজ কতদূর এগুল ?" রামদাস স্ফূর্ত্তির সহিত বলিলেন, "শর্ম্মা যখন হাত দিয়েছেন, তখন কাজ একপ্রকার সম্পন্ন করিবেই করিবে, জানিও।"

যুবকদ্বয়। এখন উপস্থিত কি হ'ল ?

ব্রাহ্মণ। আজ মেয়ে দেখ্‌তে যাবার দিন।

যুবা দুইজন সোৎসুকভাবে বলিল, দেখো ভাই, ফস্‌কে না যায় যেন! একজন কন্যাভারগ্রস্ত গরিবের মেয়েকে উদ্ধার করিয়ে দিও। তোমার নাম চিরকাল ক'র্‌বে—ভগবান্‌ও তোমার উপর সন্তুষ্ট হবেন। লোকটার কি অহঙ্কার! ছেলে এম্-এ পাশ করেছে বলে চোখে কানে দেখ্‌তে শুন্‌তে পায় না। আপনার গুমরেই আপনি মত্ত! শুধু তাই! আবার খাঁই ত কমও নয়! আকাশ পাতাল খিদে! সর্ব্বগ্রাসী!

যুবা দুইজনের নাম হরেন্ ও বরেন্। তাহারা সুরেনের সমবয়স্কদিগের দলের গোড়া। ঘটক যখন যুবকদ্বয়ের সহিত কথা কহিতেছিলেন, তখন দূরে হরেন হরনাথ-বাবুকে দেখিতে পাইয়া বলিল, "পালাও —পালাও! ঐ হরনাথবাবু আস্‌তেছে।" তাহারা দুইজনে একদিকে ফিস্‌ফাস্ করিতে করিতে চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ ও হরনাথবাবু কন্যার পিতার বাড়ীর দিকে চলিলেন।

হরেন। বুড়োটার আশা কম নয়।

৮০০০৲ হাজার টাকা চায়! বাবা! আ—ট—হা—জা—র। ও নিজে একজায়গায় ৮০০০৲ হাজার টাকা দেখেছে কি না সন্দেহ!

বরেন্—তাইতে ত ওকে একবার জব্দ করা দরকার

হরেন্—(হাসিতে হাসিতে) তা যা কল খাটান গিয়েছে, তা বড় মন্দ নয়।—বাছাধনকে প'ড়তে হবেই হবে। আর আমাদের রামদাসও কম খেলোয়াড় নয়!

বরেন্। ছেলের পাশের খবর নিয়ে আপনি দশখানা গেজেট হয়ে বেড়াচ্চে! লোকে হাস্‌ছে বৈ আর কিছুই নয়। ওটা পাগল—পাগল!

হরেন। ত্যাখ না, ওর ছেলে পাশ হ'ল, আমরা আহ্লাদ ক'রে সন্দেশ খেতে চাইলাম ব্যাটা কি না বল্লে, ... পয়সা খরচ ক'রলাম, সুরেন্ খাট্‌লে, পাশ হ'ল, আর ব্যাটারা বলে, 'আমাদের খাওয়াও'!"

বরেন্। দাঁড়াও না, এইবার ওষুধ দিয়ে ছাড়্‌বো। যা মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করা গেছে, তাতে বাছাধনকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা পেতে হবে।

...র কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গাভী প্রসব করিলে, তাহার দুগ্ধ ৫ বা ৬ দিন পর্য্যন্ত অব্যবহার্য্য থাকে। অতঃপর দুগ্ধকে জ্বাল দিয়া পরীক্ষা করিয়া লইবে। যদি কাটিয়া না যায়, তবে সে দুগ্ধ ব্যবহারোপযোগী জানিবে। গাভীর রোগ জানা না থাকিলে, পীড়িত গাভীর দুগ্ধ ব্যবহার করা উচিত নহে।

দুগ্ধ হইতে নবনীত তুলিতে হইলে, দুগ্ধকে ১৮০° ডিগ্রির তাপে গরম করিয়া ৯০° ডিগ্রিতে শীতল করিবে। অতঃপর তাহা হইতে কল-দ্বারা নবনীত উঠাইবে। দুগ্ধ উষ্ণ করিলে তাহার কীটাণু মরিয়া যায় এবং নবনীতও কঠিন হয়। জ্বাল দেওয়া দুগ্ধ হইতে নবনীত উঠাইয়া লইলে, যে দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকে তাহা স্বাস্থ্যকর এবং অধিক সময় পর্য্যন্ত থাকে। দুগ্ধ উষ্ণ না করিলে নবনীত উঠান দুগ্ধ অম্লত্ব প্রাপ্ত হয়। গাভীর দুগ্ধ স্বাদু; সুতরাং তাহা আহারের জন্য রাখিবে। মহিষের দুগ্ধ নবনীত বা সর প্রস্তুতের জন্য রাখা উচিত।

গৃহস্থেরা ঘোল-মৌনী-দ্বারা নবনীত উঠাইয়া থাকে। ঘোলমৌনী কাষ্ঠ-নির্ম্মিত পদার্থ। ঘোলমৌনী ধৌত করিতে হইলে, প্রথমে শীতল জলের দ্বারা ও পরে উষ্ণ জলের দ্বারা ধৌত করিবে। সোডা কখনও ব্যবহার করিবে না। কারণ, প্রথমতঃ তাহা কাষ্ঠের গাত্র হইতে সহজে অপসৃত হয় না; দ্বিতীয়তঃ, ক্ষার-নিবন্ধন মন্থনে বাধা দেয়, এবং তৃতীয়তঃ, কখনও কখনও মন্থন বিফল হইয়া থাকে। উষ্ণ জলে ধৌত করিলে কাষ্ঠের ছিদ্রগুলি খুলিয়া যায় এবং তন্মধ্যে শীতল জল প্রবেশ করিয়া নবনীতকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয় না। লবণ-দ্বারা ঘর্ষণ করিলে, জলের গুরুত্ব বৃদ্ধি হয়; সুতরাং, তাহা কাষ্ঠের ছিদ্র মধ্য দিয়া নবনীত প্রবেশের পথ আরও রুদ্ধ করে। উষ্ণজল তৈলাক্ত পদার্থকে বিগলিত করে এবং পরে শীতল জলের ব্যবহারে কাষ্ঠ স্ফীত হইয়া ছিদ্রগুলিকে রুদ্ধ করে।

ঘোলমৌনী-দ্বারা নবনীত উঠানর কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। দুই মিনিট মন্থন করিয়া কিছু সময় বিশ্রাম দিবে এবং এক পাইণ্ট (দশ ছটাক) শীতল জল উপরে ছিটাইয়া দিবে। অতঃপর পুনরায় দুই মিনিট মন্থন করিয়া কয়েক সেকেণ্ড বিশ্রাম দিবে এবং পূর্ব্বোক্ত পরিমাণে জল ছিটাইয়া দিবে। দুই মিনিট পরে তৃতীয় বার মন্থন আরম্ভ করিবে। এই সময়ে নবনীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুর আকারে দেখা দিবে। তখন প্রায় দুই পাইণ্ট (এক সের চারি ছটাক) জল মিশ্রিত করিয়া ধীরে ধীরে মন্থন করিতে হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

Reg. No. C. 134.

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

অগ্রহায়ণ, ১৩২৫—ডিসেম্বর, ১৯১৮।

সূচী।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।৶০ ; অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১।৵০ ;

বামাবোধিনী পত্রিকা

No. 664. —————— December, 1918.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৬ বর্ষ। ৬৬৪ সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ, ১৩২৫। ডিসেম্বর, ১৯১৮। | ১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।

গানের স্বরলিপি।

পরজ—ঝাঁপতাল।

আমায় ভাবের ভেলায় ভুবন-স্রোতে ভাসাও এবার ভাই!
এই ভয়ের বাঁধন চাইনে কখন, অকূলে কূল নাই বা পাই।
আমায়—নিয়ে চল জগৎ ছেড়ে; সব কলরব শান্ত করে
শূন্য হতে শূন্যান্তরে—দিগন্তে দূরে—
জীবন্ততা সজীব যেথা, প্রান্ত-সীমার অন্ত নাই!
তোমায় আমায় খেল্‌ব সেথা উড়িয়ে পরাণ-পোড়া ছাই;
ভাবের ভেলায় ভুবন-স্রোতে ভাসাও এবার ভাই!
চোখে চোখে মুখে মুখে হৃদয়ে হৃদয়—
মাটীর মানুষ জানে না সে প্রেমের পরিচয়;
মহা স্বচ্ছ মুক্ততাতে বিশ্বছাড়া বিশ্বাসেতে
মহাপ্রাণে প্রাণ মিশাতে ব্যাকুল মরম আকুল তাই!
দণ্ডী খেটে দম যে ছোটে—(এবার) গণ্ডী কেটে মুক্তি চাই!
আমায় ভাবের ভেলায় ভুবন-স্রোতে ভাসাও এবার ভাই;

কথা—শ্রীযুক্তা শৈলবালা ঘোষজায়া সরস্বতী।

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা

আস্থায়ী।

II র্সা সর্সা। র্ঋা র্ঋা র্সা। না ননা। দা দা পা I হ্মহ্মা পা। দা দা হ্মা |
আ মায় ভা বে র ভে লায় ভু ব ন স্রো৹ তে ভা সা ও

| গা গা। হ্মা সা সা I সা সসা। গগা গা গগা। দা হ্মা। দা না র্সর্সা I
এ বা র ভা ই এ ইভ য়ের বাঁ ধন চা ই নে ক খন

I না র্সা। র্ঋা র্সা র্সা। না না। দা হ্মা দা I I
অ কূ লে কূ ল না ই বা পা ই

অন্তরা

[র্সা র্সর্সা]
আ মায় ৩ ০ ১ ২´ ৩
II হ্মা দা। না -া না। র্সা র্ঋা। র্সা না র্সা I না র্সা। না না দদা |
নি য়ে চ ০ ল জ গ ৎ ছে ড়ে স ব ক ল রব

| দা ননা। না -া না I দা দা। পা পা -হ্মা। গা গগা। গগা গা -া I
শা ন্ত ক ০ রে শূ ন্য হ তে ০ শু ন্যা৹ ন্ত রে ০

I পা হ্মা। গগা -া -ঋা। া -ঋা। সা -া -া I না সা। গগা গা -া |
দি ন্তে ০ ০ দূ ০ রে ০ ০ জী ব ন্ত তা

| দা হ্মদা। দা না র্সা I র্সা র্গর্গা।। র্ঋা র্সা র্সা। না ননা। দা -হ্মা দা I
স জী৹ ব যে থা প্রা ন্ত সী মা র অ ন্ত না ০ ই

I হ্মা দদা। না -র্সা র্সর্সা। র্ঋা র্ঋর্সা। না সা -া I না র্সা। র্ঋা র্সা -া |
তো মায় আ ০ মায় খে লব সে থা ০ উ ড়ি য়ে প ০

•　১　২´　৩　০　১
| না দা । পা -া ক্মা I পা ক্মা । র্গা র্গা র্গা । র্গা র্গর্গা । দা ক্মদা না I
রা ণ　পো ০ ড়া　ছা ই　ভা বে র　ভে লায়　ভু ব০ ন

২´　৩　০　১
I ননা র্সা । না র্সা র্গা । ঋা র্সর্সা । না -দক্মা দা I I
স্রো০ তে　ভা সা ও　এ বার　ভা ০০ ই

সঞ্চারী।

২´　৩　০　১　২´　৩
I I র্সা র্সা । ঋা র্সা -া । না দা । দা পা -ক্মা I ক্মা পা । দা -া ক্মা |
চো খে　চো খে ০　মু খে　মু খে ০　হৃ দ　য়ে ০ হৃ

০　১　২´　৩　•　১
| গা -া । -ঋা -া সা I না সা । গা -া গা । গা গা । ক্মা দা না I
দ ০　০ ০ য়　মা টি　র ০ মা　হু য　জা নে না

২´　৩　০　১　২´　৩
I র্সা র্সা । র্গা -া র্গা । ঋা ঋা । না -দা -ক্মদা I না র্সা । ঋা -া সর্সা |
সে প্রে　মে ০ র　প রি　চ ০ ০য়　ম হা　স্ব ০ চ্ছ

০　১　২´　৩　০　১
| র্সা র্সর্সা । না র্সা -া I না র্সর্সা । না -া দা । দা ননা । না না -া I
মু ক্ত　তা তে ঃ　বি শ্ব০　ছা ০ ড়া　বি শ্বা০　সে তে ০

২´　৩　০　১　২´　৩
I ক্মা ক্মা । গা -া গা । গা ক্মা । দা না সা I ননা র্সর্সা । র্গা ঋা র্সা |
ম হা　প্রা ০ ণে　প্রা ণ　মি শা তে　ব্যা০ কুল　ম র ম

আভোগ।

•　১　২´　৩　০　১
| না দাদা । দা -ক্মা দা I র্গা র্গর্গা । র্সা দা -া । ক্মক্মা র্গা । ঋা র্সা ননা I
আ কুল　তা ০ ই　দ ণ্ডী　খে টে ০　দম যে　ছো টে এবার

I র্সা র্গর্গা । ঋা র্সা -া । না ননা । দা -ক্মা দা I র্সা র্সর্সা । ঋা ঋা র্সা |
গ ণ্ডী　কে টে ০　মু ক্তি　চা ০ ই　আ মায়　ভা বে র

•　১　২´　৩　০　১
| না ননা । দা দা পা I ক্মক্মা পা । দা দা ক্মা । গা গা । ক্মা সা সা II II
ভে লায়　ভু ব ন　স্রো০ তে　ভা সা ও　এ বা　র ভা ই

আত্ম-বিসর্জ্জন

চতুর্থ দৃশ্য।

(মণীন্দ্রের বাটীর অন্তঃপুর।
মণীন্দ্র এবং জয়াবতীর প্রবেশ।)

মণি। আমার কাল টাকা না হলেই নয়। তুমি দেবে কি না, তাই বল?

জয়া। আমার কাছে টাকা নেই। রোজ রোজ আমি টাকা কোথায় পাব?

মণি। রোজ আমি টাকা চাইছি?

জয়া। রোজ নয় ত আর কি? এই এক বছর তিনি মারা গেছেন, এর মধ্যে তুই কত টাকা ওড়ালি বল দেখি? এই ক'দিনেই ত তিন হাজার টাকা উড়িয়ে দিলি।

মণি। হ্যাঁ, টাকার পালক গজিয়েছে, তাই আমি তা'কে উড়িয়ে দিলুম! কালকে আমার পাঁচ শ' টাকা চাই-ই। কাল পাঁচ শ' টাকা দিও, তার পরে আর না দাও না দেবে।

জয়া। আমার কাছে আর একটী টাকাও নেই।

মণি। দেখি, তোমার লোহার সিন্দুকের চাবিটা দাও দেখি! টাকা আছে কি না দেখি।

জয়া। আমার কাছে লোহার সিন্দুকের চাবি নেই।

মণীন্দ্র। কি হ'ল চাবি?

জয়া। চাবি তোর কাকা নিয়েছে।

মণি। কাকাকে দিয়েছ? তবেই সর্ব্বনাশ ক'রেছ! তোমার পায়ে পড়ি মা, আমাকে পাঁচ শ' খানি টাকা দাও, আর কখনও চাইব না।

জয়া। তুই যখনি নিস, তখনি ত ঐ কথা বলিস্। কিন্তু তার পরে আর মনে থাকে না।

মণী। মাইরি বল্‌ছি মা, আর আমি তোমার কাছে টাকা চাইব না। যে চাইবে সে গাধা, সে ষ্টুপিড। আজ আমাকে পাঁচ শ' খানি টাকা দাও; আমার বড় দরকার।

জয়া। তোর টাকার দরকার কখন নয়? লক্ষ্মী বাপ আমার! অমন ক'রে টাকাগুলো নষ্ট করিস্ নি। এর জন্যে তিনি কত দুঃখ ক'র্ত্তেন্। মর্‌বার সময় তোকে কি ব'লে গেলেন, তা কি মনে নেই? তুই আমার বড় ছেলে। আমার ভরসা তুই। তুই যদি বাবা, এম্নি ক'রে টাকা-কড়ি সব ওড়াবি, তবে আমি আর সব অপোগণ্ড মানুষ কোর্ব্বো কি ক'রে?

মণীন্দ্র। ঐ তোমার এক কথা! কাঁদুনি গাইতে বস্‌লে। আমি কি উড়িয়েছি? বাবার ভাঁড়ার সব ত তোমার কাছে! আমি কি আর তা' জানি না?

জয়া। থাকে, তোদেরই থাকবে।

মণীন্দ্র। সে-টাকা থাকায় ফল? যখন আমার দরকার হবে, তখন যদি টাকা না পেলুম, তবে সে টাকা থেকে আমার কি লাভ? সে থাকা না-থাকা সমান।

জয়া। কিসের দরকার কাল তোর?

মণীন্দ্র। আমাদের বাগানে পার্টী আছে, নাচ্ দিতে হবে। আমি বড় লোকের ছেলে, তাই আমায় সবাই ধরে! এতে আমার মান কত!

জয়া। কায়েতের ছেলে, লেখা-পড়া

শিখেছিস্, বুদ্ধি-শুদ্ধি একেবারে গেল ? মানের মুখে আগুন !

মণীন্দ্র। গালাগাল দিও না বল্‌ছি।

জয়া। দোব না গালাগাল ? একশ' বার দোব ! আমাকে যেমন জ্বালাচ্ছিস্ পোড়াচ্ছিস্, এম্নি জ্বালায় নিজে জল্‌বি ! আমাকে যেমন কাঁদাচ্ছিস্ এম্নি তোকে কাঁদ্‌তে হবে।

মণীন্দ্র। আরে ম'ল, ভাল ক'রে বল্‌ছি না ? উনি শাপ-গাল দিতে এলেন্ ! এতেই ত আমার সঙ্গে বনে না। পৃথিবীতে জন্মেছি, একটু আমোদ ক'র্ব্ব না ?

জয়া। আমোদের মুখে আগুন ! .... বৃত্তি-ছাড়া আর কি কিছু আমোদ নেই ? ঘরে বসে গান-বাজ্‌না কর্, অমন লক্ষ্মী বৌ রয়েছে ঘরে ! তা' নয় ত ! যত বদ্‌ছোঁড়ার সঙ্গে জুটে কেবল বদ্‌খেয়ালি ক'রে বেড়াবি ! একদিন রাত্তিরে বাড়ী থাক্‌বি না !

মণীন্দ্র। (অঙ্গভঙ্গি-সহকারে) আহা, হা ! ম'রে যাই তোমার বোয়ের গুণের বালাই নিয়ে ! চেহারাখানিত মা-কালী ! হাতে খাঁড়া দিলেই হয় !

জয়া। আমি রূপের কথা বলি নি, গুণের কথা বল্‌ছি।

মণীন্দ্র। গুণ ! তাও যে অষ্টরম্ভা ! কি গুণ আছে তোমার বৌয়ের ? তোমার বৌ গান গাইতে পারে ? তোমার বৌ হারমনিয়ম বাজাতে পারে ?

জয়া। গেরেস্ত ঘরের বৌ-ঝি কি গান-বাজ্‌না করে যে, আমার বৌ গান বাজনা ক'র্ত্তে পার্ব্বে ? নইলে আমার বৌ স্বয়ং লক্ষ্মী ! তুই তাকে কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা দিস্, সে একটী দিনের জন্যেও মুখ ফুটে কারো কাছে বলে নি। উল্টে তোকে যদি কেউ কিছু বলে ত সে লুকিয়ে কাঁদে, আমি কত দিন দেখিছি। সে একলা আমার এত বড় সংসারটার ভার নিয়েছে ! আমাকে আর কিছু দেখ্‌তে হয় না। বুদ্ধি, বিবেচনা, দয়া, মায়া ঐ কচি মেয়ের কত ! তোর চোক আছে কি যে দেখ্‌বি ?

মণীন্দ্র। না, আমার চোক নেই ! আমি কাণা ! তাই অমন কাল-পেঁচীকে সুন্দরী দেখ্‌তে পাই না। আচ্ছা, তুমি এখন আমাকে টাকা দাও ; বেলা যাচ্ছে, আমাকে এখনি যেতে হবে।

জয়া। কোন্ চুলোয় যাবি যা। আমি তোকে আর এক পয়সাও দোব না।

মণি। না, দেবে না ? তোমার বাবার টাকা !

জয়া। কি ? কি বল্লি ! আমি তোর মা, দশমাস দশদিন পেটে ধরিছি, বুকের রক্তে তোকে মানুষ করিছি, তুই আজ আমায় বাপ্ তুল্লি ? নইলেই বা লোকে নেশাখোর বল্‌বে কেন ? মদ খেলে লোকের এম্নি বুদ্ধিই হয়, বটে !

মণি। তা, আমাকে রাগাচ্ছ কেন ? টাকা ফেলে দিলেই ত আমি চ'লে যাই।

জয়া। না, আজ কিছুতেই তোকে টাকা দোব না। তুই কি কর্ত্তে পারিস্ কর্।

(জয়াবতীর প্রস্থান ও অপর দিক্ হইতে লীলার প্রবেশ।)

লীলা। কা'কে যে কি বল, তার কিছুই ঠিক্ থাকে না !

মণি। কেন? কা'কে আবার কি বল্লুম!

লীলা। মায়ের কি অগ্নি ক'রে বাপ্ তোলে!

মণীন্দ্র। ওঃ!—ভাট্‌পাড়ার পণ্ডিতের কাছে বিধান নিতে ভুলে গেছলুম্!

লীলা। কোথায় যাবে?

মণীন্দ্র। যেখানেই যাই না কেন?

লীলা। তবু বল না, শুনি?

মণীন্দ্র। তোমার কাছে সে কৈফিয়ৎ দিতে আমি বাধ্য নই!

লীলা। আমি কি তোমার কেউ নয়?

মণীন্দ্র। না। কে আবার তুমি?

লীলা। সত্যিই কি আমি তোমার কেউ নই? তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার স্ত্রী, তোমার সহধর্ম্মিণী, আমি তোমার পাপ-পুণ্যের ভাগী। আমাকে কেন তুমি বল্‌বে না?

মণীন্দ্র। কেন ব'লব না শুন্‌বে?

লীলা। বল।

মণীন্দ্র। আমি তোমাকে ভাল বাসি না।

লীলা। কেন আমাকে ভালবাস না? কি ক'র্লে আমায় ভাল বাস্‌বে বল, আমি তাই কোর্ব্বো।

মণীন্দ্র। তুমি কালো, তাই ভালবাসি না। সুন্দর হ'তে পার্ব্বে? আমি সুন্দরী চাই।

লীলা। সৌন্দর্য্য বিধাতার দান। বিধাতা তা আমায় দেন্ নি। সৌন্দর্য্য আমি কোথায় পাব? তা'ছাড়া আর কি কর্লে তুমি সন্তুষ্ট হবে বল, আমি তাই কোর্ব্বো।

মণীন্দ্র। গান গাইতে পার্ব্বে? হারমণিয়ম বাজাতে পার্ব্বে?

লীলা। গান-বাজনা ত' শিখি নি! ছেলেবেলায় কেউ ত তা আমায় শেখায় নি। তুমি শেখাও। তুমি শেখালেই শিখ্‌তে পার্ব্বো। মানুষের অসাধ্য কি কাজ আছে? ছেলেবেলা থেকে যা শিখেছি, তাই জানি। গান-বাজনা কেউ ত শেখায় নি!

মণীন্দ্র। তবে আমার মাথামুণ্ডু কি পার্ব্বে? ও পার্ব্বে না, ও পার্ব্বে না, তবে কি পার্ব্বে? কেবল রান্না-ঘরে বসে তেল-কালী মাখ্‌তে পার্ব্বে? কল-তলাতে বসে কাদা ঘাঁট্‌তে পার্ব্বে?

লীলা। আমরা গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে, গৃহস্থ-ঘরের বৌ, গৃহস্থ-ঘরের যা কাজ তাই শিখেছি, তাই জানি। এ ছাড়া যদি কিছু শিখ্‌তে হয়, তুমি শিখিয়ে দাও।

মণীন্দ্র। আমি কেন শেখাতে যাব? আমার কি দায়?

লীলা। তুমি না শেখালে কে শেখাবে? তুমি গুরু, তুমি প্রভু! তুমি না শেখালে কে শেখাবে? স্ত্রীলোকের স্বামী ভিন্ন পৃথিবীতে আর কেউ নেই। স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র গুরু, দেবতা, রক্ষক।

মণীন্দ্র। আর বক্তৃতা কর্ত্তে হবে না, থামো! (পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া) পাঁচটা বাজে, এখুনি তারা ডাক্‌তে আস্‌বে, আমায় যেতে হবে।

(প্রস্থানোদ্যত)

লীলা। কে ডাক্‌তে আস্‌বে?

মণীন্দ্র। সে-কথায় তোমার দরকার কি?

(পুনঃ প্রস্থানোদ্যত)

লীলা। না, না, একটু দাঁড়াও। (মণীন্দ্রের হাত ধরিল) সমস্ত দিনের ভিতর ত বাড়ী

আস না। যদি দয়া করে এসেছ, একটু দাঁড়াও।

মণীন্দ্র। (সজোরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া) আঃ! নোংরা হাত আমার গায়ে দিও না।— জামাটা নোংরা করে দিলে! (জামা দেখিতে লাগিল) জ্বালাতন কোরো না, সর; যাই।

লীলা। কোথায় যাবে? আমি যেতে দোব না। যেতে পাবে না। তুমি যাই বল না কেন, তুমি আমার! আমার ভিন্ন আর কারও নও।

মণীন্দ্র। আচ্ছা, একটা কথা বলি, শুন্‌বে?

লীলা। কেন শুন্‌বো না? তোমার কথা শুন্‌তে পাই না, এই আক্ষেপ! তোমার কাজ কর্ত্তে পাল্লে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে কোর্ব্বো। তোমার আদেশ-পালন কর্ব্বার জন্যে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত। কি কর্ত্তে হবে বল?

মণীন্দ্র। আমাকে পাঁচ শ' টাকা দিতে পার্ব্বে?

লীলা। টাকা!! টাকা আমি কোথায় পাব?

মণীন্দ্র। এই যে বাবা, এত কেঁড়েলি কচ্ছিলে! আর যেই কথাটা বল্‌ছি অম্নি পেছুচ্ছ! এটা পার্ব্বে না, ওটা পার্ব্বেনা, তবে আর পার্ব্বে কি আমার মাথামুণ্ডু? আমি জানি, মেয়ে-মানুষ কেবল কথার সর্ব্বস্ব; বিশেষতঃ তোমাদের মতন মেয়েছেলে!

লীলা। আমরা স্ত্রীলোক, আমাদের ত নিজেদের রোজগারের ক্ষমতা নেই। স্ত্রীলোক স্বামীর টাকায় ধনবতী। আমাকে ত তুমি কোন দিন টাকা দাও নি! তবে আমি টাকা কোথায় পাব?

মণীন্দ্র। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তবে আর একটা কাজ কর্ত্তে পার্ব্বে?

লীলা। কি বল?

মণীন্দ্র। (চুপি চুপি) কাকার কাছ থেকে লোহার সিন্দুকের চাবিটা চুরি করে আন্‌তে পার্ব্বে?

লীলা। (শিহরিয়া) চুরি? কি সর্ব্বনাশ! চুরি আমি কর্ত্তে পার্ব্ব না!

মণীন্দ্র। দূর হও আমার কাছ থেকে!

(নেপথ্যে) মণিবাবু! বলি, অ মণিবাবু!—)

মণীন্দ্র। ঐ তারা এসেছে! (প্রস্থানোদ্যত)

লীলা। তোমার পায়ে পড়ি, যেও না! ওদের সঙ্গে মিশো না। চেয়ে দেখ দেখি আর্শি ধরে নিজের চেহারাখানা! কি ছিলে আর কি হয়ে গেছ? আমার মাথা খাও, তোমার পায়ে পড়ি, একটা দিন ঘরে থাক। একদিন আমায় তোমার সেবা কর্ত্তে দাও।

(মণীন্দ্রের পায়ে ধরিল)

(নেপথ্যে) মণিবাবু! আজ বেরুবেন্ না?

মণীন্দ্র। ঐ আবার তারা ডাক্‌ছে। (স্বগত) আঃ! কোথা হতে এ পাপটা জ্বালাতন কর্ত্তে এল? (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, তোমার গলা থেকে ঐ হার-ছড়াটা দাও দেখি। তা হলে আজ থাক্‌বো এখন।

লীলা। (কণ্ঠ হইতে হার খুলিয়া মণীন্দ্রের হাতে দিয়া) এই নাও। কোন্ তুচ্ছ এ হার! তোমাকে পেলে আমি এ বিশ্বসংসারের কিছুই চাই না।

মণীন্দ্র। (হার গ্রহণ করিয়া) পথ ছাড়, আমায় যেতে হবে।

লীলা। এই বল্লে, যাবে না?

মণীন্দ্র। সে আমার খুসি!

লীলা। না, আজ কিছুতেই যেতে পাবে

না। আমি আজ কিছুতেই তোমাকে ছাড়্‌বো না। (পুনর্ব্বার মণীন্দ্রের পায়ে ধরিল।)

মণীন্দ্র। (বিরক্তি-সহকারে) আঃ! একশ-বারি জ্বালাতন ভাল লাগে না। সজোরে পা ছাড়াইয়া লইয়া মণীন্দ্র চলিয়া গেল; লীলা পড়িয়া গেল। (জয়াবতীর পুনঃ প্রবেশ।)

জয়া। আহা হা! মরে যাই! হতভাগা বাছাকে ফেলে দিয়ে গেল গা? এমন লক্ষ্মী বৌ কি এখনকার দিনে হয়? কপালটা কেটে গেছে বুঝি? (গায়ে হাত দিয়া ডাকিলেন) বৌ-মা! ও বৌ-মা!

(ভোলানাথের প্রবেশ।)

ভোলা। বৌদিদি! তুমি আবার মণেকে টাকা দিয়েছ?

জয়া। না, ভাই, আমি ত তাকে টাকা দিই নি! আমি বলেছি লোহার সিন্ধুকের চাবি তোমার কাছে।

ভোলা। বেশ করেছ! ছোঁড়া আমাকে তবু একটু ভয় করে। কি করে যে ছোঁড়া শোধ্‌রাবে! (লীলাকে দেখিয়া) এ কি! বৌমা, এমন করে পড়ে কেন? কপাল দিয়ে রক্ত পড়্‌ছে যে!

জয়া। মণে ঠেলে ফেলে দিয়ে গেছে। হারছড়াটা বুঝি নিয়ে গেছে?

ভোলা। ওঃ! এত দূর! আমিও দেখলুম্ বটে, তার হাতে একছড়া হার রয়েছে; জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম, বল্‌লে,"এ তোমাদের বাড়ীর নয়, আমার এক বন্ধুর!" মনে কর্‌লুম, হবেও বা! ওঃ! বড় ঠকিয়ে পালিয়েছে! আচ্ছা, আমিও তাকে জব্দ কোর্ব্বো। এখুনি পুলিশে খবর দিচ্ছি, দাঁড়াও। যেমনকে তেমন! নইলে কিছুতেই শোধরাচ্ছে না!

[ভোলানাথের প্রস্থান।]

লীলা। (উঠিয়া) মা, কাকাকে বারণ করুন্, পুলিশে খবর দিতে বারণ করুন্। আমি হার দিয়েছি; তিনি ত নিজে নেন নি! ওমা! শীগ্‌গির যান, কাকাকে বারণ করুন্। পুলিশে নয় ত তাঁকে ধ'রে নিয়ে যাবে। ওমা, কি হবে?

জয়া। তোমার কোনো ভয় নেই মা, তোমার কাকা ভালই ক'চ্ছেন। ওকে একটু শাসন না ক'র্লে চল্‌ছে না। চল, এখন কাপড় কাচ্‌বে চল, সন্ধ্যে হয়ে এল।

[উভয়ের প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য।

(হেমচন্দ্রের বাটী—লক্ষ্মীজনার্দ্দনের মন্দির। পূজার উপকরণ হস্তে লইয়া হরিদাসের প্রবেশ; অপর দিক্ দিয়া অন্নপূর্ণার প্রবেশ।)

হরি। বৌ-ঠাকরুন্, এখানে এসেছেন্ এই যে! সর্ব্বেশ্বরবাবু একবার আপনার সঙ্গে দেখা ক'র্ত্তে চাইছেন্।

অন্ন। কেন হরিদাস?

হরি। আমাকে সে কথা ত কিছু ব'ল্লেন না। ব'ল্লেন, আপনার কাছে বল্‌বেন্। কোন কাজের কথাই হবে।

অন্ন। কাজের কথা ত বুঝলুম! তা কাজের কথা আমার কাছে কেন? সে ত ওঁকে বল্লেই পার্ত্তেন্।

হরি। আজকাল বাবু যে কোথায় থাকেন্, বাবুর ত দেখাই পাওয়া যায় না। হয় বাড়ীর ভেতর, নয় ত গঙ্গার ধারে ব'সে থাকেন্। সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক! তাঁকে কোন কাজের কথা ব'ল্লে উত্তরই পাওয়া যায় না।

অন্ন। (স্বগত) হা—ভগবন্! যত মনে

করি কাতর হব না, ততই মন ভেঙে পড়ে কেন? (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, তাঁকে আস্‌তে বল। কি কথা আছে বল্‌তে বল।

হরি। তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন; আমি ডেকে দিইগে।

[মন্দির-মধ্যে পূজার দ্রব্যাদি রাখিয়া হরিদাসের প্রস্থান ও সর্ব্বেশ্বরের প্রবেশ।]

অন্ন। আপনি আমাকে কি বল্‌তে চাচ্ছিলেন্?

সর্ব্বে। আজ্ঞে হ্যাঁ, মা! জমীদারী যাওয়া অবধি বাবুর মন এমন হয়েছে, তিনি ত আর কিছুই দেখেন্ না! কোথায় থাকেন্! দরকার হ'লে তাঁকে খুঁজেই পাই না। আমি এত বোঝাই, কিছুতেই তাঁর মন ফেরাতে পার্‌লুম না। তিনি যেন কেমন এক রকম হ'য়ে গেছেন। সে-দিন মণিরায়ের একটা লোক রাস্তায় এত অপমান ক'র্লে, বাবু একটী কথাও কইলেন না। মাথা নীচু ক'রে চলে এলেন। আমার এ-সব সহ্য হয় না।

অন্ন। আমি কি কোর্ব্বো? আমাকে কি কর্ত্তে বলেন্?

সর্ব্বে। মা, আপনি বুদ্ধিমতী, সাধ্বী। আপনি চেষ্টা ক'রে যাতে বাবুর মন পরিবর্ত্তন কর্ত্তে পারেন, তা করুন্। আপনি নিশ্চেষ্ট হয়ে থাক্‌লে চল্‌বে না! আপনার গহনা বিক্রীর টাকায় বেশ ব্যবসা চল্‌ছিল, কিন্তু বাবুর অমনোযোগে সব নষ্ট হ'য়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। আর থাকে না!

অন্ন। আপনি ত রয়েছেন্, আপনি কেন দেখেন্ না?

সর্ব্বে। মা, সিংহের ভার কি শৃগালে বইতে পারে? বাবুর এই রকম ভাব দেখে লোকজন কেউ আমাকে গ্রাহ্য করে না। মহাজনে মাল ধারে দেয় না। কি বল্‌ব মা, যেখানে আমি প্রবল প্রতাপে কাজ করে এসেছি, সেখানে আমি যেন জুজু হ'য়ে আছি! এই বেলা বাবুর মন ফেরাতে না পার্লে সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ হবে

অন্ন। ঈশ্বর যা ক'র্ব্বেন তাই হবে। অদৃষ্ট ছাড়া ত পথ নেই। নইলে এমন হবে কেন?

সর্ব্বে। অদৃষ্ট ব'লে চুপ ক'রে থাক্‌লে চল্‌বে না, মা! চেষ্টা কর্ত্তে হবে। চেষ্টার অসাধ্য জগতে এমন কি কাজ আছে মা? বাবুর যে রকম মনের অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তা'তে আমার ভয় করে।

অন্ন। আমি মেয়ে-মানুষ, আমার উপায় কি? আমি কি কর্ব্বো?

সর্ব্বে। আপনাকে কিছু ক'র্ত্তে হবে না, আপনি কেবল সর্ব্বদা বাবুর কাছে কাছে থাকবেন্, আর তাঁকে বোঝাবেন্। তিনি চির-কাল ঐশ্বর্য্যের কোলে লালিত হয়েছেন, দুঃখ-কষ্টের মুখ কখনও দেখেন্ নি! হঠাৎ একেবারে দারিদ্র্যের কোলে পড়েছেন, সেইজন্যেই মনের এত বিকৃতি ঘটেছে। তাঁকে বুঝিয়ে কাজকর্ম্মের দিকে একটু মন দেওয়াতে পার্লেই সব সেরে যাবে। হ্যাঁ, আর একটা কথা। আমি অনেক ভাল লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করেছি, সকলেই বল্লেন, একটু চেষ্টা কর্লেই আমাদের বিষয় আমরা ফেরত পেতে পারি। আমি এজন্যে প্রাণপণ চেষ্টায় আছি। বাবু একটু মনোযোগ দিলেই, অনায়াসে আবার বিষয়টা ঘরে আসে। বড় জোর ও যে-টাকায় কিনেছে, সেই টাকাটা ওকে দিতে হবে।

অন্ন। ওঁকে এ-কথা বলেছিলেন ?

সর্ব্বে। হ্যাঁ, বলেছিলুম, কিন্তু বাবু বল্লেন, "যা হ'বার হয়ে গেছে, আর আপনার লোককে বিপদে ফেলা কেন ?"

অন্ন। তা ত সত্যি কথা।

সর্ব্বে। বলেন্ কি! যে বিশ্বাসঘাতক এমন সর্ব্বনাশ কর্ত্তে পারে, সে আবার আপনার লোক কি? আত্মীয় ব'লে তার প্রতি আবার মায়া-মমতা কিসের? আমি এর জন্যে প্রাণপণ করেছি। নিমক-হারাম পাজী বেটাকে আমি একবার দেখে নেব। এর জন্য আমাকে নালিশ, মোকদ্দমা, যা কর্ত্তে হয়, আমি সব ক'র্ব্ব। কিছুতে ছাড়্ব না। এমন বদমায়েসকে শাস্তি না দিলে পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। ওঃ! বেটার কথা মনে হলে রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপে। নেমকহারাম ব্যাটা ম্যানেজার হয়েছিলেন, রাজার হালে ছিলেন। শেষে রক্ষককেই ভক্ষণ! বাবু তাই সে-দিন চুপ করে ফিরে এলেন, আমি হলে জুতোর চোটে সেইখানেই ব্যাটার বিষয়-ভোগ করা বার করে দিতুম। আমার বোধ হয়, মণিরায়ও এর ভেতর আছে। সে-দিন যে-ভাবে কথাগুলো কইলে, তাতে স্পষ্টই একথা মনে হ'ল। তা'কেও একবার দেখে নোব।

অন্ন। কেন! মণিরায়ের সঙ্গে ত আমাদের কোনও শত্রুতা নেই! সে কেন এর ভেতর থাকবে ?

সর্ব্বে। শত্রুতা কি বাবুর ভগ্নীপতির সঙ্গেই ছিল, মা? হিংসুটে লোকের হিংসেয় সব করে। এ সংসারে লোকে ভালর ভাল কি দেখ্তে পারে? আচ্ছা, আমিও একবার সবাইকে দেখে নোব। তবে এখন আমি যাই মা! বাবুর যাতে মন পরিবর্ত্তন হয়, আপনি সে-বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা ক'র্ব্বেন্।

[প্রস্থানোদ্যত]

অন্ন। আর একটা কথা।

সর্ব্বে। কি, আজ্ঞা করুন্।

অন্ন। বিষয়-সম্বন্ধে আপনি যা ব'ল্লেন, তা'তে ত অনেক টাকা খরচ হবে। অত টাকা এখন কোথায় ?

সর্ব্বে। সেজন্য আপনি ভাব্বেন না; সে ভার আমার। যত টাকা দরকার হবে, আমি যেমন করে পারি, তা সংগ্রহ কর্ব্বো। তারপরে আমাদের চিরকালের পৈতৃক সম্পত্তি একবার হাতে এলে, আর ভাবনা কি? আমি এখন চল্লুম। আপনাকে যা বল্লুম, আপ্নি তা কর্ব্বেন্। [প্রস্থান]

অন্ন। (নতজানু হইয়া করযোড়ে) হে প্রভু! বিপদ্ভঞ্জন! মধুসূদন! হে অকূলের কাণ্ডারি! কূল দাও নাথ! এ বিপদ্ থেকে উদ্ধার কর, প্রভু! তুমি রাজসভায় দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ করেছিলে, বালক ধ্রুবকে মোক্ষপদ দিয়েছিলে, প্রহ্লাদের বাঞ্ছা পূর্ণ করেছিলে! হরি, তুমি দয়ার সাগর! তোমার করুণার সীমা নেই। আমি অবলা, তোমার মহিমা কি জানি, ঠাকুর! তুমি ভিন্ন অনাথের যে আর কেউ নেই। দয়াময়! দয়া কর। আমার স্বামীকে প্রকৃতিস্থ রাখ; তাঁর বুদ্ধি-জ্ঞান হরণ কোরো না, তাঁর সুমতি থেকে তাঁকে বঞ্চিত কোরো না। বিপদে পড়ে যেন তাঁর বুদ্ধিলোপ না হয়। ঐশ্বর্য্য গেছে —যাক্! ভাগ্যে থাক্লে আবার হবে, কিন্তু আমার স্বামীর দেহ-মনঃ-প্রাণ ভাল থাকে যেন।

[গাহিতে গাহিতে একটী ভিখারীরপ্রবেশ।]

(গান)

হৃদয়-দুয়ার খুলে অনিবার
প্রাণ ভরে তাঁরে ডাক দেখি মন !
সে যে অকূল-কাণ্ডারি, ভব-ভয়হারী
তাপিতের তাপ করে নিবারণ !
এ সুখ-সম্পদ্, সকলি বিপদ্,
চিরদিন এ ত রবে না কখন !

কি ছার আশায়, ফিরিতেছ হায়,
বিষয়ের বিষে হয়ে অচেতন !
জলবিম্ব-প্রায়, মিশে সব যায়,
প্রাণে জাগে শুধু বিষাদ-বেদন।
ঘুচিবে তরাস, মিটিবে পিয়াস,
অভয়-চরণে নাও রে স্মরণ !

(ক্রমশঃ)

"আকাশ পানে চেয়ো"

দিবস-রাতে মাঝে মাঝে
আকাশ পানে চেয়ো, বন্ধু,
আকাশ পানে চেয়ো !
খেলায় কাজে সকাল সাঁঝে
আকাশ পানে চেয়ো, বন্ধু,
আকাশ পানে চেয়ো !
মোহ যখন ফেল্‌বে ঘিরে,
বিপদ্ কুটিল চাইবে ফিরে,
আঁধার যখন নাম্‌বে ধীরে
আকাশ পানে চেয়ো, বন্ধু,
আকাশ পানে চেয়ো !

সুখের দিনে হাসির মাঝে
আকাশ পানে চেয়ো, বন্ধু,
আকাশ পানে চেয়ো।
বাদ্‌লা দিনের ঝঞ্ঝা-ঝড়ে
আকাশ পানে চেয়ো, বন্ধু,
আকাশ পানে চেয়ো !
মৃত্যু যে-দিন আস্‌বে কাছে
দেখ্‌বে আঁধার আগে পাছে,
তবু নীলাকাশে বন্ধু আছে,
তাই আকাশ পানে চেয়ো, বন্ধু,
আকাশ পানে চেয়ো !

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল

হিন্দুর তীর্থ-নিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বারাণসী-ধামে ত্রিলোচনের মন্দির আছে। ইহার তিনটী চক্ষু আছে বলিয়াই ইনি ত্রিলোচন-নামে খ্যাত। প্রবাদ এইরূপ যে, যখন শিব ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, বিষ্ণু তখন তাঁহার পূজার জন্য এক সহস্র বিভিন্ন পুষ্প লইয়া আসিতেন। একদা বিষ্ণু সহস্র পুষ্প লইয়া আসিয়া পূজায় রত হইবেন, এমন সময় তাঁহার মন অন্য স্থানে আকৃষ্ট হইল। শিব সুযোগ বুঝিয়া একটী পুষ্প হরণ করিলেন। এ-দিকে বিষ্ণু একটী পুষ্প কম দেখিয়া বড়ই সংকটে পড়িলেন এবং সংখ্যা পূর্ণ করিবার মানসে স্বীয় চক্ষু উৎপাটিত করিয়া পূজায় দান করিলেন। শিবের কপালে চক্ষুটী রাখিবামাত্র উহা সংলগ্ন হইল। তদবধি তিনি

ত্রিলোচন-নামে খ্যাত হইলেন। অন্য প্রবাদ এই যে, শিব সপ্ত পাতাল পর্য্যটন করিয়া এই স্থানে আসিয়া অবস্থান করিলেন। গৌরী শিবের অনুসন্ধান করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে খুঁজিয়া পান নাই। শিব তৃতীয় চক্ষু দিয়া গৌরীর কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। লোকের বিশ্বাস এই যে, এই মন্দিরের তলে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর ত্রিবেণী-সঙ্গম হইয়াছে। সেইজন্য সরস্বতীশ্বর, যমুনেশ্বর, এবং নির্ব্বুধেশ্বর নামে তিনটী দেবতা এখানে বাস করেন্। মন্দিরের সীমার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত দুইটী দেবতার মূর্ত্তি দেখা যায়, কিন্তু শেষোক্তটী ত্রিলোচনের মন্দিরের কিছু দূরে অবস্থিত। লোকদিগের বিশ্বাস এই যে, ত্রিলোচন-দেবের পূজা করিলে নরক-যন্ত্রণা ভুগিতে হয় না। বৈশাখ-মাসের কোনও এক রাত্রি ও দিবা যদি কেহ জাগরণ করিয়া ত্রিলোচনের পূজা করে, তাহা হইলে সে মুক্ত হইয়া যায়। মন্দিরটী পুণার নাথুবালা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। চত্বরে অনেকগুলি দেবমূর্ত্তি আছে। ইহার দক্ষিণ দিকে যে-সকল দেব-মূর্ত্তি দেখা যায়, তন্মধ্যে একটীর নাম কোটী-লিঙ্গেশ্বর। চত্বরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটী অশ্বত্থ-বৃক্ষের নিম্নে হনুমানের মূর্ত্তি বিরাজিত। ইহার সন্নিকটে গণেশ ও শীতলার মূর্ত্তি দেওয়ালে দৃষ্ট হয়। দক্ষিণে বারনারসী-নামে একটী দেবতা আছেন। ইহাকেই রাজা বনার দান করিয়াছিলেন। গণেশ- ও সূর্য্য-মূর্ত্তি এখানে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ত্রিলোচন-দেবের মন্দিরটী আটটী থামের উপর অবস্থিত। ছাদটী আলেখ্য-দ্বারা ভূষিত। সম্মুখে দুইটী ঘণ্টা ঝুলিতেছে। পূজা-সমাপনান্তে ভক্তগণ ঘণ্টাগুলি বাজাইয়া থাকেন্। মন্দিরের দ্বারের বিপরীত ভাগে একটী শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত ষণ্ড-মূর্ত্তি দেখা যায়। মন্দির-সংলগ্নীভূত প্রাচীরে শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত গণেশ-মূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। বামদিকের দেওয়ালের কুলুঙ্গীতে শিখগুরু নানক-সার মূর্ত্তি স্থাপিত। দক্ষিণ দিকের কুলুঙ্গীতে নারায়ণ এবং লক্ষ্মীর কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি অবস্থিত।

পাপীদিগের যে কিরূপ শাস্তি, তাহার একটি চিত্রও এখানে দেখা যায়। সম্মুখে মৃত্যুরূপী নদী অবস্থিত। জীবগণ ইহা পার হইয়া অপর পারে যাইতে চেষ্টা করিতেছে। কেহ কেহ বা একলা পড়িয়া নদী-তরঙ্গে বিধ্বস্ত হইতেছে; কেহ কেহ বা গো-পুচ্ছ ধারণ করিয়া বৈতরণী পার হইতেছে। কোনও স্থানে পাপীদিগকে তৈল-কটাহে নিক্ষেপ করা হইতেছে। কাহাকেও বা লগুড়াঘাতে শাসিত করা হইতেছে। কামুক-কামুকীগণ তপ্ত লৌহে আবদ্ধ হইয়া অনন্ত জ্বলনে জ্বলিতেছে।

এই স্থান ত্যাগ করিয়া ত্রিলোচন-ঘাটের দিকে অগ্রসর হইলে, দুইটী পথের কোণে একটী সুন্দর মন্দির দৃষ্ট হয়। ইহা কানুসাহু-দ্বারা নির্ম্মিত। ত্রিলোচন-মন্দিরের সন্নিকটে অনেক দেবতার স্থান আছে। এখানে একটী দেবীর নাম উমা। কেনেষিৎ উপনিষদে উমার এরূপ বর্ণনা আছে যে, অসুরবিজয়ে ইন্দ্রাগ্নি-পবনাদি দেবতাগণ আত্মার স্বরূপ না জানিয়া অসুরবধে আপনাদিগের ক্ষমতা মানিয়া মহাগর্ব্বী হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সেই অসদভিমানাপনয়ন-হেতু এবং আপ-নার স্বরূপলক্ষণ-বোধন-জন্য দেবাদির সম্মুখে

বিস্মাপনীয়রূপে ব্রহ্ম অবতীর্ণ হন্। ইন্দ্রাদি-দেবগণ কিন্তু ইন্দ্রিয়গোচরে প্রাদুর্ভূত ব্রহ্মকে জানিতে পারেন নাই। অনন্তর ব্রহ্মের তিরোধান-সময়ে ইন্দ্রাদি চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এ অদ্ভুত পুরুষ কে? যখন অগ্নি প্রভৃতি দেবতারা পরাভূত হইলেন, তখন ইনি পরমপূজ্য পুরুষ হইবেন, এই অভিধ্যান করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে হৈমবতী উমা-নাম্নী পরা-বিদ্যা প্রাদুর্ভূতা হন্। তাঁহাকে ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন, "মাতঃ! উমে! এই যক্ষপুরুষ কে, যিনি দর্শন দিয়া অন্তর্হিত হইলেন?" তখন সেই ব্রহ্ম-বিদ্যা উমা কহিলেন, "ইনি ব্রহ্ম। অসুর-সংগ্রামে তোমরা ঈশ্বর-কর্তৃক জয়লাভ করিয়াছ। ঈশ্বরেরই এই বিজয়। তোমরা নিমিত্তমাত্র। ঈশ্বর ভিন্ন কাহারও কোন ক্ষমতা নাই। তোমরা যে বল, 'আমরা জয় করিয়াছি', সে শুদ্ধ অভিমানের কার্য্য। অতএব মিথ্যাভিমান ত্যাগ কর।" এই উমা-বাক্যে দেবতারা ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন। উমাই প্রণবরূপা! উ ম অ এই অক্ষরত্রয়-সম্বলিত হইয়া উমা হইয়াছে।

ত্রিলোচনঘাট পিলপিল-তীর্থ নামে খ্যাত। এখানে গঙ্গা-স্নান করিয়া তীর্থকামিগণ পঞ্চগঙ্গা-ঘাটে গমন করে ও তথায় যাইয়া পুনরায় স্নান করে; পরে মণিকর্ণিকা-কূপে যাইয়া কূপোদকে অবগাহন করে। পিলপিল-ঘাটের অনতিদূরে গাই-ঘাট অবস্থিত।

সন্নিকটে যে দুইটী মন্দির দেখা যায়, তন্মধ্যে একটী নির্বুদেশ্বরের ও অন্যটী আদি মহাদেবের। দুইটী মন্দিরই কারুকার্য্য-হীন। আদি-মহাদেবের মন্দিরে ব্যাস-গদি আছে। ব্রাহ্মণ এই গদিতে উপবিষ্ট হইয়া কথকতা করেন। দ্বারের সমক্ষে একটি অশ্বত্থবৃক্ষ আছে এবং তথায় যে চত্বর দেখা যায় তদুপরি পার্ব্বতীশ্বরীর প্রস্তরমূর্ত্তি বিরাজমানা। এখানে আরও অনেক দেবতা আছেন। উক্ত অশ্বত্থবৃক্ষের পশ্চাতে গণেশের মন্দির অবস্থিত।

* * *

গঙ্গাতটে যে-সকল তীর্থস্থান অবস্থিত, তন্মধ্যে পঞ্চগঙ্গাঘাট একটি। হিন্দুদিগের বিশ্বাস যে, এখানে পাঁচটী নদী সম্মিলিত হইয়াছে; যথা ধূতপাপা, জরনানন্দ, কিরণ-নদী, স্বরস্বতী এবং গঙ্গা। প্রবাদ এইরূপ যে, ধৌতপাপা-নাম্নী একটী কুমারী ধর্ম্মনামক স্বীয় স্বামীকে উপহাসচ্ছলে শাপ দিয়া ধর্ম্মনদ-নামক নদীতে পরিণত করেন। স্বামীও প্রতিহিংসা লইবার মানসে তাহাকে পর্ব্বতে পরিণত করেন। কুমারীর পিতা বেদাসুর দয়াপরবশ কন্যাকে চন্দ্রকান্ত-প্রস্তরে পরিণত করেন্। তৃতীয় স্রোতস্বতী কিরণ-নদী সূর্য্যের ঘর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়। সূর্য্যদেব যখন মঙ্গল-গৌরীর আরাধনায় রত থাকেন্, তখন তাঁহার ঘর্ম্ম হইতে থাকে। সেই ঘর্ম্মই কিরণ-নদীর জনক। এখানকার সংলগ্নীভূত ঘাটে মঙ্গলগৌরীর মূর্ত্তি আছে। উক্ত তিনটী ও গঙ্গা এবং সরস্বতী একত্রে পঞ্চনদরূপে বিখ্যাত। কেবলমাত্র গঙ্গাই চক্ষের গোচরীভূত ও অন্যগুলি দৃষ্টির বহির্ভূত।

পঞ্চগঙ্গা ঘাটের সিঁড়ি চড়িয়া লক্ষ্মণবালা-ঘাটে যাইতে পারা যায়। এখানে লক্ষ্মণবালা-নামে একটি মন্দির আছে। দেওয়ালগুলি ছবি-দ্বারা পরিশোভিত। ছবির মধ্যে বৃক্ষের

ছবিই অধিক। অন্যান্য ছবি নাই, এ-কথা বলিতে পারা যায় না। এই ছবিগুলির মধ্যে দশ-মহাবিদ্যারও ছবি আছে। হিন্দুরা ব্রহ্মকে যেমন পুরুষ মানেন, তেমনই স্ত্রীও মানেন। তিনি বালকও বটেন্ এবং যুবাও বটেন। তাই শ্রুতিতে আছে—পুমাং স্বং স্ত্রী ত্বং উতত্বং বালো যুবা বৃদ্ধস্বং দণ্ডো দণ্ডেন জীর্যতি। এই দশমহাবিদ্যা বিষ্ণুর দশাবতারের রূপান্তর-মাত্র। যথা ঃ—

কৃষ্ণস্তু কালিকা সাক্ষাৎ বরাহশ্চৈব তারিণী।
সুন্দরী জামদগ্ন্যস্তু বামনো ভুবনেশ্বরী।
ছিন্নমস্তা নৃসিংহস্তু বলভদ্রস্তু ভৈরবী।
কমঠো বগলাদেবী মীনো ধুমাবতী তথা।
বুদ্ধোমতঙ্গী বিজ্ঞেয়া কল্কিস্তু কমলাত্মিকা।
এতে দশাবতারাস্তু দশ বিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

যিনি কৃষ্ণ তিনিই কালিকা। এই কৃষ্ণ-নামোল্লেখে রামমূর্ত্তি। বরাহরূপ তারা, ষোড়শী পরশুরাম। ভুবনেশ্বরী বামনরূপ। বলরাম-মূর্ত্তি ভৈরবী। ছিন্নমস্তা নৃসিংহ, কূর্ম্মরূপ বগলা, ধূমাবতী মীন, বুদ্ধরূপ মাতঙ্গী, এবং কল্কিরূপ কমলাত্মিকা। এই দশাবতার দশ মহাবিদ্যা বলিয়া প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে।

উক্ত লক্ষণবালা-মন্দিরে, তীর্থকামিগণ মালা জপ করেন। এখানে গান-বাজনাও হইয়া থাকে। যেখানে বাদকগণ উপবেশন করে, তাহার কোণে তিনটী মূর্ত্তি আছে। মধ্যে যে মূর্ত্তি অবস্থিত, তাঁহার পরিধানে নীল বসন, মস্তকে নীল পাগড়ী ও গলায় ফুলহার। ইহার বামদিকে একটি গিল্‌টি করা চক্র দেওয়ালে গাঁথা আছে। তাহাতে নাক, চক্ষু, গাল, মুখ এবং জ্যোতির্ম্মণ্ডল দৃষ্ট হয়। ইহাই সূর্য্য-দেবের মূর্ত্তি। ইহার দক্ষিণ দিকে চন্দ্রের মূর্ত্তি। ইহাদিগের সামান্য দূরে একটি দীপ জ্বলিতে থাকে।

পঞ্চগঙ্গাঘাটের সিঁড়ি চড়িয়া ঔরঙ্গজেব-নির্ম্মিত মস্‌জিদে যাওয়া যায়। ইহাই 'মধুদাসকা দেওড়া' নামে খ্যাত। মসজিদটী খুবই পাকা।—দেখিলেই বোধ হয় যেন নূতন তৈয়ার হইয়াছে। কত শতাব্দী এই মস্‌জিদের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তথাপি ইহা নবীনত্ব হারায় নাই। মস্‌জিদটীতে কেবলমাত্র শুক্রবারে লোকজন সমবেত হইয়া নমাজ পড়ে। ইহার তত্ত্বাবধানের জন্য একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। ইহারই আয়ে মস্‌জিদের খরচার সরবরাহ চলিয়া থাকে। একজন মুল্লা এই মস্‌জিদের মালিক।

বারাণসী-ধামের উত্তর দিকে কামেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। ইহাই পুরাতন মন্দির। ইহা খুব যে পুরাতন, তাহা নহে ; তবে আধুনিকও নহে। এখানে অনেক দেবতাই আছেন। চতুরস্রের মন্দিরগুলি লাল রঙ্গে রঞ্জিত। এখানকার প্রধান মন্দিরটি কামনাথ বা কামেশ্বরের। ইনিই কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। অন্য মন্দিরে রাম সীতা, লক্ষ্মী এবং সূর্য্যের মূর্ত্তি আছে। এখানে ১০।১২টি মন্দির অবস্থিত।

ইহার উত্তর দিকে একটি অশ্বত্থবৃক্ষ-তলে অনেকগুলি দেবতা আছেন। তন্মধ্যে একটি নরসিংহ-মূর্ত্তি। হিরণ্যকশিপুকে বধ করিবার জন্য একটি স্তম্ভ হইতে ইনি নরসিংহাকারে আবির্ভূত হন্। ইহার ক্রোড়ে হিরণ্যকশিপু অবস্থিত। এখানে মৎস্যোদরীর মূর্ত্তিও দেখা যায়। ইনি ময়ূরাসনা। এখানে দুর্ব্বাসা ঋষিরও মূর্ত্তি অবস্থিত।

কামনানাথের মন্দির-সংলগ্ন একটী ঝিল (পুষ্করিণী) ছিল। তাহা মৎস্যোদরী-তীর্থ-নামে আখ্যাত হইত। পুষ্করিণীটী এখন বুজাইয়া ফেলা হইয়াছে। সুতরাং, কামনা-নাথের মন্দিরে তীর্থকামীদিগের ভীড়ও কমিয়া গিয়াছে।

অওসানাগঞ্জ মহল্লার ঈশ্বরনাদী শড়কে যজ্ঞেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। ইনি শিবলিঙ্গ। মন্দিরটীতে বারাণসীর মহারাজ হইতে দীন-হীন ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই আসিয়া থাকেন। মন্দিরের দ্বারের সম্মুখে একটী ষাঁড় উপবিষ্ট দেখা যায়। ষাঁড়টী নন্দী-নামে খ্যাত। বিগ্রহটী কৃষ্ণপ্রস্তরের। উচ্চতায় ইহা ৬ ফিট এবং ব্যাসে ১২ ফিট। প্রবাদ এইরূপ যে, যখন দেবগণ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তখন যজ্ঞ-কুণ্ড হইতে শিব প্রস্তরাকারে আবির্ভূত হন। ইহার উপরে একটি সরা অবস্থিত। গ্রীষ্মকালে ইহাকে ঝাড়া দেওয়া হয়।

অওসাতগঞ্জ-মহল্লার লাগাও কাশীপুর মহল্লা অবস্থিত। এখানে দুইটী ঘরবিশিষ্ট একটী মন্দির আছে। একটী ঘরের কুলুঙ্গিতে কাশীদেবী অবস্থিত। তীর্থকামিগণ অন্যান্য মন্দির দেখিয়া এখানে একবার আসিবেই আসিবে। এখান হইতে কিছু দূরেই ঘণ্টাকর্ণ-তালাও নামে একটি পুষ্করিণী আছে। ঘণ্টাকর্ণ নামে এক পিশাচ ছিল, তাঁহারই নামে এই পুষ্করিণীর নামকরণ হইয়াছে।

কতকগুলি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া নিম্নে অবতরণ করিলে একটী চতুরস্রে যাওয়া যায়। জলে অবতরণ করিতে হইলে সিঁড়িই সম্বল। চতুরস্রের দক্ষিণদিকে তিনটী মন্দির আছে। তন্মধ্যে মধ্যস্থিত মন্দিরটী ব্যাসদেবের। ইহা ব্যাসেশ্বর-নামে খ্যাত। দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে বেদব্যাস উপবিষ্ট আছেন। ইঁহার গলে ফুলহার। রামনগরে বেনারসের মহারাজও ইঁহার নামে একটি মন্দির স্থাপনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা শিবের সহিত সম্বন্ধীভূত বলিয়া ব্যাসের পূজা শিব-পূজাতেই সম্পন্ন হয়। কর্ণঘণ্টা-তালাওয়ে সেটী হয় না। এখানে ব্যাসের স্বীয় মূর্ত্তি আছে। শ্রাবণ-মাসে হিন্দুগণ, বিশেষতঃ রমণীগণ, এই পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া অশ্বত্থ, কদম্ব ও বটবৃক্ষের পূজা করেন্।

আমরা এখানে বেদব্যাস-সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। যাঁহার অসামান্য প্রতিভা-বলে হিন্দুজাতি অদ্য জগৎপূজ্য আসন গ্রহণ করিয়াছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে কিছু না বলিলে ত্রুটি রহিয়া যাইবে। বেদব্যাসের আখ্যায়িকা এইরূপ :—দাসকন্যা সত্যবতীর গর্ভে শান্তনুর বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ নামে দুই পুত্র জন্মে। চিত্রাঙ্গদ যুদ্ধে যক্ষ-হস্তে হত হন। বিচিত্রবীর্য্য অত্যন্ত-রমণাসক্তি-প্রযুক্ত যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইয়া অল্পকালেই মৃত হইয়াছিলেন। উক্ত দাসকন্যা সত্য-বতীর অনূঢ়া-কালে মহামুনি পরাশর-কর্ত্তৃক দ্বৈপায়নের উৎপত্তি হয়। ইনি অত্যন্ত ক্ষমতাবান্ ও অতিশয় পণ্ডিত ছিলেন। লোকে ইঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার মনে করিতেন্। বদরিকাশ্রমে বাস করাতে ইঁহার অপর এক নাম বাদরায়ণ। ইনি বেদকে চারি খণ্ডে বিভাগ করাতে "বেদব্যাস"-সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ যজুর্বেদ ও সামবেদ হইতে বর্গ-বিভাগক্রমে মন্ত্ররাশি উদ্ধৃত করিয়া ইনি চারি সংহিতা করেন্। পরে বেদব্যাস আপনার চারি

শিষ্যকে আত্মসমীপে আহ্বান করিয়া সেই সকল বেদ-সংহিতার এক এক সংহিতা এক এক শিষ্যকে প্রদান করেন্। তিনি স্বশিষ্য পৈল-ঋষিকে ঋগ্‌বেদ-সংহিতা বলেন; আর বৈশম্পায়ন-নামক শিষ্যকে যজুর্ব্বেদ বলেন; জৈমিনিকে সামবেদ ও ছন্দোগ-সংহিতা বলেন এবং আঙ্গিরসীশ্রুতি-সমন্বিত অথর্ব্ববেদ সুমন্ত-নামক শিষ্যকে বলেন।

ব্যাস-শিষ্য পৈলাদি ঋষিগণের দ্বারা ঐ বেদ-চতুষ্টয় চারিভাগে পুনর্বিভক্ত হয়। যথা মন্ত্র, যজ্ঞ, উদ্গাত্র ও স্তোম। মন্ত্রময় ঋগ্বেদ, যজ্ঞময় যজুর্ব্বেদ, উদ্গাত্র সাম এবং স্তোম অথর্ব্ববেদ। এই চারিভাগের প্রণেতা পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্ত্র। ইহাদিগের শিষ্য-প্রশিষ্য-দ্বারা অনন্ত শাখায় বেদ বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম, ঋগ্বেদ-শাখা—ইন্দ্রপ্রমতি, বাস্কল, আশ্বলায়ন, অগ্নিমিত্র, মাণ্ডুকেয়, মণ্ডু, মাণ্ডুক্য, সৌভরি, সাকল্য, যাজ্ঞবল্ক্য, বাৎস্য, মুদ্গল, শালীয় গোখল, ও শিশির। অপর, জাতুকর্ণ। ঐ জাতুকর্ণ সমগ্র বেদের প্রথম নিরুক্তকার হন। পরে তাঁহার শিষ্য যাস্ক, শাকপুণি, উর্ণনাভ প্রভৃতি অনেক ভাষ্যকার হইয়াছিলেন। বলাক, পৈল, জাবাল, বিরজ, বাস্কলি, বালিখিল্য কাশরি, মণ্ডল ব্রাহ্মণ ও ঐতরেয় প্রভৃতি তিনশত পঞ্চশৎ শাখায় ঋগ্‌বেদ বিভক্ত হয়।

যজুর্ব্বেদের প্রণেতা বৈশম্পায়ন। ইহার শিষ্যপ্রশিষ্য-দ্বারা যজুর্ব্বেদ দুই ভাগে বিভক্ত হয়; যথা শুক্ল-যজুঃ ও কৃষ্ণ-যজুঃ। ইহার শাখা—তৈত্তিরীয়, বাজসনেয়, কঠ, কাঠক, হিরণ্যকেশীয়, কাণ্ব, মাধ্যন্দিন, শ্বেতাশ্বতর, কালাগ্নিরুদ্র, গায়ত্রী প্রভৃতি একশত পঞ্চদশ।

সামবেদ-প্রণেতা জৈমিনি, তাঁহার পুত্র কৌথুম, ও ইন্দ্রপ্রমিতি। ইহাদিগের প্রণীত এই দুই শাখা। এগুলিও শিষ্যপ্রশিষ্যদ্বারা অনেক শাখায় বিভক্ত হয়। হিরণ্যনাভ, কৌশল্য, পৌষ্পঞ্জি—এই তিন শাখা আবন্ত্য ব্রাহ্মণেরা গ্রহণ করে। ঐ পৌষ্পঞ্জি ও আবন্ত্য ব্রাহ্মণদিগের শিষ্যানুশিষ্যের চতুর্ব্বিংশতি শাখা। তন্মধ্যে হিরণ্যনাভাদিও কেনেষিতাদি শত শত লোক, অর্থাৎ লোলাক্ষি, লাঙ্গল, কুল্য, কুলিশ, কুক্ষি, শাখা বিভক্ত করেন।

অথর্ব্ববেদ-প্রণেতা সুমন্ত্র তৎকৃত অথর্ব্ব-বেদ দুই ভাগে বিভক্ত করেন; যথা শান্তিকল্প, ও নক্ষত্রকল্প। শান্তিকল্পে ষট্‌কর্ম্মলক্ষণ, নক্ষত্র-কল্পে জ্যোতিঃশাস্ত্র-বিচার। তাহাতে ভূগোল ও খগোল প্রভৃতি অনেক বিষয়ের উপদেশ আছে। রাজনীতিক, বৈষয়িক কর্ম্মের উপদেশ, পদার্থতত্ত্ব, শিল্পকার্য্য, বাণিজ্য প্রভৃতি অনেকা-নেক সাংসারিক বিষয়ে উপদেশও আছে। তদ্ব্যতীত পারমার্থিক বিষয়েরও অনেক প্রকার উপদেশের জন্য তৎশিষ্যানুশিষ্যেরা শাখা। ভেদ করেন; যথা প্রশ্ন, নারায়ণ, মহ, বানস্পত্য কৌশিতকী, শতপথ, গোপথ, অথর্ব্বশিখ, অথর্ব্বশিখরা, গর্ভ ক্ষুরিক, আত্মবোধ, কৈবল্যাদি এবং শৌন্বায়নি, ব্রহ্মবলি, মোদোষ পিপ্পলায়ন, বেদদর্শক, কুমুদ, শুনক, জাজলি, বভ্রু, আঙ্গিরস, সৈন্ধবায়ন, সাবর্ণি প্রভৃতি কৃত বেদশাখা পঞ্চশত ভাগে বিভক্ত হয়। কেবল কশ্যপমুনি নক্ষত্রকল্প, আঙ্গিরাসাদিরা শান্তি-কল্পীয় বেদাচার্য্য হন।

অপর এই চারিবেদের মুখ্য শাখাকে উপবেদ বলিয়া ধৃত করিলেন যথা ঋগ্বেদের

অন্তর হইতে আয়ুর্ব্বেদ, যজুর্ব্বেদের অন্তর হইতে ধনুর্ব্বেদ, সামবেদের অন্তর হইতে গান্ধর্ব্ববেদ, এবং অথর্ব্ববেদের অন্তর হইতে জ্যোতির্ব্বেদ ও শিল্পোপদেশ বাহির হইয়াছে।

বেদাঙ্গ-শাস্ত্রও বেদ হইতে নির্গত হয়। শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ ও ব্যাকরণ বেদের ছয়টী অঙ্গ। বেদান্ত-শাস্ত্রও বেদাঙ্গত্বে ধৃত ; যথা উপনিষৎ, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ-সমষ্টি ও ব্রহ্ম-প্রশংসা।

অপর ব্রাহ্মণ-ভাগের অন্তর্গত পুরাণ, কাব্য ও ইতিহাস। এই সকল বৈদিক প্রস্তাবকে পঞ্চম বেদ বলে। অল্পবুদ্ধি জনের বেদার্থ-বোধের নিমিত্ত ভগবান্ বাদরায়ণ বিভাগানুক্রমে শ্লোক করিয়া ইতিহাস-পুরাণাদি রচনা করিয়াছেন। ইহার গ্রাহক ত্রয্যারুণি, কশ্যপ, অকৃতব্রণ, শিংশপায়ন, হারীত ইত্যাদি। এই কয়েক জনের মধ্যে কাব্য-গ্রাহক বাল্মীকি, ইতিহাস-গ্রাহক বৈশম্পায়ন।

পুরাতন-কথাপ্রসঙ্গকে পুরাণ কহে। পুরাণের লক্ষণ ষট্‌সংবাদ। ইতিহাস কাব্যের এক সংবাদমাত্র। পঞ্চলক্ষণ ও দশ-লক্ষণাক্রান্ত মহাস্বল্লাখ্যায় পুরাণ দ্বিবিধ অর্থাৎ মহাপুরাণ ও উপপুরাণ। সৃষ্টি, প্রতিসৃষ্টি, বৃত্তি, রক্ষা, , মন্বাদিরাজবংশ ও বংশানুচরিত-উপপুরাণের এই পঞ্চ লক্ষণ।

মহাপুরাণের লক্ষণ :—সৃষ্টি, প্রতিসৃষ্টি, সংস্থা, পোষণ, উচিত, মন্বন্তর, বংশানুচরিত, ভগবৎ-প্রসঙ্গ, মুক্তি ও আশ্রয় ইত্যাদি। সৃষ্টির লক্ষণ এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে :—অব্যাকৃত পরমাত্মা হইতে প্রথমতঃ মহতত্ব ও অহংতত্ত্বাদি সূক্ষ্মরূপ মহাভূতাদির বৃত্তির, সূক্ষ্মেন্দ্রিয় বৃত্তির উৎপত্তি হয়। ইহার নাম সৃষ্টি (১)। তাহা হইতে স্থূল-ভূতাদির যে উৎপত্তি হয়, তাহাকে বিসর্গ বলে। যেমন আদিবীজ হইতে পুনঃ বীজোৎপত্তি হয়, তদ্বৎ ঈশ্বরানুগৃহীত মহদাদির পূর্ব্বকর্ম্ম বাসনার প্রধানরূপ সমাহার অর্থাৎ কারণ হইতে কার্য্যরূপ চরাচর প্রাণিমাত্রের উৎপত্তিকে প্রতিসৃষ্টি বলে (২)। অপর উৎপন্ন জীবের বৃত্তি অর্থাৎ জীবিকা-নির্দ্দেশ-করণকে বৃত্তি বলিয়া বেদে উক্ত করিয়াছেন। (৩)। দেব, তির্য্যক ও নরাদিরূপে অবতার হইয়া ভগবান্ এই বিশ্বের শান্তিবিধান করেন, সেই শান্তিবিধানের নাম রক্ষা (৪)। স্বায়ম্ভুবাদি অতীত ষট্‌মন্বন্তর ও বর্ত্তমান বৈবস্বৎ এবং অনাগত সপ্ত, এই চতুর্দ্দশ কাল বর্ণনার নাম মন্বন্তর (৫)। অনন্তর তত্তৎ মন্বাদির ক্রমান্বয়ে বংশ-বিস্তার-কথনকে বংশ বলে (৬)। এতদর্থে ঈশ্বরানুচরিত-বর্ণন করার নাম বংশানুচরিত (৭)। এই বিশ্বের চতুর্ব্বিপ্রলয়কে অর্থাৎ নিত্য, নৈমিত্তিক প্রাকৃতিক ও মহাপ্রলয়াদি চারি প্রকার প্রলয়কে নিধো বলে (৮)। সালোক্য, সাষ্টী, সামীপ্য ও স্বারূপ্যাদি চতুষ্টয়াদিকে মুক্তি বলে (৯)। নিরতিশয় পরমাত্মাতে সমাশ্রিত হইয়া সর্ব্বসংসার-বন্ধের পরিমোচন এবং ব্রহ্মভূত জীবের পরব্রহ্মে লয়াবস্থার নাম আশ্রয়।

অনন্তর মহাপুরাণ ও উপপুরাণের সংজ্ঞা-ভেদে নাম হইয়াছে। ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, লিঙ্গ, গরুড়, নারদীয়, ভাগবত, অগ্নি, স্কন্দ, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, বামন, বরাহ, মৎস্য, কূর্ম্ম ও ব্রহ্মাণ্ড, এই অষ্টাদশ মহাপুরাণ।

উপপুরাণের সংজ্ঞা যথা—আদি, বৃহদ্ধর্ম্ম,

ধর্ম্ম, কালিকা, নৃসিংহ, নারদীয়, নন্দিকেশ্বর, বৃহন্নন্দিকেশ্বর, কল্কি, দেবী, মহাভাগবত, আশ্চর্য্য, বৃহৎকূর্ম্ম, বৃহন্নৃসিংহ, বিশ্ব, পরাশর, বৃহৎশিব, বৃহল্লিঙ্গ ইত্যাদি অষ্টাদশ উপপুরাণ। ইতিহাস মহাভারত। কাব্য বাল্মীকির রামায়ণ। ইহার গ্রাহক ভরদ্বাজ ঋষি।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, বেদব্যাস ছিলেন বলিয়া ও তাঁহার শিষ্যকৃত পুস্তকাদি আছে বলিয়াই ভারত আজি সভ্য-সমাজে গণ্য; নতুবা আজ ভারতবাসীর গণনা অসভ্য দিগের সহিত হইত। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

আকাঙ্ক্ষা।

ঝর্‌ণাটী ওই ক্ষুদ্র বলে মিশ্‌তে ছুটে অতল জলে,
গন্ধবিহীন ফুল্‌টী সেও ফুট্‌তে যে চায় গোলাপ দলে!
ক্ষুদ্র কুমুদ যশের তরে ধায় গো চাঁদের কিরণ আশে,
বল্লরীও বৃহৎ হ'তে বৃক্ষে জড়ায় বাহুর পাশে!
ক্ষুদ্র ছুটে মহৎ হ'তে, মহৎ আরও উচ্চে ধায়,
উচ্চ হ'তে উচ্চে শেষে মিশ্‌তে তাঁরই চরণ-ছায়!
সব যে হেথা আপনহারা, যশের আশে অন্ধ যে,
ক্ষুদ্র হ'তে চায় না যে কেউ, সবাই সমান স্বাধীন যে!
মহৎ হ'তে মহৎ যে জন, দীনের হ'তে দীন যে সেই,
ক্ষুদ্র সবাই বৃহৎ হ'লে, গরব যে তা'র কোথাও নেই!

"কেন"—

জীবন আমার শূন্য এমন
মরুর মতন কেন?
—তুমি নাই, তুমি নাই, তুমি নাই, প্রিয়,
তাইতো এমনতর!
ফুল ফোটে না, ফল ধরে না,
গজায় নাকো শাখা,—
তুমি নাই, তুমি নাই, তুমি নাই, প্রিয়,
তাইতো এমনতর!
কেন পরাণ-পাখী আমার গাহে না গো গান?
নিঃশ্বসিয়া সদাই যেন তোলে বিলাপ-তান!
ধরণীর এই ছন্দে কেন বাজে না মোর প্রাণ।
তুমি নাই, তুমি নাই, তুমি নাই, প্রিয়,
তাইতো এমনতর!
হৃদয়-আকাশ সদাই যেন বিষাদ-মেঘে ঢাকা,
পৌর্ণমাসী রাতে তবু ফোটে না চাঁদ রাকা!
কেন সকল গীতি আমার নয়নজলে মাখা!
তুমি নাই, তুমি নাই, তুমি নাই, প্রিয়,
তাইতো এমনতর!
তোমায় যে-দিন পাব বুকের মাঝারে
হাহাকার মোর মিল্‌বে গীতি-ঝঙ্কারে
কাঁপ্‌বে আমার দেহ-বীণা, সুর পাবে না তারে,
ভেসে যাব প্রেমের অকূল পাথারে॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শৃঙ্গভঙ্গ।—পশুরা গুতাগুতি করিয়া প্রায়ই শিং ভাঙ্গে। শিংয়ের অভ্যন্তর ভাগ নষ্ট না হইলে, তাহার প্রতিকার হইতে পারে। শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া দ্বিখণ্ড হইয়া যাইলেও অনেক সময় নূতন শিং উঠিতে দেখা গিয়াছে। শিং ভাঙ্গিলেই বন্ধন করা অতিশয় কর্ত্তব্য। একখানা কাপড় শৃঙ্গের চতুষ্পার্শ্বে ঢিলা করিয়া বন্ধন-পূর্ব্বক নিম-তৈল-দ্বারা তাহা আর্দ্র করিয়া দিবে।

জ্বর।—প্রসবান্তর কখনও কখনও গাভীদিগের অত্যন্ত জ্বর হয়। অভ্যন্তরে বস্তুনিচয় পচিয়া যাইলে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। এরূপ স্থলে প্রসবের একসপ্তাহের মধ্যে জরায়ুর স্ফীতি হইয়া থাকে। রোগের বৃদ্ধির সহিত শারীরিক উত্তাপের হ্রাস হয়, ঘন ঘন শ্বাস পড়িতে থাকে এবং গাভীর পশ্চাদ্দিকের পদ খঞ্জ হইয়া যায়। পৃষ্ঠে ভর দিলে গাভী বক্র হইয়া পড়ে। রোগটী ভয়ানক স্পর্শাক্রামক। গাভী অপেক্ষা মহিষদিগেরই এই রোগ অধিক হয়। এ রোগের ঔষধ-ব্যবস্থা করিতে হইলে, নিঃসৃত পদার্থগুলিকে ঔষধ-দ্বারা দোষশূন্য করিবে। কাবলিক এসিড জলে মিশ্রিত করিয়া পিচকারী করিতে হইবে। যে-সকল ক্ষততে ঔষধ লাগাইবার সুবিধা আছে তাহাতে গ্লিসিরিণ এবং কার্ব্বলিক এসিড মিশ্রিত করিয়া লাগাইবে। পথ্য মণ্ড, কিন্তু তাহাও হালকা হওয়া চাই। যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে এরূপ আহার দিবে।

চক্ষে বাহ্য বস্তুর পতন।—চরিবার সময় পশুদিগের চক্ষে অনেক বস্তু পতিত হয়, অথবা চক্ষে আঘাত লাগিয়া চক্ষুপ্রদাহের সৃষ্টি হয়। চক্ষু উঠিলে চক্ষুর পাতা স্থূল হওয়ায় চক্ষু বুজিয়া যায়, তাহা হইতে জল কাটিতে থাকে এবং আলোক সহ্য হয় না। এরূপ স্থলে চক্ষে ফোমেণ্ট দিবে এবং sub-acetate of lead (সফেদা) দ্বারা চক্ষু ধৌত করিয়া দিবে। চক্ষে যাহাতে আলোক না লাগিতে পারে, তাহা করা কর্ত্তব্য। চক্ষু অল্প পরিমাণে আক্রান্ত হইলে, জলে লবণ মিশ্রিত করিয়া সেই জলদ্বারা চক্ষু ধৌত করিয়া দিলেই যথেষ্ঠ হইবে; অধিক পরিমাণে আক্রান্ত হইলে Calomel দেওয়াই শ্রেয়ঃ।

রক্তপ্রস্রাব।—রক্তপ্রস্রাব হইলে কোমরে শীতল জলের পটি দিবে এবং sulphuric acid দ্বারা রক্ত রোধ করিবে। সামান্য সামান্য পরিমাণে গ্লিসিরিণ অথবা মসিনার তৈল খাইতে দিবে। যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে এরূপ পথ্য দেওয়া উচিত।

শূলবেদনা।—গাভী অপেক্ষা ষাঁড়ের শূলবেদনা অধিক হয়। বেদনা উঠিলে ষাঁড়টী পদ-দ্বারা পেট পিটিতে থাকে, কখনও উত্থান কখনও উপবেশন করে, অত্যন্ত চঞ্চল হয় এবং ঘন ঘন প্রস্রাব করিতে থাকে। হঠাৎ আহারের পরিবর্ত্তন, আহারের পর শীতল জল-পান, অতিভোজন অথবা পচা জাব ভক্ষণ ইত্যাদি শূলবেদনার কারণ। এই রোগে এক বোতল দেশী মদ্য পশুটীকে খাওয়াইলে এবং তেজস্কর জুলাপ দিলে বেদনার উপশম হয়।

উদরাময়।—উদরাময়ে পশুগুলির জলের ন্যায় দাস্ত হয়। এই সময়ে তাহারা অল্পাহারী হয় অথবা তাহাদিগের ক্ষুধা আদৌ থাকে না। তাহারা জাবরও কাটে না। চরাই খারাপ হইলে, রেড়ির পাতা খাইলে অথবা সহসা আহারের পরিবর্ত্তন করিলে এই রোগ জন্মে। মহিষশিশুর পেটে পোকা হইলে উদরাময়ের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই রোগে দাস্তকর আহার, সামান্য জল, কটিলা এবং যবের ছাতু দুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে উপকার দর্শে। অথবা খড়ি ১ আউন্স (অর্দ্ধছটাক), খয়ের এক আউন্স (অর্দ্ধছটাক), অহিফেন ৪ ড্রাম (১৬ মাসা) এবং গঁদ ১ আউন্স (অর্দ্ধছটাক) একত্র করিয়া যবের ছাতুর সহিত মিশ্রিত-করণান্তর গুলি পাকাইয়া খাওয়াইবে।

আমাশয়।—আমাশয়-রোগে পশুদিগের অন্ত্রের ঝিল্লী ফুলিয়া উঠে এবং তাহাতে ক্ষত হয়। পশু দণ্ডায়মান হইয়া গা মোচড়াইতে থাকে, পিঠ কোঁজা করে, তাহার জলের ন্যায় পেট নামায় এবং তাহার সহিত সামান্য রক্ত মিশ্রিত থাকে। এইকালে গাভীর শুশ্রূষা উত্তম হওয়া চাই। মসিনার কাথ, যবের ছাতু এবং কালমরিচ-চূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ-করণান্তর খাইতে দিবে। দুগ্ধের সহিত ভৃষ্ট যবচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দেওয়াই বিধি।

অজীর্ণ।—সময়ে সময়ে দেখা যায় যে, গাভীকে উত্তমরূপে আহার দিলেও তাহার শারীরিক উন্নতি হইতেছে না। তখন বুঝিতে হইবে যে, গাভীর অজীর্ণ হইয়াছে। বিশৃঙ্খল-ভাবে আহার-দান, অনুত্তম আহার, ব্যায়ামের অভাব, শৈত্য, অপরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি কারণে অজীর্ণের উদ্ভব হয়। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে জুলাব দেওয়া আবশ্যক। এই সময় দেশী মদ্য খাইতে দেওয়াই বিধি, এবং আহারেরও পরিবর্ত্তন চাই। গুড় এবং সিদ্ধি আটার (মোটা ময়দার) গুলির সহিত মিশ্রিত করিয়া সপ্তাহে একবার গাভীকে খাইতে দিবে এবং গাভীর মুখে সপ্তাহে একবার লবণ ঘর্ষণ করিয়া দিবে।

বিষচিকিৎসা।—অনেক সময় মুচিরা চর্ম্মের লোভে অথবা পুরাতন গোয়ালারা ঈর্ষা-পরবশ হইয়া গাভীকে বিষ দেয়। কেহ কেহ গাভীর গাত্রের কোন স্থানে ক্ষত করিয়া বিষ প্রয়োগ করে। গাভী বিষাক্ত হইয়াছে বিবেচনা করিলে, গমের ছাতুতে ডিম্বের শ্বেতসার মিশ্রিত করিয়া, গুলি পাকাইয়া খাইতে দিবে এবং বমনকারক ঔষধ দিবে। এই সময় তেজস্বী জুলাপ দেওয়াই বিধি। জুলাপের ঔষধ, দেড় সের ঘৃত অথবা দুই পাউণ্ড (১৬ ছটাক) Epsom salt। এই ঔষধটী পূর্ণবয়স্ক গাভীকে দেয়; পরন্তু পূর্ব্বোক্তটীই উত্তম জানিবে।

অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, গাভী অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছে, পেটে পদাঘাত করিতেছে, ঘন ঘন উঠিতেছে ও বসিতেছে, জাবর কাটিতেছে না, আহারেও বীতস্পৃহ রহিয়াছে, পিঠ কোঁকড়াইয়া আছে, উদর স্ফীত হইয়াছে, মুখ হইতে লালাস্রাব হইতেছে, চক্ষু ফুলিয়াছে ও একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, অন্যান্য স্থান অপেক্ষা দক্ষিণপার্শ্বটী অধিক স্ফীত হইয়াছে এবং তদুপরি অঙ্গুলি-দ্বারা আঘাত করিলে ঢপ্ ঢপ্ শব্দ হইতেছে। গাভী অপেক্ষা মহিষেরই এইরূপ রোগ অধিক

দেখা যায়। ঔষধ-ব্যবস্থা না করিলে পশুগুলি যন্ত্রণায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। এরূপ রোগে তৎক্ষণাৎ এক বা দুই বোতল দেশী মদ্য এক আউন্স (অর্দ্ধ ছটাক) লঙ্কার সহিত খাইতে দিবে এবং জুলাপ দিবে।

সময়ে সময়ে বাছুরদিগের রোগের বিশেষত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহাদিগের মুখে ক্ষত হয়, ওষ্ঠ ফুলিয়া উঠে, মুখ দিয়া লালাস্রাব হইয়া থাকে, তাহারা মাতৃদুগ্ধ পান করিতে চাহে না এবং তাহাদের ঘন ঘন শ্বাস পড়িতে থাকে। এরূপ ঘটিলে মুখটীকে ফট্‌কিরির জল-দ্বারা ধৌত করিয়া সামান্য পরিমাণে sulphuric acid এবং ঘৃত অথবা ৪ আউন্স (দুই ছটাক) Epsom salt দাস্ত হইবার জন্য খাইতে দিবে।

অন্ত্রে পোকা হওয়া।—অনেক সময় বাছুরদিগের দুগ্ধ-পরিপাক হয় না। উদরে যাইয়া তাহা উত্তেজনার উদ্ভব করে। মহিষ-শিশু গুলিরই প্রায় এই রোগটী ঘটিয়া থাকে। রোগটীর প্রথম লক্ষণ কোষ্ঠকাঠিন্য ও তদনন্তর ভয়ানক দাস্ত হইয়া থাকে। শীঘ্র ইহার প্রতিকার না করিলে শিশুগুলি মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা। এরূপ রোগে তেল বা ঘি ৮ আউন্স (চারি ছটাক) খাওয়াইয়া দাস্ত করাইবে। মসিনার কাথের সহিত সামান্য পরিমাণে লঙ্কা ও ভৃষ্ট যবচূর্ণ (যবের ছাতু) মিশ্রিত করিয়া আহার করাইবে। এই রোগে অনেক ঔষধিই চেষ্টা করা গিয়াছে, কিন্তু নিমপাতা বাটিয়া তাহা লবণ-সংযুক্ত-করণান্তর তাহাতে নিমতৈল মিশ্রিত করিয়া মাতৃদুগ্ধ-পান-কালে দুই বা এক সেকেণ্ড পরেই মুখ টানিয়া লইয়া খাওয়াইয়া দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। পোকাগুলি প্রথম দুগ্ধ-পানমাত্রেই দুগ্ধের স্বাদে অগ্রসর হইয়া আইসে। এমন সময়ে ঔষধ পড়িলেই তাহার পরদিন পর্য্যন্ত অনেক পোকা বাহির হইয়া যায়। পোকা হইলে বাছুরেরা বর্দ্ধিত হয় না।

ক্ষুরারোগ :—অনেক সময় গাভীদিগের এই রোগ হইয়া থাকে। ইহার লক্ষণ এই :—শরীরের উত্তাপের আধিক্য, আহারে বীত-স্পৃহতা, জাবর না কাটা, মুখ বন্ধ হইয়া যাওয়া, ওষ্ঠদ্বয় এত জোরে লাগিয়া যায় যে কোন মতেই খুলে না, পশুটী কাঁপিতে থাকে, প্রায়ই দাঁত কড়্‌মড়্‌ করিতে থাকে, কোষ্ঠ-কাঠিন্য সঙ্ঘটিত হয়, শ্বাস দুর্গন্ধময় হয়, দুই দিন পরে শরীরে ফুস্কুড়ি নির্গত হয়, মুখ দিয়া লালাস্রাব হইতে থাকে, দানাগুলি বড় হয় কিন্তু স্তন বা বাঁটে তাহা কচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পায়ে ঘা হইবার পূর্ব্বে পশুটী যন্ত্রণায় অস্থির হয়, এবং সর্ব্বদা পা ছুড়িতে থাকে। পায়ে ঘা হইলে মক্ষিকা পায়ে বসে এবং পশুটী খোঁড়া হইয়া যায়। রোগটী বড়ই স্পর্শাক্রামক। অনেক পশুই এই রোগে মারা পড়ে। এরূপ রোগগ্রস্ত পশুর দুগ্ধ কাহাকেও দিবে না। আক্রান্ত পশুগুলিকে অন্যত্র রাখিবে, অন্যান্য পশুর সহিত মিলিতে দিবে না। ঔষধ :—দুইপাউণ্ড (একসের) Epsom salt মহিষকে এবং ১½ পাউণ্ড (তিন পোয়া) গাভীকে খাওয়াইবে। ইহাতেও যদি জুলাপ না খুলে, তবে দুই সের পুরাতন মাত-গুড় দুই বেলা করিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত দিবে। খাদ্য কোমল হওয়া চাই। ফটকিরির জল-দ্বারা মুখ ধৌত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। ক্ষুরে আল্‌কাতরা লাগাইয়া দিবে; তাহা

হইলে তাহাতে মক্ষিকা বসিতে পারিবে না। গোয়ালের মেজেতে চূণ এবং তুঁতে ছড়াইয়া দিবে, কিন্তু আহার দিবার কালে পশুটীকে ঘরের বাহিরে আনিয়া খাইতে দিবে।

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

নারীজীবন।

জীবন উষায়
হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে ধূলায় ধূসর হ'য়ে
শিশু বালা যায়,
যা' দেখে আপন চোখে তুলিয়া লইছে মুখে
খাইবার তরে ;
আধ আধ আধ বোলে, কত কি যে মুখে বলে,
কত কি যে করে!
মায়েরে দেখিয়া দূরে হামা দেয় বেগভরে
আনন্দের তানে ;
জননীও হাসিমুখে ধরেন্ তাহারে বুকে
হৃদয়ের টানে।

তারপর হেরি,—
চপলা বালিকা যায় পথে ঘাটে আঙিনায়
খেলা করি' করি' ;
মুখে বলে কত কথা, বুঝে না মনের ব্যথা,
লাজ নাহি জানে ;
নকল সংসার পাতি' কত খেলে দিবারাতি
সরল পরাণে ;
জননী ডাকিছে তায়—"আয় বাছা বাড়ী আয়",
কেবা শুনে কথা!
খাওয়া দাওয়া ফেলি দূরে, বালিকা নিয়ত ফিরে
সাথীগণ যথা।

তারপর একি!
কেন সে লুকাতে চায়, খেলিতে নাহিক' যায়,
নত রাখে আঁখি!
চপলতা পায় লয়, শান্তভাব জাগরয়,
কি ভাবিতে যায়!
বদনে কথা না ফুটে, অধর কাঁপিয়া উঠে
লাজের বাধায়!
নবমীর শশী মত আধ অঙ্গ বিকসিত,
আধ দেয় রেখা ;
মন আধ ফুটে রয়, পূর্ণতার পানে দেয়
চুপি চুপি দেখা!
তারপর সে যে
মন্থরগমনে যায়, কারো পানে নাহি চায়,
আরক্তিম লাজে!
পূর্ণ অঙ্গ বিকসিত, পূর্ণভাব উছলিত
মদবিন্দু-মাখা,—
যেন বিধাতার হাতে লাবণ্যের তুলিকাতে
প্রেম-ছবি আঁকা!
অন্তর দিয়েছে কারে, নিয়ত হেরিছে তারে
মানস-নয়নে,
সব কাজ ভুলে যায় শুধু তার অপেক্ষায়,—
বাঁধা সে যে প্রাণে!
একি অপরূপ!
তারপর হেরি তার মাতৃমূর্ত্তি অবিকার—
যেন স্নেহকূপ!
ভুলিয়া নিজের কথা ভাবে,—সন্তানের ব্যথা
ঘুচাবে কেমনে!
জীবন করিতে পণ সদা যেন সযতন
তাহারি কারণে ;

চাঁদমুখ হেরি তা'র   ভুলে যায় জ্বালা-ভার,
না দেখিলে মরে !
তার সুখে সব সুখ,   তার দুখে সব দুখ
ভাবে সে অন্তরে।
কি হেরি আবার !—
ল'য়ে কর্ম্মময় দেহ   ভাবিছে সে অহরহঃ
সংসারের ভার !
সে লাবণ্য ক্রমে টুটে,   মালিন্য সেথায় ফুটে
কুঞ্চন-রেখায় ;
প্রগাঢ় আকার ধরি'   প্রেম থাকি' হিয়া ভরি'
মহিমা জাগায় !
রূপমোহ কাটি' যায়,   কর্ত্তব্যের ভাবনায়
আলোড়িত চিত ;
সংসারের মায়া ল'য়ে   সংসার-নায়িকা হ'য়ে
নিয়ত ব্যাপৃত !
তারপর হায় !
কি বিষাদ-মাখা ছবি !   তাহার জীবন-রবি
অস্তপথে যায় !
চর্ম্ম লোল, দেহ ক্ষীণ,   আঁখি-দুটী প্রভাহীন,
পলিত চিকুর !
পড়িয়া জরার গ্রাসে   অন্তর স্মরিছে ত্রাসে
চরণ বিভুর।
সংসারের মায়া ঘিরে   বদ্ধ করিবারে তারে,
বৃথা সে প্রয়াস !
একদিন ডাক এল,   ছিন্ন করে নিয়ে গেল
সব মায়াপাশ !

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

প্রভাব

বা পিথাগোরাস্।

"এক চন্দ্র আলো করে জগৎ সংসার,
পুঞ্জ পুঞ্জ তারা হেরে না হরে আঁধার।"

একচন্দ্র সমুদয় জগৎ-সংসার আলোকিত করে, কিন্তু শত শত তারকাবৃন্দ পৃথিবীর কণামাত্র আঁধারও নষ্ট করিতে পারে না। সেইরূপ একজন প্রকৃত জ্ঞানী লোক জগতের যতটা অজ্ঞানতা দূর করিতে ও উপকার করিতে পারেন্, শত শত অজ্ঞ লোক তাহার তিলার্দ্ধও পারে না। আমাদের দেশে একটী প্রবাদবাক্য আছে যে, 'যে ভাল খাইতে জানে, সে অন্যকেও ভাল খাওয়াইতে জানে,' কিন্তু সকলের পক্ষে একথা খাটে না। আমরা এমনও দেখিতে পাই, অনেকে নিজেকে লইয়া এরূপ ব্যস্ত থাকেন্ যে পৃথিবীতে তিনি ব্যতীত আর কেহ যে আছেন, এ কথা যেন তাঁর মনেই থাকে না। এই সকল আত্মসুখপ্রিয় লোকের দ্বারা জগতের উপকার সম্ভবপর নয়। যাহারা নিজের ন্যায় অন্যের সুখ-দুঃখও অনুভব করেন্, তাঁহারাই জগতের জন্য কিছু করিয়া যাইতে পারেন এবং এইরূপ পরদুঃখকাতর আত্মত্যাগী পুরুষ-দ্বারাই জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি যখন নিজের ন্যায় অন্যের অন্তরের অজ্ঞানতা-দূরীকরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন, তখনই তাঁহার জীবনের প্রভাব বিস্তারিত হইতে দেখা যায়। এখানে গ্রীস-দেশীয় তত্ত্বদর্শী খ্যাতনামা পণ্ডিত

পিথাগোরাসের জীবনের ঘটনাবলিতে এই কথার প্রামাণ্য দেখিতে পাই।--

প্রথম বয়সে পিথাগোরাস জ্ঞানলাভের জন্য লালায়িত হইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ান; এবং পরে গৃহে ফিরিয়া পরিবারবর্গকে ও দেশবাসীকে এই আলোক-দানের জন্য বদ্ধপরিকর হন্। আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার জীবনের প্রভাবে শুধু তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও ছাত্রগণই জ্ঞানী হন্ নাই, তাঁহার পরিচারকবর্গের জীবনেও তাঁহার জীবনের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল।

পিথাগোরাসের তিনটী কন্যা ও দুইটী পুত্র ছিল। পুত্রদ্বয়ের নাম টিলোগিস ও নিসারকস। ইঁহারা উভয়েই পিতার ন্যায় তত্ত্বদর্শী হইয়াছিলেন। কন্যাত্রয়ের নাম এরিগনোট, ড্যামো ও মাইলা। এই তিনটী কন্যাই বিদ্যাবতী ও তৎকালের আদর্শ-স্থানীয়া হইয়াছিলেন। পিথগোরাসের স্ত্রী থিয়ানোও স্বামীর উপযুক্ত সহচরী ছিলেন। পিথাগোরাসের মৃত্যুর পর থিয়ানো পুত্রদ্বয়ের সহিত স্বামীর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে বহুদিন অধ্যাপনা-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি কতকগুলি পুস্তকও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পিথাগোরাসের কন্যাদিগের লিখিত কতিপয় গ্রন্থও ছিল। তৎকালে তাঁহাদের সুপবিত্র চরিত্রের প্রভাবে তাঁহারা দেশবাসী ও জনসাধারণের বিশেষ প্রিয়পাত্রী ছিলেন। এস্ট্রিয়স্- ও জ্যামোনিকৃস-নামক পিথাগোরাসের দুইটী ভৃত্য ছিল, এই ভৃত্যদ্বয়ও তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল।

পিথাগোরাস তাঁহার ড্যামো-নাম্নী কন্যাকে স্বপ্রণীত গ্রন্থাবলী অর্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে-'জীবন যাইলেও এই গ্রন্থ কাহাকেও সমর্পণ করিও না।' এক সময়ে কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সেইসকল পুস্তক লইবার জন্য ড্যামোর নিকট উপস্থিত হন এবং বহু অর্থ দিবার প্রলোভন দেখাইয়া পুস্তকগুলি হস্তগত করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু পিতার উপযুক্ত পুত্রী তাহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া প্রত্যুত্তর দেন যে, 'আমি দারিদ্রক্লেশে নিপীড়িত হই সেও ভাল তথাপি পিত্রাদেশ-লঙ্ঘন করিতে পারিব না।"

পিথাগোরাসের জ্ঞানানুরাগ ছিল বলিয়াই তিনি এতগুলি জীবনে জ্ঞানের দীপ জ্বালিতে পারিয়াছিলেন। প্রকৃত জ্ঞানানুরাগ মানুষকে যে কতদূর ত্যাগী ও মহাপ্রকৃতি করিতে পারে এবং তদ্দ্বারা জগতের কি মহাকল্যাণ সাধিত হয়, পিথাগোরাসের জীবন তাহার একটী দৃষ্টান্তস্থল।

শ্রীমতী—

৺সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গজননীর সুসন্তান, বাঙ্গালীর গৌরব পূত-চরিত্র মনস্বী সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২রা নবেম্বর, সোমবার রাত্রি ১০টা ৫০ মিঃ সময়ে ৭৪ বৎসর বয়সে তাঁহার নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। আসন্নকাল বুঝিতে পারিয়া তিনি একপক্ষকাল তাঁহার যাগ-

বাজারের গঙ্গাতীরস্থ বাটীতে মৃত্যুর অপেক্ষা করিয়া থাকেন। এই সময়ে তিনি কোন প্রকার ঔষধ সেবন করেন নাই।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ২৬শে জানুয়ারী গুরুদাসবাবু কলিকাতা-সহরে নারিকেলডাঙ্গায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সওদাগরী অফিসের ৫০৲বেতনে 'বুক-কিপার' ছিলেন। চরিত্রগুণে তিনি পরিচিত সকলেরই প্রিয় এবং সম্মানের পাত্র ছিলেন। গুরুদাসবাবু মাতাপিতার পুণ্যফলে অশেষ সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। অল্প বয়সেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। একমাত্র মাতৃদেবীই তাঁহার পিতা এবং মাতার উভয়েরই কার্য্য করেন। তিনি অধ্যাপক পণ্ডিতের কন্যা। তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীও উচ্চ অঙ্গের ছিল। তিনি বলিতেন, "শৈশবকাল হইতে ছেলেমেয়েদিগের সম্বন্ধে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ও-গুলি মাটির পুতুল নহে যে, খানিকক্ষণ নাচাইয়া রাখিয়া দিবে। উহাদিগের মন আছে এবং সেই মনে ভালবাসার সহিত দূরদর্শিতার ছায়া প্রথম হইতেই ফেলিতে হইবে; উহারা সেই প্রীতির ও জ্ঞানের আভাস অজ্ঞাতসারেই লাভ করিতে থাকিবে!" তিনি কোনও পৌত্রবধূকে বলিয়াছিলেন, "ছেলে দুরন্তপনা করিতেছে বলিয়া তুমি বলিলে যে, 'মারিয়া হাড় ভাঙ্গিয়া দিব', কিন্তু ও যখন দেখিবে যে প্রকৃতপক্ষে হাড় ভাঙ্গিয়া দিলে না, তখন উহার আর তোমার কথায় বিশ্বাস বা তোমার উপর সম্ভ্রম থাকিবে কি? মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া বল বা যেমন উচিত ঠিক সেইটুকু শাসন কর।"—আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেনসার তাঁহার 'এডুকেশন' বা শিক্ষাসম্বন্ধীয় পুস্তকে ঠিক্ এই উদাহরণটীই দিয়াছেন — সত্যপ্রিয়তা হইতে উভয় শিক্ষকই এই উপদেশ দিতে পারিয়াছিলেন। মাতাপিতাকে মিথ্যা-সংসৃষ্ট দেখিলে ছেলের সুশিক্ষা যে হইতে পারে না, সত্যপ্রিয়তা হইতে উভয়েই এই সূত্র ধরিতে পারিয়াছিলেন।

গুরুদাসবাবু শৈশব হইতে আম্র খাইতে ভাল বাসিতেন। তাঁহার চারিবৎসর-মাত্র বয়সের সময় তাঁহার মাতা ১লা আষাঢ়ে তাঁহাকে আম্র দিলেন না; বলিলেন, "'আষাঢ় মাসে আর আম খাইতে হইবে না'। যখন যাহা খাইতে ইচ্ছা হইবে, তাহাই খাওয়ার জিদ করিতে নাই। তুমি বল, 'আষাঢ় মাসে আম চাহিব না।" অনেক কান্নাকাটি করিলেও এবং ঘরে আম থাকিতেও তিনি তাহা দিলেন না। মারপিট না করিয়া শুধু পাখী পড়ানর চেষ্টার ন্যায় "আম চাহিব না" নিজেই বলিতে থাকিয়া শেষে শিশুকে দিয়া তাহাই বলাইলেন। শ্বশ্রূদেবী তাঁহাকে বলিলেন, "মা, দিলেই বা!—অত জিদ্ করছে।" তিনি একটু ক্ষুব্ধভাবে উত্তর দিলেন, "মা! আপনি বলিলে এখনই দিব। কিন্তু আজিকার চেষ্টাতেই ভোজ্যদ্রব্য-সম্বন্ধে উহা উহার জিদ ছাড়িতে শিখিবে। দেশকাল ভাল নয়, ব্রাহ্মণের ঘর।" একান্ত বশীভূতা সংযত অধ্যাপক পণ্ডিতের কন্যার মধুর ও অতিশয় বিনম্র অনুরোধ কখনই উপেক্ষিত হয় নাই; এ ক্ষেত্রেও হইল না। পিতামহীর সহিত মাতার মতের মিল দেখিয়া শিশু বলিল, "আম চাহিব না, আষাঢ় মাস" বাটী শুদ্ধ সকলে একমত না হইলে শৈশবে সুশিক্ষা হয়

না। মাতার বিরুদ্ধে পিতামহীর নিকট 'আপীলে' সর্ব্বদা জয় হইলে শিশুর কর্ত্তব্যজ্ঞান দৃঢ় হয় না এবং আদিগুরু মাতাপিতার প্রতি ক্রমশঃ প্রত্যক্ষ দেবতাজ্ঞানের মূলে একটু না একটু আঘাত পড়ে।

গুরুদাসবাবুর মাতা ভোজ্য বা পানীয় দ্রব্য কিছুই অনাবৃত রাখিতে দিতেন না। ধূলিকীটাদি পড়িলে ভোজ্য অশুচি হয়; তাহা শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদনের অযোগ্য। এক সময়ে ঐরূপ অনাবৃত অন্ন তিনি বাটীর কাহাকেও ব্যবহার করিতে দেন নাই। 'নিজেরা যাহা খাইব না, ঝি চাকরকেও তাহা দিব না', তাঁহার এই ব্যবস্থা হয়। এই ক্ষতিতে লজ্জিত হইয়া পরিবারবর্গের শিক্ষা সুদৃঢ় হয়। তিনি যাহা ভক্তির চক্ষে প্রকৃত হিন্দু-ভাবে অতিসহজে ধরিতে পারিতেন, শুধু দেহের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ তাহাই বিস্তর গবেষণার পর বলিতেছেন—"ভোজ্যদ্রব্য অনাবৃত রাখিতে নাই।"

গুরুদাসবাবু হেয়ার স্কুলের এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন এবং প্রত্যেক পরীক্ষাতেই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বি-এ ও ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে গণিতশাস্ত্রে এম-এ উপাধি লাভ করিয়া স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হয়েন এবং ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। কলেজ হইতে বাহির হইয়া গুরুদাসবাবু জেনারল্ আসেম্বলি ইনষ্টিটিউসনে এক শত টাকা বেতনে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার মাতার ইচ্ছা ছিল যে, তিনি বরাবরই কলিকাতায় থাকেন—বাহিরে না যান্। বহরমপুরের আইনাধ্যাপকের কার্য্যে দুই শত টাকা এবং বহরমপুর কলেজে একঘণ্টা গণিত পড়াইলে একশত টাকা পাইবেন বলিয়া সটক্লিফ সাহেব গুরুদাসবাবুকে বিশেষ জিদ করেন। তাঁহার মাতুল মাতার মত-পরিবর্ত্তন করাইয়া বহরমপুর যাওয়ার মত করান্। বহরমপুর পৌঁছিলে সেই রাত্রিতেই গুরুদাসবাবুর মোহিনী-নাম্নী পরমসুন্দরী শিশুকন্যার কলেরায় মৃত্যু হয়।

বহরমপুরে গুরুদাসবাবুর সহজেই পসার হয়। টাকা জমাইয়া যখন মাসিক একশত টাকা সুদের কাগজ হইল, তখন তাঁহার মাতা তাঁহাকে কলিকাতা ফিরিতে বলিলেন। জেনারেল অ্যাসেম্বলির চাকরীর যেন পুরা পেন্‌সন পাইলেন, এই মনে করিয়া কলিকাতা হাই-কোর্টে ঢুকিতে মাতৃদেবীর দ্বারা আদিষ্ট হইলে, গুরুদাসবাবু দ্বিরুক্তি করিলেন না। গুরুদাসবাবুর মাতা হাতে নগদ বারশত টাকা রাখিয়াছিলেন, যাহাতে সুদের টাকা লইয়া প্রতিমাসে দুইশত টাকা খরচ করিয়াও হাইকোর্টের পসারের প্রতীক্ষা করিতে পারেন।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে গুরুদাসবাবু হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন; ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ডি-এল উপাধি লাভ করেন; ১৮৭৮ অব্দে ঠাকুর ল প্রফেসর নিযুক্ত হইয়া "হিন্দু-বিবাহ-আইন ও স্ত্রীধন"-সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন; ১৮৭৯ অব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য ও ১৮৮৭ অব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হয়েন; ১৮৮৮ অব্দে কলিকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী জজ হইয়া জানুয়ারী ১৮৮৯ হইতে জানুয়ারী ১৯০২ পর্য্যন্ত হাইকোর্টের জজিয়তী করেন; ১৮৯০—৯৪ অব্দ পর্য্যন্ত কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চেন্সলার হয়েন; ১৯০২ অব্দে ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটী কমিসনের সভ্য হয়েন; ১৯০৪ অব্দে নাইট বা সার উপাধি প্রাপ্ত হন্।

হাইকোর্ট হইতে অবসর-গ্রহণ করিয়া গুরুদাসবাবু দেশের শিক্ষা-সম্বন্ধে অধিকতর মনোযোগী হয়েন। ভারতবাসীর প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহাকে অগ্রবর্ত্তী দেখা যাইত। তাঁহার অভাবে ভারতবর্ষ আজ একজন প্রকৃত সদুপদেষ্টা হারাইয়াছে। এইস্থান পূর্ণ হওয়া সুকঠিন। সকল সমাজের সকল লোকেই তাঁহাকে ভক্তি ও প্রীতির চক্ষে দেখিত;—সকলেই তাঁহার অকপট সরলতা এবং আড়ম্বর-বিহীন জীবনযাত্রা দেখিয়া মুগ্ধ হইত। তাঁহার সংস্কৃত-বিদ্যা এবং ইংরাজী-চর্চ্চা অসাধারণ ছিল। বড় বড় ইংরাজও তাঁহার ইংরাজী বলিবার বা লিখিবার শক্তিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। তিনি ধর্ম্ম ও কর্ম্ম প্রভৃতি বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

গুরুদাসবাবু দুই কন্যা এবং উপযুক্ত চারি পুত্র রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রফেসর শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "পোষ্ট গ্রাজুয়েট টিচিং" সভার সেক্রেটারী; দ্বিতীয় পুত্র ডাক্তর শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রষ্টের সভাপতি; তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের আয়-ব্যয়-বিভাগের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত, এবং চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রফেসর, হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় গুরুদাসবাবুর এক জামাতা।

[এডুকেশন গেজেট হইতে স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত।]

গৃহস্বামীর কর্ত্তব্য।

সংসার আশ্রমে যেরূপ সুগৃহিণীর প্রয়োজন, সেইরূপ সুবিজ্ঞ গৃহকর্ত্তারও আবশ্যকতা। "সুবিজ্ঞ এবং সাধুজনই গৃহস্বামীর উপযুক্ত।"

ট্যাসিটস্ বলেন, "পরিবারের কর্ত্তৃত্বকার্য্য এরূপ দুরূহ ব্যাপার যে, রাজ্য-শাসনও তাহার সমতুল নহে।" রাজকার্য্য সুচারুরূপে পরিচালন করিতে না পারিলে, নৃপতি নিজেই অপদস্থ হয়েন, কিন্তু গৃহস্বামীর অবিজ্ঞতা- ও অসাধুতা-নিবন্ধন পরিজনবর্গের সকলেই কলুষিত ও সন্তপ্ত হয়েন;—এমন কি পুরুষানুক্রমে তাহার ফলভোগ করিতে হয়।

নির্ব্বোধ লোক সংসারের কর্ত্তা হইলে যত অনিষ্ট হয়, অধার্ম্মিকজন কর্ত্তৃত্ব পাইলে তদপেক্ষা অধিকতর অমঙ্গল ঘটে। গৃহকর্ত্তার অসাধু চরিত্রে ও কুদৃষ্টান্তে পরিজনবর্গের সকলেই অসচ্চরিত্র হইয়া পড়ে। যাহার কার্য্য-সকল অপবিত্র, কথাবার্ত্তায় পাপালোচনা, উপমা-সকল কুভাবে পরিপূর্ণ, তিরস্কার-পর্য্যন্ত অশ্লীল, তাহার পত্নী সন্তানগণ ও পরিজনবর্গ তাহার নিকট হইতে কি শিখিতে পারে? অপবিত্র সংসারে যে কেহ লিপ্ত থাকে, গৃহস্বামীর দৃষ্টান্তের প্রভাবে সকলকেই অল্প-বিস্তর পাপ নিশ্চয়ই স্পর্শ করিবে।

এজন্য ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞতা সংসার-ধর্ম্মের

মূলীভূত উপাদান হওয়া আবশ্যক। বিজ্ঞতা যদিও সকল কর্ত্তৃপক্ষের ভাগ্যে না ঘটিয়া উঠে, ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করা তাঁহাদিগের কখনই কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা অনায়াসে ধীরতা শিষ্টাচার, ভদ্রতা, মিতাচার, মিতব্যয়িতা, শুদ্ধাচার, ধর্ম্মানুরাগ ও ভ্রাতৃভাব ও সহৃদয়তা দেখাইয়া সন্তান ও পরিজনবর্গকে ভদ্র এবং কর্ত্তব্যসাধনের উপযোগী করিতে সমর্থ হইতে পারেন। শান্ত, ধীর, ধার্ম্মিক জন যেখানে গৃহস্বামী সেই সংসারই প্রকৃত সুখময় শান্তি-নিকেতন। অতএব গৃহকর্ত্তার বিজ্ঞতা এবং ধার্ম্মিক হওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞ না হইতে পারিলেও ধর্ম্মকে আশ্রয় করা একান্ত কর্ত্তব্য। ধর্ম্মই সংসার-সুখের একমাত্র প্রস্রবণ।

শ্রীমতী—

ঐন্দ্রজালিক

(রূপক)

বর্ষার সন্ধ্যা। ক্ষুদ্র বৃদ্ধ চড়ুই কড়ি-কাঠের কোটরে বসিয়া মাথার টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে, আপন মনে উদাসপ্রাণে অতীত জীবনের আনন্দ-স্মৃতির ধ্যান করিতে-ছিলেন; এমন সময় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্র, আদরের নাতি—শ্রীমান্ তরুণচন্দ্র পাখা ঝট-পট্ করিয়া দ্রুত উড়িয়া আসিয়া হাজির! বৃদ্ধ বলিলেন, "কি হে, এমন সময় যে?"

স্বভাবসুলভ-চপলতা-সহকারে বৃদ্ধ পিতা-মহকে বেষ্টন করিয়া, তুড়্ তুড়াতুড়্ শব্দে লঘু নৃত্যে একচক্র নাচিয়া তরুণ ঠাকুর-দাদার গা ঘেঁসিয়া বসিল; চকমকে চাহনিতে এ-দিক্ ও-দিক্ চাহিয়া, চুপি চুপি বলিল, "মুস্কিলে পড়েছি, ঠাকুর-দা, শূন্য ঘরে মন টিকল না, তাই তোমার কাছে ছুটে এলুম্—"

সবিস্ময়ে ঠাকুর-দাদা বলিলেন, 'কেন হে! বাড়ী শুদ্ধ লোক গেল কোথা?"

তরুণ উদাস দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিল—"সবাই আছে ঠাকুর-দা,—কিন্তু—!" একটু থামিয়া বলিল "কেউ নাই, কেউ নাই!—" তাহার এই স্বর ভয়ানক হতাশা-মিশ্রিত!

ঠাকুর-দাদা ভয় পাইয়া বলিলেন, 'ব্যাপার কি?"

মস্ত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তরুণ বলিল, "আমার শ্বশুর-ম'শাই এসেছেন, বাবা বৈবাহিককে নিয়ে আসর জাকিয়ে বসে গল্প জুড়েছেন!—বাড়ীশুদ্ধ সবাই সেখানে হাজির; কাজেই, শূন্য ঘরে...বুঝলে ঠাকুরদা, কেমন করে টিকি?"

ঠাকুর-দাদা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "রক্ষে পাই। এই নিয়ে মারামারি! আমি বলি, বুঝি, আরও কিছু সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে থাকবে......!" একটু হাসিয়া বৃদ্ধ গোটা-দুই ছোট্ট পরিহাস করিলেন। সে-পরিহাস অত্যন্তই পরিষ্কার, সোজাসুজি। তাহাতে মিথ্যার মিষ্টতা একটুকুও ছিল না;—ছিল শুধু সুস্পষ্ট সত্যের তীব্র ঝাল!

নাতি অপ্রস্তুতে পড়িয়া বিব্রত হইয়া

উঠিল। ঠাকুর-দাদা সেটুকু লক্ষ্য করিয়া, আস্তে আস্তে নিজের পাকা-মাথাটি তরুণের কাঁধের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "চপল উচ্ছ্বাস-প্রিয় যুবক,—তোমরা স্বভাবের ওপর এত ভীষণ অস্বাভাবিকতার আতিশয্য এনে ফেলেছ যে, তোমাদের সচেতন প্রাণী বলে ভেবে নিতে আমার সময় সময় দ্বিধা-বোধ হয়!—ওহে উচ্ছৃঙ্খলতা-ধর্মী স্নেহাস্পদ, —সংযম বলে একটা শব্দ সংসারে আছে, শুনেছ কি?—"

মাটীর দিকে চাহিয়া সলজ্জ মুখে তরুণ বলিল, 'বেয়াদবি মাপ কর, ঠাকুর-দা, কান মলচি তোমার কাছে।"

নাতির হাত ধরিয়া বৃদ্ধ তাহাকে নিরস্ত করিলেন। ক্ষুদ্র চক্ষুর অগ্রভাগে সস্নেহে তাহার ললাট-চুম্বন করিয়া কানে কানে বলিলেন, "ওটা নাত্-বৌয়ের দরবারে কোরো বন্ধু! এ-সব অপরাধের জন্য সেই-খানে ক্ষমা চাওয়াই প্রশস্ত বিধি।—"

কথাটা চাপা দিবার জন্য তরুণ জোর গলায় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "ধন্যবাদ, উপদেশের জন্য বহু ধন্যবাদ ঠাকুর্দা!—এখন একটা ভাল গল্প সুরু কর দেখি! বর্ষার সন্ধ্যাটা মাটী হয়ে যাচ্ছে!—"

বাহিরের বৃষ্টি-সজল বিশ্বপ্রকৃতির পানে চাহিয়া বৃদ্ধ চিন্তিতভাবে বলিলেন, "বর্ষার সন্ধ্যা জমিয়ে তোল্‌বার ভার পড়্‌ল এই বৃদ্ধের উপর! বড় অবিবেচনা কর্‌লে হে! তরুণদের মনস্তুষ্টি-সাধনের জন্য হাসির গান কি ঠিক্ তেমন মধুর সুরে এ বৃদ্ধের কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হতে পার্‌বে!—"

তরুণ বলিল, "পারবে ঠাকুর্দা! ভড়্‌কাচ্ছ কেন? চালিয়ে যাও!—"

করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, "না বন্ধু, অমন হঠকারিতায় আমি রাজি নই। মনে যখন হাসি নেই, তখন মুখে সেটা ফুটিয়ে তোল্‌বার চেষ্টা কর্‌লে—চোখের জলের তোড় অত্যন্ত বেড়ে উঠ্‌বে এবং ঠোঁটের ফাঁকে দাঁত-খামটি-টাও ভয়ানক নিষ্ঠুর দৃশ্য হয়ে দাঁড়াবে! অতএব ক্ষমা কর।"

ক্ষুণ্ণ হইয়া তরুণ বলিল, "আমি যে তোমার কাছে গল্প শোন্‌বার জন্যই এসেছি, ঠাকুর্দ্দা! —নিরাশ হ'য়ে ফির্‌ব?—না হয়, কাঁদাও একটু!—"

"তাইত—" বলিয়া বৃদ্ধ টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে খানিক ক্ষণ কি ভাবিলেন; তারপর মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "তোমায় খুসী কর্‌বার জন্যে মিথ্যে দিয়ে গল্প বানিয়ে আজ গসাতে পারব না। একটা সত্য ঘটনা সোজাসুজি বলে যাচ্ছি,—বরদাস্ত কর্‌তে পার্ ত কান পেতে শোন। তারপর হাসি বা কান্না, যা উচিত বিবেচনা হয়, কোরো।"

স্ফূর্ত্তির সহিত পালক ঝুলাইয়া, গা-ঝাড়া দিয়া, নখর-কঙ্কতিকায় মাথার চুল আচ্‌ড়াইয়া, দেহ প্রসাধন সমাপ্ত করিয়া, শ্রীমান্ তরুণ ভব্যযুক্ত হইয়া বসিল। বৃদ্ধ পা-দুইটি গুটাইয়া, বুকে ভর দিয়া বসিয়া শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে গল্প সুরু করিলেন।—

"সে অনেক দিনের কথা। তখন তোমা-রই মত আমার বয়স। আজিকার এই বার্দ্ধক্যের তীব্র জড়তা তখন আমায় আক্রমণ করিতে পারে নাই;—আমি তখন তোমারই মত অমনি অধীর ও চঞ্চল ছিলাম। আজ প্রবীণত্বের গৌরবে পাকা-পোক্ত হইয়া,—

অগাধ আলস্যের মাঝে অটল হইয়া বসিয়া আছি, কিন্তু এখনকার দিনের আলস্য-সম্ভোগ আমি অসহ্য ঘৃণার চক্ষে দেখিতাম্।

"খাবার খাইয়া পেট ভর্ত্তি হইবার পর, অকারণ ব্যস্ততায় আকাশময় মহা ঔৎসুক্যে ছুটাছুটি জুড়িয়া দিতাম! কখনও বা লম্বালম্বি ছুট কাটাইয়া পৃথিবীর শেষ প্রান্তটা দেখিবার জন্যে মহাস্ফূর্ত্তিতে উধাও হইতাম!—সে নিরুদ্দেশ যাত্রা কি অসীম উল্লাসময়! মনে অশ্রান্ত কৌতুহল, প্রাণে অদম্য সাহস, শরীরে অপর্য্যাপ্ত শক্তি! ঘণ্টার পর ঘণ্টা, ক্রোশের পর ক্রোশ অবহেলায় অতিক্রম করিয়া চলিতাম! তারপর অত্যন্ত ক্লান্ত হইলে হাসিতে হাসিতে বসিয়া পড়িতাম!

"এমনি করিয়া একটানে ছুটিতে ছুটিতে একদিন গ্রীষ্ম-দ্বিপ্রহরের কড়া রোদ্রে অনেক দূর চলিয়া গিয়াছিলাম; ভারী ক্লান্ত হইয়াছিলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ফিরিবার পথে সন্ধ্যার সময় একটা লোকালয়ের শেষ প্রান্তে যখন পৌঁছিয়াছি, তখন হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর মেঘ আকাশে আসিয়া বিষম ঝড় তুলিল! সে ঝড়ের গতিবেগ ঠেলিয়া, পাখা ঝাপ্টা দিয়া বেশী দূর উড়িয়া যাওয়া সম্ভবপর নহে দেখিয়া আমি প্রমাদ গণিলাম! রাত্রির মত একটা আশ্রয় চাই।—প্রাণপণে ছুটিলাম। —নিকটেই একটা মানবগৃহ দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম। বিনা দ্বিধায় সামনের খোলা বাতায়ন-পথে তাড়াতাড়ি একটা ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম।

"তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টিতে ঘরের চারিদিকটায় চাহিলাম। বৃহৎ ঘরখানা বোঝাই হাজার রকমের নির্জ্জীব আসবাব। তা'র মধ্যে একটিমাত্র সজীব মানুষ!—আমি সন্দিগ্ধ ভাবে বার বার তাহার দিকে চাহিলাম, কিন্তু দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম,—সে আমায় আদৌ লক্ষ্য করিল না। আমি নিঃশব্দে সুট্ করিয়া আসিয়া ঘরের কোণে কড়িকাঠের ফাঁকে আশ্রয় লইলাম সে ইহা জানিতে পারিল না। —জানালার কাছে, অপরিষ্কার ক্ষুদ্র বিছানায় শুইয়া, বাহিরের মেঘাড়ম্বরময়ী আকাশের দিকে অসহায় উদাস দৃষ্টিতে তাকাইয়া সে নিস্পন্দ-দেহে পড়িয়া রহিল। দৃষ্টিও তাহার স্থির নিষ্পলক রহিল।

"বাহিরে ক্রমে মেঘের পরে মেঘ জমিল কড়্ কড়্ করিয়া বজ্র ডাকিল, চক্‌মক্ করিয়া বিদ্যুত হানিল, তারপর তড়্বড়্ করিয়া বৃষ্টির ফোঁটা পড়িতে লাগিল। ঘরের মধ্যে জল আসিতে লাগিল। লোকের নিষ্পলক নয়নে, চেতনার আভস ফুটিয়া উঠিল। সে অতিকষ্টে ধীরে ধীরে একটু নড়িল; পাশ ফিরিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল; পারিল না, পড়িয়া গেল। একটা হতাশ যন্ত্রণার ব্যাকুল আর্ত্তনাদ বায়ুস্তরে অলক্ষ্যে মিলাইয়া গেল! সঙ্গে সঙ্গে আবার আকাশে বিকট বিদ্যুচ্চমকের সহিত উৎকট কর্কশ বজ্র-নির্ঘোষ শুনিতে পাওয়া গেল। লোকটা এবার আকুল আতঙ্কে কাঁদিয়া উঠিল।

"বাহির হইতে কেহ আসিয়া তাহাকে এতটুকু সান্ত্বনা দিল না, এতটুকু সাহায্য করিল না! আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইল! কড়িকাঠের ফাঁক হইতে গলা বাড়াইয়া ভাল করিয়া তাহার অবস্থাটা দেখিবার প্রয়াস পাইলাম! ও হরি!—হতভাগ্যটা যে খঞ্জ, রুগ্ন! শুধু কি তাই! তাহার হাত-দুটা! হায় ভগবান্, ভয়াবহ গলিত কুষ্ঠে তাহার

দশটা অঙ্গুলের একটারও যে চিহ্ন অবশিষ্ট নাই।

"আমি অবাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম! মরি রে! সেই পরাধীনতার ব্যথা-কুণ্ঠিত মলিন নিষ্প্রভ নয়নে কি শোচনীয় দুঃখের রূপ বর্ত্তমান! ললাটের যন্ত্রণাকুঞ্চন-রেখায় যেন অনন্ত অক্ষরে লেখা রহিয়াছে,—'চির নিরুপায়—ক্রীতদাস'।

"লোকটা প্রাণপণ উদ্যমে অনেক চেষ্টায় উঠিয়া বসিল; তারপর কাঁচের জানালাটা টানিয়া দাঁতে ঘুরাইয়া ছিটকানি আঁটিয়া দিল। এইটুকু পরিশ্রমেই সে অসহ্য ক্লান্তিতে হাঁপাইতে লাগিল; অনেক কষ্টে হাতড়াইয়া শয্যার শিয়র হইতে একটা ছোট বোতল দুইহাতে ধরিয়া টানিয়া আনিল; দাঁতে করিয়া তাহার ছিপি খুলিয়া তাহার ভিতরের তরল পদার্থটুকু নিঃশেষে গলায় ঢালিয়া দিল।

"ওঃ! ও তবে মদ্যপ। এই ভাবিয়া অসহনীয় ব্যথার সহিত বিজাতীয় ঘৃণা বোধ হইল। হায়! একেই ত ভগবান্ উঁহার অদৃষ্টে মহাব্যাধির মৃত্যুর যন্ত্রণা চিরজীবন-ব্যাপী করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার উপর নির্ব্বোধ লক্ষ্মীছাড়াটা আবার ঐ আত্মঘাত-পাপতুল্য নিদারুণ বিশ্রী নেশার অধীন! ধিক্ ধিক্! কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিতেই ধীরে ধীরে তাহার ভাবপরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। ক্রমে সে অধীর, উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কড়িকাঠের নিরাপদ্ কোটর হইতে চ্যুত হইয়া অসাবধানে ঘরের মেজেয় পড়িলে, আমাদের ভয়কাতর শাবকগুলি ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় যেমন থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে থাকে, তাহার বুকের ভিতরকার হৃৎপিণ্ডটা তেমনি করিয়া সশব্দ-স্পন্দন দ্রুত কাঁপিতে লাগিল। নিষ্ফল ব্যগ্রতায় উৎক্ষিপ্ত ভাবে সে শয্যাময় হাতড়াইতে লাগিল;—তারপর অসহ্য আবেগে শয্যার উপর আছড়াইয়া পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু কি নিদ্রার মাঝে, ঠিক্ বলিতে পারি না—তাহার দেহ স্থির নিস্পন্দ হইয়া গেল।

"আমি ভীরু চড়ুই হইলেও তখন যুবা বয়সের প্রাণী, কাজেই কৌতূহলী। জনশূন্য আলোকহীন গৃহে সেই নিস্পন্দ শায়িত দেহটাকে সন্তর্পণে একবার পরীক্ষা করিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইল;...একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া নিঃশব্দে ফুড়ুৎ করিয়া উড়িয়া নামিয়া আসিলাম; শয্যার শিয়রে বসিলাম। তারপর তুড়ুক্ তুড়ুক্ করিয়া লাফাইয়া তাহার নিকটস্থ হইয়া উঁকি ঝুঁকি দিয়া তাহার মুখ চোকের অবস্থাটা দেখিবার চেষ্টা করিলাম,—কিন্তু হঠাৎ পিছাইলাম! উঃ কি গরম! তাহার ব্রহ্মতালুর ভিতর হইতে অগ্নিজ্বালাময় ভীষণ উত্তাপ বাহির হইতেছে! পালকের জামার নীচে গাত্রচর্ম্মে তাহার তাপ আসিয়া ঠেকিল; চক্ষের নিমেষে চম্পট দিলাম! কড়িকাঠের মাথায় নিরাপদ্ স্থানে বসিয়া ব্যগ্র কৌতূহল' দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিলাম।

"সেটা ভীষণ উত্তাপই সত্য; অন্ধকার ঘরখানা সে উষ্ণ ঝাঁজে যেন আশ্চর্য্য আলোকময় হইয়া উঠিল!—ক্রমেই উত্তাপটা তীব্রতর—স্পষ্টীভূত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহা অগ্নি-শিখা-প্রোজ্জ্বল একটা চমৎকার জ্যোতির্ম্ময় আলোক-তরঙ্গে পরিণত হইল। তরঙ্গ-স্রোত বহিয়া আসিয়া দেহটার শিয়র দেশে পুঞ্জীকৃত হইয়া জমাট বাঁধিল। ক্রমে তাহা

একটা অপূর্ব্ব সুন্দর মানব-মূর্ত্তিতে পরিণত হইল।

"মূর্ত্তিটি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ উজ্জ্বল। মর-জগতের উর্দ্ধে যদি কোন অপার্থিব প্রসন্ন সৌন্দর্য্য-মাধুরী থাকে,—সে মূর্ত্তি, বোধ হয়, তাহারই সত্ত্বায় সুগঠিত।

"মূর্ত্তি স্থির-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। সম্মুখের ব্যাধি-বিকলাঙ্গ কুৎসিত মানব-মূর্ত্তিটা, বোধ হয়, তাহার চোখে ঠেকিল না।—সে স্তব্ধ নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল, কাচাবরণ-মণ্ডিত জানালার বাহিরে আকাশের দিকে!—আমি কড়িকাঠের গুপ্ত আশ্রয়ে বসিয়া দেখিতে পাইলাম না,—সে বাহিরের দিকে একান্ত আগ্রহে চাহিয়া কি দেখিতেছে; কিন্তু দেখিলাম তাহার সুন্দর মুখ গভীর আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার দৃষ্টি যেমনই মুগ্ধ-মনোরম, তেমনই শান্ত-কোমল!—

"কিছুক্ষণ পরে সে হঠাৎ সজোরে ডানহাত তুলিল। আমি চমকিয়া উঠিলাম! হরিবোল হরি!.....এতক্ষণ দেখি নাই, এই শান্ত সুকুমার প্রিয়দর্শন মানুষটার হাতে—ঠিক্ যেন তীক্ষ্ণ নৃশংসতা-মাখান একটা ভয়ানক চক্‌চকে উজ্জ্বল ছোরা!

"আমি ভয়ে ঘাড় গুঁজিয়া চক্ষু বুজিলাম, ক্ষণপরে চক্ষু খুলিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আতঙ্কে প্রাণ উড়িয়া গেল!—দেখিলাম, লোকটা সেই শয্যার উপর পতিত অচেতন দেহটার পাঁজরে ছোরাখানা আমূল বিদ্ধ করিয়া দিয়াছে!

"দেহটা তীব্র যন্ত্রণায় সজোরে ধড়্‌ফড়্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল! নির্দ্দয় নিষ্ঠুর হত্যাকারীটা তাহার দিকে দৃক্‌পাত করিল না;—অম্লান বদনে অকম্পিত হস্তে ছোরাটা টানিয়া তুলিল!—

"রক্তস্রোত ফিন্‌কি দিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে সকৌতুকে হাসিতে হাসিতে তাড়াতাড়ি একটা মাটীর পাত্র আনিয়া তাহাতেই রক্তটা ধরিল। ক্ষণপরে রক্তের পাত্রটা ঘরের মেঝেয় নাবাইয়া রাখিয়া সে জানালার কাছে সরিয়া গেল। বাহিরে ঝড়-জল তখনও চলিতেছিল কি না, জানি না, কিন্তু সামান্য আলোক আসিতেছে, দেখিলাম। সেই ক্ষীণ আলোকে রক্তমাখা ছোরাখানা চোখের সাম্‌নে তুলিয়া ধরিয়া সে গভীর মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিতে লাগিল। স্বর্গের সন্তোষে তাহার মুখ ভরিয়া গেল। সে নত হইয়া যুক্ত করে, মনে হইল, যেন কাহার উদ্দেশে নমস্কার করিল; তারপর ছোরাটা মুখে পূরিয়া অবলীলাক্রমে গিলিয়া ফেলিল!

"পরে সরিয়া আসিয়া সে সেই রক্ত-পাত্রটার কাছে বসিল। সরল শিশুর তরল চপল কৌতুকের হাসিতে আবার তাহার সুন্দর মুখ ঝল্‌মল্ করিয়া উঠিল! ঘরের কোণ হইতে একটা ছোট 'খড়ের নল' কুড়াইয়া, হাসিতে হাসিতে মুখে লাগাইয়া, সেই রক্তের ভিতর ডুবাইয়া সে 'ফুঁ' দিয়া বুদ্বুদ তুলিতে লাগিল!

কি অদ্ভুত ইন্দ্রজাল! দেখিতে দেখিতে সেই বিচিত্র-বর্ণের-বুদ্বুদ-রচিত কত কি আশ্চর্য্য-বস্তু প্রস্তুত হইল! কি বিরাট তাহাদের আকার! কি চমৎকার তাহাদের উজ্জ্বল শোভা!..... আমি কিছুই বুঝিলাম না, বিস্ময়-স্তম্ভিত-নয়নে তাহাদের পানে চাহিয়া রহিলাম!

"বহুক্ষণ-পরে, একাগ্র মনোযোগে ক্রীড়ারত লোকটা হঠাৎ চট্‌কা ভাঙিয়া লাফাইয়া উঠিল! তাহার মুখখানা অস্বাভাবিক বিবর্ণ হইয়া গেল! সে কাঁপিতে লাগিল, তাহার দেহটা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল! হঠাৎ সে অদৃশ্য হইয়া পূর্ব্বের মত একটা আলোক-তরঙ্গে পরিণত হইল! সেই জ্যোতিঃ তরঙ্গ-রেখা হিল্লোলিত হইয়া আসিয়া, সেই শয্যা-শায়িত দেহটার ব্রহ্মরন্ধ্রে সংলগ্ন হইল। ক্রমে তাহা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গেল!

"মৃতদেহটা নড়িয়া উঠিল! আমি ভয়-বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া দেখিলাম, তাহার ক্ষতস্থানে ক্ষত-চিহ্ন নাই! আছে শুধু অতি-ক্ষীণ একটু শুষ্ক-শোণিত-রেখা!

"শয্যাশায়িত লোকটা উৎকণ্ঠাকুল নয়নে শুষ্ক মুখে চারিদিকে চাহিল, তারপর প্রাণপণ আকিঞ্চনে উঠিয়া বসিল।—ব্যগ্রব্যাকুল হইয়া, দুই হাতে উদ্বেগ-স্পন্দিত বুকটা চাপিয়া ধরিয়া সেই রক্তের বুদ্বুদ-উদ্ভূত অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক বস্তুগুলার পানে চাহিয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সে অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিতের মত পড়িয়া গেল!

"রাত্রির কুয়াশা কাটিয়া ভোরের আলোক দেখা দিল।—জানালার কাচের ভিতর হইতে বাহিরের মেঘশূন্য নীলাকাশের একটুক্‌রা মূর্ত্তি দেখিয়া আমার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল; চারিদিকে দ্রুত দৃষ্টি-সঞ্চালন করিয়া ভাবিলাম, কোন্ ফাঁক দিয়া বাহির হই? চারিদিকই যে বন্ধ!

"হঠাৎ সশব্দে গৃহদ্বার ঠেলিয়া একদল লোক হুড়্ হুড়্ করিয়া ঘরে ঢুকিয়া বিচিত্র কণ্ঠে বিকট চীৎকার জুড়িয়া দিল!......সহস্র তর্ক, যুক্তি, প্রশ্ন, উত্তর, তাহারা যথেচ্ছভাবে আপনা আপনি মীমাংসা করিয়া লইল। তার-পর কেহ দম্ভভরে বিদ্রূপ করিল, কেহ ক্রুদ্ধ-স্বরে তিরস্কার করিল, কেহ কঠোর ঘৃণায় ধিক্কার দিল! সেই হতভাগ্য নির্ব্বোধটা অর্থহীন দৃষ্টি তুলিয়া নির্ব্বাক্‌ভাবে তাহাদের পানে চাহিয়া রহিল।

"উদ্ধত অবজ্ঞায় তাহার পিঠে লাথি মারিয়া, মুখে থুতু ফেলিয়া, দলকে দল ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল; রহিল শুধু অবশেষের দুইজন।—তাহারা দুইজনেই প্রশংসামুগ্ধ দৃষ্টিতে একান্ত মনোযোগে এতক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া সেই ঐন্দ্র-জালিক কীর্ত্তি দেখিতেছিল। এইবার দুইজনে অগ্রসর হইয়া, প্রসন্ন উল্লাসে সমস্বরে জয়ধ্বনি করিল!

"নির্ব্বোধটা মূকের মত বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাহাদের পানে চাহিয়া রহিল; কিছু বলিল না।

"তাহারা আবার জয়ধ্বনি করিল। ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে আর একজন সবেগে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। হিংস্র ব্যাঘ্রের কঠোর উত্তে-জনায় সেই নির্ব্বোধটার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নিষ্ঠুরভাবে সে তাহার বুকে উপর্য্যুপরি বেত্রাঘাত করিল।—হতভাগার বুকের চামড়া কাটিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া রক্ত ঝরিল! কিন্তু মুখে তাহার এতটুকুও বেদনার চিহ্ন দেখা গেল না! সে শুধু হতভম্ব হইয়া প্রহারকর্ত্তার ক্রুদ্ধ ভীষণ মুখখানার প্রতি চাহিয়া রহিল।

"শুনিলাম, হতভাগ্য নির্ব্বোধ ইহারই অন্ন-পুষ্ট, আশ্রয়ে পালিত—হতভাগ্য ক্রীতদাস।

"পদাঘাতে ভূমি কাঁপাইয়া, শাসনের বেত্র

আস্ফালন করিয়া প্রভু কর্কশ নিনাদে গর্জ্জন করিলেন .....'এত সাহস! এত স্পর্দ্ধা! অন্নদাতা প্রভুর অনুগ্রহ-ভিক্ষু,ক্ষুণ্ণ-জীবন লইয়া নিভৃত বিরাম-কুটীরের মাঝে মাথা গুজিয়া বিশ্রাম করিবার একটু স্থান পাইয়াছে বলিয়া সে কি না স্বচ্ছন্দে এমন দুঃসহ স্বেচ্ছার স্পর্দ্ধা-প্রকাশ করিবে!—কোন্ সাহসে সে এমন অসমসাহসিকতা প্রকাশ করিল?'

"ভৃত্য কোনই উত্তর দিল না; মাটীর দিকে চোখ নীচু করিয়া নীরব রহিল। প্রভু সদর্পে তাহার মাথায় পদাঘাত করিয়া গেলেন।

"জয়ধ্বনিকারী লোক-দুইজন স্তম্ভিতনেত্রে চাহিয়া ছিল। এইবার তাহারা ব্যথিত ম্লান মুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া তাহার হাত ধরিল! তাহার মাথার ধুলা, পিঠের ধুলা ঝাড়িয়া, সস্নেহে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া সান্ত্বনার স্বরে তাহাকে উৎসাহ দিল।—নির্ব্বোধ তবুও কোন কথা কহিতে পারিল না; লাঞ্ছনাহত করুণ-নয়নে নির্ব্বাগ্‌ভাবে তাহাদের পানে চাহিয়া রহিল! তাহার দুই চক্ষুর প্রান্ত বহিয়া শুধু দুইটি ফোটা তপ্ত অশ্রু টস্ টস্ করিয়া বুকে খসিয়া পড়িল।

"একজন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "কি অন্যায়! ওরা নির্ব্বিচারে তোমার ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করে গেল?—'

"ম্লান হাসি মুখে টানিয়া, ভগ্নকণ্ঠে নির্ব্বোধ উত্তর দিল—"যেতে দাও বন্ধু,—ও'রা ওতেই যদি পরিতৃপ্ত হন, হতে দাও।—'

"ফুলের মালা হাতে করিয়া অগ্রসর হইয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি গম্ভীর স্বরে বলিল,'কিন্তু আমরা তোমার মহত্ত্বের অপমান করতে পারব না। আমরা প্রীতিভরে তোমার এই সম্মানের অর্ঘ্য উপহার দেব।—ধর বন্ধু......"

"সভয়ে পিছাইয়া নির্ব্বোধ কাতরকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিল,—"না না, বন্ধু, ক্ষমা কর—আমি এ সম্মানের অযোগ্য;—আমি যে এর কিছুই জানি নে!"—

"তাহারা চমকিল! বিস্ময়-ব্যাকুল-কণ্ঠে বলিল—'এই অজস্র ব্যয়িত শোণিত, একি তোমারই পঞ্জর-নিঃসৃত নয়?'

"সে মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিল "হাঁ—।" পুনশ্চ প্রশ্ন হইল, "এই সুন্দর কীর্ত্তি, এ ইন্দ্রজাল তোমারই স্ব-কর-সৃষ্ট নয়?'—

"ক্ষুণ্ণ বেদনার হাসি হাসিয়া নির্ব্বোধ তাহার সেই কুষ্ঠক্ষত-শীর্ণ অকর্ম্মণ্য হাত-দুইখানি তুলিয়া দেখাইল, এ হাত যে অক্ষম! তারপর দৃঢ়ভাবে মস্তক-সঞ্চালনে নিঃশব্দে জানাইল—"না—!"

"প্রশ্নকর্ত্তা অবাক্ হইয়া গেল! অনেকক্ষণ চুপ করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "তবে? তবে এ কার কীর্ত্তি? জান, সেই অদ্ভুতকর্ম্মা! কোথায় তা'র নিবাস?—"

"মুহূর্ত্তের জন্য নির্ব্বোধের বুকটা প্রচণ্ড-বেগে স্পন্দিত হইয়া উঠিল, কিন্তু সে কোন উত্তর দিতে পারিল না!—নৈরাশ্যকাতর উদাস দৃষ্টিতে জানালার বাহিরে আকাশের দিকে হতবুদ্ধির মত সে চাহিয়া রহিল।—

"প্রশ্নকর্ত্তা তাহার দৃষ্টি-লক্ষ্যে বাহিরের দিকে ত্রস্ত চকিত কটাক্ষপাত করিল, তারপর ছুটিয়া আসিয়া, কাঁচের জানালা খুলিয়া ফেলিয়া, বাহিরের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া, ব্যস্ত চঞ্চল দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে নিষ্ফল উৎ

খুকো অনুসন্ধান করিতে লাগিল! কিন্তু কোথায় কে!—

"নির্ব্বোধ হতাশ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল! হায়, সে হতভাগ্য নিজেও জানিতে পারিল না—তাহারই বুক-ভরা বেদনার আবেগ, উন্মাদ-আলোড়নে উৎক্ষিপ্ত হইয়া তাহারই সতেজ-মস্তিষ্কে যে তীব্র আগুন জ্বালাইয়া তুলিয়াছিল, সেই আগুনেই বিরাট্ চৈতন্যময় এক মহতী মঙ্গলশক্তির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল!—তিনিই তাহার মানবীয় দেহের দুর্ব্বল বক্ষে, শাণিত কঠিন লৌহ হানিয়া রোগদুষ্ট শোণিত টানিয়া বাহির করিয়া সেই রক্ত মাটীর পাত্রে ধরিয়াছিলেন। তারপর সরল শিশুর চপল কৌতুক-আনন্দে মাতিয়া ঐন্দ্রজালিক ফুৎকারে সেই রক্তে বুদ্বুদ গড়িয়া এই আশ্চর্য্যজনক ঐন্দ্রজালিক-কীর্ত্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন! হায়, ইহারা এখন বাহিরে কোথায় তাঁহাকে খুঁজিতে চায়!—"

* * *

বৃদ্ধ চুপ করিলেন। তরুণ মাথা তুলিয়া সাগ্রহে বলিল, "তারপর?—"

বৃদ্ধ বলিলেন, "তারপর আর কি? খোলা জানালা পেয়ে আমি সুড়ুৎ করে তা'র মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম, তারপর মুক্ত আকাশের বায়ুপ্রবাহে পাখা-সঞ্চালন করে সন্ সন্ শব্দে নিজের ডেরায় ছুট্‌লুম্।—"

তরুণ হতাশভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"নিজের ডেরায়! পুলীশে খবর দিতে গেলে না? এমন ভয়ানক খুন-জখমের চমৎকার গল্পটা ডিটেক্‌টিভের হাতে পড়্‌ল না; গল্পটা মাঠে মারা গেল!—"

ঈষৎ হাসিয়া বৃদ্ধ চড়ুই মাথার টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "যেতে দাও, সুহৃদ্, জবরদস্তি করে রুদ্ধ গৃহের বদ্ধ বাতাসে আটকে রেখে বিষজীর্ণ করে মেরে ফেলার চেয়ে মুক্ত আকাশের কোলে খোলা মাঠের মেঠো হাওয়া পেয়ে মরা—ঢের স্বাস্থ্যকর! তুমি এখন নিজের ডেরায় যাও, তোমার শূন্যঘর এতক্ষণ নিশ্চয় পূর্ণ হয়েছে,—রাত্ ন'টা বাজে!

(সমাপ্ত)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। High courts' Instructions to and Regarding Police Officers (পুলিস্-কর্ম্মচারিগণের প্রতি ও তাহাদিগের সম্বন্ধে উচ্চ-বিচারালয়-সমূহের বিধি)।—শ্রীযুক্ত এইচ্ ব্যানার্জ্জি, বি এল্ কর্ত্তৃক সংগৃহীত, গ্রথিত ও গিরিধি হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা মাত্র।

এলাহাবাদ, বোম্বে, মাল্রাজ, কলিকাতা প্রভৃতি ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয় উচ্চ-বিচারালয়গুলির পুলিস্-সংক্রান্ত বিধি-সমূহ সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার সাতটী অধ্যায়ে পুলিস্-কর্ম্মচারী, পুলিসে সংবাদ, পুলিস্ রিপোর্ট, বন্ধন, কারারোধ, জামিন্, অনুসন্ধান, পুলিসের নিকট স্বীকারোক্তি, প্রভৃতি বহুবিধ জ্ঞাতব

বিষয় অতিসুন্দরভাবে গ্রথিত করিয়াছেন। সুতরাং ইহা পুলিস্-কর্ম্মচারী, আইন-ব্যবসায়ী, আইন-পাঠার্থী এবং পুলিসের শিক্ষাধীনে অবস্থিত ছাত্রগণের পক্ষে যে একখানি অমূল্য গ্রন্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই। সাধারণ ব্যক্তিগণেরও জ্ঞাতব্য বহুবিধ বিষয় ইহাতে বিদ্যমান আছে। আমরা আশা করি, গ্রন্থকারের পরিশ্রম অচিরেই সার্থকতা লাভ করিবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিগত ২রা নবেম্বর মহাত্মা স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া অমর-ধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিয়োগে আমরা এবং আমাদিগের মাতৃভূমি একটী উজ্জ্বলতম রত্ন হারাইলাম! মানুষ কেহই চিরদিনের জন্য এখানে আসে না। কিন্তু প্রাতঃস্মরণীয় কৃতী মনীষীর উজ্জ্বল চরিত্র যুগযুগান্তর ধরিয়া দেশবাসী আগ্রহ-সহকারে হৃদয়ে পোষণ করিয়া রাখে। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইহলোক পরিত্যাগ করিলেও, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে তাঁহার সেই ঐকান্তিকী নিষ্ঠা, তাঁহার নিরহঙ্কারতা ও নিরভিমানতা, তাঁহার সেই সরল ও অমায়িক মধুর ব্যবহার, তাঁহার সেই গভীর জ্ঞানানুরাগ ও দেশবাসীর প্রতি প্রগাঢ় প্রেম তাঁহাকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও রাখিবে। স্বদেশবাসীদিগের উপর তাঁহার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক। বিধাতা তাঁহার চিরোন্নতিশীল আত্মার চির উন্নতি বিধান করুন এবং দেশবাসীকে তাঁহার সদ্দৃষ্টান্তানুসরণে শক্তি প্রদান করুন।

মহিলাদিগের প্রার্থনা।—আমেরিকার কতিপয় রমণী প্রেসিডেণ্ট উইলসনের নিকট আবেদন করিয়াছেন যে, আমেরিকার কয়েকজন মহিলাকে ইউরোপের শান্তি-সমিতিতে যোগদান করিবার সুযোগ দেওয়া হউক্।

রমণীদিগের এ প্রার্থনা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

নারীর কার্য্য।—ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ এক প্রকাশ্য সভায় নারীদের কার্য্যদক্ষতার বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন, ইংলণ্ডের দশ লক্ষ নারী গোলাগুলি, বন্দুক ও কামানের নির্ম্মাণকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তিন লক্ষ ষাট হাজার নারী কৃষিকার্য্য, দুই লক্ষ কুড়ি হাজার নারী জল- ও স্থল-সৈন্যের শুশ্রূষা-কার্য্য এবং বহু সহস্র নারী নানাপ্রকার রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। মন্ত্রিমহোদয় বলিয়াছেন, 'নারী সাহায্য না পাইলে আমরা যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিতাম না।'

বেথুন কলেজের ভূতপূর্ব্ব লেডী প্রিন্সিপ্যাল স্বর্গীয়া কুমুদিনী দাস।—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বেথুন কলেজের ভূতপূর্ব্ব লেডী প্রিন্সিপ্যাল শ্রীমতী কুমুদিনী দাস মহাশয়া কয়েকদিনের পীড়ায় অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ভগবান্ তাঁহার আত্মার উন্নতি ও চিরকল্যাণ বিধান করুন্।

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও
[illegible] নং [illegible] লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 665. January, 1919.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৬ বর্ষ। ৬৬৫ সংখ্যা।	পৌষ, ১৩২৫। জানুয়ারী, ১৯১৯।	১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।

গানের স্বরলিপি।

তোড়ী-ভৈরবী—একতালা।

শুনিয়া তোমার অভয়-বাণী
ঘুচিল বেদনা-জ্বালা,
নিভিল সকল চিত্ত-দহন,
ফুটিল কুসুম-মালা!
দূরে গেল মোহ-তিমির-ভার,
ঘুচে গেল ভয়, ছুটিল আঁধার,
(............শু)
শান্তি-কমল শুভ্র অমল
করিল জীবন আলা!
সংসার-পথে বিচরিব সুখে,
তোমারে ডাকিব সুখে দুঃখে শোকে,
নির্ভয়ে আমি গাহি যাব গান,
জীবন—পায়ে দিব ডালা!
(আজ) দুঃখ নাহি মোর, বেদন নাহি,
আনন্দে আজি সবা মুখ চাহি,
আনন্দে আমি তব গান গাহি—
গাঁথি হৃদি-ফুল-মালা॥

কথা—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি, এ।

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

আস্থায়ী।

২´ ৩ ০ ১
II ণ্‌সসা -া ণ্‌সা । দা ঋপা ঋপা । ঋপা ঋপা ঋপা । ণদা -া পা I
শুনি ০ য়া তো মা র অ ন্ত র বা০ ০ ণী

২´ ৩ ০ ১
I ঋপা ঋপা জ্ঞা । পজ্ঞা ণদা পা । পজ্ঞা -া -ঋা । সা -া -া I
ঘু চি ল ০বে দ না আ ০ ০ না ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I ণ্‌সা ণ্‌সা ণ্‌দা । দা দণা দণা । সা -া ঋজ্ঞা । ঋজ্ঞা ঋজ্ঞা ঋজ্ঞা I
নি ভি ল০ স ক ল চি ০ ত্ত দ হ ন

২´ ৩ ০ ১
I মণা দা পা । ঋপা ঋপা ঋপা । পজ্ঞা -া -ঋা । সা -া -া II
ফু০ টি ল কু সু ম মা ০ ০ লা ০ ০

অন্তরা।

২´ ৩ ০ ১
II দা মা মা । দা ণা ণা । ণর্সা র্সা র্সা । ণর্সা -া ণর্সা I
দূ রে গে ল মো হ তি মি র ভা ০ র

২´ ৩ ০ ১
I র্সজ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্জ্ঞা র্মা র্মা । র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্ঋা । র্ঋা র্সা র্সা I
ঘু চে গে ল ভ য় ছু টি ল আঁ ধা র

২´ ৩ ০ ১
I পদণা -র্সর্ঋর্সা র্সা । ণর্সা র্সা র্সা । ণা -া দা । দপা পা পা I
শা০০ ০০ন্ তি ক ম ল শু ০ ভ্র অ ম ল

২´ ৩ ০ ১
I ঋপা পা জ্ঞা । পজ্ঞা ণদা পা । পজ্ঞা -া -ঋা । সা -া -া II
ক রি ল জী০ ব ন আ ০ ০ লা ০ ০

সঞ্চারী।

২´ ৩ ০ ১
II ণ্‌সা -া সণ্‌া । দ্‌া দ্‌া ণ্‌া । ণ্‌া সা ঋজ্ঞা । জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা I
সং ০ সা০ র প থে বি চ রি ব হু থে

২´ ৩ ০ ১
I রজ্ঞা রজ্ঞা রজ্ঞা । জমা মা মাপ । জ্ঞা জ্ঞা ঋা । ঋা সা সা I
তো মা রে ডা কি ব সু খে দু খে শো কে

২´ ৩ ০ ১
I পসা -া সদা । পা পা পা । পা ণা দা । দা পা -া I
নি বৃ ভ য়ে আ মি গা হি যা ব গা ন

২´ ৩ ০ ১
I দপা -া দা । পা -া -া । জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা । ঋা সা সা II
জী ০ ব ন ০ ০ পা য়ে দি ব তা না

আভোগ।

২´ ০
[সা সা]
আ জ
৩ ০ ১
II দা মা মা । দা ণা ণা । ণর্সা র্সা র্সা । ণর্সা -া ণর্সা I
দু খ না হি মো র বে দ ন না ০ হি

২´ ৩ ০ ১
I র্সজ্ঞা জ্ঞা -জ্ঞা । জ্ঞা র্মা র্মা । জ্ঞা জ্ঞা ঋা । ঋা র্সা র্সা I
আ ন ন্ দে আ জি স বা যু থ চা হি

২´ ৩ ০ ১
I পদণা -র্সঋর্সা র্সা । ণর্সা র্সা র্সা । ণা -া দা । দপা পা পা I
আ০০ ০নন্ দে আ মি ত ব ০ গা ন গা হি

২´ ৩ ০ ১
I জপা পা জ্ঞা । পজ্ঞা পদা পা । পজ্ঞা -া -ঋা । সা -া -া II II
গাঁ থি হ দি০ ফু ল মা ০ ০ লা ০ ০

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কাশীদেবীর সামান্য দূরে উত্তর দিকে ভূত-ভৈরবের মন্দির আছে। ইঁহাকে কেহ কেহ ভীমভৈরবও কহিয়া থাকে। ইঁহাকে পূজা করিলে ভূতের ভয় আর থাকে না। ইহার দাড়ি আছে। ইহার কেবলমাত্র মস্তক ও মুখ দেখা যায়, অবশিষ্ট সমুদয় অঙ্গ পরিচ্ছদে আবৃত।

অওসানগঞ্জ-মহল্লায় বড় গণেশের মন্দির আছে। ইনি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। বড় সড়ক হইতে একটি গলি চলিয়া গিয়াছে। তাহার কোণে জগন্নাথদেবের মন্দির। এখানে তিনটী মন্দির আছে। দক্ষিণে জগন্নাথ, বামে বলভদ্র, এবং মধ্যে তাঁহাদিগের ভগ্নী সুভদ্রা। প্রথম দুইটীর হস্তের কনুই পর্য্যন্ত আছে, কিন্তু হস্ত ও পদ নাই। শেষোক্তটি হস্তপদবিহীন। গলির অন্য কোণের একস্থানে দুইটী সতীমূর্ত্তি অবস্থিত। পুরাকালে যে-দুইটী রমণী সতী হইয়াছিল, এই মূর্ত্তি তাঁহাদিগেরই স্মারক। বড় গণেশের মন্দিরে গণেশের মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। ইনি হস্তিতুণ্ডবিশিষ্ট, চতুর্ভুজ। ইঁহার হস্ত ও পদ রৌপ্যনির্ম্মিত। মন্দির-মধ্যে চারিটী ঘণ্টা দোদুল্যমান।

* * * *

সহরের বাহিরে পশ্চিম দিকে পিশাচ-মোচন নামে একটী সুদীর্ঘ সরোবর আছে। ইহার তটে অনেকগুলি মন্দির দৃষ্ট হয়। পিশাচমোচন হিন্দুদিগের একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। বারাণসীধামে আগন্তুক-মাত্রকেই এখানে আসিতে হয়। সহরের লোকেরা বৎসরে একদিন এখানে স্নান করে। প্রবাদ এইরূপ যে, এখানে স্নান করিলে পিশাচদিগের ভীতি আর থাকে না। জনশ্রুতি এইরূপ যে, একজন পিশাচ পবিত্রস্থানের গণ্ডীর মধ্যে ভয়ে ভয়ে প্রবেশ করিতেছিল। পিশাচ-মোচনের পথের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতাগণ তাহার পথরোধ করেন্। সুতরাং, ঘোর যুদ্ধ সমুপস্থিত হয়। যুদ্ধে পিশাচই জয়লাভ করে। ক্রমে সে পিশাচমোচনের স্থান পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। এই স্থানে সহরের কোতোয়াল ভৈরবনাথের সহিত সংঘর্ষ হয়। ফলে ভৈরবনাথ পিশাচের মস্তকচ্ছেদ করেন্। অতঃপর তিনি সেই মুণ্ড লইয়া বিশ্বেশ্বরের নিকটে আগমন করেন্। মুণ্ডটী দেহহীন হইলেও বাক্‌শক্তিহীন হয় নাই। সেই কাটামুণ্ড বিশ্বেশ্বরেব স্তব করিয়া এই বর প্রার্থনা করে যে, তাহাকে সহর হইতে না তাড়াইয়া পিশাচমোচন নামে যেন একটী পুষ্করিণী খনন করা হয় ও গয়া-যাত্রিগণ এখানে যেন প্রথমে আসিয়া স্থানটীকে দর্শন করে। মহাদেব 'তথাস্তু' বলিলেন। ঘাটের উপর মন্দিরের কোণে পিশাচের প্রস্তর-নির্ম্মিত মুণ্ড দেখা যায়। গয়াযাত্রীর মধ্যে যদি কেহ পূর্ব্বে পিশাচমোচন না দেখিয়া থাকে, তবে গয়ালীগণ তাহাকে বারাণসীর পিশাচমোচন দেখিতে অনুরোধ করে। ইহাতে যাত্রীদিগের কষ্ট হয় দেখিয়া গয়াতে পিশাচমোচনের একটী নকল স্থান কৃত হইল। তথায় স্নান করিলে বারাণসী-ধামের পিশাচমোচনের ফল হইয়া থাকে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেলা ব্যতীত বৎসরে পিশাচ-মোচনে একটী করিয়া বৃহৎ মেলা হয়। ইহা "লোটাভাণ্টা" নামে খ্যাত। এই দিনে লোকে বেগুনের বেগুনি করিয়া খাইয়া থাকে। ঘাটের পূর্ব্বদিক্‌টি গোপালদাসসাহু এবং অবশিষ্ট স্থানটী মির্চ্চবাই-নামক জনৈক মহিলা নির্ম্মাণ করান্।

সরোবরের পূর্ব্বতটে দুইটী মন্দির আছে। তন্মধ্যে একটী ও নক্কুমিশ্র অন্যটি মির্চবাই নির্ম্মাণ করেন। শেষোক্ত মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে অনেকগুলি দেবমূর্ত্তি আছে। মন্দিরের চারিদিকে চারিটি কুলুঙ্গি দৃষ্ট হয়।

মন্দিরে শিবলিঙ্গ ও তাঁহার সন্নিকটে পিশাচ-মোচনের মুণ্ড রক্ষিত দেখা যায়। ইহার পরেই বিষ্ণুমূর্ত্তি অবস্থিত। ইনি চতুর্ভুজ। এক হস্তে শঙ্খ, অপর হস্তে পদ্ম; তৃতীয় হস্তে গদা এবং চতুর্থ হস্তে চক্র। ইঁহার গলে বনফুল-হার। যিনি সর্ব্বব্যাপক তিনিই বিষ্ণু। বিষ অর্থে প্রবেশ, ণ বিশ্ব, উ চৈতন্য। (বিশ্বং ব্যাপ্নোতীতি বিষ্ণুরিতি)। বিশ্বব্যাপক পরমাত্মাকে বিষ্ণু বলা যায়। ইঁহার বক্ষঃস্থলে যে কৌস্তুভ মণি আছে, তাহাই চৈতন্যভাস, শ্রীবৎসমায়া, যাহাতে জগৎ মোহিত রহিয়াছে। জীবসমষ্টিই বনমালারূপে নানাবর্ণে গ্রথিত। হৈরণ্যপাত্র অর্থাৎ শুদ্ধ তেজঃস্বরূপ পীতবস্ত্র। যজ্ঞোপবীতই প্রণব, সাংখ্যযোগই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ শ্রবণকুণ্ডল। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্ব্বর্গই প্রসিদ্ধ চতুর্ভুজ। আত্মার উপাসনাতেই চতুর্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। শুদ্ধ সত্ত্বগুণ পদ্মাকারে মোক্ষবর্গরূপে এক হস্ত হইয়াছে। তমোগুণ সলিল তত্ত্বরূপ-শঙ্খাকারে অর্থবর্গ-রূপে ইহার দ্বিতীয় হস্ত। তৃতীয় হস্তটী রজোগুণ তেজস্তত্ত্ব সুদর্শন-নামক-চক্রাকারে কামবর্গরূপে পরিণত। প্রাণতত্ত্ব গদা ত্রিগুণময়ী ধর্ম্মবর্গরূপে চতুর্থহস্ত হইয়াছে। সকাম ও নিষ্কাম, উভয় কর্ম্মই ইষুধিদ্বয়। ইন্দ্রিয়গণ শররূপে মণ্ডিত। ক্রিয়াশক্তি রথ। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, ভূতবৃত্তি ক্রিয়াশক্তি চক্রক্ষুরধারাদিতে ব্যক্ত হইয়াছে। বর আর অভয় দুই মুদ্রা। ধর্ম্ম ও জ্ঞান দুই চামর দুই পার্শ্বে উপবীজন। গরুড় বেদরূপ; কারণ; বেদবেদ্য পরমাত্মাকে সর্ব্ববেদেই বহন করেন্। জ্ঞানস্বরূপা কমলাই চিৎশক্তি-রূপে সন্নিহিতা আছেন। নন্দসুনন্দাদি অষ্টদ্বারপাল; ইহারাই অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য। বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, সংকর্ষণ, অনিরুদ্ধ, এই চতুর্ব্যূহই ব্রহ্মপুচ্ছ-চতুষ্টয়। বিষ্ণুর পরেই লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি। ইহাঁর বামভাগে সূর্য্যদেবের মূর্ত্তি অবস্থিত।

সহরের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে সূর্য্যকুণ্ড আছে। এখানে কূপের সংখ্যা ১২টী; পরন্তু দুইটির মাত্র নিদর্শন পাওয়া যায়। পুষ্করিণীর উপর একটী মন্দির আছে। ইহার কিছু দূরে সূর্য্য নারায়ণের মূর্ত্তি অবস্থিত। এই বিগ্রহটী কোটা-বুন্দীর রাজা স্থাপিত করেন্। রবিবারে এখানে সূর্য্যের একটী বিশেষ করিয়া পূজা হইয়া থাকে। হিন্দুরা সূর্য্যকে পরমেশ্বর বলিয়া মানেন্। সৃ গত্যর্থে, ঋ স্থলে উর্। উ-শব্দে গমন। রকারে অগ্নি। য স্বরূপ। অর্থাৎ তৈজস-স্বরূপ, শুদ্ধ জ্যোতিঃস্বরূপে সর্ব্বত্র গ যিনি, তাঁহার নাম সূর্য্য। সূর্য্য অর্থে তেজঃস্বরূপ পরমাত্মাই জ্যোতিঃব্রহ্ম; যথা "ব্রহ্মজ্যোতিঃ রসোঽমৃতমিতি শ্রুতিঃ।" সুতরাং, সূর্য্য-শব্দে পরমাত্মাকে বুঝায়। বিশেষতঃ, সূর্য্য-মন্ত্র গায়ত্রীকে সকলে ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়া থাকেন্। মন্দিরের মেজেয় হোমকুণ্ড আছে। হোমের জন্যই সেই কুণ্ড ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হোমকালে সূর্য্যপুরাণ পঠিত হয়। এই স্থানটী শাম্বাদিত নামে খ্যাত। কৃষ্ণের স্ত্রী জাম্ববতীর পুত্র শাম্বের নাম হইতে শাম্বাদিত-শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রবাদ এইরূপ যে, একদা শাম্ব অতিগর্হিত পাপ করিলে কৃষ্ণ তাহাকে শাপ দেন। ফলে তাহার কুষ্ঠ হয়। শাম্বের মাতা কৃষ্ণকে অনেক অনুনয়-বিনয় করিলে, তিনি বলেন 'যদি শাম্ব বারাণসীধামে যাইয়া পুষ্করিণী খনন

পূর্ব্বক তাহাতে স্নান ও সূর্য্য-পূজা করে, তবেই সে কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হইবে। শাম্ব তাহাই করেন। এইজন্য পুষ্করিণীর নাম শাম্বাদিত।

সূর্য্যকুণ্ডের নিকট একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে অষ্টাঙ্গ-ভৈরবের ভগ্ন মূর্ত্তি অবস্থিত। ঔরঙ্গজেব ইঁহাকে ভগ্ন করেন।

সহরটীর এই মহল্লায় ধ্রুবেশ্বরের মন্দির আছে। ধ্রুব একজন ঋষি। নক্ষত্রের মধ্যে ইঁহার স্থান। মন্দিরটীতে শিবলিঙ্গ বিদ্যমান রহিয়াছে।

* * *

মানমন্দির-ঘাটের যাহা কিছু প্রখ্যাতি আছে, তাহা কেবল নক্ষত্র-পর্য্যবেক্ষণের যন্ত্রাদির জন্য। গঙ্গানদীতটে মন্দিরটী অবস্থিত। জয়পুরের রাজা জয়সিংহ মান-মন্দির নির্ম্মাণ করেন্। যে গলি দিয়া গমন করিয়া ঘাটে যাওয়া যায়, তাহাতে দালভী-শ্বরের মন্দির অবস্থিত। উক্ত দেবতার মেঘের উপর ক্ষমতা অধিক। দেবতাটী ভৃঙ্গার-মধ্যে অবস্থিত। তাহা জলমধ্যে নিমজ্জিত থাকে। দালভীশ্বরের মন্দিরের সংলগ্নীভূত চতুর্ভুজ শীতলা এবং অন্যান্য দেবতা আছেন্।

নিকটেই সোমেশ্বরের মন্দির। সোম অর্থে চন্দ্রদেব। ইঁহার মন্দিরের অনতিদূরে বারাহী-দেবীর মন্দির।

মানমন্দিরে ভিত্তিযন্ত্র, যন্ত্রসম্রাট্, চক্রযন্ত্র, দিগংশযন্ত্র প্রভৃতি অনেক যন্ত্র আছে। এখান হইতে অনতিদূরে নেপালি মন্দির অবস্থিত। নেপালি মন্দিরের সহিত কোন পৌরাণিকী আখ্যায়িকার সম্বন্ধ না থাকিলেও এবংপ্রকারের মন্দির কাশীতে আর নাই। ইহা ললিতা-ঘাটের উপর অবস্থিত। মন্দিরের উপরিভাগে দোহরা চৌখুটা ও তদুপরি গিল্‌টি-করা কলস দেখা যায়। বারান্দার ধারে বন্দনবাড়ীর ন্যায় ঘণ্টা ঝুলিতেছে। সেই ঘণ্টাগুলি বায়ুবিতাড়িত হইয়া স্বয়ং বাজিতে থাকে। সমক্ষে বড় নন্দী দৃষ্ট হয়। মন্দিরের নিকটে নেপালিগণের থাকিবার জন্য ধর্ম্মশালা আছে।

* * *

মানমন্দিরের দক্ষিণে দশাশ্বমেধ ঘাট। এই ঘাটটী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পবিত্র বলিয়া লোকদিগের বিশ্বাস। বারাণসীর পঞ্চতীর্থের মধ্যে দশাশ্বমেধ একটি। অপর চারিটীর নাম অসিসঙ্গম, মণিকর্ণিকা, পঞ্চগঙ্গা এবং বরুণাসঙ্গম। তীর্থকামিগণ অসি-ঘাটে ধর্ম্ম-কৃত্যাদি করিয়া দশাশ্বমেধ-ঘাটে আসে, এবং তথায় পূজাদি করিয়া মণিকর্ণিকায় গমনপূর্ব্বক কূপে স্নান করে। এখান্ হইতে তাহারা পঞ্চগঙ্গায় গমন করিয়া পরে বরুণাসঙ্গমে সমাগত হয়।

দশাশ্বমেধ-ঘাটের প্রবাদ এই যে, একদা হরপার্ব্বতী মন্দরাচলে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে মহাদেবের মন সহসা উদ্বেগপূর্ণ হইল। কাশী তখন দিবোদাসের হস্তগত। সমস্ত দেবতাই কাশী হইতে বিতাড়িত হয়। মহাদেব তখন ব্রহ্মাকে স্মরণ করিলেন। ব্রহ্মাও তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইলেন। তিনি ব্রহ্মাকে বারাণসীর সংবাদ আনিতে ও রাজা দিবোদাসকে রাজ্যচ্যুত করিবার উপায় উদ্ভাবিত করিতে আজ্ঞা করিলেন। ব্রহ্মার বাহন হংস আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রহ্মা

তদুপরি আসন-গ্রহণ করিয়া বারাণসীতে যাত্রা করিলেন। কাশীতে পঁহুছিয়া তিনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ পরিগ্রহ করিয়া রাজা দিবো-দাসের সহিত সাক্ষাৎকার করেন। রাজা ব্রহ্মাকে চিনিতে না পারিয়া, ব্রাহ্মণবোধে দান দিতে উদ্যত হইলে, ছদ্মবেশী ব্রহ্মা বলিলেন, 'আমি প্রব্রজ্যা ধারণ করিয়াছি, সুতরাং আমি দান গ্রহণ করিব না। যদি দান দেওয়াই আপনার বাসনা থাকে, তবে দশটী অশ্বমেধ-যজ্ঞের উপকরণ দিন্; আমি অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিতে চাই।' রাজাও তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। ব্রহ্মা ভাবিয়াছিলেন যে, যজ্ঞের উপকরণ দিতে রাজার কোনও না কোন ত্রুটি সংঘটিত হইবে এবং অমনি সেই পাপের জন্য তিনি তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিবেন। কিন্তু ফলে বিপরীত হইল। রাজার কিছুমাত্র ত্রুটি হইল না। ব্রহ্মা যজ্ঞ-সমাপন করিয়া স্থানটীকে 'দশাশ্বমেধ'-নাম দিলেন। এই দশাশ্বমেধ-ঘাটে স্নান করিলে প্রয়াগ-যাত্রার ফল হয়। ব্রহ্মা এখানে দুইটী বিগ্রহ রাখেন; তন্মধ্যে একটীর নাম দশাশ্বমেধেশ্বর এবং অন্যটী ব্রহ্মেশ্বর। প্রথমটী কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত ও বৃহদাকার এবং দ্বিতীয়টী ক্ষুদ্র। প্রবাদ এইরূপ যে, দশাশ্বমেধেশ্বরের পূজা করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না। ব্রহ্মেশ্বরের পূজায় ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি হয়। যে-মন্দিরে উক্ত দুই বিগ্রহ আছে, তথায় অন্যান্য দেবতাও দৃষ্ট হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠমাসের শেষার্দ্ধে অনেক ব্যক্তি দশাশ্বমেধঘাটে এবং নিকটস্থিত রুদ্রসরোবরে স্নান করে। পনের দিন ব্যাপিয়া পূজাদি চলিয়া থাকে।

দশাশ্বমেধ-যজ্ঞ সমাপন করিয়া ব্রহ্মা দেখিলেন যে, তিনি যে-কার্য্যে আসিয়াছিলেন, সে কার্য্যের কিছুই হইল না। এদিকে রাজাও তাঁহাকে সমাদরের সহিত তাঁহার জন্য একটি মন্দির-নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। ব্রহ্মা তখন কাশীতেই বাস করিতে লাগিলেন। শিবের নিকট তিনি আর প্রত্যাগত হইলেন না। ব্রহ্মা হিন্দুর একটি প্রধান দেবতা। সৃষ্টির আদিতে কেবলমাত্র পরব্রহ্ম অর্থাৎ আত্মা অবস্থিত ছিলেন। তিনি আপনার শরীর হইতে প্রকৃতি পুরুষ-জড়িত এক বিরাট পুরুষকে প্রকাশ করেন। সেই পুরুষই ব্রহ্মা। তিনি আপনি দুই ভাগ হইয়া স্ত্রী ও পুরুষরূপে উৎপন্ন হইলেন। পরে ঐ স্ত্রীতে সম্ভোগ-দ্বারা বিবিধ প্রজার সৃষ্টি করেন। ইহারই অভিপ্রায়ে স্মৃতি-পুরাণাদির প্রজোৎপত্তি-ব্যাপার-বিশিষ্ট ব্রহ্মার কন্যা-হরণ-প্রস্তাব কথিত হইয়াছে। ইহা রূপকমাত্র।

সিদ্ধেশ্বরী-মহল্লায় দুইটী মন্দির আছে। মন্দিরদ্বয়ের প্রখ্যাতি অধিক। তন্মধ্যে একটী মন্দির সিদ্ধেশ্বরীর। ইহার মন্দিরের সংলগ্ন চন্দ্রকূপ নামে একটী কূপ আছে। চৈত্র পূর্ণিমায় এখানে লোকগণ সমাগত হইয়া কূপে চন্দ্রের পূজা করে। মন্দিরস্থিত দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে একটি দুর্গা-দেবীর মূর্ত্তি আছে। ইহাঁর এক হস্তে পদ্ম, অন্যটিতে অসি, তৃতীয়টি সিংহের উপর এবং চতুর্থটী মহিষের উপর। বারান্দার পশ্চাদ্ভাগে সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির অবস্থিত। ইনিই সিদ্ধিদাতা। সঙ্কটাদেবীর মন্দিরেরও সঙ্কট-নিবারণের প্রখ্যাতি আছে। সঙ্কটাদেবীর মন্দিরের সংলগ্ন একটি মঠ আছে। এখানে ব্রাহ্মণবালকেরা শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া

থাকে। সিঁড়ি দিয়া নিম্নে নামিলেই সঙ্কটাঘাট প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানে মহাবীর ও মহাদেবের মূর্ত্তি আছে।

সঙ্কটাঘাটের উত্তরে রামঘাট। এখানকার সিঁড়ির উপর একটী মন্দির আছে। স্থানটীতে অনেকগুলি দেবতার সমাবেশ দেখা যায়। দেবতাদিগের পরিধানে কিংখাপের পরিচ্ছদ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

কবি-কুঞ্জ।

(১)

কবি-কুঞ্জ, মরি এই কি সুখের স্থান,
ভারতীর লীলাস্থল, সুখের উদ্যান !
হেথায় পঞ্চম স্বরে, কোকিল কুহরে জোরে,
পাপিয়া ললিত গায়, সুখের কেমন !
সুখকর বহে সদা মৃদুল পবন !

(২)

হেথায় কুসুম ফুটে সৌরভ বিলায়,
সাহিত্যের তীর্থযাত্রী ভাবুকে মাতায় ;
হেথায় আকাশ-বাসে কোটি চন্দ্র পরকাশে,
সুবিমল রশ্মি-রাশি করে বিতরণ ;
চকোর করিয়া পান সুখে নিমগন !

(৩)

প্রকৃতির কুঞ্জে এই বিটপীর দল
ফল-ফুলে সুশোভিত সুন্দর সরল ;
লতিকা আনন্দে করে পরিণয় তরু-বরে,
মুকুল-গন্ধের মুখে ভ্রমর-গুঞ্জন !—
মরি কি সুধার ধারা শ্রবণ-রঞ্জন !

(৪)

বাণীর নিকুঞ্জ এই কিবা রম্য স্থল,
রাতুল চরণে তাঁর শোভে শতদল !
হস্তেতে বীণার তার ঝঙ্কারিয়া অনিবার,
মরি কি সুধার ধারা করে বরিষণ,
ভক্তের পিয়াস মিটে, জুড়ায় জীবন !

(৫)

ছয় রাগ মূর্ত্তিমতী ছত্রিশ রাগিণী,
বাণীরে বরণ করে দিবস-যামিনী ;
বাণীর তনয় কবি, প্রকৃতি সরল ছবি,
উৎসব আসবে সব মত্ত অনিবার,
অমৃতের নদী বহে সুখের আধার !

(৬)

শোক তাপ নাহি ভাবে, সব ভুলে যায়,
আপনি মাতিয়ে রসে সবারে মাতায় ;
সদাই আনন্দ হেথা, নাহি কিছু মনে ব্যথা,
আনন্দ-আশ্রম এই শুদ্ধ নিকেতন,
বাণীর নিকুঞ্জ এই ত্রিদিব-ভবন।

(৭)

ম্লানজ্যোতি হীরা-মুক্তা, সুদীপ্ত কাঞ্চন,
হেথায় লজ্জিত কাছে বাণীর চরণ ;
হেথা যশ প্রতিভার, ঐশ্বরিক ক্ষমতার,
হেথায় কবির রাজ্য, বাণীর আলয়,
কবির গৌরব সদা প্রতিষ্ঠিত হয় !

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

আত্মবিসর্জ্জন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(নন্দলালবাবুর বাটী)

(নন্দলাল ও ঘটকের প্রবেশ।)

নন্দ। কিহে, একটা মেয়ে টেয়ে জোগাড় কর্ত্তে পার্লে না ?

ঘটক। সে কি ম'শাই? এত মেয়ে দেখালুম্, আপনি ত কোনটাতেই মনোযোগ কর্লেন না!

নন্দ। ছেলের বিয়ে দোব! জান কি, মোটে একটা ছেলে, তা' মনের মতন ঠিক্ না হ'লে ত দিতে পারি না! তবে বিয়েটা আমি শীগ্‌গির দিতে চাই। ছেলেটা 'বিলেত যাব, বিলেত যাব' করে অস্থির হ'য়েছে, সেই জন্যে আমার এত ইচ্ছে যে বিয়ে দিয়ে তবে বিলেত পাঠাই। যদি বিয়ে না দিয়ে পাঠাই, জানি কি, এখনকার সব ছেলে,—যদি বিলেত থেকে একটা মেম্ বিয়ে ক'রে আসে!

ঘট। কই, সেটা বড় দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। আগে সেটা হ'ত বটে! সে-কালে লোক বিলেত গিয়ে ক্রীষ্টান হ'ত, মেম বিয়ে ক'র্ত্ত; ফিরে এসে খাস্ সাহেব সাজ্‌ত। কিন্তু আজকাল ছেলেদের মন সে-রকম নেই। শুনেছি, এখন অনেক বাঙ্গালীর ছেলে বিলেত গিয়ে কাপড় পরে, একাদশী করে, জপ-আহ্নিক করে। মেম বিয়ে কোরে ক্রীষ্টান হওয়া ত দূরের কথা!

নন্দ। হ্যাঁ, সে-কথাটা মিথ্যা নয় তবে আজকালকার ছেলেরা বাপ্-মার বড় অবাধ্য। বিশেষতঃ, বিয়ে করা সম্বন্ধে! এই সেদিন আমার এক শালীর ছেলে, ছোঁড়া এম, এ, পাশ ক'রেছে, ছোঁড়া কারু কথা শুন্‌লে না—একটা দুঃখী বিধবার মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে এল।

ঘট। (চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া) তারপর ?

নন্দ। তারপর আর কি ? এখনকার সব ছেলেদেরই এক দশা! এত ক'রে ছেলেটাকে লেখাপড়া শেখালুম, তারপর কোন্ দিন, হয়ত একটা গরিবের মেয়ে, নয় ত একটা ব্রাহ্ম কিংবা বিধবা বিয়ে ক'রে আন্‌বে। সেই জন্যেই সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে বিলেত পাঠাব মনে কচ্ছি।

ঘট। বেশ ত, ঐ মিত্তিরদের মেয়েটী ত খুব সুন্দরী! আর বনেদী বড় ঘরের মেয়ে। তা হ'লে ঐখানেই ঠিক্ ক'রে ফেলুন্ না ? কি বলেন্ ?

নন্দ। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তা'দের আগে ছেলে দেখে যেতে বোল্লো, তারপরে যা হয় করা যাবে।

ঘট। আজ্ঞে, তাঁরা বলেছেন, ছেলে তাঁরা দেখ্‌বেন্ না। ছেলে ক'নের ভাইয়ের সঙ্গে একসঙ্গে পড়ে, ছেলে তাঁদের দেখা আছে। তাঁরা আরও ব'লেছেন, আপনার যদি মত হয়, তা হ'লে দেনা-পাওনাটা মিটিয়ে ফেলে বিয়ের দিন স্থির কর্ব্বেন্।

নন্দ। দেনা-পাওনা মেটামিটি আর কি? আমি ত বলেই দিয়েছি, নগদ দশ হাজার টাকা দিতে হবে। এর কমে আমি পার্ব্বো না।

ঘট। ম'শাই, সে কথা আমি বলেছিলুম্, কিন্তু তাঁরা অনেক অনুনয়-বিনয় ক'রে বলে দিয়েছেন যে, অনুগ্রহ করে কিছু কম জম করে নিন্! তাঁরা নগদ ছ' হাজার টাকা দেবেন্। অনেক মিনতি ক'রে বলে দিয়েছেন যে, অনুগ্রহ ক'রে এইতেই রাজি হয়ে মেয়েটীকে নেবেন্। আপনার ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে তাদের বড়ই ঝোঁক্ পড়েছে।

নন্দ। হুঁঃ,—আমার রূপ দেখে ঝোঁক্ পড়েছে; না, আমার ছেলের গুণে ঝোঁক্ পড়েছে? অনারে বি, এ, পাশ করেছে, বছর বছর মেডিকেল কলেজে পাশ ক'রে মেডেল পাচ্ছে! আমার হীরের টুক্‌রো ছেলে! দশ হাজার টাকা ত' আমি খুব কম ক'রে বলেছি; বিশ হাজার টাকা বল্লেও অন্যায় হ'তো না। দশ হাজার টাকা দিয়ে যে এমন জামাই পাবে, তার ভাগ্যি ভাল। হুঁঃ—!

ঘট। (স্বগত) ছেলের বিয়ে দেওয়া নয়, যেন গরু-ছাগল বেচ্‌তে ব'সেছেন! আমাদের যে দু'পয়সা রোজগারের আশা ছিল, তা এই ব্যাটাদের কশা-মাজাতেই সব যেতে বসেছে। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে, সেখানে তা হ'লে হবে না?

নন্দ। যাও, তুমি তাদের বল্‌গে, আমার যে কথা, সেই কাজ! নগদ দশ হাজার টাকা দিতে পারে ত হবে, নইলে তাদের অন্য জায়গায় চেষ্টা দেখ্‌তে ব'ল। বিশেষ আমার ছেলেকে বিলেত পাঠাতে হবে, তাতে কত খরচ হবে, তার ঠিক্ রেখেছ?

ঘট। যে আজ্ঞে! আর একটী মেয়ে আছে, সেখানে বেশ পাওনা-থোও্‌না হ'তে পারে।

নন্দ। (ব্যস্তভাবে) কোথা? কোথা?

ঘট। আজ্ঞে, ঐ বি, এন্ মজুমদারের মেয়ে। তাঁর সবে ঐ একটী মেয়ে। ছেলে তাঁর পছন্দ হ'লে, যা চাইবেন্, তিনি তাই দেবেন্। এমন কি তিনি ছেলের বিলেত যাবার খরচ পর্য্যন্ত দিতে স্বীকৃত আছেন্।

নন্দ। (ঈষৎ বিরক্তভাবে) তবে সেখানে এতদিন কথা পাড় নি কেন?

ঘট। আপনার মেয়ে পছন্দ হবে কি না হবে, সেইজন্যে কথা পাড়ি নি।

নন্দ। কেন, মেয়ে কি বড় কুৎসিত?

ঘট। আজ্ঞে না, মেয়ে কুৎসিত নয়। নিখুঁত সুন্দরী না হ'লেও মেয়েটী দেখ্‌তে মন্দ নয়। তবে কিনা, মেয়েটী একটু বড়। আপনি ছোট মেয়ে খুঁজ্‌ছেন, এ মেয়েটী বছর-ষোল হবে। জানেন্ ত, ব্যারিষ্টারের মেয়ে, বিলেত-ফেরত লোক, তিনি বাল্য-বিবাহের পক্ষপাতী ন'ন্।

নন্দ। ওঃ, তা হোক্, তা হোক্! আজকালকার ছেলেরা ডাগর মেয়েই বেশী পছন্দ করে। আমার প্রফুল্লও বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী নয়। তুমি আজই সেখানে গিয়ে খপরটা নিও। বুঝ্‌লে? ভুল না!

ঘট। আচ্ছা, আমি আজই যাব। কাল আপনি নিশ্চয় সংবাদ পাবেন্।

নন্দ। (স্বগত) কি জানি, এমন সম্বন্ধটা যদি দেরি হ'লে ফস্কে যায়! শীগ্‌গির

একটা ঠিক্‌ঠাক্ হয়ে গেলেই ভাল হয়। (প্রকাশ্যে) কেন আজ্‌কে খপরটা দিয়ে যেতে পার্ব্বে না?

ঘট। আচ্ছা, চেষ্টা ক'র্ব্ব। এখন তবে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান]

[অপর দিক্ হইতে বিজয় এবং সুকুমারীর প্রবেশ]

সুকু। এলাহাবাদ থেকে কবে এলে?

বিজ। কাল রাত্রের ট্রেণে এসে পৌঁছেছি, মাসীমা! আপনারা সব ভাল আছেন্?

সুকু। হ্যাঁ বাবা! তুমি ভাল আছ?

বিজ। হ্যাঁ, সেখানকার জল-হাওয়া বেশ ভাল, শরীর বেশ থাকে।

সুকু। একেবারে দেশ-ছাড়া হ'য়ে পড়্‌লে বাছা! দেখা পাওয়া দায় হ'ল। প্রফুল্ল আর তুমি ছেলেবেলায় দু'টীতে দিনরাত্ একসঙ্গে পড়্‌তে, একসঙ্গে বেড়াতে, যেন দু'টী মায়ের পেটের ভাইয়ের মতন! তুমি চ'লে গিয়ে প্রফুল্লর বড় কষ্ট হ'য়েছে।

বিজ। আমারও আপনাদের জন্যে ভারি মন কেমন করে। এক এক সময় এমন হয় মাসী-মা, কি আর বোল্‌বো? বড় কষ্ট হয়, কিছু ভাল লাগে না। কিন্তু ক'র্ব্ব কি? এই ত সংসারের দশা! পেটের দায়ে সব ক'র্ত্তে হয়। আজকাল উকিলদের এমন দুর্দ্দশা হ'য়েছে যে, কোর্টে বসে কাঁদ্‌তে হয়। দূরদেশে গিয়ে পড়্‌লে যদি দু'পয়সা পাওয়া যায়, এই আশা!

সুকু। পাচ্ছ কিছু?

বিজ। এই ত সবে গিয়েছি। এখন আর কি পাব? তবে পুরোণো উকিলরা বল্‌ছেন, কিছুদিন থাক্‌লে কিছু হ'তে পারে।

সুকু। পশার হ'লে মাকে-বৌকেও নিয়ে যাবে না কি?

বিজ। (হাসিয়া) আগে পশারই হোক্।

সুকু। হ্যাঁ বিজয়! শুন্‌লুম তোমার শাশুড়ী ষষ্ঠীর তত্ত্ব ভাল ক'রে করে নি ব'লে তোমার মা না-কি তত্ত্ব ফিরিয়ে দিয়েছেন্?

বিজ। হ্যাঁ। মা কি কাজটা ভাল ক'রেছেন?

সুকু। তা, বাছা, প্রথম তত্ত্ব একটু ভাল ক'রে কর্ত্তে হয় ব্যই কি!

বিজ। সে কোথায় পাবে? সে দুঃখিনী বিধবা! তা'র কি সাধ যায় না, তার মেয়ে-জামাইকে ভাল জিনিষ দিতে? ক্ষমতায় না কুলুলে, দেবে কি ক'রে? যা দিয়েছিল, তা' অতি যত্নেই দিয়েছিল। যে ক'রে মা-কে চিঠি-খানা লিখেছিলেন্, তা' দেখ্‌লে পাষাণও গলে যায়, তবু আমার মায়ের প্রাণে দয়া হ'ল না।

সুকু। বড্ড শাশুড়ীর দিকে টেনে বল্‌ছ, বাছা! তোমার মা তোমাকে কত কষ্টে মানুষ ক'র্লে, তোমার বিয়ে দিয়ে দু'পয়সা পাবে কোথায়, তা' না হ'য়ে তা'রা ত এক পয়সাও দিলে না, আবার তত্ত্বও যদি একটা ভাল ক'রে না করে, তা হ'লে মায়ের মনে কষ্ট হয় না?

বিজ। ছি ছি, মাসীমা! আপনি আমার কথা বুঝ্‌তে পার্লেন না। শাশুড়ীর দিকে টেনে বল্‌বার আমার কি দরকার? সে আমার কে? বরং মাকে ভাল মন্দ দু'টো কথা ব'ল্‌তে পারি, কেন না মা আমার। শাশুড়ী পর ব'লেই তাকে কোন কথা বল্‌তে পার্ব্ব না। আর আপনি যে বল্‌ছেন,

মা কত কষ্টে মানুষ ক'রেছেন! তা' আপনারা কি বল্‌তে চান্‌, লোকের বাপ্‌-মা মানুষ করে ছেলেকে মেয়ের বাপের কাছে বিক্রী কর্ব্বার জন্যে? বাপ্‌-মা ছেলেকে লালন-পালন ক'র্ব্বেন, লেখাপড়া শেখাবেন, এত ঈশ্বরের নিয়ম! বাপ্‌-মার কর্ত্তব্য বাপ্‌মায় কর্ব্বেন্‌, ছেলের কর্ত্তব্য ছেলেয় ক'র্ব্বে। ছেলে উপযুক্ত হ'লে, কাজ-কর্ম্ম ক'রে হোক্‌, মোট ব'য়ে হোক্‌, উপার্জ্জন ক'রে বাপ্‌ মাকে এনে দেবে, প্রাণপণে বাপ্‌-মার সেবা ক'র্ব্বে। তা' না হয়ে, কি বিয়ে ক'রে লোককে উৎপীড়ন ক'রে কতকগুলো টাকা আদায় ক'র্লেই ছেলের কর্ত্তব্য-পালন হয়? সেটা টাকা নয়, মাসীমা! মানুষের চোখের জল! গরম রক্ত! পরপীড়ন ক'রে টাকা নিলে তা'তে সুখ হয় না, সে অধর্ম্মের পয়সা ভোগে লাগে না।

সুকু। তোমরা বাছা, নতুন উকিল হ'য়েছ, তোমাদেব বক্তৃতার কাছে আমরা কোথায় লাগ্‌ব? তবে যা চ'লে আস্‌ছে, তাই লোকে করে ও ক'চ্ছে।

বিজ। এই জন্যেই আমাদের দেশেরও এত দুর্গতি! আমাদের দেশের লোকের প্রাণে সমবেদনা নেই, কেউ কারও দুঃখে কাতর হয় না। একতা নেই, সাহানুভূতি নেই, কেবল যে যা'র স্বার্থ নিয়ে উন্মত্ত। তাই আজ আমাদের এত দুঃখ, এত কষ্ট।

সুকু। এ তোমার অন্যায় কথা, বাছা!

বিজ। আমার অন্যায় নয় মাসীমা, আপনারা বোঝেন্‌ অন্যায়। মাকে যদি একটা কথা বোঝাতে যাই ত' মা উল্‌টে আমার উপর রাগ করেন।

সুকু। (স্বগত) উনি যে বলেন্‌, মিছে নয়। এখনকার ছেলেগুলো হ'ল কি? লজ্জা-সরম একটু নেই, গুরুজনের কাছে একটু সমি নেই। (প্রকাশ্যে) তোমাদের সঙ্গে কথায় পার্ব্বো না। তোমাদের ছেলেপুলে হোক্‌, তখন দেখে নোব। এখন চল, একটু জলটল্‌ খাবে।

[প্রফুল্লর প্রবেশ]

প্রফু। কি হে কতক্ষণ?

বিজ। এই আস্‌ছি ভাই! তোমাদের দেখা-শুনো ক'র্ত্তে!

প্রফু। হ্যাঁ, দেখাশুনো ক'র্ত্তে আস্‌বে বৈ কি! এখন যে তুমি বিদেশী!

বিজ। কি করি ভাই, পেটের জ্বালা বড় জ্বালা, পেটের দায়ে সব ক'র্ত্তে হয়।

প্রফু। তোমার আস্‌বার কথা শুনে আমি সকালে বিছানা থেকে উঠেই তোমাদের বাড়ী গিয়ে শুনলুম্‌, তুমি বাড়ী নেই। ভাবলুম্‌ দেখাটা হয় কি না সন্দেহ!

বিজ। অত ঠাট্টা কেন? তুমিও আগে কলেজ ছাড়, তারপর দেখা যাবে। সংসারের স্রোতে কোথায় ভেসে বেড়াতে হবে!

প্রফু। এখন ভিতরে চল, তারপর তোমার লেক্‌চার শোনা যাবে।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ

[মণীন্দ্র ও প্যারিচাঁদের প্রবেশ।]

প্যারি। হা—হা—মণি! ভারী মজা হ'য়েছে।—

মণি। কি হে, ব্যাপার কি?

প্যারি। অ্যাঁ, ব্যাপার? হাঃ—হাঃ— ব্যাপার বেশ চমৎকার!

মণি। কেন? কেন? কি হ'য়েছে?

প্যারি। হাঃ—হাঃ—ভারী মজা!

মণি। কি মজা তার নাম নেই?

প্যারি। সুন্দর! চমৎকার! হাঃ—

মণি। যাও, নাই বল, আমি চল্লুম।

[প্রস্থানোদ্যত]

প্যারি। (মণীন্দ্রের হাত ধরিয়া) আরে ভায়া, যাও কোথা? সুখপর হে, সুখপর?

মণি। তোমার পেটের কথা পেটে রইল, তা সুখপর কি কুখপর আমি জানব কি করে?

প্যারি। হেম ঘোষ, হেম ঘোষ!

মণি। আঃ—কি বিপদ্! কি হ'য়েছে হেমঘোষের? স্পষ্ট ক'রেই বল না ছাই!

প্যারি। ভারী দুঃখের দশা হ'য়েছে! সে বাবুয়ানা-ভুঁড়ি নেই, সে বড়মানুষী পোষাক নেই, গাড়ী নেই, ঘোড়া নেই; একটা মুটে-মজুরের মতন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে! ব্যাবসা ফ্যাব্‌সার দফা একবারেই রফা! একদিন আমি বেশ দু-কথা শুনিয়ে দিয়েছিলুম্।

মণি। হ্যাঁ, তোমাকে যে কথা বল্লুম্, সে কাজের কি ক'র্লে?

প্যারি। কি কাজ?

মণি। (চুপি চুপি) তা'র সেই মেয়েটাকে ধরে আন্‌বার কথা?

প্যারি। (হাসিয়া) ওঃ!—তা'র জন্যে আর ভাবনা কি? সে মনে কর তোমার ঘরেই রয়েছে!

মণি। তাই না-কি?

প্যারি। আমি যে-কালে ব'লেছি ধ'রে এনে দোব, তা' যেমন ক'রে পারি এনে দোব। ত'ার জন্যে তোমার কোন ভাব নেই।

মণি। হ্যাঁ, ত'াকে ধ'রে আন্‌তে না পার্লে, আমার মনে শান্তি নেই। তা'কে ধরে আনতে পার্লে তবেই আমার অপমানের প্রতিশোধ হবে। তবেই হেমঘোষ জব্দ হবে।

প্যারি। সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাক, দাদা! নিশ্চিন্ত হয়ে থাক। আমাকে যে-কালে এ কাজের ভার দিয়েছ, তখন আর কোন ভাবনা নেই। আমি তা'কে তোমার কাছে এনে দোবই, দোব!

মণি। (সহাস্যে) মেয়েটা যে ভাই, যেন স্বর্গের অপ্সরী! সে মেয়েটাকে পেলে আর আমি কিছুই চাই না।

প্যারি। চুপ্ চুপ্! কে আস্‌ছে না?

মণি। কৈ? [দেখিয়া] হ্যাঁ, ও যে হেম ঘোষেরই লোক না?

প্যারি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ত বটে! ও বেটার যে দর্প! যেন কেউটে সাপ। মনিবের চেয়ে এককাটি সরেস!

[সর্ব্বেশ্বরের প্রবেশ]

প্যারি। [অগ্রসর হইয়া] কি হে ম্যানেজারবাবু! কুশল ত?

সর্ব্বে। (স্বগত) আঃ! এ আপদ আবার কোথা থেকে জুট্‌ল? [প্রকাশ্যে] ঈশ্বরের যেমন অভিরুচি!

প্যারি। মহাশয়, পদব্রজে যাওয়া হচ্ছে কোথায়? মনিবের অত গাড়ী-ঘোড়া সর্ব্বদা চ'ড়ে বেড়াতেন্! আজ পদব্রজে কোথায় গমন হ'চ্ছে? ম'শায়ের চাকরি বাক্‌রি গেছে না কি? মনিব তাড়িয়ে দিয়েছে বুঝি? মুখ অত শুক্‌নো কেন?

সর্ব্বে। [বিরক্তি-ভাবে] আমি ম'শায়ের

এ অযাচিত প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নই। [স্বগত] উঃ, মানুষ এত নীচও থাকে! আমাদের এখন সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ ঘট্‌ছে, তাই দেখে লোকের আমোদ হচ্ছে! এ-সব নরকের কীটকে ধিক্।

প্যারি। [সপরিহাসে] আমাদের কাছে কাজ কর্ব্বেন! [মণীন্দ্রকে দেখাইয়া] আমাদের এই বাবুর মতন সদাশয় লোক আর নেই। যখন যা চাইবেন, তাই পাবেন। কাজও এমন কিছু ক'র্ত্তে হবে না; কেবল বাবুর বৈঠক্‌খানায় ব'সে থাক্‌বেন, মজা ক'র্ব্বেন, খাঁটি খাবেন্। আর মেয়েমানুষ চান্, তাও পাবেন।

সর্ব্বে। ম'শায়! অনুগ্রহ ক'রে রাস্তা ছাড়ুন, আপনার সঙ্গে কথা কইবার এখন আমার সময় নেই।

[প্রস্থান]

প্যারি। দেখ্‌লে ব্যাটার তেজ দেখ্‌লে?

মণি। এ তেজ শীগ্‌গিরই যাবে।

প্যারি। ব্যাটা যা'র গুমোরে গুমোর করে বেড়াত, সে ত আজ একটা মুটে-মজুর বল্লেই হয়। ও-ব্যাটার তবুও অহঙ্কার ঘোচে নি!

মণীন্দ্র। এ অহঙ্কার বেশী দিন থাক্‌বে না। হেম ঘোষের মান-মর্য্যাদা সব যাবে,—সব যাবে, তার মাথা ধুলোয় লুটোবে, মণিরায়ের অভিশাপ বিফল হ'চ্ছে না।

[উভয়ের প্রস্থান]

[একদিক্ হইতে প্রফুল্ল ও অপর দিক্ হইতে সর্ব্বেশ্বরের পুঃন-প্রবেশ]

সর্ব্বে। এই যে প্রফুল্লবাবু! একবার আপনার সন্ধানেই যাচ্ছিলুম

প্রফু। (ব্যস্তভাবে) কেন, কেন? সব ভাল ত?

সর্ব্বে। ভাল আর বল্‌ব কেমন ক'রে?

প্রফু। কেন কারু অসুখ করেছে না-কি? সুবোধ ভাল আছে? রমা ভাল আছে ত?

সর্ব্বে। শারীরিক এক রকম সকলেই ভাল আছেন, কিন্তু বাবুর মানসিক অবস্থা বড় ভয়ঙ্কর! যেন উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে! নাওয়া খাওয়া ত নেই বল্লেই হয়, সহস্র ডাকে সাড়া দেন না। কখনও কখনও কথা ক'ন্ ঠিক্ পাগলের মতন। আমার বোধ হয়, তাঁর চিকিৎসা করা দরকার। তাই আপনার কাছে পরামর্শ কর্ত্তে এসেছি।

প্রফু। আমি সামান্য লোক, কি পরামর্শ দোব? একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক এনে দেখান্।

সর্ব্বে। এ সংসারে সব লক্ষ্মীর বরযাত্রী, প্রফুল্লবাবু! পয়সা না পেলে কেউ কথা কয় না! বাবুর অর্থের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, সব গা-ঢাকা দিয়েছেন! বড় বড় লোক, যাঁরা বাবুর বৈঠকখানায় বস্‌তে পেলে নিজেকে কৃতার্থ মনে কর্ত্তেন, তাঁরা আজ বাবুর নাম কর্লে চিন্তে পারেন না। অনেক লোককে দেখ্‌লুম, কেবল দেখ্‌ছি আপনিই তাঁর আগেকার মত বন্ধু আছেন। তাই আজ আপনার কাছে পরামর্শ নিতে এসেছি; নইলে আসতুম্ না। সর্ব্বেশ্বর সে ধাতের লোক নয়।

প্রফু। [সলজ্জভাবে] আপনি বয়সে আমার পিতৃতুল্য, আমাকে লজ্জা দেবেন না। কি ক'র্ত্তে হবে বলুন। আমাকে যা বল্‌বেন তাই ক'র্ব্ব।

সর্ব্বে। আপনি মেডিকেল কলেজের একজন উচ্চশিক্ষিত ছাত্র; চিকিৎসা- ও চিকিৎসক-সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতাও জন্মেছে। কোন্ ডাক্তারকে দেখান যাবে, আপনি বিবেচনা ক'রে বলুন্! আর,—আপনি সঙ্গে ক'রে আপনার কোন চেনা ডাক্তারকে নিয়ে গেলে তিনি যত্ন ক'রে চিকিৎসাও ক'র্বেন। বাবুর আর্থিক অবস্থা কি-রকম হ'য়েছে, তা ত আপনি জানেন্। এতবড় লোকটার এমন শোচনীয় অবস্থা বড় ভয়ানক, বড় কষ্টদায়ক। আমি আর দেখ্‌তে পারি না। আমি তাঁর বাপের আমল থেকে এই কাজ কচ্ছি। সব দেখেছি, সব জানি। কি ক'রে যে আবার তাঁর অবস্থা ফিরবে, আমি ভেবে কিছুই ঠিক্ ক'র্ত্তে পাচ্ছি না।

প্রফু। আপনিই সার্থক সংসারে এসেছিলেন। আপনার মতন মহৎ ব্যক্তি অতি-বিরল! আপনি চেষ্টা ক'লে, আপনি যত্ন ক'লে, নিশ্চয়ই তাঁর আবার উন্নতি হবে। যে ব্যবসাটা চালাচ্ছিলেন, তার কি হ'ল?

সর্ব্বে। সেও ত গিয়েছে! একে অর্থের অনাটন, তা'তে বাবুর অমনোযোগ। মহাজনরা মাল ধারে দিতে চায় না। আমি একা আর কি ক'র্ব্ব?

প্রফু। দেখুন্, আপনাদের মতন লোক্‌কে পরামর্শ দেওয়া আমাদের ধৃষ্টতা, কিন্তু আমার বোধ হয়, তাঁকে এ-সময় কোন কাজ-কর্ম্মে ব্যস্ত রাখ্‌তে পার্‌লে ভাল হয়। অবস্থার পরিবর্ত্তনে তাঁর মনের বিকৃতি ঘটেছে। মনের বিকার ঔষধে কি উপশম হবে? কাজকর্ম্ম কিছু না ক'রে, মানুষ যদি নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাকে, তা'হ'লে কাজেই ত'ার মনের বিকৃতি ঘটে। হয় পাগল হয়, নয় বিপথে যায়।

সর্ব্বে। সে কথা ত আমিও বুঝ্‌তে পার্চ্ছি, কিন্তু এখন কি কাজ আর আছে? কাজ-কর্ম্মে তাঁকে ব্যস্ত রাখ্‌ব কি করে! বিষয়-আশয় সব গেল, ব্যবসায় বাণিজ্য গেল, আর কোন ব্যবসারও ত উপায় দেখ্‌ছি না। তবে আর তাঁকে কি কাজে ব্যস্ত রাখ্‌ব?

প্রফু। কাজের ভাবনা কি? মানুষের চোখের সাম্‌নে কত কাজ প'ড়ে রয়েছে, বেছে নেওয়াই শক্ত! আমার বিবেচনায় তাঁর এখন কোনও চাকরি ক'লে ভাল হয়। বিষয়-সম্পত্তি নষ্ট হয়ে গেল, ব্যবসা চল্‌বে না; সুতরাং, এমন অবস্থায় চাকরি করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় ত দেখ্‌তে পাই না। তিনি এখন যদি কোনখানে চাকরি করেন, অর্থোপার্জ্জনও হয়, মনও ভাল থাকে।

সর্ব্বে। আপনি বেশ বলেছেন! আমি একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি, তিনি কি বলেন!

প্রফু! যদি তিনি চাকরি ক'র্ত্তে স্বীকার করেন্, তা হ'লে আমি তাঁর জন্যে কাজের চেষ্টা ক'র্ত্তে পারি।

সর্ব্বে। এখন তাঁর মত হ'লে হয়!

প্রফু। আচ্ছা, আমিও তাঁকে বল্‌ব। তবে এখন আসি। নমস্কার।

সর্ব্বে। নমস্কার।

[প্রস্থান]

(ক্রমশঃ)

শ্রী চারুশীলা মিত্র।

বিয়োগ-বিলাপ।

(৺ সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বর্গারোহণে)

দেব !

সত্যই কি গেছ তুমি,
আঁধারিয়া মাতৃ-ভূমি,—
ডুবেছে গঙ্গার জলে দরিদ্রের ধন ?—
মা'র বুকে হানি ছুরি,
সত্যই করেছে চুরি
লুকা'ন মাণিক তার, কৌস্তভ রতন ?

দেব !

সত্যই কি অমানিশা
অন্ধ করি দশ দিশা,
বঙ্গের আঁখির আলো দিয়াছে নিভিয়ে ?—
কি শুনিনু এ কু-রব,
দিগন্ত আকুল সব,
পুণ্যব্রত ঋষিবর, গিয়াছ চলিয়ে ?

দেব !

এযে চন্দ্র-সূর্য্য-পাত,
দেশ-যোড়া বজ্রাঘাত,
পিতৃহীন বন্ধুহীন দেশবাসিগণ,
এ যে শোক সীমাশূন্য,
হৃদিপিণ্ড শতচূর্ণ !
তুমি নাই—নাই সেই সাত্বিক ব্রাহ্মণ ?

দেব !

জননীর চির-ভক্ত,
জন্ম-ভূমি-অনুরক্ত,
অক্রোধ, অজাত-শত্রু, উদার, সরল,
ধর্ম্মেতে ধর্ম্মাত্মা ধীর,
আত্মজয়ী চিত্ত স্থির,
বিশুদ্ধ, অপাপ-বিদ্ধ, নিষ্কাম, নির্ম্মল

দেব !

মুখে মধুমাখা হাসি,
সতত মধুর-ভাষী,
মধুর স্বভাবে তব বিশ্ব মধুময়,
তথাপি তেজস্বী বীর
বরণীয় পৃথিবীর,
নির্ভীক শূরেন্দ্র তবু ক্ষমা স্নেহময় !

দেব !

"কঠোর বজ্রের তুল্য
কোমল-কুসুম-ফুল্ল",
সার্থক সে মহা-বাক্য তোমাতে ধরা
হেন পুত্র তপোনিষ্ঠ—
—জানি না কি শুভাদৃষ্ট—
লভিলা এ বঙ্গভূমি কত তপস্যায়।

দেব !

স্বর্ণপ্রসূ—রত্নখনি,
মাতৃদেবী সোণামণি,
তাঁরি পুণ্যে বিধি তোমা পাঠালে মরতে
আলোকে হইল রাঙ্গা,
গৃহ "নারিকেল ডাঙ্গা",
সেই আলো উজলিল সমস্ত ভারতে

দেব !

বাঙ্গালী হইল ধন্য,
বাঙ্গালা কৃতার্থম্মন্য,
অকলঙ্ক শশধরে ললাটে ধরিয়া।
কিন্তু হায় ! কয় দিন
রাজভোগ ভুঞ্জে দীন,
পোড়া ভালে এত সুখ স'বে কি কারয়া।

দেব !

দেশের গৌরব-সূর্য্য,
সর্ব্বত্র সর্ব্বথা পূজ্য,
সত্যই গিয়েছ চলি ছাড়িয়া ভূতল ?—
সত্য তবে সর্ব্বনাশ,
আমাদের "গুরুদাস"
চলি গেছে !—ফুরায়েছে পরিচয়-স্থল !

দেব !

তাই হাহাকার করি,
সপ্ত কোটি কণ্ঠ ভরি,
চতুর্দ্দশ কোটি নেত্রে বহে অশ্রুধারা !
আজি মোরা বড় দীন,
আজি মোরা "ভাগ্যহীন,"
সকলেই স্নেহময়-গুরু-পিতৃহারা !

দেব !

পুণ্যযোগ ভূমণ্ডলে,
পুণ্যদা-জাহ্নবী-কোলে,
তুমি গেলে স্বর্গধাম অমর-সদনে !
আমরা স্মরিয়া হরি,
সশ্রদ্ধ তর্পণ করি,
লহ এই তিলাঞ্জলি স্নেহ-সিক্ত মনে !

শ্রীবীরকুমারবধ-রচয়িত্রী

অতিলোভে তাঁতি নষ্ট।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আক্কেল গুড়ুম !

বর-কন্যা বাটীতে পদার্পণ করিতে না করিতে হরনাথবাবু দৌড়াইয়া গিয়া সর্ব্বাগ্রে হরমোহনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরু ! সব টাকা পেয়েছ ? গহনা পেয়েছ ? বুঝে নিয়েছ ?"

হরু ম্লানমুখে বলিল, "না !"

হরনাথবাবু তৎক্ষণাৎ কপালে করাঘাত করিয়া ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ ! আমাকে একেবারে দহে মজা'ল ! আমাকে ঠকাল ! অমন জমিদার হয়ে ঠকাল !"

বরের মাতা গৃহিণী-ঠাকুরাণী দ্রুতপদে আসিয়া নববধূর মুখচন্দ্রমা দেখিবার অভিলাষে তাহার মুখাবরণ অপসারিত করিলেন। কিন্তু তাহা উন্মোচন করিয়াই, নাসিকা সঙ্কুচিত করিয়া অন্যদিকে মুখখানি ফিরাইয়া লইলেন। তাঁহার রাজীব-লোচনদ্বয় প্লাবিত করিয়া অশ্রুধারা গণ্ডোপরি প্রবাহিত হইল। পুত্রবধূর নিকট তিনি আর অবস্থান করিতে পারিলেন না ; কাঁদিতে কাঁদিতে স্বকক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া সকলে বলিতে লাগিল, 'কি হয়েছে, কি হয়েছে গো ?' তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "কি হবে গো আর ! আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে ! আমার কপাল পুড়েছে !"

সকলে পুনরায় কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, "আমার ছেলে, এমন সুন্দর ! যেন কার্ত্তিক ! আর তার জন্যে কি-না একটা ঘোর কাল লালিত্যহীন লক্ষ্মীশ্রীহীন অলার পেত্নীকে ধরে তার বৌ করে আন্‌লে ?

কি আশ্চর্য্য বাবা! টাকার লোভটাই হ'লো বেশী! একটা পছন্দ, অপছন্দ নেই। হায় হায় হায়!!"

কর্ত্তা হরনাথ, তখন, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া লাফাইয়া উঠিলেন; বলিলেন, "কি? বৌ ভাল নয়? আমি নিজে চোখে দেখে পছন্দ করে এসেছি, ভাল নয়? সাক্ষাৎ লক্ষ্মী!" হঠাৎ কি ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ আবার বলিলেন, "সে কি নয়! অ্যাঁ-অ্যাঁ।" দৌড়িয়া আসিয়া তিনি পরিচারিকাকে বলিলেন, "ওগো বৌয়ের মুখটা খোলো ত দেখি?" কুটুম্ব-বাটীর পরিচারিকা বধূর মুখের কাপড়টি তুলিলে, কর্ত্তা দেখিয়া নির্ব্বাক্ হইলেন ও আবার কপালে করাঘাত করিলেন। তিনি বলিলেন, "হায় রে, বৌয়েতেও ঠকা'ল! সর্ব্বদিকে আমার ক্ষতি কর্‌ল। আমাকে আশায় বঞ্চিত কর্‌ল! এ মেয়ে ত নয়, আমি যে দোসরা মেয়ে দেখেছিলাম। সে যে ভাল! এ কে?" তাড়াতাড়ি তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়ে, তোমার নাম কি গা?" কুটুম্ববাটীর ঝি বলিল, "কমলা।" বাপের নাম জিজ্ঞাসা করায় ঝি উত্তর দিল—'মথুর মিস্তির।'

কর্ত্তা বলিলেন, "অ্যাঁ! অ্যাঁ! মথুর মিস্তির! ও সর্ব্বনাশ! আমার ডান গালে কি চড় মেরেছে! এত সে ডালিম-কুমারী নয়! এ ত জমিদার হরিদাসবাবুর কন্যা নয়! এ যে অপর লোকের কন্যা! কি—জুয়াচুরি! কি সর্ব্বনাশ! এখন উপায়!"

সকলে নিশ্চিন্ত ভাবে বলিল, "এখন উপায় আর কিছুই নেই। এখন বৌটাকে তুলে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে যান্। আহা ছেলেমানুষ, অনেকক্ষণ গাড়ীতে বসে আছে!"

কে লইয়া আসিবে! গৃহিণী আসিলেন না। পল্লীর অপর স্ত্রীলোকগণ আসিয়া বধূকে হরনাথবাবুর বাটীর ভিতর তুলিয়া লইয়া গেল। সকলের পরস্পর কহিতে লাগিল, "যেমন লোভ, তেমনি শাস্তি হয়েছে! বেশী বাড়াবাড়ি ভাল নয়! অনেকে হরনাথবাবুকে গম্ভীরভাবে বুঝাইয়া বলিতে লাগিল, "তোমার আর উপায় নেই। হরিদাসবাবু একজন প্রতাপশালী জমিদার! তাঁর সঙ্গে পেরে উঠা দায়।" (সমাপ্ত)

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

আবার।

আবার পরাণে কেন বাসনা জাগাও!
আবার আবার কেন
মুগ্ধ কর মোরে হেন,
আবার, আবার কেন ভ্রান্তেরে ভুলাও?
দেখাইয়া প্রলোভন
কেন আর টান মন,
নারায়ণ, দীনে আর কেন তাপ দাও?
ভুলাও আমারে হরি সকল ভুলাও!

উন্মাদ দুরাশা জাগে আকুল নয়নে!
যা কভু হ'বার নয়
কেন তাহা মনে হয়?—
হবে না, হবে না,—যাহা আর এ জীবনে!
দেখায়ে স্বরগ-চিত্রে
কেন দুঃখ দাও চিত্তে—
আর কেন দাও তাপ মৃত্যু-হত প্রাণে,
কেন ভাঙ্ ভাঙা বুক নিঠুর পীড়নে!

হবে না, হবে না আর,—ও কি কভু হয় ?
ঐ মনোহর ছবি
ঢাক নাথ ঢাক সবি—
দেখায়ো না, দেখিব না,—ও আমার নয় !
বিচিত্র বরণে আঁকা
ঐ চিত্র থাক্ ঢাকা—
আঁধারে ; ঘুমাও হৃদে দুষ্ট আশাচয় !
আর নয়, আর নয়,—ও হ'বার নয় !

জেগো না বাসনা আর, ঘুমাও ঘুমাও !—
জাগিলেই সেই জ্বালা,
বিষাক্ত যাতনা ঢালা !—
ওহো না—এ জন্ম মত যাও নিদ্রা যাও !
হায় আশা কুহকিনী
কেন দেখা দাও তুমি,
কেন বুক্ ভেঙ্গে চুরে পরাণ পোড়াও !—
ভেঙ্গেছে স্বপন,—তুমি স্বপনে মিলাও !

জেগো না দারুণ তৃষা, নাই হেথা বারি।
রসনা টেন না তুমি,
এ যে ঘোর মরুভূমি ;
আসিও না অবসাদ, যাও দূরে সরি !
চল অবসন্ন হিয়া,
পায়ে দলি মোহ মায়া,
অতীত জীবন-স্মৃতি, যাও চিত ছাড়ি— ;
আর কেন হুত অগ্নি, জ্বল বিশ্ব জুড়ি !

কুহকিনী লো কল্পনে, ধন্যবাদ তোরে,
এতটুকু ছুতা পেলে
সেই দণ্ডে উঠ জ্বলে !
বাসনার বিষলতা, চিত্ততরু বেড়ে

তর্ তর্ বাড়ি উঠে,
শত শত ফুল ফোটে,
নিমেষেতে এ জগৎ নবমূর্ত্তি ধরে !—
অপরূপ ইন্দ্রজাল !—পরাণ শিহরে !—

সহসা হেরিলে ছায়া, ধরি বসে তারে
অসত্য বাস্তব ভাবে,
'হাঁ'-কে 'না' করিতে চাবে,
ছায়ারে করিবে মূর্ত্তি আপনার জোরে।
বেশ-ভূষা পরাইয়া
আনে সত্য সাজাইয়া ;
জাগাইয়া উন্মাদনা, উদ্ভ্রান্ত বিকারে
বিহ্বল করিয়া তোলে দৃঢ় মানসেরে !

তারপরে অকস্মাৎ সব মিশে যায় !
উজ্জ্বল সুন্দর বিশ্ব
হয় গো বীভৎস-দৃশ্য
দৃষ্টিমাত্রে সুখ-সৃষ্টি সহসা ফুরায় !
তখন হৃদয় ভাঙ্গে,
শত বজ্র বুকে হানে,
থেমে যায় গীতি-তান, উঠে হায় হায় !
হতাশা হৃদয়ে জ্বলে, বাড়বাগ্নি-প্রায় !

হে নবাশা, এ হৃদয়ও হইয়াছে ছাই,
তবে কেন পথ ভুলে
আবার কাঁদাতে এলে ?
আর কেন ? আর কেন !—আর কিছু নাই
দেখায়ে দুর্লভ ধন
কেন লুব্ধ কর মন ?
ভ্রান্ত মম ক্ষুদ্র চিত্ত,—যা দেখি তা চাই ;—
ক্ষিপ্ত অসন্তোষে সদা জ্বলে মরি তাই !

এ হৃদেও সব ছিল, ছিল না আঁধার,
একদিন সব ছিল,
ছিল পূর্ণিমার আলো,—
বহিত মলয়, হ'ত পাপিয়া-ঝঙ্কার—
বসন্তের চারু প্রভা
ফুল্ল-পুষ্প-বীথি-শোভা
পুষ্পন্ধয়-ধ্বনি, সব সৌন্দর্য্য সম্ভার!
একদিন ছিল সব,—কিন্তু নাই আর!

সরি গেছে এবে পৃথ্বী পদতল হতে—
ডুবে গেছে রবি শশী,
ভেঙ্গেছে সাধের বাঁশি,
উড়ে গেছে আশা-পাখী অনন্ত শূন্যেতে?
সে শুধু গো মরীচিকা,
আয় আয় কুজ্ঝটিকা,
ঢেকে ফেল চরাচর, পারি নে দেখিতে!
সহে না, সহেনা আলো আর এ আঁখিতে!

মিশি যাও নীলিমায় কামনা কল্পনা,
হবে না হবে না আর,
শূন্যে গৃহ গড়া সার!
কিছু নয়, কিছু নয়, মায়ার ছলনা!
হে মানস, ভুলি যাও,
সব দূরে ঠেলি দাও,
নব-আশা, আর তুমি কাঁদাতে এস না!
ফুটে ফুল ঝরে গেছে, আর ফুটিবে না!

সুখ ত গিয়েছে চলে, হে অতীত স্মৃতি,
কেন ক্লেশ দাও মোরে,—
খড়্গাঘাত মৃত 'পরে,—
ক্ষমা কর মোরে, আমি হতভাগ্য অতি!

যাও যাও যাও সরে,
জ্বালায়ো না আর মোরে;
জাগিয়া হৃদয় মাঝে কর বড় ক্ষতি!—
এবার ঘুমাও, দাও অনন্ত নিষ্কৃতি!

মগ্ন হও দীপ্ত-স্মৃতি, বিস্মৃতি-সাগরে,
অন্ধে জাগরণ কিবা?—
সম সব, রাত্রি-দিবা!
আমায়েও দাও, নাথ, দাও তাই করে!
এখনো কামনা করি,
দাও দাও দাও হরি,—
অসীম অটুট ধৈর্য্য দাও এ অন্তরে,
ছিঁড়ে নাও চিত্তবৃত্তি টানিয়া সজোরে!

আমার কি? আমি কে বা? কি হবে আমার?
কিছু নয় কিছু নয়,
মনে শুধু ভুল হয়,
মন-মাঝে মিথ্যা সাজে সাজান সংসার!—
বাসনা, আসক্তি, লোভ,
ঘুচাও বেদনা, ক্ষোভ
ভুলাও, ভাঙ্গিয়া দাও—জগদ্-ব্যাপার!
ভুলাও—ভুলিতে দাও, যন্ত্রণা এবার!

নাও নাও নাও হরি, মম কর্ম্মফল—
ক্রোধ হিংসা অভিমান,
নাও ব্যথা অপমান,
নাও নাও ভগবান্ অন্তর গরল!—
গোপিনী-বসন-হারী—
নাও মম চিত্ত কাড়ি,
হর হরি, হর-হরি—কুহক সকল!—
দাও প্রাণে শান্তি, হৃদে ভক্তি, বুকে বল!

ক্ষুদ্রত্ব নীচত্ব সব লহ নারায়ণ!
মম কায়-মনো-বাণী
সঁপিনু তোমারে স্বামী,
হে কর্ম্মী, করাও কর্ম্ম,—যা তব মনন!—
বুদ্ধি-বৃত্তি শক্তি-স্মৃতি
লহ নাথ, মতি গতি—
করিনু চরণমূলে আত্মসমর্পণ—!
যোগ্য কর তব কাজে,—দীনের জীবন!

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

পালামৌ-ভ্রমণ।

পালামৌ-জেলার অধিকাংশ স্থান নিবিড় জঙ্গল এবং পর্ব্বতে পরিপূর্ণ। ইহা পূর্ব্বে রঁাচির একটী সবডিভিসন ছিল, কিন্তু এক্ষণে জেলায় পরিণত হইয়াছে। এই জেলার সিবিল ষ্টেসন ডালটনগঞ্জ। পালামৌর দক্ষিণে রঁাচি, উত্তরে গয়া, পূর্ব্বে হাজারীবাগ, পশ্চিমে মির্জ্জাপুর এবং আরা জেলার কতক অংশ। এ জেলায় সমতল পথ একটিও নাই বলিলেই চলে। কারণ, ডালটনগঞ্জ হইতে রঁাচির রাস্তা যদিও প্রশস্ত, কিন্তু তাহা সর্ব্বত্রই বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডে সমাকীর্ণ। বেগে শকট-চালনা করা অতিশয় বিপজ্জনক। এখানে ছোট ছোট গিরিনদীগুলিতে পুল নাই। দুই এক ঘণ্টা বৃষ্টি হইলেই "বাণ আসে" এবং তখন কিছুতেই পার হওয়া যায় না। আরও দুই চারিটি গাড়ী চলিবার পথ আছে, কিন্তু সর্ব্বত্রই এক অবস্থা। অধিকাংশ গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা অশ্বারোহণেই পরিদর্শন-কার্য্য করিয়া থাকেন্। কিন্তু প্রায় সকলকেই অশ্ব ধীরে ধীরে চালাইতে হয়। দৌড়াইবার পথ নাই।

পালামৌ-নাম শুনিলেই মনে হয়, ইহার সঙ্গে "পলাতক"-কথার কিছু সংস্রব আছে। পালামৌ-দুর্গ দেখিতে দেখিতে এ বিষয়ের কিছু অনুসন্ধান করিয়া শুনিলাম, বহু পূর্ব্বে রাজপুতানার কোন ক্ষত্রিয় রাজা পালাইয়া আসিয়া এখানে রাজ্য স্থাপন করেন। পালামৌ দুর্গের গঠন এবং আগ্রার দুর্গের গঠন একই প্রকার। এ স্থানে আরও অনেক ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। সে-গুলি দেখিলেও উক্ত জনরবের মধ্যে যে কিছু না কিছু সত্য আছে, তাহা স্পষ্টই মনে হয়।

পালামৌ দুর্গ ডালটনগঞ্জ হইতে ১৬।১৭ মাইল দূরে। এখন উহা ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত এবং ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি ভীষণ হিংস্র জন্তুনিচয়ের আবাসভূমি। মার্চ্চ মাস অতীত না হইলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গল এবং ঘাসের জন্য তথায় যাওয়া যায় না। গ্রীষ্মারম্ভে জঙ্গল শুষ্ক হইলে, কোন প্রকারে তথায় যাইতে পারা যায়; কিন্তু বন্দুক এবং সঙ্গে দুই চারিজন লোক না লইয়া যাওয়া নিরাপদ্ নহে। দুর্গ দুইটি। একটি নূতন এবং একটি পুরাতন। উভয় দুর্গই আংশিক রূপে পাহাড়ের গায়ে। বর্ত্তমান কালে দুর্জ্জয় না হইলেও, পূর্ব্বে ইহা দুর্জ্জয়ই ছিল।

এখন রাজবংশের আর কেহই নাই।

তজ্জন্য সমস্ত রাজ্যটি গবর্ণমেন্টের খাস-মহল হইয়াছে। পালামৌতে জনরব নির্ব্বংশের বিষয় লইলে নির্ব্বংশ হইতে হয়, এই ভয়ে নিকট-জ্ঞাতির মধ্যে কেহই উহা গ্রহণ করেন নাই। নোয়া জয়পুরের রায়বাহাদুর পালামৌ-রাজার জ্ঞাতি বলিয়া খ্যাত। রাজবাটীতে যাহারা ছিলেন, সিপাহী-বিদ্রোহের গোলযোগে তাহাদেরও অস্তিত্ব গিয়াছে; এবং ক্রমে কেল্লাও ধ্বংসাবশে পরিণত হইয়াছে। শেষে কালের ভীষণ চক্রে এখন উহা বন্য জন্তুর লীলাভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

কেল্লার মধ্যে রাজার অন্তঃপুর, কাছারি এবং অন্যান্য সমস্ত ঘরগুলির কতক অংশ ইষ্টক এবং প্রস্তর-স্তূপে পরিণত হইয়াছে, কতক অংশ এখনও দণ্ডায়মান আছে। ঘরগুলি ছোট ছোট ও অনুচ্চ। দুর্গ-প্রাচীরের বাহির হইতে ভিতর বনাকীর্ণ বলিয়া মনে হয়; কিন্তু ভিতরে বেশ পরিষ্কার। এক একটি দুর্গে ১০।১৫ হাজার সৈন্য অনায়াসে বাস করিতে পারে বলিয়া মনে হয়। এক সময়ে রাজবাটীর সম্মুখে প্রশস্ত উদ্যান এবং চতুর্দ্দিক্ যে অতিমনোরম ছিল, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু জঙ্গল এবং ব্যাঘ্রভীতিতে সকল স্থানে যাওয়া যায় না। যাঁহারা কৌতূহল-পরবশ হইয়া ঐ সকল স্থান দেখিতে যান, তাঁহারা ভিন্ন অন্য কেহই সহজে দুর্গে প্রবেশ করে না। সুতরাং, বন্য জন্তুরা অনায়াসে তথায় বিচরণ করে। আমরা দেখিলাম, স্থানে স্থানে কত ময়ূর পেখম ধরিয়া রহিয়াছে, কত স্থানে হরিণের পাল নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে, কত শত জন্তু বিশ্বস্ত-হৃদয়ে শব্দ করিতেছে, কত চীৎকার করিতেছে! আমরা মধ্যাহ্নে তথায় গিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই প্রাণভয়ে দ্রুত-গতিতে চলিয়া, দুই তিন মাইল দূরে লোকালয়ে পঁহুছিলাম।

শ্রীরজনীকান্ত দে।

ভক্তিকৃপা।

এই ক্ষুদ্র জীবনে আমরা প্রায়ই দেখি যে, আমাদিগের হৃদয় কখন কেমন সরস থাকে, ঈশ্বর-পূজার কেমন অনুকূল হয়, ভগবান্‌কে ডাকিবার জন্য তথায় কেমন গভীর ব্যাকুলতা বিরাজ করে; আবার কখনও বা শত সহস্র চেষ্টাতেও সেই হৃদয়কেই ঈশ্বরমুখীন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, ভগবৎপূজার জন্য তাহাতে আদৌ স্পৃহা থাকে না, ব্যাকুলতা থাকে না। অনেক সময় আমাদিগের এই শোচনীয় হীন দশা উপলব্ধি করিয়া আমরা মুহ্যমান হই এবং পরস্পর বা আপনা আপনিই জিজ্ঞাসা করি, "হরিতে আমার ভক্তি নাই কেন? ভগবান্‌কে ডাকিতে ইচ্ছা হয় না কেন? এবং ইচ্ছা হইলেই বা তাঁহার নাম করিতে পারি না কেন? কি হইলে, কি করিলে, ভগবানে ভক্তি হয়, সর্ব্বদা হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত থাকে?" জগতে এইরূপ অবস্থা আমরা অহর্নিশ আমাদিগের মধ্যে এবং আমাদিগের চতুষ্পার্শ্বস্থ নরনারীদিগের মধ্যে অবলোকন করিতেছি। এই অবস্থা-বিপর্য্যের

হেতু যে কি, তাহা হৃদয়-মধ্যে একবার প্রবেশ করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। যতই আপনার অন্তরকে পরীক্ষা করি, আমা হইতে প্রসূত ক্রিয়াকলাপ যতই বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে থাকি, ততই ইহার কারণ আমাদিগের সম্মুখে প্রকাশিত হইতে থাকে। সে কারণটী অতিসামান্য—"আমি যাহা চাহি না, তাহা পাই না। যাহা চাহি, তাহাকে লইয়াই বসিয়া থাকি। আমার ঐ ভক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা ক্ষণিকমাত্র, ঐ ইচ্ছা মৌখিক ইচ্ছামাত্র, উহার মধ্যে যাথার্থ্যের অভাব, উহার মধ্যে প্রাণের অভাব। ঐ ইচ্ছা আমার নিজকৃত নয়; উহা অপর এক শক্তির দ্বারা উদ্বোধিত। সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারে বিচরণ করিতে করিতে আমরা আপনা ভুলিয়া সংসারের কীট হইয়া যাই, আপনার জ্ঞান হারাইয়া ফেলি। পরমপ্রেমময় সর্ব্বব্যাপী হৃদয়বিহারী হরি আমাদিগের এবংবিধ অবস্থা দেখিয়া, আমাদিগকে পথভ্রান্ত হইয়া উৎপথে ধাবিত দেখিয়া, মধ্যে মধ্যে আমাদিগের চেতনা-সম্পাদন করেন্, আমাদিগকে জাগরিত করিয়া দেন্ এবং তখনই আমরা আমাদিগের চিত্তকে সরস দেখি, ভক্তিপ্রবণ দেখি। এ ভক্তি সেই প্রেমময়ের কৃপা।

ভগবানের এই ভক্তিরূপ কৃপা লাভের জন্য প্রাণপণ শক্তিতে গভীর অন্বেষণ করিতে হইবে, ইহার জন্য নিরন্তর ব্যাকুল প্রার্থনা করিতে হইবে, ধৈর্য্য ও বিশ্বাসের সহিত ইহার জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইবে, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ইহাকে গ্রহণ করিতে হইবে, দীনভাবে ইহাকে রক্ষা করিতে হইবে, আলস্য-পরিহার-পূর্ব্বক ইহার সহিত সাধনা করিতে হইবে এবং যে পর্য্যন্ত না এই কৃপা অবতীর্ণ হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে।

যখন হৃদয়মধ্যে ভক্তির অল্পতা বা অভাব অনুভূত হইবে, তখন আপনাকে বিশেষভাবে দীন হীন দরিদ্র মনে করিতে হইবে, কিন্তু তাহা বলিয়া নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকারে আপনাকে নিঃক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে, অথবা শোকে মুহ্যমান হওয়াও বিধেয় নহে। লীলা-ময় পরমেশ্বর বহুদিন যাবৎ যাহা প্রদান করেন নাই, অনেক সময়, মুহূর্ত্তমাত্রে তাহাই প্রদান করিয়া থাকেন; ভক্তের প্রার্থনার প্রারম্ভে যে কৃপার স্রোত তিনি রুদ্ধ করিয়া রাখেন, প্রার্থনার অবসানে তাহাই উন্মুক্ত করিয়া দেন। প্রার্থনামাত্রই যদি ভগবৎ-কৃপা অবতীর্ণ হইত, ইচ্ছামাত্রই যদি ইহা আমাদের নিকট উপস্থিত হইত, তাহা হইলে আমাদিগের ন্যায় দুর্ব্বল মনুষ্য এই কৃপা ধারণ করিতে পারিত না। তিনি পরম কৃপাময়, সেইজন্যই আমাদিগকে আহ্বান করিয়াই আমাদিগের আকুলতা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করেন, আমাদিগকে সবল করেন, তাঁহার কৃপালাভের উপযুক্ত করেন। এই জন্যই, বোধ হয়, কবি গাহিয়াছেন—

"যত পাছে পাছে ছুটে যাব আমি,
তত আরো আরো দূরে রবে তুমি;
যতই না পাব, তত পেতে চাব,
ততই বাড়িবে পিপাসা আমার।"

দীনভাবে ধৈর্য্যের সহিত আশান্বিত হৃদয়ে ভগবৎকৃপার প্রতীক্ষা করিতে হয়। তখন হৃদয় কবির সহিত বলিতে থাকে,—

"রয়েছি বসি দীর্ঘ নিশি, চাহিয়া উদয়-দিশি,
ঊর্দ্ধমুখে করপুটে, নব সুখ, নব প্রাণ,
নব দিবা-আশে।
কি দেখিব, কি জানিব, না জানি সে
কি আনন্দ,
নূতন আলোক আপন মন মাঝে ;"

আপনাদিগের অন্তরের মধ্যে নিরন্তর দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, এরূপ ক্ষুদ্র, এরূপ মলিন, এরূপ অকিঞ্চিৎকর বিষয়সমূহে আমরা আপনাদিগকে লিপ্ত করিয়া রাখিয়াছি, এরূপ ঘৃণার্হ বিষয়ে চিত্তকে আসক্ত করিয়া রাখিয়াছি যে, তাহা একবার চিন্তা করিলে স্বভাবতই আপনাদিগের প্রতি আপনাদিগের ধিক্কার আসে, এবং বুঝিতে পারি, এ হেন মলিন আসক্ত হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তি আসিবে কিরূপে! যখন হৃদয়ে ভক্তি অনুভূত হয় না, অথবা গুপ্তভাবে ইহা হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়, তখন ক্ষুদ্র আসক্তি, হৃদয়ের মলিনতাই যে তাহার কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অনেক সময় দেখা যায়, ক্ষুদ্র বস্তুই, যদি জগতে বাস্তবিকই কাহাকেও ক্ষুদ্র বলা যায়, অনেক সময়ে ঈশ্বরকৃপা-লাভে অন্তরায় হইয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র বা বৃহৎ অন্তরায় যদি দূরীভূত করিতে পারা যায়, এবং সম্পূর্ণরূপে ইহার গণ্ডী অতিক্রম করা যায়, তাহা হইলে আমরা আমাদিগের অভিলষিত বস্তু লাভ করিতে সমর্থ হইব। কারণ, যে মুহূর্ত্তে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করি এবং মন যে বস্তুর অভিলাষ করে তাহার পশ্চাতে ধাবিত না হইয়া সম্যক্‌রূপে ঈশ্বরে স্থিত হই, সেই মুহূর্ত্তেই আমরা তাঁহার সহিত যুক্ত হই এবং পরমা শান্তি উপভোগ করিতে থাকি। ঈশ্বরেচ্ছার অনুবর্ত্তী হওয়া অপেক্ষা অধিকতর সুখ জগতে আর কিছুতেই নাই। হৃদয় যদি যথার্থভাবে বলিতে পারে, "ত্বয়া হৃষীকেশ, হৃদি স্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি", তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা আর সুখকর অবস্থা কোথায়! আমাদিগের দায়িত্ব কিছু নাই। 'হে ভগবন্, যে কার্য্যে তুমি নিযুক্ত করিতেছ, আমি তাহাই করিতেছি। আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী। আমি কে! তোমার ক্রিয়ার আমি উপলক্ষ মাত্র।" কি সুন্দর অবস্থা! ইহাই ত প্রকৃত অবস্থা।

যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে আপনার সমুদায় বাসনা পরমেশ্বরে অর্পণ করে, সৃষ্টি-রাজ্যের কোনও বস্তুর প্রতি অস্বাভাবিক আসক্তি বা ঘৃণা হইতে আপনাকে বিমুক্ত করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই ভগবৎ-কৃপার অধিকারী, ভগবদ্‌ভক্তি লাভের উপযুক্ত। ভগবান্ শূন্য হৃদয়েই তাঁহার আসন রচনা করেন্, শূন্য হৃদয়েই তাঁহার কৃপা বর্ষণ করেন্। যত সত্বর ও যে পরিমাণে মানব ক্ষুদ্র বস্তুর আসক্তি পরিহার করিতে পারে, যে পরিমাণে আপনার বাসনা বর্জ্জন করিতে পারে, সেইরূপ শীঘ্রতরই ভগবৎকৃপা অবতীর্ণ হয়, সেইরূপ প্রচুর পরিমাণেই উহা হৃদয়ে প্রবেশ করে এবং সেই পরিমাণেই উহা বিমুক্ত হৃদয়কে উন্নত করে।

চিত্তে ভগবদ্ভক্তির সমাগম হইলে, সে চিত্ত আপনার সৌন্দর্য্যে আপনই বিস্ময়াবিষ্ট হয়, আপনাকে চিরদিনের জন্য হারাইয়া ফেলে, অনন্ত প্রেমময়ে আপনাকে লীন দেখে। তাহার দৃষ্টিতে আর আত্মভাব থাকে না, সে দৃষ্টি প্রেমময়ের দৃষ্টি হয়, চিত্ত প্রসারিত হইয়া

এই বিশ্বজগৎকে আলিঙ্গন করিয়া সমুদয়কে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলে। যে সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবান্‌কে চায়, ভগবান্ যে আপনাকেই তাহাকে দান করেন্। ভগবৎ-সান্নিধ্য-লাভ করিলে আর কি চিত্ত ক্ষুদ্র থাকিতে পারে! তাহা যে তখন শুদ্ধ মহান্ আনন্দে বিলীন হইয়া যায়!

দেবীর স্থান।

পল্লীবাসী দ্বিজ এক মহাপ্রাণ, নাম সনাতন,
বৃথা-বাক্য-আন্দোলন ব্যসনেতে অনাসক্ত-মন;
আপনার মত পরে প্রেম-ব্রতে ঢালি দিয়া প্রাণ,
মর্ত্ত্যের মাঝারে রহি' পেয়েছিল স্বর্গের সন্ধান।
গ্রামবাসী নিরক্ষর হীনমতি যুবকের দল
উপহাসি' বিপ্রসুতে, উপেক্ষায় হাসি খলখল্,—
অবোধ পাগল বলি' তা'র পানে চাহিত না ফিরে,
দীন বিপ্র সে উপেক্ষা মানিয়া লইয়া নতশিরে;—
দেবতার পানে চাহি বলেছিল হইয়া কাতর,
'হে প্রভু জগতে যারা পাপকর্ম্মে নাহি করে ডর,
অবোধ অভাগা তা'রা, নাহি জানে তোমার সন্ধান,
দয়া করি দীননাথ, তাহাদের ক'র পরিত্রাণ।'

সেই সব পাষণ্ডেরা, একদিন দিবা দ্বিপ্রহর,
স্নানান্তে ফিরিতেছিল নদীতীর করিয়া মুখর;
সহসা হেরিল এক ছাগশিশু নয়ন-রঞ্জন
তৃষিত হইয়া বারি পান করে হ'য়ে একমন;
হেরি উপজিল লোভ কচিমাংস ভক্ষণের তরে,
চুপি চুপি পিছে গিয়া চাপিয়া ধরিল বজ্রকরে।
করস্পর্শে চমকিয়া উঠে ছাগ আকুল চঞ্চলে,
প্রাণের ভিতর কাঁপি উঠিল কি যেন অমঙ্গলে!
আড়ষ্ট গভীর দৃষ্টি, সকরুণ বেদনায় চাহি',
রহিল ব্যাকুল পশু; যদিও রে মুখভাষা নাহি,
নয়নে ফুটেছে যাহা হৃদয়ের গুপ্তবাণী তা'র,
বুঝিবে কে তার অর্থ, খোলে কে সে রহস্য-দুয়ার!

অভাগা আঁখির ভাষা বুঝিল না পাষণ্ডের দল;
রজ্জু দিয়া বাঁধে তা'রে। সারাদিন ফেলি' অশ্রুজল,
রহিল ব্যাকুল ছাগ বেদনায় উদ্বেল পরাণ;—
মৌন-নির্ব্বাকের জ্বালা, কে করিবে তা'র পরিমাণ?

দুঃখিনী জননী তা'র আজি হায়, সারাদিন বুঝি,
বনে বনে পথে পথে হইয়াছে ক্লান্ত কত খুঁজি ;
ওই ক্ষুদ্র শিশু তা'র পুঁজি শুধু, বুক-জোড়া ধন!
পশু-জীবনেরো আছে স্নেহ প্রেম-আনন্দ-বেদন ।

ভীম অট্টহাস্য ঘোষি' প্রকটিল দানব-দিবস
নিষ্ঠুর মাংসাশি-দল, নরত্বের ঘোষি' অপযশ! —
সেই ছাগশিশুটীরে লয়ে যায় গ্রামপ্রান্ত দেশে,
কালীর মন্দির-দ্বারে, উত্তরিল পূজারীর বেশে!
বাদ্যকর-স্কন্ধোপরি বাজি ওঠে পটহের রোল,
সংস্কার-প্রবাহমত্ত নরনারী তোলে গণ্ডগোল ।
ভীম নিষ্ঠুরতা ঘোষি' সে পশুত্ব-উৎসব ভিতর,
সনাতন-ধর্ম্মতনু কাঁপি' ওঠে থর্ থর্ থর্!

তখনো জাগিছে আশা ক্ষুদ্র-ছাগশিশু-কল্পনায়,
ফিরে যেতে পারে বুঝি, জননীর বক্ষের সীমায়।
সুখ-স্বপ্ন ভাঙি দিল হেনকালে ভীম আকর্ষণ,
করিল না কেহ তা'র বেদনায় নয়ন-বর্ষণ!
চিৎকারি উঠিল ছাগ মর্ম্মঘাতী যন্ত্রণার সনে,
আর পাষণ্ডেরা হর্ষে নৃত্য করে মায়ের প্রাঙ্গণে!
সহসা নিমেষ-মাঝে সদ্যউষ্ণ শোণিত ধারায়,
রঞ্জিত হইল স্থান, বর্ব্বরতা-ভরা আঙ্গিনায় ;—
হতভাগ্য ছাগশিশু স্কন্ধচ্যুত পড়িল বিকট,
কর্ত্তিত সে দেহখানি পড়ি' পড়ি' করে ছট্‌ফট্!

হেন কালে সেই দীন মহাপ্রাণ দ্বিজ সনাতন,
পথশ্রমে পরিশ্রান্ত উপনীত দেবীর-ভবন ;
গিয়া দেখে প্রাঙ্গণেতে খণ্ড ছাগ পড়িয়া লুটায়,
আর পাষণ্ডেরা হাসি' নাচে হর্ষে পিশাচের প্রায়!

রহিল না ব্রাহ্মণের বুঝিবারে বাকী কিছু আর ;
হেরি' সে করুণ দৃশ্য বেড়ে ওঠে অন্তরের ভার!
মন্দির বাহিরে এক স্নিগ্ধ শান্ত বটের ছায়ায়,
বসে গিয়া শোকাচ্ছন্ন, ঘোরদুঃখে বক্ষ ফাটি' যায়!
অন্তরে ফুটিয়া ওঠে বেদনার তীব্র অনুভূতি,
মর্ম্মতলে জ্বলি ওঠে যন্ত্রণার জ্বলন্ত আহুতি।
ছাগ-বধা খড়্গ যেন তারি বুকে ঘা দিয়াছে আসি,
মহান্ মানবধর্ম্ম সনাতন সত্যেরে বিকাশি'!

এ-দিকেতে সেই সব পশু-হন্তা যুবকের দল
লয়ে খণ্ড ছাগশির মহাশব্দে করি' কোলাহল,
দেবীর সম্মুখে আসি' রাখি' দিল আনন্দ-উন্মাদ ;
বিশ্বের জননী হায়, কত আর সহে আর্ত্তনাদ
নিঃসহায় পশুদের ! নড়ি' ওঠে দেবী-সিংহাসন,
জড়মূর্ত্তি-হস্তে কাঁপি খসি' পড়ে কৃপাণ ভীষণ !

মানবের অত্যাচারে নিরাশ্রয় পশুর চিৎকার,—
করুণা গলিল বিশ্বে ; কাঁদি ওঠে বক্ষ দেবতার !
সহসা কালিকামূর্ত্তি থর থর দোলে কম্পমান,—
ওকি ! ওকি ! অকস্মাৎ, ফাটি' গেল মূরতি পাষাণ !
ভীম শব্দে দুই খণ্ডে দেবীমূর্ত্তি পড়ে বেদীতলে,
স্তম্ভিত চকিত ভীত রোমাঞ্চিত হেরিল সকলে !!

'হায় কি হইল' বলি' চাপি' হাতে ভীত-বক্ষভার,
পাষণ্ডেরা বেদীতলে লুটাইল করি' হাহাকার।
বলে, 'মাগো আমরা যে এত পূজি' দিনু বলিদান,
উন্মাদন অর্চ্চনায় এত যে মা ঢালিনু পরাণ ;
জননি গো, একি আজি সর্ব্বনাশ হ'ল পাপে কার,
কি প্রচণ্ড অপরাধে আজ দেবি, হেন অবিচার !

অকস্মাৎ বেদী হ'তে দৈববাণী ধ্বনিল ভীষণ—
"রে নির্ব্বোধ নরপশু, ঘৃণিত এ পূজা-আয়োজন,
এ নহে অর্চ্চনা মোর—এ উৎসব শুধু যন্ত্রণার !
নাহি যেথা দয়া-প্রেম, নহে সেথা প্রতিষ্ঠা আমার !
রে বর্ব্বর, তোরা দায়ী আজিকার পাপোৎসব তরে,
নাহি আর স্থান মোর প্রেমশূন্য এ মন্দির 'পরে।
দয়া, দয়া, কোথা দয়া ! ছোটে প্রাণ যেথা অশ্রুজল ;
সনাতন কাঁদে যথা, সেই মম আশ্রয় শীতল !"

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

সংবাদ।

১। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য নিম্নোক্ত পদক ও পুরস্কার প্রদত্ত হইবে :—

(১) হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী স্বর্ণপদক—বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান। (২) ঠাকুরদাস-দত্ত স্বর্ণপদক—বঙ্গের পাঁচালী ও সমসাময়িক অন্যান্য সাহিত্যে কবি ঠাকুরদাস দত্তের প্রভাব। (৩) ব্যোমকেশ মুস্তফী-স্বর্ণপদক—প্রাচীন

বাঙ্গালা-সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল। (৪) রাম-গোপাল-রৌপ্যপদক—স্বর্গীয় বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের কাব্য-সমালোচনা। (৫) শশিপদ-রৌপ্যপদক—জাতীয় জীবনে সাহিত্যের প্রভাব। (৬) ব্যোমকেশ মুস্তফী-রৌপ্য-পদক—২৪ পরগণায় ও কলিকাতায় জলযান ও তৎসংক্রান্ত প্রচলিত শব্দ ও তাহার সুনির্দ্দিষ্ট অর্থ ও প্রয়োগ। (৭) রাধেশচন্দ্র-জাতীয় শিক্ষাবৃত্তি (২১৲)—এমার্সনের চিন্তাপ্রণালীর সহিত ভারতবর্ষীয় চিন্তা-প্রণালীর সম্বন্ধ। (৮) শিশিরকুমার ঘোষ-পুরস্কার (২৫৲)—নরহরি সরকারের জীবন। প্রবন্ধগুলিতে গবেষণা এবং বিচারশক্তির পরিচয় থাকা চাই। ৩য় বিষয় পরিষদের সদস্যগণের জন্য এবং ৬ষ্ঠ বিষয় পরিষদের ছাত্রসভ্যগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট। অন্যান্য বিষয়ে সর্ব্বসাধারণে প্রবন্ধ লিখিতে পারেন। আগামী ২রা বৈশাখ (১৩২৬) তারিখের পূর্ব্বে প্রবন্ধগুলি পরিষদের সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে।

২। আগামী গুড্‌ফ্রাইডের ছুটিতে, ১৩২৬ সালের ৬ই ও ৭ই বৈশাখ, হাবড়া-সহরে "বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের" দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন হইবে। সেই সঙ্গে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে একটি প্রদর্শনী (Exhibition) হইবে। যাঁহারা সম্মিলনে পাঠের জন্য প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রথমে প্রবন্ধের বিষয়টি সম্পাদকের নিকট জানাইবেন এবং ১৫ই চৈত্রের মধ্যে প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি অভ্যর্থনাসমিতির সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। যাঁহারা প্রদর্শনীর জন্য দ্রষ্টব্য সামগ্রী পাঠাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাও তদ্বিবরণ সত্বর জানাইবেন এবং নির্দ্দিষ্ট দিবসের পূর্ব্বে দ্রষ্টব্যসামগ্রী পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন। যাঁহারা প্রতিনিধিরূপে সম্মিলনের কার্য্যে যোগদান করিতে চাহেন, তাঁহারাও যত সত্বর সম্ভব, পত্র-দ্বারা আপন আপন অভিমত জানাইবেন। বিদুষী মহিলাগণের জন্যও এই সম্মিলনে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইতেছে।

ভগিনী-[illegible]ান।

জানি নি কেমন শোক,
ভগিনি আমার—ভগিনি আমার গো!
কোমল-কলিকা সন্তান-দু'টী
অবসাদ-ভরে পড়েছে যে লুঠি',
তুমি ত নিয়েছ জীবনের ছুটি,
পশেছ অমৃত-লোক!
সান্ত্বনা কি-বা দিয়া গেলে মোরে
কেমনে তাদের রাখি বুকে ধরে?
আকুল নয়ন খুঁজে নিশা-ভোরে,
মানে না কাহিনী-শ্লোক!

ভগিনি আমার, ভগিনি আমার গো!
বার বার বল, মিছা কথা বলি'
নিশি দিন আর কত করে' ছলি?
'আসিবে জননী!!' শুনে কুতূহলী
'রাত্তিটা প্রভাত হোক্!'
বিশ্বাস আজ করে না'ক, মুখে
গ্রাস ল'য়ে ফুলে' কেঁদে' ওঠে দুখে!
কেমনে তা'দের চেপে রাখি বুকে
শুকায়ে আপন চোখ?
ভগিনি আমার, ভগিনি আমার গো!
বুঝেছি কেমন শোক!

শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা

No. 666. February, 1919.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত !

৫৬ বর্ষ। ৬৬৬ সংখ্যা | মাঘ, ১৩২৫। ফেব্রুয়ারী, ১৯১৯। | ১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।

ঊননবতিতম মাঘোৎসবে ব্রাহ্মিকাসমাজে উপদেশ।

বন্ধুতে বন্ধুতে যখন সাক্ষাৎকার হয়, তখন আমরা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করি, "কেমন আছ ভাই?" কেহ বলে, "ভাল আছি, ভাই! তুমি ভাল আছ তো?" কখনও বা শুনি, একজন বলিতেছেন—"আর কি বলি, ভাই, বিপদ্ যে আর কাটে না!"

মুখের দিকে চাহিয়া যদি কাহাকেও একটু শীর্ণ দেখি, অমনি ব্যস্ত হইয়া স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করি। কারণ, আমরা জানি, স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইলেই শরীর জীর্ণ, মুখ নিষ্প্রভ হয়।

আজ আমার সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে, "কেমন আছ বোন্, কেমন আছ?" আজ বাহ্য শিষ্টাচার, মৌখিক ভদ্রতা, কপট হাস্য দূর করিয়া এক মায়ের সন্তান আমরা সকলে সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করি।

উদাসীন ভাবে আজ উত্তর দেওয়ার ও লওয়ার দিন নহে। আজ কেবল বাহিরের কথা নয়, ভিতরের কুশলও জানিতে চাই। আমরা এ-জগতে কেবল দেহখানা লইয়াই কি আছি? দেহ সুন্দর, দেহ বিধাতার পবিত্র দান, রক্ষা ও যত্ন করিবার জিনিষ; কিন্তু ঐ দেহের আচ্ছাদনে যে মানুষটি ঢাকা আছে, তাহার খবর কি?

যে সুখ দুঃখ দেহের উপরে দেখা যায়, সে তো খানিকটা মাত্র; সমস্ত সুখ-দুঃখ কি আমরা বাহিরে দেখিতে পাই? চক্ষের জ্যোতিতে, অধরের হাস্যে, কণ্ঠের স্বরে, দেহের গতিতে ও ভঙ্গীতে যে আনন্দের ঢেউ খেলিয়া যায়, তদপেক্ষা গভীর আনন্দ তাহার নিভৃত অন্তরে সঞ্চিত আছে। মলিন মুখে, জীর্ণ বস্ত্রে যে-দৈন্য ধরা পড়ে, তাহা হইতে সহস্রগুণ মলিনতা ও দারিদ্র্য, হয় ত, তাহার গুপ্ত অন্তরকে লজ্জা দিতেছে।

আজ সভ্যসমাজের অনুকরণে কেহ এ-কথা বলিও না, "আমার গুপ্ত দারিদ্র্য, আমার নিভৃত বেদনার কথা জানিবার তোমার অধিকারই বা কি, আবশ্যকতাই বা

কি ?" আজ তো আদান-প্রদানের দিন; আজ জননীর গৃহে মিলিয়া পরস্পরের অভাব পূরাইয়া লইবার দিন। আজ সকলের দৃষ্টি বিশ্বজননীর দৃষ্টিতে মিলাইয়া আমাদের সৌভাগ্যের সঙ্গে, মহত্ত্বের সঙ্গে, শক্তির সঙ্গে, উন্নত অধিকারের সঙ্গে হীনতা, দুর্ব্বলতা ও জড়তা চিনিয়া বুঝিয়া লইবার দিন। তাই দৃষ্টি আজ খুলুক্;—আত্ম-দৃষ্টি। তোমার খুলুক্, আমার খুলুক্, সকলের খুলুক্।

তরুণ-বয়স্কারা, তোমাদের মুখে কি আনন্দ, প্রাণে কত আশা। ওগো, জরাজীর্ণ দেহের সঙ্গে যাহাদের আশা স্তিমিত হইয়া আসিতেছে, রোগ-শোকের আঘাতে যাহারা অতিমাত্র জর্জ্জরিত, তোমাদের আনন্দ, তোমাদের আশা-ভরসা তাহাদের মধ্যে একটু সঞ্চার কর। তাহাদের দুঃখের অভিজ্ঞতা-টুকু লও, তোমাদের দীপ্ত দুর্দ্দম সাহসের ভাগ তাহাদিগকে দাও। আজ দিবার দিন, লইবার দিন; আজ হৃদয়ে হৃদয়ে প্রবাহ সঞ্চারিত হউক্।

আজ উৎসব করিবে বলিয়া কেমন সুন্দর নববস্ত্র পরিধান করিয়া আসিয়াছ! পিতা বা স্বামী কত আদর করিয়া তোমাদিগকে বস্ত্রালঙ্কার দিয়াছেন! বড় আনন্দেরই কথা। কিন্তু ভিতরের দিকেও একবার চাও।—সেখানেও কত সৌন্দর্য্য আছে, আরও কত সৌন্দর্য্য সঞ্চয় করা যায়? কত অসুন্দরতা মুছিয়া ফেলা যায়? কাহারও মন কি ঈর্ষ্যায় মলিন, রূপগুণের অহঙ্কারে স্ফীত, ঐশ্বর্য্যের গর্ব্বে মত্ত, ক্রোধে ও অ-ক্ষমায় অশোভন? তাহার প্রাণ আজ নূতন প্রেমে উজ্জ্বল হউক্, সকল অবিনয় ও ঔদ্ধত্য সরিয়া যাউক্। আজ সকলের দিকে চাহিয়া সকলে আনন্দিত হই, আজ ভালবাসার ঐশ্বর্য্যে সকলেই মহিয়সী হই। ভালবাসার দ্বারা কি-ই না গড়া যায়? এমন জিনিষ যে আর নাই! আত্মার জন্য আশা, সাহস, কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা এবং করিবার সামর্থ্য, সবই ভালবাসায় আসে। অন্যের ভিতরকার সৌন্দর্য্য দেখিবার চক্ষু, আর দোষ ক্ষমা করিবার শক্তি, ভালবাসাই দেয়। এস, আজ মায়ের ভাণ্ডার হইতে ভালবাসা লুটিয়া লই; বাঁটিয়া দিই, প্রেমময়ী জননী দেখুন্।

আজ তো সাজিবার দিন। আজ কত-জনে হয়তো রং মিলাইয়া কাপড় পরিয়াছেন। আজ-কাল যাহারা পারেন্, পরণের শাড়ী, গায়ের জামা, পায়ের মোজা, হাতের রুমাল, এমন কি অলঙ্কার পর্য্যন্ত এক-রঙ্গা করিয়া পরেন্। আজ এই রুচি ভিতরের দিকে লইয়া যাইতে অনুরোধ করি। ওগো ব্রাহ্ম-গৃহের কন্যারা, তোমাদের মুখের কথা, মনের চিন্তা, আর হাতের কাজ মিলাইয়া পর; তোমাদের শিক্ষার সঙ্গে তোমাদের দৈনিক-ব্যবহার মিলাও, তোমাদের আদর্শের সঙ্গে তোমাদের সমস্ত জীবনখানা এক-রঙ্গা হউক্। তোমরা নারী, সৌন্দর্য্যের দিকে তোমাদের স্বাভাবিক আকর্ষণ; সকলে ভিতরে ভিতরে সুন্দর হও। সৌন্দর্য্য ভাল বাস বলিয়া সুন্দর হও, তোমাদের সৌন্দর্য্য প্রিয়জনকে সুখী করে বলিয়া সুন্দর হও। ভিতরের সৌন্দর্য্য বাহিরেও যে ফুটিয়া উঠে। প্রদীপের আলোতে তাহার আধারটিও উজ্জ্বল হয়।

আমি দর্শন-বিজ্ঞানের বড় কথা বলিতে

পারি না, কিন্তু গোটা কত মোটা কথা জানি, আর তাহাই বলিতে পারি। আমি জানি একথা সত্য যে, ভিতর মধুর হইলে বাহিরও মিষ্ট ও সুন্দর হয়। এই রোগ, শোক, আশা ও আনন্দের জগতে কোথায় না সৌন্দর্য্য আছে? যদি কেহ সৌন্দর্য্য দেখিয়া তৃপ্ত হইতে চাও এবং আপনার ভিতরে উহা সঞ্চয় করিতে চাও, ভিতরের দিক্‌টা অবহেলা করিলে চলিবে না। সত্য বলিতেছি, সৌন্দর্য্য বাহিরে পাইলেও আনন্দটা বাহিরের জিনিস নয়। তাহার উৎস অন্তরে। আনন্দ যদি না পাইলাম, না দিলাম, সকল সৌন্দর্য্য-চেষ্টা ব্যর্থ। যেখানে প্রেম নাই, ভক্তি নাই, সেখানে আনন্দও নাই; সেখানে সৌন্দর্য্য মৃত।

সংসারে রোগ, শোক, দারিদ্র্য আছে, মৃত্যু আছে, কিন্তু জ্ঞানময় আনন্দময় বিধাতা এই রোগ, শোক, মৃত্যু ও নানা অভাবের মধ্যেই আনন্দের বীজ বপন করিতেছেন। দুঃখ যে অপরিহার্য্য, মানুষের পক্ষে অতীব আবশ্যক। অন্ধকার যে আলোকেরই পরিচয় দেয়, মৃত্যু যে জীবনকে জানিবার জন্য, যত্ন করিবার জন্য আমাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তোলে; বেদনা যে চৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ করে, শক্তিকে বিকাশ করে, আনন্দকে চিনাইয়া দেয়। ঘরে ঘরে দুঃখ, সেই—দুঃখের পরিচয় লইয়া, একলা মানুষ তাহার একলার দুঃখ ভুলিয়া গিয়া সকলের আনন্দে আনন্দিত হইতে চায়। বস্তুতঃ সে তো একলার নয়, সে যে সকলের। ক্রমে সে সুখ-দুঃখ নিয়তি-সূত্রে অবিচ্ছিন্ন জানিয়া, দুঃখকে সঙ্গে লইয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া, তাহার ভয় হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া তাহাকে নবজীবনের পথে আপনার বাহন করিয়া লয়।

কৃশা গোতমীর গল্প অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। শিশু-পুত্রের শোকে কাতর হইয়া এই নারী বুদ্ধের নিকট গিয়া বলিল, "প্রভু, আমি বড় দুঃখিনী, আমার এই একটি পুত্র আমার জীবনের সর্ব্বস্ব। ইহাকে হারাইয়া আমি কিরূপে বাঁচিব, জানি না। প্রভু, তুমি ইহাকে বাঁচাইয়া দাও।" বুদ্ধ বলিলেন, "আমি ইহাকে বাঁচাইবার একটি মাত্র ঔষধ জানি, সংগ্রহ করিতে পারিবে কি?" নারী বলিল, "আদেশ করুন্ প্রভু, আমি যেখান হইতে হয়, ঔষধ-সংগ্রহ করিব।" বুদ্ধ বলিলেন, "আমাকে মুষ্টিমাত্র সর্ষপ আনিয়া দাও; কিন্তু দেখিও, যে গৃহে পিতামাতা, ভাইবোন্, দাস-দাসী কেহ মরে নাই, এমন গৃহ হইতে আনিবে, তাহা না হইলে ঔষধের ফল হইবে না।" শোকে উন্মত্তা সেই নারী সরিষা ভিক্ষা করিয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিতে লাগিল। এক এক গৃহে যায়, আর বলে, "একমুষ্টি সরিষা দাও গো, একমুষ্টি সরিষা।" যেমন সরিষা আনে, সে জিজ্ঞাসা করে, "ওগো, এ ঘরে কেহ মরে নাই তো? মা-বাপ, ভাইবোন্, পুত্রকন্যা, দাস-দাসী, কেহ মরে নাই তো?" গৃহস্থ বলে, "সে কি কথা! কেউ মরে নাই, এমন ঘর তো এ নয়।" সেই নারী সারাদিন ঘুরিয়া নগরে যত গৃহ আছে, সব গৃহে একই উত্তর পাইল। এমন ঘর নাই, যেখানে মৃত্যু প্রবেশ করে নাই। তখন তাহার চৈতন্যের সঞ্চার হইল। সে বুদ্ধের নিকট ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "প্রভু, এমন গৃহ নাই, যেখানে মৃত্যু যায় নাই; আমার ঔষধ আনা ঘটিল না। তুমি এখন

আমাকে মৃত্যু হইতে মুক্তি-লাভের উপায় বল।”

আজ এই আনন্দের দিনে মৃত্যু শোক লইয়াও তো কত নারী উপস্থিত আছি; কৃশা গোতমীর মত মৃত্যু হইতে মুক্তির উপায় প্রার্থনা করিতেছি। আনন্দ-স্বরূপ অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মের স্পর্শে মৃত্যুর আকৃতি-প্রকৃতিও যে পরিবর্তিত হইয়া যায়। তাহা কি আমাদের মধ্যে কেহ অনুভব করেন নাই? মৃত্যু যে দৃষ্টি খুলিয়া দিয়া প্রিয়জনকে সুন্দরতর করে, নিকটতর করে! এখান হইতে যে গেল, তাহার সন্ধানে দৃষ্টি চালিত করিয়া আমরা যে অপর-লোকের একটু আভাস পাই। বিশ্বজননীর অনন্ত কোলে হারাধনকে খুঁজিতে গিয়া তাঁহার ক্রোড়ের স্পর্শটা অনুভব করিবার জন্য ব্যাকুল হই। তাঁহাকে বিদায় দিলে, আর কাহাকেও কাছে পাই না বলিয়া তাঁহাকেই শক্ত করিয়া ধরিতে চাই।

তাঁহার স্পর্শ কি কেবল দুঃখের দিনেই চাই? রোগ ও মৃত্যুর বেদনার ভিতরেই চাই? সুখ, স্বাস্থ্য ও সম্পদের মধ্যে কি তাঁহার আবশ্যকতা নাই? তাহা নয়, তাহা নয়। সুখ, স্বাস্থ্য, সম্পদ, সকলই যে অস্থায়ী। তাঁহাকে ছাড়ি বলিয়া আরও অস্থায়ী। যদি আনন্দ এবং শান্তি পাইতে হয়, সুখ, দুঃখ, সকল অবস্থাতেই হৃদয়ের মধ্যে আনন্দময়ের জন্য একটু স্থান রাখিতে হইবে। দৈনিক জীবনের অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাতের, জ্বালা-যন্ত্রণার, চিন্তা-চেষ্টার মধ্যে মাঝে মাঝে লুকাইয়া আসিয়া তাঁহাকে আত্ম-নিবেদন করিয়া যাইতে হইবে। আমরা দুর্ব্বল, সুখেও শ্রান্ত ও অশান্ত হইয়া পড়ি। মাঝে মাঝে সেই স্পর্শমণিকে ছুঁইয়া গেলে, অশান্তি ও অস্বস্তি দুর হইবে।

নারীর জীবন সহস্র খুঁটিনাটী লইয়া ব্যস্ত ও বিব্রত। তাহাকে ছোট বিষয়ের পশ্চাতে অনেক ছুটাছুটী করিতে হয়। কেবল সেই অনন্তের স্পর্শেই ছোট চেষ্টা একটা বড় ব্রত, একটা দুশ্চর তপস্যার অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহার আলোকেই জীবনের ছবি সাদা-কালো রেখাতে সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠে।

আজ এই সম্মিলনে যাঁহারা উপস্থিত, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও নূতন গৃহ গড়িয়া উঠিতেছে, কাহারও অনেক দিনের অনেক প্রয়াসে প্রতিষ্ঠিত সাধের সংসার ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সকলেই আনন্দময়ী জননীর ক্রোড়ে বসিয়া, নূতন দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখি, তাঁহার ক্রোড়ে ইহলোক পরলোক সম্মিলিত। তাঁহার স্নেহ সকলেরই জন্য। সকলের অটল অনন্ত আশ্রয় তিনি। আমরা তাঁহার সেই প্রেম, আনন্দ ও সৌন্দর্য্যে ভরা মূর্ত্তি হৃদয়ে লইয়া জীবনের ব্রত-পালন করিতে ফিরিয়া যাই। তিনি আমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন্।

শ্রীকামিনী রায়।

আঁধার সাঁঝে

আঁধার সাঁঝে আকাশ মাঝে
কোন্ তারাটি জ্বলে গো—
কোন্ তারাটি জ্বলে ?
গুপ্ত কোণে সুপ্ত সাগর
মুক্ত হয়ে চলে গো—
মুক্ত হয়ে চলে !
কাহার প্রেমের মলয় হাওয়া
উড়িয়ে দিল সকল চাওয়া ?
উদার আঁখির পরশ-পাওয়া
বক্ষ আমার দোলে গো—
বক্ষ আমার দোলে !
কে গো আমার ভাঙা গানে
রাঙিয়ে দিল অগ্নি-বাণে ?
সদ্যঃসুধার মদ্য পানে
চরণ কেন টলে গো—
চরণ কেন টলে !
আঁধারে যা' ছোট ছিল,
আলোর মালায় তা' বাড়িল,
জীবন সমাদরে দিল
মরণ-মাল্য গলে গো—
মরণ-মাল্য গলে !
আমার কান্না, আমার হাসি,
বাজায় তাহার হাতের বাঁশী,
সেই লহরে বিশ্ব আসি'
লুটায় চরণ-তলে গো—
লুটায় চরণ-তলে !

দরবেশ

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বারাণসীর বাসিন্দার মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যাই অধিক। তাহারা একটী স্থান লইয়া বাস করে। সেই স্থানটী বাঙ্গালি-টোলা নামে খ্যাত। বিদ্যায় ইহারা হিন্দুস্থানীদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। বাঙ্গালি-টোলায় অনেকগুলি মন্দির আছে। এই পল্লিটীতে বিশ্বেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। কিন্তু বাঙ্গালিগণ কেদারেশ্বরের মন্দিরেই অধিক যাইয়া থাকে। কেদারেশ্বরের অন্য একটি নাম কেদারনাথ। মন্দিরের বারান্দায় অনেকগুলি দেবতা আছে। প্রধান মন্দিরটী চত্বরের মধ্যে অবস্থিত। দ্বারদেশে কৃষ্ণ-প্রস্তর-নির্ম্মিত দুইটী মূর্ত্তি দণ্ডায়মান আছে। ইহারা দ্বারপাল। মূর্ত্তি দুইটী দেখিতে অতিচমৎকার। প্রত্যেক মূর্ত্তিরই চারিটী হাত আছে। তাহাদিগের এক হস্তে ত্রিশূল, দ্বিতীয় হস্তে গদা, তৃতীয় হস্তে পুষ্প এবং চতুর্থ হস্তটী খালি। এই চতুর্থ হস্তটী যেন অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে যাত্রিগণকে বলিতেছে; যে, "তোমরা এখানে অপেক্ষা কর; দেবাদেশ প্রাপ্ত হইলে ভিতরে যাইও।" মোট কথা এই যে, একদল লোক মন্দিরে প্রবেশ করিলে দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায় এবং যতক্ষণ না তাহা উদ্ঘাটিত হয়, ততক্ষণ ভিতরে প্রবেশ করিতে পাওয়া যায় না।

মন্দিরের বহির্ভাগে সম্মুখের দেওয়ালে ষাট্‌টী দীপ দিবার জন্য দীপাধার আছে। সন্ধ্যাকালে সেগুলিকে তৈল-সংযুক্ত করিয়া প্রজ্জলিত করা হয়। মন্দিরের মধ্যে কেদারেশ্বরের মূর্ত্তি অবস্থিত। প্রবাদ এইরূপ যে, কেদার নামে এক ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ ঋযির সহিত হিমালয়ে যাইয়া মৃত্যুলোক প্রাপ্ত হন্। তাহার মৃত্যু হইলে, শিব তাহাকে দেবত্ব অর্পণ করেন্। সুতরাং, মহাদেবের মূর্ত্তিতে তাহার পূজা হইয়া থাকে। বশিষ্ঠকে স্বপ্নে মহাদেব দেখা দিয়া বর-গ্রহণ করিতে বলেন। বশিষ্ঠ এই বর চান যে, তিনি (মহাদেব) যেন বারাণসী-ধামে বাস করেন।

কেদারেশ্বরের সহিত অন্যান্য দেবতাও দৃষ্ট হইয়া থাকে, যথা লক্ষ্মীনারায়ণ, ভৈরবনাথ, গণেশ ও অন্নপূর্ণা। যে দ্বার দিয়া ঘাটে তাহার উপর বাঙ্গলা ও হিন্দিতে কেদারেশ্বরের মাহাত্ম্য লেখা আছে। মন্দিরের বহির্ভাগে অনেক দুঃস্থ নরনারী ভিক্ষা-প্রত্যাশায় বসিয়া থাকে। এবিষয়ে কেদারেশ্বরের মন্দিরটী অন্নপূর্ণার মন্দিরের সমতুল। শেষোক্ত মন্দিরেও দরিদ্র ব্যক্তিগণ ভিক্ষা-প্রত্যাশায় গমন করে। সিঁড়িতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার স্থান আছে। নিম্নে একটী কূপ দৃষ্ট হয়। ইহা গৌরীকুণ্ড নামে খ্যাত। ইহার জলে জর আরোগ্য হইয়া থাকে বলিয়া লোকদিগের বিশ্বাস।

কেদারনাথের মন্দিরের পশ্চিমে প্রায় সিকি মাইল দূরে মান-সরোবর নামে একটী পুষ্করিণী আছে। ইহার চতুর্দ্দিক্ মন্দির-দ্বারা পরিবেষ্টিত। এখানে অন্যূন পঞ্চাশটী মন্দির আছে। প্রত্যেক মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এক একটী আছেন। এতন্মধ্যে রাম-লক্ষণের মন্দিরটীই প্রসিদ্ধ। কুলুঙ্গিতে দত্তাত্রেয়ের মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। ইনি অত্রি ঋষির পুত্র। দুর্ব্বাসা ইঁহার ভ্রাতা। রাজা মানসিংহ মান-সরোবরের খনন-কর্ত্তা। এখানে প্রায় এক সহস্র দেবতা দৃষ্ট হইয়া থাকেন্।

মান-সরোবরের নিকটে পূর্ব্বদিকৃস্থিত দ্বারের একটী রাস্তার কোলে দুইটী মূর্ত্তি আছে। তন্মধ্যে বালকৃষ্ণ ও অন্যটী চতুর্ভুজ। এখান হইতে কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই মানেশ্বরের মন্দির দেখা যায়। রাজা মানসিংহ ইঁহার প্রতিষ্ঠাতা।

বাঙ্গালীটোলায় মান-সরোবরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে তিলভাণ্ডেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। লোকের বিশ্বাস, ইনি প্রত্যহ তিল-পরিমাণে বর্দ্ধিত হন্। দেবতার সমক্ষে প্রস্তর-নির্ম্মিত একটী বৃষ জানু পাতিয়া বসিয়া আছে। মন্দিরের দ্বারের দুইপার্শ্বে অনেকগুলি দেবতা আছেন্; তন্মধ্যে একটির্ নাম শ্যাম কার্ত্তিক। মন্দিরের পূর্ব্বদিকের কুলুঙ্গিতে অনেক দেবতাই আছেন্। একটী কুলুঙ্গিতে শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত বিষ্ণুর পদচিহ্ন তিনটী সর্প দেবতা, তিনটী মহাদেব ও একটী গণেশের মূর্ত্তি দেখা যায়। অন্য কুলুঙ্গিতে মহাদেবের মূর্ত্তিটী ঠিক্ মনুষ্যের ন্যায়। এরূপ বিগ্রহ প্রায়ই দেখা যায় না। মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তিই প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়।

যে স্থানে তিলভাণ্ডেশ্বরের মন্দির অবস্থিত, তথায় একটী অশ্বত্থবৃক্ষ আছে। এই বৃক্ষে একটী বৃহৎ মূর্ত্তি ঠেসান দেখা যায়। ইনি বীরভদ্র-নামে খ্যাত। ইঁহার চতুর্দ্দিকে অন্যূন ত্রিশটী দেবতা আছেন্। কয়েক পদ

দূরে একটী নিম্ববৃক্ষের তলে অষ্টভূজা দেবী অবস্থিত।

কেদারনাথের মন্দির হইতে দশাশ্বমেধের মন্দিরে যাইতে হইলে রাস্তায় অনেক দর্শনীয় পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়। তুলারেশ্বরের মন্দিরটী দেখিবার উপযুক্ত। সাতুবাবু-নামক জনৈক বাঙ্গালীবাবু এই মন্দিরটী নির্ম্মাণ করেন। অত্যুচ্চ মন্দিরটী মধ্যে অবস্থিত এবং তাহার দুইপার্শ্বে সাতটী করিয়া মন্দির আছে। এই সমস্তগুলিতে শিবলিঙ্গ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

নদীতটস্থিত চৌকীঘাটে একটী অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে; তাহার চতুষ্পার্শ চবুতরা-দ্বারা বেষ্টিত। এই স্থানটীতে অনেকগুলি দেবতা আছেন্। এখানে কতকগুলি সর্পমূর্ত্তিও দেখা যায়। অশ্বত্থ বৃক্ষের সমক্ষে রুক্ষেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। ইহার সন্নিকটে অনেক মন্দিরই আছে।

বাঙ্গালিটোলায় সর্ব্বাপেক্ষা অনেক দেবতার অবস্থিতি।

* * * *

বারাণসীর দুর্গাবাড়ীর প্রসিদ্ধি অধিক। অনেকেই এখানে আসিয়া দেবীর পূজা করে। সহরের দক্ষিণ-সীমায় মন্দিরটী অবস্থিত। দুর্গাদেবীর সমক্ষে বলিপীঠ আছে। নাটোরের রাণী ভবানী এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী। এখানে মঙ্গলবারে একটী করিয়া ক্ষুদ্র মেলা হয়। সংবৎসরের মধ্যে শ্রাবণমাসের মঙ্গলবারেই অনেক লোকের সমাগম হইয়া থাকে। দুর্গা-বাড়ীর পার্শ্বেই বাঁদরের যত আড্ডা। বাঁদরগুলি আহার পাইয়া থাকে। অবশ্য সেই আহার যাত্রিগণই দেয়।

দুর্গাদেবীর মন্দিরের দরজার সমক্ষে নহবৎখানা আছে। প্রত্যহ তিনবার দেবীর সম্মানার্থ বাজনা বাজিয়া থাকে। দেবীর মন্দিরের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করিলেই দুইটী প্রস্তর-নির্ম্মিত সিংহ দেখিতে পাওয়া যায়। সিংহের বামদিকে গণেশের মূর্ত্তি। শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত মহাদেবের ও বৃষের মূর্ত্তিও এখানে দৃষ্ট হয়।

মন্দিরের উত্তর দিকে দুর্গাকুণ্ড অবস্থিত। দেবীভাগবতে লেখা আছে, যখন ভগবতী রাজা সুবাহুর উপর প্রসন্না হ'ন্, তখন রাজা এই প্রার্থনা করেন যে, 'হে দেবি! যতদিন কাশীনগরী রহিবে', ততদিন আপনি উহার রক্ষার্থ দুর্গা-নাম ধারণ করিয়া সেথায় থাকি-বেন্। উত্তরে দেবী বলেন যে, 'যতদিন পৃথিবী থাকিবে, তত্দিন আমি কাশীতে থাকিব।' দুর্গাকুণ্ডের পূর্ব্বদিকে কুরুক্ষেত্র তালাও নামে একটী পুষ্করণী আছে। রাণী ভবানীই এই পুষ্করিণীর খনন-কর্ত্রী। চন্দ্র-গ্রহণের সময় স্নানের নিমিত্ত এখানে অনেক জনতা হয়। ইহার পশ্চিমদিকে উক্ত রাণীর দ্বারা একটী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

ভাদাইনি-মহল্লায় কুরুক্ষেত্র-তালাওয়ের উত্তরপূর্ব্বে লোহারিক কুঁয়া নামে একটি কূপ আছে। ইহার মুখ দুইটী। রাণী অহল্যা-বাই, বেহারের জনৈক রাজা এবং অমৃতরাও ইহার খননকর্ত্তা। সিঁড়ির একটী কুলুঙ্গিতে সূর্য্যের চক্র অবস্থিত। একটী চত্বরের উপর গণেশ উপবিষ্ট আছেন্। এখানে ভদ্রেশ্বরের মন্দিরও দৃষ্ট হয়। ভদ্রেশ্বর শিবলিঙ্গ-মাত্র।

* * *

রামনগরের কেল্লার এক মাইল দূরে বেনারসের মহারাজার রাজবাটী। এখানে

একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণীর পূর্ব্বদিকে একটি সুন্দর মন্দির আছে। মন্দিরটীতে অনেক শিল্পকার্য্য দেখা যায়। সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নের থাকে হস্তী ও তৎপরে সিংহের শ্রেণী আছে। প্রত্যেক সিংহ দুইটী করিয়া হস্তীর উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছে। উপরকার তিনটী থাকে অনেক দেবতার মূর্ত্তিই দেখা যায়। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী, তিনটী পৃথক্ কুলুঙ্গিতে অবস্থিত। কৃষ্ণও তথায় স্থান পাইয়াছেন; পরন্তু তিনি একা নহেন্। তাঁহার সহিত দুইটী গোপীও আছেন্। ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, কুবের, ভৈরব, রাম, সীতা, হনুমান, গণেশ ও বলদেবের মূর্ত্তিও এখানে অবস্থিত। বায়ু, সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্রমাও বাদ পড়েন নাই। চন্দ্রমা দুইটী হরিণ-দ্বারা বাহিত শকটের উপর উপবিষ্ট আছেন। ইঁহার মস্তক হইতে জ্যোতি নির্গত হইয়া জগৎকে আলোকিত করিতেছে। নারদ গজেন্দ্রমোক্ষ কার্ত্তবীর্য্যও আমাদিগের নয়ন-পথের পথিক হয়। উপরিস্থিত থাকের কেন্দ্রস্থান হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তি ও পূর্ব্বদিকে কালীর মূর্ত্তি অবস্থিত। উত্তরদিকের কুলুঙ্গিতে কৃষ্ণের মূর্ত্তি আছে। ইনি গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ব্রজবাসীগণকে ইন্দ্রের বারিবর্ষণ হইতে রক্ষা করিতেছেন। মন্দিরের তিনটী দ্বারের সমক্ষে, মার্বেল প্রস্তরনির্ম্মিত তিনটী মূর্ত্তি আছে। তন্মধ্যে একটীতে নন্দি (ষাঁড়) মূর্ত্তি, অন্যটীতে গরুড়ের মূর্ত্তি এবং তৃতীয়টীতে সিংহ মূর্ত্তি। দ্বারের উপর ময়ূর ময়ূরী মুখোমুখি করিয়া দণ্ডায়মান আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে দুর্গা দেবী বিরাজিত। বিগ্রহটী মার্বেলপ্রস্তর নির্ম্মিত। ইহার অঙ্গে স্বর্ণের অলঙ্কার পরিধানে পীতবসন। বিগ্রহের সমক্ষে একটী মেজ আছে। ইহার উপর পূজার বাসনগুলি সজ্জিত থাকে। বামদিকে আর একটী ক্ষুদ্র মেজ আছে, তাহাতে পূজার জন্য কেবল মাত্র পুষ্প থাকে। সন্নিকটে দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি অবস্থিত। দুর্গাদেবীর দক্ষিণে পঞ্চবক্ত্র শিব অবস্থান করিতেছেন।

সন্নিকটে রাজা চেতসিংহকৃত একটী পুষ্করিণী ও উদ্যান অবস্থিত। পুষ্করিণীটীতে সুবৃহৎ ঘাট আছে। এখানে হাজার হাজার ব্যক্তি একত্রে স্নান করিলেও কাহারও অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

প্রবাদ এইরূপ যে বেদব্যাস কাশীর মাহাত্ম্য দেখিয়া তাহার অনুরূপ ব্যাসকাশী সৃষ্টি করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু দৈব মায়ায় তাহার বিপরীত হইল। কাশীতে মরিলে মুক্তি হয় কিন্তু ব্যাসকাশীতে মরিলে গর্দ্দভ যোণী প্রাপ্ত হয়। সেই জন্য ব্যাস কাশীতে কোন ব্যক্তি পীড়িত হইলে মরিবার জন্য কাশীতে আগমন করে। এই ব্যাস-কাশী রামনগরে অবস্থিত। বেদব্যাস ব্যাস-কাশীর অবস্থা দেখিয়া এরূপ বিধান করেন যে মাঘ মাসে যে ব্যক্তি ব্যাস কাশীতে তীর্থ করিতে আসিবে তাহাকে আর গর্দ্দভ যোনী প্রাপ্ত হইতে হইবে না। এই জন্য রাম নগরে সকলেই একবার ব্যাসকাশীতে তীর্থ করিতে যায়। তীর্থটী সারা মাঘ মাস হইয়া থাকে কিন্তু সোম ও শুক্র বারেই লোকের সংখ্যা অধিক হয়।

রামনগরে রাজার কেল্লায় বেদব্যাসের মন্দির আছে। গঙ্গাঘাট প্রস্থিত সিঁড়ি দ্বারা মন্দিরে গমন করিতে পারা যায়। বাম দিকের সিঁড়িতে গঙ্গার মূর্ত্তি অবস্থিত। ইনি

মকরবাহিনী। মূর্ত্তিটী শ্বেত প্রস্তরের। ইনি চতুর্ভুজা। একটী হস্ত অবনত, অপরটী উন্নত, তৃতীয়টীতে পদ্ম এবং চতুর্থটীতে কমণ্ডলু। এখানে অনেকগুলি দেবতাই আছেন। বেদব্যাসের মন্দিরে কোন মূর্ত্তি নাই। বেদব্যাসকে পূজা করিতে হইলে শিবের উপাসনা করিতে হয়।

পঞ্চকুশী রাস্তার আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। দুর্গাবাড়ীর নির্ম্মাতা ও পুষ্করিণীর খননকর্ত্রী রাণীভবানী এই রাস্তাটী সংস্কার করেন। তাঁহার সময় হইতে পঞ্চকুশী রাস্তাটী ভাল অবস্থায় আছে। পঞ্চকুশী রাস্তা হিন্দুর পক্ষে অত্যন্ত পবিত্র স্থান। এখানে মরিলে অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পঞ্চকোশী রাস্তার পরিক্রমার ও ফল অনেক। যাঁহারা পরিক্রমা করেন তাঁহারা নগ্নপদে থাকেন—জুতা পরেন না। রাজাই হউন আর প্রজাই হউন, ধনীই হউন বা নির্দ্ধনই হউন পরিক্রমা সম্বন্ধে সকলেরই নিয়ম এক। তবে পীড়িত ব্যক্তির নিয়ম অন্য।

মনিকর্ণিকা হইতে আরম্ভ করিয়া তীর্থযাত্রীগণ পরিক্রমা করিতে করিতে অসিসঙ্গমে গমন করে। এখান হইতে জগন্নাথের মন্দিরে যাইতে হয় এবং তথা হইতে "কানধাওয়া" গ্রাম পর্য্যন্ত যাইলেই পরিক্রমা শেষ হয়। ইহাই ছয় মাইল রাস্তা। পরদিবস ধুপচণ্ডী গ্রাম পর্য্যন্ত যাইলেই দশ মাইল পূর্ণ হয়। এখানে ধুপচণ্ডীর পূজা করিতে হইবে। তৃতীয় দিবসে পরিক্রমায় বাহির হইয়া রামেশ্বর পর্য্যন্ত যাইলেই ১৪ মাইলের পরিক্রমা শেষ হয়। চতুর্থ দিনে শিবপুর যাইয়া পঞ্চপাণ্ডব দর্শন করিতে হইবে। পঞ্চম দিনে কপিলধারায় সমাগত হইয়া মহাদেবের অর্চ্চনা না করিলে চলিবে না। ষষ্ঠদিনে কপিলধারা হইতে বরুণা সঙ্গম ও তথা হইতে মনিকর্ণিকা ঘাটে ফিরিয়া আসিলেই পঞ্চকুশী রাস্তার পরিক্রমা শেষ হয়। কপিলধারা হইতে মনিকর্ণিকা পর্য্যন্ত তীর্থযাত্রীগণ যব ছড়াইতে ছড়াইতে যায়। ঘাটে পঁহুছিয়া স্নানাদি সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিয়া সাক্ষী বিনায়কের মন্দিরে যাইতে হইবে এবং পরে তীর্থযাত্রী বাটী প্রত্যাগত হইতে পারে। কতকগুলি যব "যব বিনায়কের" পূজার জন্য রাখিতে হয়। সাক্ষী বিনায়ক ও যব বিনায়ক দুইটী গণেশ মূর্ত্তি। এই দুই মূর্ত্তিই মনিকর্ণিকা ঘাটে অবস্থিত।

কানধাওয়ার কর্দ্দমেশ্বরের মন্দিরই বারাণসী ধামে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ও সুন্দর। হিন্দুশিল্পের পরাকাষ্ঠা এই মন্দিরে দেখা যায়। এখানে প্রায় ছয় শত শিব মন্দির আছে।

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

গান

সকল জ্বালা জুড়িয়ে দেওয়া
আস্‌বে কবে বসন্ত,
হৃদয়-বিতান ফুলে ফুলে
আবার হবে ফুলন্ত!

বিকশিবে রাকাশশী—
চিদাকাশ যাবে ভাসি,
বুকের মাঝে বয়ে যাবে
দখিন হাওয়া দুরন্ত!

ভুলে যাব দুঃখ শোক,
শীতল হবে দগ্ধ চোখ,
গানে প্রেমে প্রাণে হৃদয়
আবার হবে দুলন্ত !

বইবে দখিন পবন ধীরে
প্রেম-তটিনীর কালো নীরে,
উচ্ছ্বসিয়া উঠিবে ঢেউ,
বাক্ হবে না ফুবৃন্ত ॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল

সেই পথে।

চল্ মন চল্ সেই পথে—
যেথা প্রতিদান তরে প্রণয় না কেঁদে মরে,
দীর্ঘশ্বাস শূন্যে নাহি যায় ;
ঠিক্ মরমের মাঝে মরমের কথা বাজে
অন্তহীন মধুর গাথায় ;
অন্তরে অন্তর মিশি হাসে ছলহীন হাসি,
বাহুতায় নাহি যায় ভুলে ;
এক সুখ, এক দুখ, এক-আশা-ভরা বুক,
ভাসে যেন এক স্রোতোজলে।

চল্ মন আরও সেই পথে—
যেথায় মোহের ছলে অন্তর না কভু ভুলে,
তুচ্ছতায় ঢলে না'ক প্রাণ ;
সামান্য নিধির তরে কর্ত্তব্য রাখিয়া দূরে
সুখে মন নহে ভাসমান ;
মদ-অন্ধকার পশি' হৃদয়ে ফেলে না গ্রাসি'
বিবেকে রাখিয়া অন্তরালে ;
স্নেহ ভক্তি দয়া মায়া মরতে অমৃত-ছায়া
না বিকায় কাঞ্চনের ছলে !

চল্ মন আরও সেই পথে—
যেথায় উন্মুক্ত হাসি দেয় সব জ্বালা নাশি'
বিষাদের নাহি ক্ষীণ ছায়া ;
মহান্ হৃদয় যেথা ঘুচায় পরের ব্যথা,
নাহি ধরে পিশাচের মায়া ;
তুচ্ছ তরে হিয়া যেথা ভুলে না'ক কৃতজ্ঞতা
দগ্ধ নয় অতৃপ্তি-শিখায় ;
বিশ্বাসের পাল বুকে চলে মন ঋজুমুখে,
কুটিল প্রবাহে নাহি যায় !

চল্ চল্ আরও দূর পথে—
নশ্বর জগতে ভুলি' প্রাণ যেথা কুতূহলী
ধায় সেই অনন্তের পানে,
জগতের সুখদুখ সকলে হ'য়ে বিমুখ
রত মন মোচনের ধ্যানে !
পৃথিবীর মায়া আসি' হৃদয়ে ক্ষণেক পশি'
নির্য্যাতন করে না তাহায়,
তন্ময় অন্তর মাঝে সুধার প্রবাহ রাজে,
ভাবে মন জগৎ-পিতায়।

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

আত্ম-বিসর্জ্জন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তৃতীয় দৃশ্য।

[হেমচন্দ্রের বাটীর পশ্চাদ্‌ভাগ।
সুবোধ মাটীতে পড়িয়া ঘুমাইতেছে ;
ধীরে ধীরে হেমচন্দ্রের তথায় প্রবেশ।]

হেম। (সুবোধকে দেখিয়া) আহা! আমার ননীর পুতুল ধুলোয় প'ড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে! বেলা দুপুর হ'য়ে গেছে, বোধ হয়, এখনও কিছু খেতে পায় নি? খিদের জ্বালায় বাছা আমার বেহুঁস হ'য়ে ঘুমুচ্ছে দু'দিন আগে যা'র ঘুমের জন্য কত সাধনা ক'র্ত্তে হ'ত, সে আজ মেজের উপর ধূলায় প'ড়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে! (কিছুক্ষণ পরে তিনি ডাকিলেন) সুবোধ!—আহা! অজ্ঞান হ'য়ে ঘুমুচ্ছে৷ সাড়া নেই। ভগবান্! একি ক'র্লে? যদি এত অবনতি ঘটাবে, তবে একদিন কেন ঐশ্বর্য্যের শিখরে তুলে ছিলে? তাতেইত' আজ এত কষ্ট! তাই ত' আজ এত দুঃখ! সেই স্মৃতিইত আজ পুড়িয়ে মাচ্ছে! চিরদিন যদি এম্নি দুঃখে কষ্টে কাট্‌ত', কখনও যদি সুখের আস্বাদ না পেতুম্, তা হ'লেত আজ এ যন্ত্রণা পেতে হ'ত না। জগদীশ্বর! কেন আমাকে দীন হীন দরিদ্র কর নি? যা'রা সামান্য, দীন হীন, যারা কুলি মজুর, তারাও আজ আমার চেয়ে সুখী। স্মৃতি তাদের গত সুখ তাদের সাম্‌নে এনে জ্বালা দেয় না। দুঃখ দুঃখ ব'লে তারা আমার মতন, স্মৃতির দংশনের জ্বালায় চিৎকার ক'চ্ছে না! ওঃ— কি ছিলুম কি হয়েছি! লক্ষপতি ছিলুম্, ভিখারী হয়েছি! একদিনে এক কথায় ভোজ-বাজীর মতন, সব উড়ে গেল! স্ত্রীর গহনা বেচে আবার ব্যাব্‌সা আরম্ভ কর্লুম, তাও গেল! আর দিন কতক পরে পেটের ভাতের জন্যে দোরে দোরে ভিক্ষা ক'রে বেড়াতে হ'বে! আত্মীয়, বন্ধু, লোক জন, দাসদাসী, প্রভাতের তারার মতন মিলিয়ে গেছে! কেবল সর্ব্বেশ্বর আর হরিদাস এখনও আমাকে ত্যাগ করে নি। এই হতভাগার অদৃষ্ট চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে তারাও কষ্ট পাচ্ছে। এত বল্‌ছি কিছুতেই শুনছে না। আমি কি কোর্ব্বো? যার কপালে যা আছে, তাই হ'বে। আমি আর দেখ্‌তে পারি না। দেখ্‌তে বাকিই বা কি আছে? আর কি দেখ্‌তে হবে? অন্নপূর্ণা রাঁধ্‌ছে, বাসন মাজ্‌ছে। আমার এত সাধের রমা! রমার অঙ্গ নিরাভরণ হয়েছে। সুবোধ সময়ে খেতে পাচ্ছে না। খিদের জ্বালা বরদাস্ত কচ্ছে, ছেড়া কাপড় পর্‌ছে, তবে বাকি আর কি আছে? বাকি কেবল এখনও তারা পেটের ভাতের জন্যে হাহা করে বেড়ায় নি! তাও হবে, তাও হবে! আমি বেঁচে থেকে কি ক'রে তা' দেখ্‌বো? তার চেয়ে আমার মৃত্যু ভাল!

(হতাশ ভাবে তিনি বসিয়া পড়িলেন। সুবোধের নিদ্রাভঙ্গ হইল। পিতাকে দেখিয়া সে ছুটিয়া কাছে আসিল। তাঁহার ভাব দেখিয়া সভয়ে বলিল—)

সুবো। বাবা, বাবা, ওকি? অমন ক'রে বসে রয়েছেন্ কেন? আমার বড্ড

ভয় কচ্ছে, চলুন্ বাড়ীর ভেতর চলুন্।
অমন ক'চ্ছেন্ কেন, বাবা?

(হেমচন্দ্রকে জড়াইয়া ধরিল) ওমা, মা, শীগ্‌গির এস।)

(অন্নপূর্ণার প্রবেশ।)

অন্ন। কি হ'য়েছে, সুবোধ? অমন চেঁচিয়ে উঠ্‌লি কেন?

সুবো। বাবা বসে বসে আপ্‌না আপ্‌নি কি বল্‌ছেন্। আমার বড় ভয় ক'চ্ছে।

অন্ন (হেমচন্দ্রের প্রতি) কিসের জন্যে তুমি এত আত্মবিস্মৃত হ'চ্ছ? নির্ব্বোধের মতন দিন রাত হা হুতাশ করা তোমার সাজে না। তোমার ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী, তোমার মুখ চেয়ে কত সুখে আছে। তোমার এমন অবস্থা দেখ্‌লে, তা'দের কি হবে তা'কি তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না?

হেম। সুখ, অন্নপূর্ণা সুখ?

অন্ন। হ্যাঁ সুখ বৈকি?

হেম। এ যদি সুখ হয়, অন্নপূর্ণা, তবে দুঃখ কা'কে বলে?

অন্ন। দুঃখ? সতীর পতি-বিচ্ছেদে দুঃখ, শিশুর পিতৃ-মাতৃ-বিচ্ছেদে দুঃখ, মাতার সন্তান-বিচ্ছেদে দুঃখ, তা' ভিন্ন জগতে দুঃখ আর কিছুই নেই।

হেম। কিছুই নেই? এই যে তুমি সমস্ত দিন দেহ পাত ক'রে খেটে খুটে দু'টী শাক ভাতও পেট ভরে খেতে পাচ্ছ না, এ সুখ? কচি ছেলে সুবোধ খালি গায়ে খালি পায়ে ছেঁড়া কাপড়টী পরে বেড়াচ্ছে,—এ সুখ? সোণার পুতুল রমা শুক্‌নো মুখে আমাদের মুখ চেয়ে চেয়ে দিন কাটাচ্ছে,—এ সুখ?

অন্ন হ্যাঁ, সুখ। এ পূর্ণমাত্রায় সুখ। এতদিন ধনের গর্ব্বে মত্ত হ'য়ে বেড়াতুম্, তোমার সেবা কর্ব্বার অবকাশ পেতুম্‌না; আমার কাজ দাস দাসীতে কোর্ত্তো। আজ আমি নিজের হাতে সে কাজ ক'রে, বড় সুখ পাচ্ছি। আর রমা সুবোধের কথা বল্‌ছ? তাদেরও ত কোন কষ্ট আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি না। আমার স্নেহ, তোমার ভালবাসা, তোমার কোল, আমার বুক্, এ সকল থেকে ত' তারা বঞ্চিত হয় নি? তবে আর তাদের দুঃখ কিসের? সুখ মানুষের অন্তরে। দু'খানা গয়না গায়ে দিলেই সুখ হয় না, দুখানা ভাল কাপড় প'রে বেড়ালেও সুখ হয় না।

হেম। তবে সংসারে সুখ কিসে অন্নপূর্ণা? মানুষ অর্থ উপার্জ্জন করে কিসের জন্যে?

অন্ন। সুখ কর্ত্তব্য-পালনে। পুরুষে অর্থ উপার্জ্জন করে সংসার প্রতিপালনের জন্যে। আর, আত্মীয়, বন্ধু, স্ত্রী-পুত্র, প্রতিপালন করা পুরুষের কর্ত্তব্য! অর্থ না হ'লে সংসার প্রতিপালন হয় না। সুতরাং, কর্ত্তব্য-পালনও হয় না। তাই পুরুষকে অর্থ উপার্জ্জন ক'র্ত্তে হয়।

হেম। তবে অন্নপূর্ণা! আমার কর্ত্তব্য-পালন হচ্ছে কই?

অন্ন। তুমি গুরু, আমি শিষ্যা, আমি অবলা আমি তোমাকে কি উপদেশ দোবো? পুরুষের দশ দশা! চিরদিন তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর ছিলে। আজ দু'দিন অর্থহীন হ'য়েছ ব'লে এত দুঃখ করা কি তোমার উচিত? ঐশ্বর্য্য কার চিরদিন

থাকে? সুখ দুঃখ সমান ভাবে, কবে কার ছিল? আমরাত ক্ষুদ্র মানুষ, স্বয়ং ভগবান্ রামচন্দ্র রাজা হ'য়ে বনে গেছ্‌লেন। রাজা যুধিষ্ঠিরকেও বনবাস করতে হয়ে ছিল। নল, শ্রীবৎস প্রভৃতি কত রাজা ঐশ্বর্য্য হারিয়ে বনে বনে বেড়িয়ে ছিলেন, কিন্তু তাত জান, তাঁরা স্বধর্ম্ম ছাড়েন্ নি! আমি আর কি বল্‌ব? এ সংসারে সবই ক্ষণস্থায়ী সুখ দুঃখ কিছুই নয়, কেবল মানুষের মনের বিকার মাত্র!

হেম। আমি কি কর্ব্বো অন্নপূর্ণা! তোমাদের এ কষ্ট আমি যে চখে দেখ্‌তে পার্চ্ছি' না।

অন্ন। বেশ! তুমি একটা চাক্‌রি বাক্‌রি কর।

হেম। (অন্যমনস্ক ভাবে) চাক্‌রি? চাক্‌রি আমি কি কো'র্ব্বো? চাক্‌রি ত' কখনও করিনি, অন্নপূর্ণা! আর কেই বা আমাকে চাক্‌রি দেবে? 'চাক্‌রি দাও', 'চাক্‌রি দাও' ক'রে কা'র খোসামোদ কোর্ব্বো? কা'র পায়ে ধোর্ব্বো?

অন্ন। তোমাকে কারুর খোসামোদ ক'র্ত্তে হবে না। প্রফুল্ল বলেছে তুমি যদি চাক্‌রি ক'র্ত্তে রাজী হও, তা'হ'লে সে চেষ্টা ক'র্ব্বে। আরও বলেছে কোথায় নাকি চাক্‌রি খালিও আছে, চেষ্টা ক'লে' তোমার জন্যে সে ভাল চাক্‌রি যোগাড় ক'র্ত্তে পার্ব্বে। তোমার মত না হ'লে আমি ত' কিছু বল্‌তে পারি না।

হেম। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তাই কোর্ব্বো, তোমাদের কথাই শুন্‌বো। দেখ্‌ব, পরের গোলামী কো'র্ত্তে পারি কিনা? প্রভুর আজ্ঞা পালন ক'র্ত্তে হয় কি করে, তা' শিখ্‌বো। জীবনের নতুন পথে চল্‌তে চেষ্টা কো'র্ব্বো।

অন্ন। এতে যদি তোমার কষ্ট হয়, তবে নাইবা চাক্‌রি ক'লে'? আমাদের ত' কোন কষ্ট হয়নি, বেশ চলে যাচ্ছে। তোমার যাতে মন ভাল থাকে তাই কর।

হেম। না, চাক্‌রি কোর্ব্বো, একবার ক'রে দেখ্‌ব। তুমি ব'ল প্রফুল্লকে।

(এই সময়ে প্রফুল্লর প্রবেশ।)

এই যে প্রফুল্ল এসেছ; ভালই হ'য়েছে। কোথায় চাক্‌রি খালি আছে, তুমি নাকি বলেছ, বাবা?

প্রফু। আজ্ঞে হ্যাঁ, দু'টো কাজ খালি আছে। একটা এইখানেই 'মার্চ্চেণ্ট' আফিসে। মাসিক একশ' টাকা মাইনে। আর একটা শ্যামনগরের জমীদারের ষ্টেটে। জমীদারের ম্যানেজারি খালি হ'য়েছে। জমীদারের ভাই, আমাদের ক্লাসফ্রেণ্ড্ একজন উপযুক্ত লোক খুঁজ্‌ছেন। মাইনে আপাততঃ দুশো টাকা। যে মার্চ্চেণ্ট আফিসে কাজ্‌টা খালি আছে তা'র সাহেবের সঙ্গে আমাদের একজন 'প্রফেসরে'র খুব ভাব আছে। আপ্‌নার যেটা ইচ্ছা, চেষ্টা ক'লে' সেইটাই হ'তে পারে।

হেম। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তুমি শ্যামনগরের কাজটাই চেষ্টা ক'রে দেখ। সাহেবের কানমলা খাওয়ার চেয়ে স্বজাতির লাথি খাওয়াও ভাল। আমি শ্যামনগরেই যাব।

অন্ন। কেন এইখানে কা'জ কলে'ইত' বেশ হত! বিদেশে বন্ধুহীন দেশে একলা কি করে থাকবে?

প্রফু। তা'তে কি মা! ম্যানেজারী কাজটায় মান-সম্ভ্রমও আছে, পয়সাও আছে। কিছুদিন কাজ ক'রে আবার চলে আস্‌বেন্।

হেম। হ্যাঁ, তুমি সেইটেই দেখ।

প্রফু। আচ্ছা, আমি আজই দেখ্‌ব। কি হয়, এসে আপ্‌নাকে ব'লে যাব।

চতুর্থ দৃশ্য।

(মণীন্দ্রের অন্তঃপুর।

লীলার কক্ষ।

লীলা ও পরিচারিকা।)

লীলা। এ-কথা তুই নিজের কানে শুনেছিস্?

পরিচারিকা। মাইরি, বৌ-দিদি! মাইরি

লীলা কথন্ শুন্‌লি?

পরি। থাওয়া দাওয়ার পর দুপুরবেলা দাদাবাবু আজ বৈঠক্‌খানায় শুয়েছেল না? সেই সময় সেই পোরে, না কে, একটা ছোঁড়া আছে না? সে এসে বলাবলি কচ্ছিল। এতদিন হেমঘোষ বাড়ীতে ছেল ব'লে পারে নি। হেম ঘোষের নাকি চাকৃরি হ'য়েছে, সে কোন্ দেশে চাকৃরি ক'র্ত্তে যাবে। সে দেশ নাকি অনেক দূর। সে চলে গেলেই মেয়েটাকে ধরে আন্‌বে।

লীলা। দূর পোড়ার মুখী!

পরি। সত্যি বল্‌ছি বৌদিদি! তোমার দিব্যি! শুনে আমার গা'টা কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো!

লীলা। তুই শুনে ছিলি, তা আমাকে শোনালি কেন, পোড়ারমুখি?

পরি। ওমা! সেকি গো! এমন কথা শুনে কি কেউ চুপ ক'রে থাকৃতে পারে?

লীলা' তোর মিছে কথা। তুই দুপুর বেলা কি ক'র্ত্তে বাইরে গেছ্‌লি? তোর দাদাবাবুর কাছে না কি?

পরি। (হাসিয়া) আমার কি আর সে বয়েস আছে গা, বৌদিদি? তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে!

লীলা। কবে ধ'রে আন্‌বে, তা' কিছু শুনেছিস্?

পরি। তা' পষ্ট কিছু শুনিনি। কি বল্‌ছে ওরা শোন্‌বার জন্যে অনেকক্ষণ আড়ি পেতে ছিলুম্, তা' সব কথা বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। তবে এই পর্য্যন্ত বুঝ্‌তে পার্‌লুম্, হেমঘোষ শীগ্‌গির সে দেশে চলে যাবে; আর সে গেলে পরেই মেয়েটাকে ধ'রে আন্‌বে।

লীলা। কত বড় মেয়ে?

পরি। তা কি আমি দেকিচি?

লীলা। দেখিস্ নি, শুনেছিস্ ত'?

পরি। অত কথা কি আর শুন্‌তে পেয়িছি? তারা ধ'রে আন্‌বার কথা বল্‌ছেন; বয়েসের কথা ত আর বলে নি! তবে আই-বুড় মেয়ে, বের যুগ্যি—সোমত্তই হবে। তোমাদের ঘরে কি আর এখন ক'চি মেয়ের বে হয়?

লীলা না, আমাদের ঘরে বুড়ো মেয়ের বে'হয়! যাক্ সে মেয়েটা বুঝি, খুব সুন্দরী?

পরি। হ্যাঁ গো, হ্যাঁ! ব'ল্লে যেন স্বগ্যের পরী।

লীলা। আচ্ছা, ক'বে ধ'রে আন্‌বে ঠিক্ করে জেনে আমাকে খপর দিস্ দেখি!

পরি। কেন, তুমি কি কোর্ব্বে?

লীলা। কি আর কোর্ব্বো? আমি কালো, তাই তোর দাদাবাবুর পছন্দ হয় না। সে সুন্দর, যদি তার সঙ্গে থেকে সুন্দর হতে পারি, তাই দেখ্‌বো।

পরি। তোমার যেমন কথা! সকল তাতেই তোমার হাসি, সকলতাতেই তামাসা।

লীলা। তুই আমাকে খপর এনে দিস্‌না, আমি তোকে বখ্‌শিশ দোব। এখন তুই যা।

পরি। আচ্ছা। মা'কে এ কথা বল্‌বো কি?

লীলা। মাকে ব'লে কি হবে? মা সহ্য কর্ত্তে পার্ব্বেন্ না, বকাবকি ক'র্ব্বেন্; তাতে উল্টো হবে। কাকেও বলিস্ নি। বুঝ্‌লি?

পরি। আচ্ছা।

[প্রস্থান]

লীলা। (স্বগত) স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া) ছিঃ ছিঃ, এ তোমার কেমন কাজ? তুমি দিন দিন কি হ'চ্ছ? তোমার উপরে আমার যে ভক্তি কমে যাচ্ছে।—নারায়ণ! আমার মনে শক্তি দাও। স্বামীর প্রতি ভক্তি যেন না হারাই।—আমি তোমার স্ত্রী, তোমার পাপ-পুণ্যের ভাগী। তোমার এ অধর্ম্ম আমি কি ক'রে দেখ্‌বো? তোমায় কিছুতেই এ পাপ ক'র্ত্তে দোবো না। যাক্। হেমবাবু যতদিন এখানে রয়েছেন্ ততদিন কিছু কর্ত্তে পার্ব্বো না। তিনি গেলে পর, আমায় একটা উপায় কর্ত্তেই হবে।

[প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য।

(হেমচন্দ্রের বাটীর দরদালান।
হেমচন্দ্র, অন্নপূর্ণা, রমা, সুবোধ, প্রফুল্ল, সর্ব্বেশ্বর এবং হরিদাস।)

হেম। সর্ব্বেশ্বর, হরিদাস! তোমাদের ঋণ আমি জীবনে পরিশোধ ক'র্ত্তে পার্ব্বো না। আমি চল্লুম্, এদের দে'খ।

সর্ব্বে। বাবু কিছু দিনের জন্যে বিদেয় নিতে এসেছি।

হেম। (সা-শ্চর্য্যে) অঁ্যা, সেকি? এত-দিনের পর এসময় তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে সর্ব্বেশ্বর?

সর্ব্বে। ছেড়ে কোথায় যাব বাবু? কিছু দিনের জন্য তীর্থে যাব মনে ক'রেছি। বয়েসও হয়েছে, সব ঠিক্ ক'রেও ফেলেছি; নইলে আপনি যখন বিদেশে যাচ্ছেন্, আমি যেতুম্ না? কিন্তু কি কোর্ব্বো? সব ঠিক করে ফেলেছি যে!

হেম। এত দিন থেকে, আজ তুমি তীর্থে যাবে সর্ব্বেশ্বর? তবে আমার সুবোধ-রমাকে দেখ্‌বে কে? কোন্ তীর্থে যাবে? (হরিদাসের প্রতি) হরিদাস! তুমিও কি সর্ব্বেশ্বরের সঙ্গে তীর্থে যাবে ভেবেছ?

হরি। না বাবু, আমার সুবোধকে ছেড়ে আমি স্বর্গেও যেতে পার্ব্বো না।

হেম। চুপ করে রইলে কেন, সর্ব্বেশ্বর?

সর্ব্বে। আজ্ঞে, এই—

হেম। বল্‌তে কি কোনও বাধা আছে?

সর্ব্বে। বাধা নেই বাবু, তবে বল্‌লে পাছে আপ্‌নি বাধা দেন্, তাই—

হেম। তুমি তীর্থে যাবে, তা'তে আমি বাধা দিতে পারি না। তবে আমি যাচ্ছি, —এমন সময় তোমার তীর্থে যাবার কথা শুনে কিছু আশ্চর্য্য হলুম্ এইমাত্র! এদের দেখ্‌বার কেউ থাক্‌বে না, তাই বল্‌ছিলাম্। তা' যাও, তোমার উপর আমার জোরই বা কি? গরীবের ঈশ্বর সহায়। সকলে ছেড়ে গেলেও তিনি ছেড়ে যাবেন্ না।

সর্ব্বে। এ রকম নিষ্ঠুর কথা ব'লে মনে কষ্ট দেবেন্ না বাবু! সর্ব্বেশ্বরকে এমনই নেমকহারাম ঠাওরালেন্ যে সে আজ অসময়ে

আপনাদের ছেড়ে চলে যাবে? তীর্থ ত দূরের কথা, জগতে এমন কোন জিনিষ নেই যার জন্যে আপনাদের ছেড়ে যেতে পারি। আর তীর্থ! পুণ্যাত্মা আপ্নি, পুণ্যময় এই সংসার, এই আমার পরম তীর্থ। কাশী-বৃন্দাবন এর চেয়ে আমার বেশী বাঞ্ছনীয় নয়। তবে আপ্নাকে সত্য গোপন কর্চ্ছিলুম্ তা'র কারণ বল্লুম্, পাছে আপ্নি বাধা দেন। বাবু, আপনার মঙ্গল সাধনই জীবনের একমাত্র ব্রত। আর আপ্নার নষ্টসম্পত্তির পুনরুদ্ধার আমার প্রথম ও প্রধান সঙ্কল্প। সেই জন্যে এখন আমায় অনেক যায়গায় ঘুরে বেড়াতে হবে। বাড়ীতে থাক্তে পাব না। তাই আপনার কাছে কিছুদিনের ছুটী চাইছিলুম।

হেম। তোমার এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর, সর্ব্বেশ্বর!

সর্ব্বে। ত্যাগ কোর্ব্বো? কেন? কি জন্যে? আমার নিজের সম্পত্তি একজন প্রবঞ্চকে ফাঁকি দিয়ে ভোগ কোর্ব্বে, আর আমি তাই নীরবে দাঁড়িয়ে দেখ্বো? বাবু, তা' আমি কখনও পার্ব্বো না। এর জন্যে যদি মাম্লা মোকদ্দমা, জাল জোচ্চুরি, এমন কি খুন খারাপি পর্য্যন্ত কর্ত্তে হয়, তাও স্বীকার।

হেম। সর্ব্বেশ্বর! সে আমার আত্মীয়, আমার ভগ্নীপতি। সে যদি আমার বিষয়-ভোগ ক'রে সুখী হয়, হোক্। তার অদৃষ্টে ছিল, সে পেয়েছে, আমার অদৃষ্টে ছিল, আমি হারিয়েছি। অদৃষ্ট কেউ খণ্ডাতে পারে না।

অদৃষ্টের সঙ্গে যুঝে কোনও লাভ নেই। আর বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে বিরোধ কর্ব্বারও আমার ইচ্ছা নেই।

সর্ব্বে। বাবু—

হেম। না, আর কোনও কথা ক'য়োনা। আমার অনুরোধ অথবা আদেশ যাই বল,—তার সঙ্গে কোনও বিরোধ কোরো না। বিষয় হারিয়েছি, সে কথা ভুলে যাও। কোন কালে আমাদের যে বিষয় ছিল, সেকথা ভুলে যাও। আমিও তা' ভোল্বার জন্যেই কর্ম্মস্রোতে দেহ মন দিতে যাচ্ছি। মনে কর, আমরা চিরদিনই এম্নি গরীব। যাক্ এসব কথা বাদ দাও, আমার যাবার সময় হ'য়ে এল, আমার জিনিষপত্র গুছিয়ে ষ্টেষনে পাঠিয়ে দাও গে।

(ধীরে ধীরে সর্ব্বেশ্বর চলিয়া গেলেন।)

হেম। আর বেশী সময় নেই, এখনি আমাকে বেরুতে হবে, অন্নপূর্ণা!

(অন্নপূর্ণা চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন)

হেম। ছিঃ,—অন্নপূর্ণা! তুমি কাঁদ্ছ? আমায় হাসি মুখে বিদায় দাও। তুমি যদি কাঁদ; তবে ছেলে-পুলে কি কোর্ব্বে? আমি কি করে স্থির হব?

সুবোধ। কবে আস্বেন্, বাবা?

হেম। শীগ্‌গির আস্বো বাবা। তোমায় ছেড়ে কি বেশী দিন কোথাও থাক্তে পারি?

সুবোধ। তবে কি ক'রে থাক্বেন্? আমি আপ্নার সঙ্গে যাবো।

হেম। আমার সঙ্গে কোথায় যাবে বাবা! আমি যে অনেক দূর দেশে যাব।

সুবোধ। সে কতদূর বাবা? আমি চল্তে পার্ব্বো না?

হেম। সে পাহাড় পর্ব্বতের দেশ,

জঙ্গলের দেশ, তুমি কি সে দেশে যেতে পার ?

(সুবোধ হেমচন্দ্রের হাত লইয়া নিজের মুখে ঢাকা দিল।)

হেম। একি বাবা, সুবোধ! তুমি কাঁদ্‌চ কেন ? কান্না কিসের ? আমি আবার শীগ্‌গিরই আস্‌ব। (স্বগতঃ) একি মোহ ? এদের কষ্টের জন্যেইত যাচ্ছি, বিদেশে অর্থ উপার্জ্জন ক'র্ত্তে, তবে প্রাণ এমন করে কেন ? এত ভাব্‌না হয় কেন ? এদের ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হ'চ্ছে না যে! ভগবান্! তুমি এদের দেখ। তুমি এদের রক্ষা কোরো।

অন্ন। বিদেশে যাচ্ছ, খুব সাবধানে থেক, সর্ব্বদা চিঠি লিখ, বেশী দিন থেক না, শীগ্‌গির চলে এস।

হেম। আস্‌ব। রমা, তবে যাই মা ?

রমা। বাবা, এ পর্য্যন্ত কখনও আপনার কাছছাড়া থাকিনি, বাবা, বড় প্রাণ কেমন কচ্ছে, আপনাকে যেতে দিতে ইচ্ছে কর্চ্ছেনা। মনে হচ্ছে, যেন কি অমঙ্গল ঘটবে। (কাঁদিতে লাগিলেন)

অন্ন। ছিঃ—রমা! ওকথা কি বল্‌তে আছে, মা!

হেম। হরিদাস! তোমাকে কোন কথা বলা আমার বাহুল্য, তবু বলি ভাই, আমার রমা সুবোধ রইল, দেখ। আমার রমা সুবোধকে তোমায় দিয়ে যাচ্ছি।

হরি। কোন ভাব্‌না নেই বাবু, আমি প্রাণ দিয়ে ওদের রক্ষা কোর্ব্বো। দিনরাত ভেবে ভেবে আপনার শরীর, মন, খারাপ্‌ হয়ে যাচ্ছে, তাই আপনাকে যেতে দিচ্ছি, নইলে আমার একটুও ইচ্ছে নেই যে, আপনাকে সে-দেশে যেতে দিই।

হেম। বাবা, প্রফুল্ল! আমি চল্লুম, এরা থাক্‌বে তুমি দেখ। আমার আত্মীয় বন্ধু আর কেউ নেই। আমার ভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে সব গিয়েছে।

প্রফু। সেজন্যে আপ্‌নার কোন চিন্তা নেই। যতদিন পর্য্যন্ত আপ্‌নি বাড়ীতে ফিরে না আস্‌বেন্, ততদিন আমি প্রাণপণে এঁদের সেবা কোর্ব্বো।

হেম। রমা, মা আমার! সুবোধ, বাবা! যাই তবে ? আমার গাড়ীর সময় হয়ে এল।

(সুবোধ ও রমা পিতাকে প্রণাম করিল)

হেম। অন্নপূর্ণা! তোমাকে বেশী আর কি বল্‌ব ? তুমি বুদ্ধিমতী, যতদিন আমি ফিরে না আসি, ততদিন তোমারই উপর সকল ভার। খুব সাবধানে থাক্‌বে।

অন্ন। (স্বগতঃ) পাষাণী আমি পয়সার জন্যে স্বামীকে কোন্ দূরদেশে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হচ্ছি। (প্রকাশ্যে) চল, লক্ষ্মী-জনার্দ্দনকে প্রণাম কর্ব্বে চল।

হেম। চল।

(সকলের প্রস্থান। পট-পরিবর্ত্তন। লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের মন্দির। হেমচন্দ্র, অন্নপূর্ণা ও রমা।)

অন্ন। এই নাও লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের প্রসাদী ফুল। নারায়ণ তোমাকে সর্ব্বত্র রক্ষা কর্ব্বেন্।

হেম। দাও। (ফুল গ্রহণ করিয়া লক্ষ্মী-জনার্দ্দনকে প্রণাম করিলেন্।)

রমা। (করযোড়ে)

জয় জয় কৃষ্ণ, কংস দমন,
বিপদ্-ভয়-ভঞ্জন !
লক্ষ্মী-জনার্দ্দন, শ্রীমধু সূদন
রাধিকা-হৃদয়-রঞ্জন !
জয় বিপিন-বিহারী, মুকুন্দ, মুরারী,
শ্যাম-সুন্দর, ভব-ভয়-হারী,
অগতির গতি, হে দেব শ্রীপতি !
ভকত বৎসল ব্রহ্মসনাতন !
মিনতি ও-পদে, ফেলনা বিপদে,
কৌস্তুভ-ভূষণ, নন্দ-নন্দন !

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

যেওনা হেলায় চলে।

বিশাল নভের ওই একা প্রভাকর প্রায়,
তুমি যে উজলি ছিলে প্রাণ-মন সমুদায়।
ক্ষণেক আড়াল হলে দিবাকর বাদলায়,
সমগ্র ধরণী রহে কি আঁধারে হায়। হায় !
আরাম-সুখের মূল জরা-ব্যাধি-অপহারী,
কে রহে বিশ্বেতে আর তারি মত উপকারী ?
ধরা সদা নত হয়ে করে ওই পদ ধ্যান,
নানা ছন্দে বেদমন্ত্রে গাহে নিত্য যশোগান।
তুমি যে আমার প্রভো ! জীবনের রবি সম
একাই হাজার রূপে নাশ যত অমা-তমঃ।
তব অদর্শনে নাথ ! কি যাতনা বুক জুড়ে,
কেমনে বুঝাব হায় ! আজি যেগো বড় দূরে !
না পাই প্রবোধ হেন যা' লয়ে বাঁধিয়ে প্রাণ,
মুছিব নয়ন-ধারা ভুলিব বিষাদ-গান।
ভেবেছিনু এতদিন হও তুমি দয়াধার,
আজি হেরি তব সম নাহিক নিঠুর আর !
যখন নিকটে ছিলে ঢেলে দিয়ে প্রেমধারা,
ভুলাইলে মন-প্রাণ করিলে আপনা-হারা।
দূরে গিয়ে এবে হায় ! একি তব ব্যবহার,
হৃদয় দহিয়া যায় নাহি বিন্দু দয়া আর !
প্রেমময় ! দয়াময় ! আমার হৃদয়-ধন !
কোন্ অপরাধে বল আজি দাসে বিস্মরণ ?
মোর যে কিছুই নাই, তুমিই সংবল-সার,
তোমার চরণ বিনা লুটাইব পদে কার ?
যত দুঃখ দিবে দাও, যেওনা হেলায় চলে,
জুড়াব সকল জালা তোমার চরণ তলে। *

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত।

উপন্যাসিকের বিপদ্।

(১)

আদিত্যবাবুর স্ত্রী অণিমা স্বামীর নব-প্রকাশিত উপন্যাস-"মৃগতৃষ্ণার" সমালোচনা পাঠ করিতেছিল। মাসিক পত্র "সত্যপ্রকাশে" তাহার সমালোচনা বাহির হইয়াছে। সমালোচক লিখিয়াছেন—"উপন্যাস-জগতে আদিত্যবাবু এইবার নবযুগ আনয়ন করিলেন। বইখানির আগাগোড়া সবটুকুই নিখুঁত ভাল হইলেও, একমাত্র নারীচরিত্র—

---

* এই কবিতাটী লেখিকার অন্তিম রোগশয্যায় লিখিত ও অপ্রকাশিত "বৈশাখী" কাব্য হইতে সঙ্কলিত।

অতুলনীয়। নারীচরিত্র চিত্রণে আদিত্যবাবু যে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন,—ভয়, ভক্তি, স্নেহ, প্রেম, সহ্যশক্তি, ধৈর্য্য, অন্তরের ব্যর্থ হাহাকার, তৃপ্তির বিমল উচ্ছ্বাস প্রভৃতি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল নারীচিত্তের অপূর্ব্ব উদাহরণ এমনই স্বাভাবিক ভাবে ফুটাইয়াছেন যে, তাহার তুলনা নাই। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, একমাত্র আদিত্যবাবু ছাড়া এমন লেখা আর কাহারও লেখনী হইতে এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই, বুঝি, হইবেও না।" ইহা পাঠ করিয়া ঘোর অবজ্ঞাভরে মাসিক পত্রখানি টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া, অণিমা শূন্যনেত্রে জানালার বাহিরে কপিশ বর্ণযুক্ত আকাশের পানে চাহিয়া রহিল।

আদিত্যবাবুর নাম শিক্ষিত সমাজে সম্মানের সহিতই উচ্চারিত হইয়া থাকে। আজকাল প্রায় সকল মাসিক পত্রেই তাঁহার লেখা, উপন্যাস, ছোটগল্প, কিছু না কিছু বাহির হইতেছে। বাঙ্গালা "মাসিকে"র সমধিক আদর বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে। সেই একটিমাত্র লেখকের লেখার আশায় পাঠিকারা সারামাসটি উৎকণ্ঠা, আগ্রহে কাটাইয়া, দ্বিতীয়মাসের ১লা তারিখ হইতেই পথচাহিয়া বসিয়া থাকেন্। কেহ কেহ নাকি "ডাক" পৌঁছাবার পূর্ব্বেই সাংসারিক কাজ যথাসাধ্য সারিয়া রাখেন।—পাছে পত্রিকা পাইলে কাজের ঝঞ্ঝাটে পাঠে বিলম্ব ঘটিয়া যায়,—তাই এ সাবধানতা। এখন এমন হইয়াছে, মাসিকপত্র পাইলেই পাঠকপাঠিকা আগেই সূচীপত্রে নামের তালিকা দেখিয়া লয়েন, "আদিত্যনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ে"র নাম আছে কি না। যে বার তাহা না থাকে, সে-মাসের পত্রিকাখানি পাঠিকাবর্গের কাছে শুধুই নীরস নয়, একেবারে মূল্যহীন হইয়া যায়। এ অবস্থা যে শুধু অন্তঃপুরিকাদের মধ্যেই তাহা নহে, উপন্যাস বা গল্প-প্রিয় নর-নারী-চিত্তই এখানে সহানুভূতিতে সমবস্থ।

অনবরত মাসিকপত্রের খোরাক যোগাইয়া আদিত্যনাথের কল্পনার গতি যখন মন্থর হইয়া আসিতেছিল, তখন তাঁহার অপেক্ষা পত্রিকা-সম্পাদকদের অবস্থা বড় কম শোচণীয় হয় নাই। উৎসাহ দিয়া,—তাগিদ্ দিয়া অনুরোধ জানাইয়াও তাঁহারা আদিত্যবাবুর "ভাবের ঘরে" প্রয়োজনানুরূপ মাল জমাইতে পারিতেছিলেন না। বই ছাপা লইয়া "পাব্‌লিসার"দের মধ্যে হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছিল। দুই বৎসরে চারিখানি উপন্যাসের তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইয়া গেল—নবীন লেখকের পক্ষে এ কি কম সম্মান! যশের নেশায় আদিত্যনাথের লেখার সাধও ক্রমশঃই বৰ্দ্ধিত হইতেছিল, এমন কি ইহারই সাধনায় তাঁহার স্নানাহারের সময় কুলায় না, মেজাজও সেই অনুপাতে সদাই সপ্তমে চড়িয়া থাকে।

আদিত্যবাবুর স্ত্রী অণিমা শিক্ষিতা ও সুন্দরী। তাহার বাহিরের সৌন্দর্য্যের সহিত তাহার অন্তরটীও বসন্তকালের কচিপাতাগুলির মতই রমণীয় নবীনতার স্ফূর্ত্তিতে ঝল্‌মলায়মান। স্নেহ-প্রেম-দয়া-দাক্ষিণ্যমণ্ডিত অন্তরটুকু বর্ষাকালের কূলে কূলে ভরা ছোট নদীটির মতই ভরপুর। সে গৃহিণী-পণায় নিপুণা, রোগশয্যায় শিক্ষিতা ধাত্রী; আবার দ্রৌপদী বলিয়া রন্ধনেও সে পিতামহের কাছে প্রশংসাপত্র আদায় করিয়া লইয়াছে। বিবাহের

পর দুইবৎসর বড় সুখেই তাহাদের দাম্পত্য-জীবন কাটিয়াছিল। তখন অণিমার মনে হইত—পৃথিবী শুধু আনন্দের রাজ্য? ইহার কোনখানে কোন অভাব অভিযোগ, দুঃখ বেদনা, কোন মলিনতা নাই। নিজের সৌভাগ্য-গর্ব্বে পরিপূর্ণ প্রাণমন সে তাহার পতিদেবতার পায়েই উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিল, নিজের কোন স্বাতন্ত্র্য রাখে নাই। তারপর ধীরে ধীরে তাহার সাধের ধরিত্রীর বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। এখন তাহার নয়নের হাসি অধরে নামিয়াছে; তাহাতেও বিষাদের ম্লান ছায়া ফুটিয়া থাকে। কাজকর্ম্মে সদানন্দময়ীর আর সে আনন্দভাব নাই। মিছামিছি হাসিখেলায় আর সে ছেলেমানুষি করে না! করিলে অকারণে চোখের জল এখন অনেক সময় দুর্ণিবার বেগে বহিতে চায়। অনেক সময় মনে মনে সে নিজ মৃত্যু-কামনাও করিয়া থাকে। তাহার সুখের ঘরে ভূতে বাসা বাঁধিয়াছিল। শরীরের ক্লান্তিনাশ ও মনের স্ফূর্ত্তি বিধানের জন্যে কিছুদিন হইতে আদিত্যনাথ যে নূতন ঔষধ সেবন করিতে শিখিয়াছিল, তাহা এমনি অসংযত ও অশোভনরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যে, অণিমার অনুনয় অভিমান, ক্রোধ, ক্রন্দন, কিছুতেই আর তাহা সে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছিল না বরং গোপনতার লজ্জা এড়াইয়া আদিত্য তাহার স্ত্রীকে এখন আর গ্রাহ্যও করে না। স্ত্রীর অল্পবুদ্ধি ও অসংস্কৃত জ্ঞানের তুলনায়, অনেক সময় অনুকম্পার সহিত সে, তাহাকে আহা বেচারি এই রূপই মনে করিয়া থাকে। কখন বা সে তাহার স্ত্রীর প্রত্যেক ভাব-ভঙ্গিমাটি ভাবের রঙ্গে রাঙ্গাইয়া লেখার তূলিকাতে আঁকিয়া তুলে। স্ত্রীর হাসি-ক্রন্দনের রৌদ্রবৃষ্টির মধুর অভিনয়—মান-অভিমানের করুণ দৃশ্য—আদিত্যকে ব্যথা না দিয়া আনন্দ দেয়। কখনও অত্যধিক যত্নসোহাগে কখনও বিরক্তি-তাচ্ছীল্যে, কখন অত্যন্ত কাছে টানিয়া, কখন বা নিজের প্রতি অকারণে পত্নীর সন্দেহের উদ্রেক করাইয়া নারী-হৃদয়ের গোপন-মাধুর্য্য,—প্রতারিতার মর্ম্মবেদনা, ঈর্ষাপরায়ণার মনের ভাব,—সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করিয়া সে 'নোট' করিয়া রাখে। জীবন্ত আদর্শের অনুসরণে এই শক্তিশালী নবীন লেখক যে নারীচিত্র-চিত্রণে অসাধারণ দক্ষতা লাভ করিয়াছিল, সে-সম্বন্ধে কাহাকেও দ্বিধা-গ্রস্ত হইতে দেখা যাইত না।

ঘরের বাহিরে জুতার শব্দ থামিবার পূর্ব্বেই অণিমা দ্বারের দিকে মুখ ফিরাইল। তাহার শরীরের মধ্যে একটা আনন্দের বিদ্যুৎ শিহরিয়া গেল; আসন ছাড়িয়া শান্ত-কণ্ঠে সে কহিল, "এত দেরী"? স্ত্রীর প্রশ্নে উত্তর না দিয়া, হাতের ছড়ি ও মাথার টুপী টেবিলের উপর রাখিয়া আদিত্য কহিল, "—ওঃ কি গরমই পড়েছে?" হাতের তাল-পাতার পাখাখানি একটু জোরে জোরে চালাইয়া অণিমা কহিল, বাবা ত কতবারই আমাদের যাবার জন্যে লিখ্‌লেন্ তা তুমি যাবে না ত? শিমলেয় এখন ত সময় ভালই! "স্ত্রীর অভিমান-ক্ষুণ্ণ কণ্ঠস্বরে আদিত্য তাহার প্রতি চাহিয়া দেখিল। সংসারের অনেক ছোট, বড় জিনিষকেই সে যেমন তীক্ষ্ণ অন্তর-ভেদী দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখে, তেমনি করিয়াই সুন্দরীর হাসিমুখে কেমন

দ্রুতগতিতে বেদনার ছায়া ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহাই লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিল ; স্ত্রীর কথার উত্তর-স্বরূপ কহিল, "চেষ্টা কর্‌ব পূজার সময় ! তুমি ত জান, তাঁর সঙ্গে আমার মত্ কখনও মিল্লো না ! গেলে আমিও সুখ পাব না, তিনিও না ! নৈলে ক্ষতি কি ছিল আর !"

অণিমা গলা ঝাড়িয়া সহজ সুরে কহিল, "জল খাবে চল। কাপড় বদ্‌লাবে না ?" আলস্য ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে হাই তুলিয়া আদিত্য উত্তর করিল, "না,—খাবও না, কাপড়ও বদ্‌লাব না। তা'র কারণ, এখুনি আমায় আবার বেরুতে হ'বে।" অণিমা বলিল, "খাবে না কেন ? কোথাও খেয়েচ বুঝি ?" অণিমার স্বর সংশয়পূর্ণ। আদিত্য কহিল "না, খাইনি কোথাও।" তদুত্তরে অণিমা বলিল, "তবে খাবে না কেন ?—সেই ছাই ভস্ম খেয়েচ বুঝি ?" স্ত্রীর বিরক্তিপূর্ণ মুখের পানে সগর্ব্ব দৃষ্টিপাতে স্বামী বিজয়ী বীরের মত উত্তর দিল, "কিছু,—কল্পনাকে সতেজ কর্ত্তে দুর্ব্বলমস্তিষ্কে এটা যে কত উপকারক—তা যদি একটুও বুঝ্‌তে ; তা হলে এমন্ নেইআঁকুড়ে তর্ক কর্‌তে চাইতে না।" অণিমা রাগরক্তমুখ ফিরাইয়া অস্ফুটস্বরে কহিল, "থাক্—ও আর আমার বুঝে কাজ নেই।" কথা ফিরাইবার ইচ্ছায় আদিত্য কহিল, "বাঃ, তোমার নূতন চুড়ি দিয়েগেছে যে দেখ্‌চি !—খাসা মানিয়েচে ত ?" "কিন্তু এর বিল যখন আস্‌বে তখন আর খাসা মনে হবে না। বলেছিলাম ত আমার ও-সব চাইনে।—অণিমা ঐ কথা বলিলে আদিত্য "ওঃ তাতে কি", বলিয়া, মৃদু হাসিয়া পত্নীর অভিমানপূর্ণ মুখের পানে চাহিয়া পুনরায় কহিল, "তোমায় খুসীকর্‌তে এ কি এমন বেশী অণি !"—অণিমা কহিল, "আমায় খুসী কর্‌তে চাও তুমি ? সত্যি বল্‌চ ? তবে ও ছাইভস্ম খাও কেন ?" আদিত্য ঘড়ি খুলিয়া দেখিয়া কহিল, "বলেচি ত', কিন্তু তুমি যে আজ বড় সাজ্‌গোজ্ করে বসে আছ ? কোথাও যাবে না কি ? না, আস্‌বে কেউ ?" অণিমা স্বামীর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলাইয়া শান্তভাবে কহিল, "আমার মনে হচ্চে আজ আমাদের বায়স্কোপ দেখ্‌তে যাবার কথা ছিল না ?" আদিত্য বলিল, "ওঃ, হোঃ, তাই ত—একদম ভুলে গেছি যে !—কিন্তু আজ ত আর হোল না, তা—রমেশ যাচ্চে, আমার সঙ্গে সঙ্গীত-সমাজে, রাতে তার বাড়ী নিমন্ত্রণও আছে, ফির্‌তে ঢের রাত হ'বে আমার। তোমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পোড়ো। কখন্ ফির্‌ব কিছুই ঠিক নেই ত।" অনিমা অভিমান ভুলিয়া মিনতির সুরে কহিল, "বাঃ সে হ'বে না। আজ আমি সারাদিন ধরে খাবার টাবার সব তৈরি কল্লুম, তুমি খাবে না ? সে হবে না।" "মাপ্ কর্‌তে হচ্চে আজ কিছুতেই খেতে পার্‌ব না, আর একদিন আবার কোরো তখন ! রমেশের বোন্ নিজেহাতে আজ রান্না করে খাওয়াবেন্, খেয়ে গেলে ভারী রাগ কর্ব্বেন্। শনিবার চেঞ্জে যাওয়াই ঠিক্ করা গেছে,—গদাধরকে বোলো আমার গরমের সুটটুট্‌গুল যেন ইস্ত্রী করিয়ে রাখে। ফির্‌তে মাস দুই দেরী হতে পারে, শীতের কাপড় কিছু বেশী সঙ্গে থাকাই ভাল। সারাদিনের পরিশ্রম-যত্নে প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্যের শোচনীয় পরিণামকল্পনা

করিয়া অণিমার মনে যে দুঃখের মেঘ জমা হইয়া উঠিতেছিল, অনুকূল বাতাসে তাহা মুহূর্ত্তে সরিয়া মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে সে কহিল, 'কোথায় যাব আমরা ?" "আ-ম-রা" বলিয়া আদিত্য অবাক্ হইয়া কিছুক্ষণ স্ত্রীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "না, আমি একাই যাবো, তোমার যাওয়া ত' হ'চ্ছে না।" "একলা থাক্‌তে পার্‌বে?" বলিয়া অণিমা স্বামীর পানে ফিরিয়া চাহিল। আদিত্য একটুখানি ভাবিয়া কহিল, "তা চলে যাবে এক রকম। অসার কল্পনা জাগিয়ে তুল্‌তে, দুর্ব্বল মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ রাখ্‌তে শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়, বাইরের সকল ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি নেওয়াই হয়েছে আমার দরকার। ঘরের বাইরে হিন্দুর মেয়ে ঘাড়ের বোঝা বই ত' আর কিছু নয়।" অণিমা টেবিলের উপরকার মাসিকপত্রখানি তুলিয়া নাড়াচাড়া করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "তুমিই কিন্তু বলে থাকো যে স্ত্রী চিন্তারও সঙ্গী।" বক্রকটাক্ষে মাসিকপত্রের দিকে চাহিয়া আদিত্য কহিল,—"বিলক্ষণ! চিন্তা ত' তোমার কর্‌তেই হবে সেখানে। বিরহ-সম্বন্ধে এবার সেখান থেকে যা রচনা করে আন্‌বো,—সাহিত্যজগতে একেবারে তাক্ লেগে যাবে—তাতে।—তারপর একটু স্বর নামাইয়া পুনরায় কহিল, "তুমি ত' জান স্ত্রীভাগ্যে নিজেকে আমি ভাগ্যবান বলেই মনে করি।"

অণিমা হাতের বইখানির পাতা উল্টাইয়া কহিল, "লেখায় তুমি মেয়েদের যে রকম শ্রদ্ধা, সম্মান, অধিকার দেওয়া উচিত বল—কাজের বেলায়—!" বাক্যপূরণের অবসর না দিয়া আদিত্য বলিল, "বাঃ একেবারে আনিবেসান্ত! এই ত! কতকগুল নভেল পড়ার এই ফল! সংসারটা বইয়ের অক্ষরে ত' আর তৈরী নয়, এটা সত্যিকার; তাই পুঁথির লেখা আর সত্যিমানুষ আকাশ পাতাল তফাৎ।" অণিমা একটা ছোট রকম নিশ্বাস ফেলিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "ভালবাসাও কি তাই? এও কি শুধু বইয়ের কথা? সত্যি কি কিছু নেই এর মধ্যে?"

স্বামী ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন, ছ'টা বাজিতে মিনিট-পনের বাকী। ঘড়িটি যথা-স্থানে রাখিয়া গম্ভীর মুখে তিনি কহিলেন, "আজ্‌গুবি প্রশ্ন! আমার মনে হচ্ছে এ-সম্বন্ধে তোমায় আগেও অনেক কথা আমি বলেছি। ভালবাসা একটা মনোবৃত্তির বিকাশ— কল্পনার ক্ষণিক মোহ,—স্নায়ুর উ[illegible] এর দৌলতে অর্থাৎ বর্ণনা করে হা[illegible] হাজার টাকা অনায়াসে আমাদের পকেটে এসে তোমাদের লোহার সিন্ধুকে বা গহনা-কাপড়ে পরিণত হয়। এ একটা সাময়িক মোহমাত্র। যারা এই ভালবাসার ইতিহাস শোন্‌বার জন্য পাগল, তাদেরও সে একটা সাময়িক মোহের বিকৃত অবস্থার কাল। নদীর জল যেমন তিথি বিশেষে হু হু করে বেড়ে তটের প্রান্ত ডুবিয়ে তট ভেঙ্গে চুরে দিয়ে আবার নদীর বুকেই ফিরে যায়,—এও তেমনি মনোরূপ নদীতে ভালবাসার বান্ ডাক্‌লেও তা বেশীদিন টিকে থাকে না।" আরো একটা উপমা ঔপন্যাসিকের মনে জাগিয়া উঠিল। চলিতে গিয়া হটাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়া সে কহিল, "সাদা কথায় বোঝাতে গেলে বল্‌তে হয়, যেমন রেশমী কাপড়,

বেনারসী শাড়ী প্রভৃতি রোদে দিলে বা পুরোণো হ'লে তার রং চটে যায়, ভালবাসা ব্যাধিরও রং তেমনি পুরণো হলেই এরও রং চটে যায়। ভাল চিকিৎসক হলে এর চিকিৎসাও জানেন্। আচ্ছা এই ছটা বাজলো, আমি এখন তাহ'লে আসি।" অভ্যস্ত পর্য্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রীর বিষণ্ণ নত-মুখের পানে বারেক চাহিয়া লইয়া বাহিরে যাইবার জন্য দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া মুখ না ফিরাইয়াই আদিত্যনাথ পুনরায় কহিল,—"যে কথাগুলো বল্লাম্, নোট করে রেখ ত! দরকারে লাগ্‌তে পারে কখন না কখনো।"

এ রকম ফর্‌মাইস্ অণিমাকে অনেক সময়েই খাটিতে হইয়াছে, আজ কিছু নূতন নয়। তবু তাহার দুই চোখ ছাপাইয়া জলের ঝারা ঝর্‌ণার মত ঝরিতে চাহিতে ছিল। প্রাণ-পণে নিজের মনকে চোখ রাঙ্গাইয়া অনেক কষ্টেই সে চোখের জল বন্ধ রাখিল। তাহার মনে হইল, তাহার বেণারসীর গোলাপী রং নিঃশেষেই সাদা হইয়া গিয়াছে।

২

জানালার গোলাপী-ছিটের পর্দ্দার রং অন্ধকারে ক্রমেই অস্পষ্ট হইয়া আসিল। চাঁপা ঝি বাহির হইতে ডাকিয়া কহিল,—"মা, ঘরে আলো জেলে দিই, সন্ধে লেগেছে।" অণিমা তেমনি উদাস নেত্রে শূন্যে চাহিয়া বসিয়া রহিল, উত্তর দিল না।

দ্বারের বাহিরে জুতার শব্দের সহিত পুরুষ কণ্ঠের গম্ভীর স্বর শোনা গেল,—"ঘরে যাব? না, প্রবেশ নিষেধ?" এবং উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়াই প্রশ্নকর্ত্তা সঙ্গে সঙ্গে দ্বার খুলিয়া ঘরে ঢুকিতেই অণিমা ঘোর বি- অস্ফুট চিৎকার করিতে গিয়া, পরক্ষ- আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া স্মিতমুখে কাছে আসিয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "কি ভাগ্যি! মনে পড়েছে যে বড়?" আগন্তুক বিনা আতিথ্যেই একখানি কেদারা টানিয়া লইয়া ঝুঁকিয়া বসিয়া—"মনে মনে গাঁথা সখী—ই —ই—, আমার মন হয়েছে উড়ো পাখী— উড়ো—পা-খী-ই-ই—" সুর ধরিতেই দাসী ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিয়া বক্রকটাক্ষে চাহিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেলে, অণিমা হাসিয়া বলিল,—"গান থামান মুখুজ্যে ম'শাই! আপনার মনের খবর জান্‌তে ত আমার বাকী কিছু নেই। তা'পর ইন্দোর ছেড়ে হঠাৎ যে বড় বাঙ্গলা দেশে?"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় ব্রজেন্দ্রনাথ গম্ভীর মুখে কহিলেন,—হটাৎ আর কই বল? অণু, নিরু কিছুদিন থেকে তোমার দিদির কাছে এম্‌নি ভার হয়ে উঠেছে যে, সে ভার না নামিয়ে তিনি আর অন্ন-জল গ্রহণ কর্‌বেন্ না,—এমনি তাঁর কঠিন পণ। অগত্যা ছুটী নিয়ে বারুইপুরে একখানা বাড়ী ভাড়া করে তাইতে আসা গেছে। দেখা যাক্, মেয়ে দু'টোকে বিদেয় কর্‌বার কি উপায় ক'র্ত্তে পারা যায়। তা'পর তোমাদের খপর বল দেখি। অন্ধকারে একা ঘরে কি হচ্ছিল? কান্না?" "যান—কাঁদ্‌তে গেলুম কি দুঃখে?" বলিয়া অণিমা উঠিয়া পর্দ্দা সরাইয়া জান্‌লাগুলি ভাল করিয়া খুলিয়া বায়ু প্রবেশের পথমুক্ত করিয়া দিল। ব্রজেন্দ্র কহিলেন, "বয়সে দৃষ্টিশক্তি কমে যায় সত্যি,

, বিধাতা কাকেও একেবারে বুড়ো করেই ষ্টি করেন না—আমারও এককালে বয়স ছিলো রে?" অণিমা কাছে আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "ছিল নাকি মুখুজ্যে মশাই!—আমি কিন্তু চিরদিনই আপনাকে ঐ একই রকম দেখ্‌ছি।" মুখুজ্যে মহাশয় হাসিমুখে কহিলেন, "তা হ'লে ত' বেঁচে যেতুম্ অণি! চিরদিন একরকম দেখাটাই না কঠিন!—তোমার কথা শুনে তবু আশ্বস্ত হলুম্। সত্যি কথা বল্‌তে কি, তোমায় দেখে আমার ত' ভয়ই হয়েছিল!" "কেন বলুন ত—আমি কি এমনি ভয়ানক দেখ্‌তে?" বলিয়া অণিমা দুষ্টুমির হাসি হাসিয়া সকৌতুকে ব্রজেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে কথার উত্তর না দিয়া দেওয়ালে টাঙ্গান একখানা বড় এনলার্জ করা ছবীর পানে চাহিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ কহিলেন, "এই বুঝি তোমার সাহেব?" অণিমাকে নীরব দেখিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ উঠিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া অভিনিবেশ সহকারে ছবিখানা দেখিতে লাগিলেন; কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না। ছবিদেখা শেষ হইলে তিনি ফিরিয়া কহিলেন, "রাস্কেলটা না বই লেখে? তোমার দিদিত তাঁর লেখার শতমুখে স্তুতি করে থাকেন্। লোকটা লেখে ভাল তাহলে, নাঃ?" সমালোচক মাসিক পত্রখানির দিকে বক্রকটাক্ষে চাহিয়া অণিমা উদাসীন ভাবে কহিল, "দেখুন না লোকে কি বলে?" ব্রজেন্দ্রনাথ পত্রিকাখানি তুলিয়া পাতা উল্টাইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানটুকু চিহ্নিত করিয়া কহিলেন, "লোকে যা ব'লে তা লোকের মুখেই শোনা যায়। তুমি কি বল, তাই আগে শুনি।" "আমি"—বলিয়া সবেগে কি একটা কথা বলিতে গিয়া তখনি আত্মসংবরণ করিয়া অণিমা কহিল, "পড়ুন্ না!"

পাঠশেষ করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ শ্যালিকার বিষণ্নমুখের পানে বক্রকটাক্ষে বারেক চাহিয়া লইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"বাঃ খাসা ব'লেছে ত'? লোকটা তা হ'লে গোঁয়ার টোঁয়ার নয়,—কেমন? বেশ স্নেহময় হৃদয়বান্ স্বামী! স্ত্রীচরিত্র আঁক্‌বার এ অসাধারণ শক্তি ও যে কোথায় পেলে তাও ত আমার অজানা নয়!—এ শক্তির উৎস যে সেই ছোট বেলার ছোট্ট অণুটী, তা তার মুখুজ্যে মশাই ইন্দোরে বসে ও টের পেয়েছে। সত্যি অণু—তোমার ঘরকন্না দেখে, তোমায় দেখে, বড় সুখী হলুম্। এই চার বচ্ছরে আশ্চর্য্য বদ্‌লে গেছ তুমি! সুন্দরীর সৌন্দর্য্য বাড়ে কি সে বলত;—স্বামীর প্রেমে? আদিত্য যথার্থ ভাগ্যবান্—কারণ তুমি তার স্ত্রী?" "তাতে কি আসে যায়"—বলিয়া অণিমা অন্যদিকে চাহিয়া রহিল। মুখুজ্যে মহাশয় বলিল, "তাতে কি এসে যায়?—আমি বল্‌ছি, খুব এসে যায়, বাজী রাখ্‌তে রাজী আছি।" "মিছে হার্‌বেন,—না মুখুজ্যে মশাই, তাতে আর এখন কিছু আসে না।" —এই কথা অণিমার মুখ হইতে বাহির হইলে ব্রজেন্দ্রনাথ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে শ্যালিকার ভাবব্যঞ্জক মুখের দিকে চাহিয়া সংশয়পূর্ণস্বরে কহিলেন,—"এখন বল্লে যে? কখন ও আস্‌ত তা হ'লে? কথাটা দ্ব্যর্থমূলক হোল কি না? অণিমা আসন ছাড়িয়া উঠিয়া কহিল, "চার বছর বিয়ে হোল,—বুড় হ'য়ে গেলুম,—আবার ও-সব কি? চা খাবেন্?" ব্রজেন্দ্রনাথ গম্ভীর

মুখে কহিলেন,—"তাই ত' অণি, আমারই ভুল! চার-বচ্ছর-তোমাদের বিয়ে হয়ে গেছে! তোমরা ত' এখন তাহ'লে বুড় বুড়ী! আহা তোমার দিদির মাথায় কবে এমন সুবুদ্ধির উদয় হবে! তিনি ত তোমার চেয়ে আট বচ্ছরের বড় না?—তবু তাঁর বিশ্বাস মুক্তোর চুড়ী আর হিরের ব্রেস্‌লেটে, তাঁকে যেমন মানায়, দুগাছি রাঙা শাঁখা আর কস্তাপেড়ে সাড়ীতে, কিছুতেই তেমন মানাতে পারে না। তুমি, যদি দয়া করে তাঁর বানপ্রস্থের সময় উপস্থিত, এই সত্যটুকু বুঝিয়ে দিতে পার ভাই,—তাহ'লে অনায়াসেই ব্যাঙ্কের স্মরণ না নিয়ে তাঁর আয়রণচেষ্টের প্রসাদেই কন্যাদায়ে রেহাই পাই। আহা আদিত্য কি ভাগ্যবান্! থিয়েটার, বায়স্কোপে রাত কাটিয়ে এলেও তাকে বোধকরি বাড়ী ঢুক্‌তে দরোয়ানের গলাধাক্কা খেতে বা প্রবেশ নিষেধ শুন্‌তে হয় না।" অণিমা এবার রাগ করিয়া সত্যসত্যই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে ব্রজেন্দ্রনাথ রহস্য রাখিয়া কহিলেন, "না—না—বোস। এইবার কাজের কথা! আমি যে তোমায় নিতে এলুম্ তার কি হবে বল দেখি? তোমার দিদি, অণু, নিরু, তেঁতুল সবাই যে তাদের মাসীমার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে! ব'লে এসেছিলুম আজই নিয়ে যাব। তা ত' হোল না, তা হলে! তোমার বেহারা বল্লে—সাহেবের ফিরতে অনেক রাত্ হবে। তুমি তা হ'লে ঠিক হ'য়ে থেক, কাল দুপুর বেলা এসে তোমায় নিয়ে যাব। তোমার দিদির ইচ্ছে ছুটীটা একটু লম্বা হয়,—অবশ্য উভয় পক্ষের মত থাক্‌লে—"বলিয়া মাটিতে আস্তে আস্তে জুতা ঠুকিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। অঞ্চলপ্রান্তটী উঠাইয়া লইতে মুখনিচু অণিমা কহিল,—"আজই আমায় নিয়ে চ মুখুজ্যে ম'শাই—কতদিন দিদিকে দেখি বলুন্ ত?" "সত্যি অণি, অনেক দিন!—সেও বড় ব্যস্ত হ'য়েছে,—কিন্তু গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতে স্বামিনীকে নিয়ে পলায়ন ঠিক্ আইন-সঙ্গত বা ভদ্রতা-সম্মত হবে না ত! কাল নিশ্চয় আমি নিতে আস্‌বো! সাহেব বাড়ী থাকেন কোন সময়?—অর্থাৎ তাঁর দেখা পাব ঠিক্ কটায় এলে বল ত? মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রশ্নে স্বামীর প্রসঙ্গে অণিমার সুপ্ত অভিমান, রাগ, দুঃখ সমস্তই আবার জাগিয়া উঠিতেছিল। সে বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি কহিল, "আজই কেন নিয়ে চলুন্ না! কেউ কিছু বল্‌বে না—দেখবেন্ তখন! গেলেই বা কার ক্ষতি?" ব্রজেন্দ্র ভয়ের অভিনয় করিয়া কহিল,—"সর্ব্বনাশ! অয়ি সাহসিকে—তুমি কি বৃদ্ধ মুখুজ্যে মশায়কে দিয়ে 'ডুয়েল' লড়াতে চাও? না—না—লক্ষ্মি আজ আর নয়, কাল! কিন্তু ক্ষতিটে কারু নেই কেন শুনি? গৃহিণী-হীন গৃহ সে ত অরণ্যের সঙ্গে উপমেয়। গৃহকর্ত্তার বনবাসের ব্যবস্থা দিয়েও বল ক্ষতি নেই!" তাচ্ছীল্যে মাথা হেলাইয়া অণিমা কহিল, ''তিনি ত' যাচ্ছেন শৈলাবাসে,—বনবাস ত' আমারই ব্যবস্থা।" ব্রজেন্দ্রনাথ মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "ওঃ, তাই রাগ হয়েছে,—ক'দিন থাক্‌বে সেখানে?" "আমি তার কি জানি? যতদিন ইচ্ছে! মস্তিষ্ক শীতল রাখ্‌তে, কল্পনাকে প্রাণ দিতে মনের শক্তি সঞ্চয় কর্ত্তে প্রাকৃতিক দৃশ্যই হচ্ছে প্রধান ওষুধ। সংসারের ঝঞ্ঝাট্ থেকে মুক্ত থাকা—

য় কত প্রয়োজন আপনি তা হয় ত' মানও কর্ত্তে পারবেন্ না।" মুখুজ্যে মহাশয় বললেন "না বাবু! তা আমি পাল্লুম না,—তা ঐ সব করবার সময় তোমার ব্যবস্থা কি রকম হবে?—তোমায় সঙ্গে নিলেই ত' বেশ হ'ত। কল্পনার পেছনে ছুটোছুটী না করে, বাস্তবের ফটো তোলা সে ত আর ও!-" "দয়া করুণ মুখুজ্যে ম'শাই! আপনিও শত্রুতা কর্বেন্ না—তা হ'লে আমি মরে যাব" বলিয়া ফিরিয়া বসায় আধ-অন্ধকারে অণিমার মুখ স্পষ্ট দেখা যাইতে ছিল না,—তবু তাহার কণ্ঠস্বরের আর্দ্র ও আর্ত্তভাব ব্রজেন্দ্রনাথকে বিস্মিত করিয়া দিল। কিছুক্ষণ নীরবেই কাটিয়া গেলে প্রথমে অণিমাই কথা কহিল। কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "চলুন, আজ আপনাকে আমার রান্না খেতে হবে। আমি নিজে হাতে সব তৈরী করেছি! কেবল কচুরি ক'খানা ভাজ্তে বাকী। আপনি বসে থাক্বেন্, আমি ভেজে দেবো, সব ঠিক্ করাই আছে, দেরী একটুও হবে না।" (ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দিরা দেবী।

গানের স্বরলিপি।

কেদারা—মধ্যমান।

কি সুধা ওই মদির নয়নে;
মন ভৃঙ্গ আকুল লোভে ধায়, তাহারি পানে।
মরতে কি স্বরগে কোথায় আছি জানি নে;
মৃদুল মোহের ঘোর লাগিল অবশ অলস পরাণে॥

কথা ও সুর—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

● ১ ২´ ||
II র্সা -া না -া। ধপক্ষাপা -ধনা -ক্ষধপা -মগা। ক্ষাপা -ক্ষাপা -ধা ক্ষাপা |
কি ০ সু ০ ধা০০০ ০০ ০০০ ০০ ও০ ০০ ০ ই০

৩ ● ১
| মা -গা গা মা I মা -ধা ক্ষা -পা। -গা -মা -রা সা |
ম ০ দি র ন ০ য় ০ ০ ০ ০ নে

২´ ৩ ●
| -া সসা সা সমা। -মগা গা পা পা I পক্ষা -া পা -া |
০ মন ভৃ ঙ্গ ০০ আ কু ল লো০ ০ ভে ০

১ ২´ ৩
| ক্ষাপা -ধনা -ক্ষধা -পা। র্সা না -ধা পধা। ধনধা -পা -ক্ষাপা পা II
ধা০ ০০ ০০ য় তা হা ০ রি০ পা০০ ০ ০০ নে

৩ . ১
II পা ধা পা পা I র্সা -না র্সা র্সা । -া র্সা -র্সর্মা -া
ম র তে কি স্ব • র গে • কো •• •

২´ ৩ . ২
| র্রা -র্সা -া র্রা । র্সা -া -া -া . I -র্সর্সা -ধা -পা -া |
থা • য় আ ছি • • • •• • • •

১ ২´ ৩
| ক্ষা -পা -ধা পা । মা -া -গা -া । -া গা মা -ধা I
জা • • নি নে • • • • মৃ দু •

. ১ ২´
| -ক্ষা পা -া মা । -া -গা মা -পা । গমা রা -া -সা |
• ল • মো • • হে • র• ঘো • র্

৩ . ১
| সা সা সা -মা I -া গা পা পা I ক্ষপা ক্ষপা ধনা -ক্ষপধপা |
লা গি ল • • অ ব শ •অ ল• স• ••••

২´ ৩
| র্সা নধা -পা ধা । -না -ধপা -ক্ষধা পা II II
প •রা • • • •• •• ণে

জীবন দান।

সবাই মুখে বলে,
মস্তবড় ওস্তাদ এক গাইবে আজি গান
রাজার সভাতলে,
সন্ধ্যা হ'য়ে এলে,
দেশ-বিদেশের পুরবাসী বালক বৃদ্ধ যুবা
ছুটল দলে দলে
রাজার সভাতলে।
নানা রংয়ের বেশে
সভার মাঝে যেথায় হ'বে কালোয়াতি গান
জুটল তারা এসে।
পরে সবার শেষে
বিশাল কায় ওস্তাদ মশাই এলে ধীরে ধীরে
সিংহাসনের পাশে
যেথায় রাজা ব'সে।

সন্ধ্যা হ'লে পার
হাত পা ছুড়ে দাড়ি নেড়ে সুরু হল গান
সবে বল্লে বারে বার
"আহা— সুরের কি বাহার
তালমানের জ্ঞানটা এনার রীতিমতই আছে,
তবে গানটা বোঝাই ভার,
গলাবাজিই সার।"
এমন সময় ধীরে
স্নিগ্ধ কান্তি রুক্ষ কেশ একতারাটি হাতে
কেও আসে ঘরে?
আরে—এ যে পাগ্‌লা হরে!
সবাই বল্লে ;—"বাঃ আজ তোমারে গাইতে
হবে গান
রাজার দরবারে।"

অনেক সাধার পরে
রুণ কণ্ঠে পাগলা হ'রে আত্মহারা হ'য়ে
সুরু করল গান,
মায়ের মধুর নাম।
স্তব্ধ হ'ল সভা—সজল হ'য়ে উঠল আঁখি
শীতল হ'ল প্রাণ
শুনে হরির গুন-গান।
আবেগ ভরে রাজা গলা হ'তে মুক্তামালা খুলে
হরিরে করে দান।
হেসে বল্লে হরি ;
"কেমনে বল পরি ;
গানের রাজা আপনি আজি আছেন যেথা বসি,
মালা সাজে তারি।"
চরণ পরে পড়ি
ওস্তাদ কন, "যে গান আজি শোনালে তুমি প্রভু
তাহারি সুরে সুরে
পরাণ গেছে ভ'রে।—
শিখেছি যে গান
বুঝিনু আজি মিথ্যা সব—নিরতার প্রতিমূর্ত্তি
কঠিন পাষাণ,
ছিল না তাতে প্রাণ।
মানবের মূর্ত্তি ধ'রে প্রভু, কোন দেবতা তুমি
তা'তে কর্‌লে জীবন দান!"

শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

পিতৃবিলাপ কাব্য ও বিবিধ রচনা।—শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ দত্ত প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার দত্ত, আড়ং-পাড়া খুলনা। মূল্য ১৲; বাঁধাই ১।০ মাত্র।

গ্রন্থকার পুত্রশোকাতুর প্রবীণ ব্যক্তি। তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবেশিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা-গুলির মধ্যে এরূপ একটী প্রাণমনোবিমোহিনী করুণস্বরলহরী উত্থিত হইয়াছে যে, তাহার আকর্ষণী শক্তিতে পাঠকমাত্রেরই চিত্ত আকৃষ্ট হয় এবং সহানুভূতিপাশে আবদ্ধ হইয়া স্থানে স্থানে অশ্রু-সংবরণ করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। কবিতাগুলির মধ্যে সাক্ষাৎ শোক যেন মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। বিধাতা গ্রন্থকারের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পুত্ররত্নগুলিকে তাঁহার হৃদয়দেশ হইতে উৎপাটিত করিয়া সেস্থানে যে শোকের উৎস উৎসারিত করিয়াছেন, তাহার পূত স্নিগ্ধ বিমল প্রবাহের সৌন্দর্য্যে সকলেই মুগ্ধ ও স্তম্ভিত। এতদ্ব্যতীত পরিশেষে "বিবিধ কবিতা"-নামে যে কয়েকটী কবিতা নিবেশিত হইয়াছে, তন্মধ্যেও ছত্রে ছত্রে কবিত্বের বিকাশ দেখিলে, হৃদয়ে আনন্দ লাভ হয়। শোকে নিপীড়িত গ্রন্থকারের ৮ মাস বয়সের শিশুর শেষদশা দর্শনে লিখিত কবিতাটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল!—

প্রাণধন! মুদিছ নয়ন?
কে আর দেখাবে হায়, ডেকে ডেকে অভাগায়
রবি-শশি-তারকা-গগন!
কে খেলিবে জোনাকীর সনে?
সন্ধ্যার আলোক মাখি, উড়ে যাবে নীড়ে পাখী,
—চেয়ে রবে চকিত নয়নে?
—চুপি চুপি করিবে বরণ,
আসি যবে ঊষা বালা, শিরে লয়ে স্বর্ণডালা,
ফুল্লফুল করিবে চয়ন?
কেবা বল খল খল হাসি ;
প্রভাতের পানে চেয়ে, সাধা সুরে আধা গেয়ে
পরাজয়ে স্বরগের বাঁশী?
হারা হ'লে সোহাগ চুম্বন,
শুষ্ক খেলনাগুলি, অলিন্দে মাখিবে ধূলি,
"পুষী" কত করিবে ক্রন্দন!
প্রাণাধিক ফিরাও বদন!
তোতা সম প'ড়ে প'ড়ে ছি ছি ছি ঘুমায়ে পড়ে,
কোন্ শিশু তোমার মতন?
আহা মরে যাই! মরে যাই!!
অই ঢুলু ঢুলু আঁখি, অভাগারে দিলে ফাঁকি
কে শুনাবে "তাই তাই তাই"?

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।